গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম খণ্ডে লিখিত যুদ্ধ ঘটনার অবশিষ্ট বিবরণ, জলযুদ্ধ,
উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপন ও ওস্‌মানীয়া সাম্রা-
জ্যের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত।

"মিহির ও সুধাকর" এবং "ইস্‌লাম প্রচারক" সম্পাদক, 'বৃহৎ
মহম্মদীয় পঞ্জিকা" সংগ্রাহক, "তোহ্‌ফাতুল মোসলেমিন"
""এসলাম-তত্ত্ব", "পদ্য-প্রসূন" ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেতা

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

সঙ্কলিত।

মুনশী আজিজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক
৩০ নং করেয়া গোরস্থান লেন হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৫৯ নং করেয়া রোড্;
রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩১৫ সাল; আশ্বিন।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বন্দীভূত হওয়াতে পিতৃ ও ভ্রাতৃ-
বিচ্ছেদ জনিত শোক-দগ্ধ হৃদয়ে এক দিন শান্তি লাভ
হইয়াছিল, যাঁহার সঙ্গ লাভে এক দিন হৃদয়ের
পূর্ণ বলে বলীয়ান্ হইয়া,
"সুধাকর" "ইস্লাম-প্রচারক", "বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা,"
"গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ প্রথম খণ্ড' ইত্যাদি বাহির করিতে
সক্ষম হইয়াছিলাম —
যাঁহার নিকট প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম শিক্ষা করিয়া সংসার-
জীবনে সুখী হইয়াছিলাম, যিনি আমার পক্ষে সংসার-
মরুতে আশা-মরীচিকা স্বরূপ বিরাজ
করিতেছিলেন —
যাঁহার হৃদয় সরলতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি
গুণের আধার ছিল,

আমার সেই পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী

আএশা খাতুন সাহেবা

মরহুমার নামে

এই গ্রীস্ তুরস্ক যুদ্ধ দ্বিতীয় খণ্ড

পবিত্র প্রেমের স্মৃতি-চিহ্ন রূপে,

তদীয় পবিত্র আত্মার "মগ্‌ফেরাৎ"

কামনায়

উৎসর্গিত হইল।

সূচী-পত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

উপাস্য নাহিক কেহ আল্লাহ ব্যতীত।
হজরত মোহাম্মদ (দরুদ) তাঁহার প্রেরিত।

সচিত্র

গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধ প্রথম ভাগে, জয়-দৃপ্ত তুর্কী সৈন্য কর্ত্তৃক, থেসালির রাজধানী লারিসা নগরী অধিকৃত হওয়ার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় ভাগে পরবর্ত্তী যুদ্ধ সমূহের বিবরণ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

লারিসা নগরে শান্তি স্থাপন—

থেসালি প্রদেশের মধ্যে লারিসাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর। এই স্বনাম প্রসিদ্ধ শহরটী উক্ত প্রদেশের রাজধানী। তুর্কিদিগের আধিপত্য কালে এই শহরেই ওসমানীয় গবর্ণর জেনেরল অবস্থিতি করিতেন। গ্রীক্ দিগের অধিকার ভুক্ত হওয়ার পরেও এই

নগর থেসালির রাজধানী বলিয়া পরিগণিত। এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ইতিহাস সমূহে এই নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুরক্ষিত লারিসা নগর বিনাযুদ্ধে তুর্কিদিগের হস্তগত হওয়াতে, সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। লারিসা নগর রক্ষার নিমিত্ত গ্রীক্‌গণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। যাহা হউক, লারিসা নগর হস্তগত হইবা-মাত্র প্রধান সেনাপতি গ্র্যাণ্ড মার্শাল আদহাম পাশা তথায় সম্পূর্ণ রূপে শান্তি স্থাপন করিলেন। তুর্কি সেনাপতি ও অফিসারদিগের এ বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল যে, যেরূপ বিনা বাধা ও বিনা রক্তপাতে লারিসা নগর হস্তগত হইয়াছে, এ অবস্থায় বিজয়ী সৈন্য দিগের দ্বারা যেন নগরের কোনও রূপ অনিষ্ট সাধন হইতে না পারে। নগরবাসিগণ যেন কোনও প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র ও উৎ-পীড়িত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পায়। বলা বাহুল্য, তাঁহারা এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

তুর্কী সৈন্যদিগের সদাচার এবং ভীষণ প্রকৃতি আল্‌বেনীয় সৈন্যদিগের শিষ্ট-শান্ত ভাব—

ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সংবাদ-পত্রের সংবাদ-দাতাগণ মনে করিয়া-ছিলেন যে, তুর্কী সৈন্যগণ লারিসা নগরে প্রবেশ করিয়া, কোনও রূপ অত্যাচার ও উৎপীড়নেই হস্ত সঙ্কুচিত করিবে না। তাহারা নগরটীকে একেবারে উৎসন্ন দিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হই-য়াছে। সংবাদ-দাতাগণ প্রত্যেক সম্প্রদায়স্থ তুর্কী সৈন্যদিগের সদা-চার, সৌজন্য, শিষ্টতা, নম্রতা এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদিগের আদেশ

প্রতিপালন ও আনুগত্য সম্বন্ধে, এক বাক্যে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। বিজয়ী তুর্কিসৈন্যগণ কিঞ্চিন্মাত্রও ঔদ্ধত্য বা বিশৃঙ্খল ভাব প্রকাশ করে নাই। অফিসার দিগের দ্বারা তাহারা যন্ত্র-চালিত পুতুলের ন্যায় পরিচালিত হইতেছিল। অধিবাসিদিগের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ এবং নগরের শান্তিরক্ষার্থ পুলিসের যেরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল, তুর্কী কর্তৃপক্ষগণ তৎপক্ষে কিঞ্চিন্মাত্রও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। ঐ সকল বন্দোবস্ত কাহারও পক্ষে ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয় নাই। সিপাহিগণ কোনও দ্রব্য লইয়া যাইতে, যদি উহা লুণ্ঠিত দ্রব্য বলিয়া সন্দেহ হইত, অফিসারগণ তৎক্ষণাৎ তাহা আটক করিতেন, এবং যে স্থান হইতে আনা হইত, কিম্বা যেখানে জিনিস সহ ধরা পড়িত, অফিসারগণ উহা তথায় রাখিয়া দিতে সিপাহিকে বাধ্য করিতেন। দৃঢ়কায়, সবল ও সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট আল্‌বেনীয় সৈন্যদিগকে নগরের বাহিরে রাখা হইয়াছিল। কারণ, এরূপ লোভনীয় স্থলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখা সন্দেহ জনক ব্যাপার ছিল। কিন্তু এতদ্দ্বারা পাঠকগণ আল্‌বেনীয় সৈন্য দিগের সম্বন্ধে কোনও রূপ মন্দ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিবেননা। তাহারা এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে ক্ষমার পাত্র। সেই পার্ব্বত্য জনপদ বাসী প্রচণ্ড স্বভাব অধিবাসি-দিগের শরীরে এ পর্য্যন্ত সভ্যতার বাতাস খুব কমই লাগিয়াছে। বিশেষতঃ ইহারা এরূপ কঠোর ও দুর্গম স্থানের অধিবাসী যে, খোদা তাআলা তাহাদিগকে যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সেই অবস্থায়ই আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনও সেই ভীষণ পার্ব্বত্য জনপদে প্রবেশ লাভ করিয়া, স্বকীয় সুকোমল প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু তাহাদের ন্যায় সাহসী,

তেজস্বী, মৃত্যু-ভয় বিরহিত স্বধর্ম্ম-পরায়ণ জাতি পৃথিবীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

গ্রীক্‌দিগের ভীরুতা ও কাপুরুষতা সম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণ—

ওস্‌মানীয় জেনেরল ষ্ট্যাফের অফিসারগণ লারিসা নগরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই, নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও পার্শ্ববর্ত্তী উপনগর সমূহে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা গ্রীক সৈন্য দিগের হতাস হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হন। গ্রীক্‌গণ কেন যে বিনা যুদ্ধে লারিসার ন্যায় সুরক্ষিত নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। লারিসা নগর অতি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত এবং সর্ব্ব প্রকারে সুরক্ষিত। সম্মুখের দিকে সালাম্ব্রিয়া (কোস্তম) নদী খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া নগরটীকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে। নগরের মুরুচা ও প্রাচীরোপরি নিয়মিত ব্যাটারি গুলি ব্যতীত, ১২টী পর্ব্বত-বিদারী ভীষণ তোপ সংস্থাপিত ছিল। সৈন্যদিগের আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান সমূহে গড়খাই করা হইয়াছিল। শত্রু প্রবেশের উপযুক্ত সকল স্থানই মুরুচাবন্দি করা হইয়াছিল। সালাম্ব্রিয়া নদীর প্রকাণ্ড পুলটী ভগ্ন করিবার উপযুক্ত সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল; কিন্তু গ্রীক্‌গণ এরূপ ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা তৎসমস্তই ফেলিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ তাহারা কোনও ফলপ্রদ বস্তু দ্বারাই ফল লাভ করে নাই। সৈনিক-হাসপাতাল গুলি এক্ষণ পর্য্যন্ত সম্যক্

রূপে সজ্জিত হইয়াছিল না; হাসপাতালের জন্য নূতন প্রণালীর যে সকল অস্ত্র ও সামগ্রী সম্ভার আসিয়াছিল, সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না করিতে করিতেই তাহাদিগকে পলায়ন করিতে হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে আনীত বাক্স ও পেটিকা সমূহ হইতে হাসপাতালের প্রয়োজনীয় শয্যা, ঔষধ ও অস্ত্রাদি অল্প পরিমাণে মাত্র বাহির করা হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত অধিকাংশ দ্রব্যই বাক্স সমূহে অবিকল প্যাক করা ছিল। যে অল্প বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী বাক্স হইতে বাহির করা হইয়াছিল, তাহাও বিশৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী ব্যতীত উৎকৃষ্ট মলমল ও ফ্লানেল কাপড়, বিজেতাদিগের তোয়ালে ও রুমাল রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। গ্রীক্‌দিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও অফিসারগণ, নগরের উৎকৃষ্ট গৃহ সমূহে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ ভীতিবিহ্বল হৃদয়ে পলায়নপর হইয়াছিলেন যে, আপনাদের প্রকোষ্ঠ সমূহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক সুরঞ্জিত ছবিগুলি এবং প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদিও লইয়া যাইবার অবসর পান নাই। পাঠকগণ একথা স্মরণ রাখিবেন যে, তুর্কী পক্ষ হইতে জেনেরল গ্রাম্বকোফ্ পাশা মাত্র ৪০০ চারি শত অশ্বারোহী সৈন্যের একটী ক্ষুদ্র দল লইয়া নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই, বীরেন্দ্র পূজিত (?) গ্রীক্ সৈন্য ও সেনানিগণ, নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইয়াছিলেন।

মহাবীর গাজী ওস্‌মান পাশার নিয়োগ সংবাদ এবং উপস্থিত যুদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধে মার্শাল আদহাম পাশার মন্তব্য—

এই সময় তুর্কী সৈন্যের প্রধান সৈন্যাবাসে (হেড কোয়ার্টার) এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে, প্লেভনা সমরে জগদ্বিখ্যাত পৃথিবীর বর্ত্তমান অদ্বিতীয় সেনাপতি, দওলতলু গাজী ওস্‌মান পাশা, ইপাইরস্‌ ও থেসালিস্থ বিশাল ওস্‌মানীয় অনীকিনীর সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু লারিসা নগরী বিজয় এবং গ্রীক্‌ সৈন্যদিগের বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন সংবাদে হেড্‌ কোয়ার্টারে কোনও প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই। আর মার্শাল আদহাম পাশাও এতন্নিবন্ধন কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন নাই। এই সময়ে কোনও ইউরোপীয় সংবাদপত্রের জনৈক সংবাদ-দাতা, মার্শাল আদহাম পাশা মহোদয়ের সাক্ষাৎ লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি উপস্থিত যুদ্ধ-ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

"যদিও গ্রীকগণ সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু তাহারা এরূপ উৎসাহহীন ও ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, লারিসা নগরীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবং মুরচাবন্দি করা সত্ত্বেও উহা রক্ষা করিতে সাহসী হয় নাই। সুতরাং তোপ সকল, রসদের গুদাম সমূহ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামাদি পশ্চাতে ফেলিয়া, ফারসালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের এরূপ পলায়ন ব্যাপারের এই ফল দাঁড়াইয়াছে যে, থেসালির সমগ্র সমতল ক্ষেত্র—তৎসহ লারিসা, ত্রিখালা, কারওতনর এবং

প্রথম অধ্যায়।

ভোলো বন্দরের রাজবর্ত্ম—যাহা গ্রীক্‌দিগের সামরিক রঙ্গভূমি রূপে ব্যবহৃত হইত—আমার হস্তে ছাড়িয়া গিয়াছে। এই রাজবর্ত্ম গ্রীক্‌দিগের হস্ত হইতে আমার হস্তগত হওয়ায়, আমার পক্ষে কিরূপ সামরিক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যায়। এই বন্দরের (ভোলোর) প্রশস্ত রাজপথ দিয়া, সমগ্র গ্রীক্ সৈন্য তুরস্কের সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। এই পথেই গ্রীক্ সৈন্যদিগের জন্য সাহায্য ও রসদ পহুছিয়া ছিল। আবার এই বন্দরের রাস্তা দক্ষিণ গ্রীসের সঙ্গে থেসালির সংযোগ-বিধান পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক—অথচ নিকটবর্ত্তী। ভোলো বন্দর এক্ষণ পর্য্যন্ত আমার হস্তগত হয় নাই, এবং গ্রীক্‌গণ একপ ভাবে পশ্চাতে হটিয়াছে যে, "টেম্পটুস" নামক গিরিবর্ত্মস্থ রাজপথ তাহারা আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। পক্ষান্তরে গ্রীক্‌দিগের প্রবল যুদ্ধ জাহাজগুলি উক্ত নগর রক্ষা করিবার পক্ষে বিলক্ষণ শক্তি সম্পন্ন; কিন্তু ভোলো-লারিসা রেলওয়ে লাইন আমার হস্তগত হওয়াতে, গ্রীক্‌গণ ঐ সদর লাইন দ্বারা—যাহা ভলেষ্টিনোতে সম্মিলিত হইয়া ফারসালা নগরের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে—কোনই ফল লাভ করিতে পারিবে না। ফলতঃ এ সময় তুর্কী সৈন্যগণ থেসালির ফল শস্য-শোভিনী সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশের উপর আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। আবার তাহারা এমনই সুবিধা জনক স্থানে অবস্থিত যে, গ্রীক্ সৈন্যদিগকে অন্যত্র আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য-দরি পথ দিয়া যে ভাবে যত সংখ্যক সৈন্যের সাহায্য প্রয়োজন, তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে।"

গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধ।

ফরসালুস্ বা ফারসালা—

তুর্কী হেড্ কোয়ার্টারে ২৭শে এপ্রিল তারিখে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, গ্রীক্গণ ফারসালা নগরের নিকটস্থ এক সুরক্ষিত মুরুচাবন্দি স্থানে হটিয়া গিয়াছে। আবার ভোলোর উত্তর-পশ্চিম দিকে, যে স্থানে ভলেষ্টিনোর রেলওয়ে সংযোগ হইয়াছে, তথায় বহুসংখ্যক গ্রীক সৈন্য একত্রে অবস্থিতি করিতেছে। ফারসালা নগর অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। খ্রীঃ পূঃ ৪৮ অব্দে রোমের প্রসিদ্ধ বীর (পরে রোমক সম্রাট্) জুলিয়াস্ সিজার, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পীকে এই স্থানেই ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাবীর সিজার ২২ সহস্র সৈন্য দ্বারা, পম্পীর দ্বিগুণ পরিমিত সুশিক্ষিত সৈন্যকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়াছিলেন। ফারসালা নগর আওথ্রেস পর্ব্বতমালার বৃক্ষ লতাদি বিবর্জ্জিত এরূপ ভীষণ স্থানে স্থাপিত—যে স্থান হইতে আনিপি নদীর সলিল-বিধৌত উর্ব্বরা সমতল ময়দান আরম্ভ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র নগরটীতে ছয় সহস্র লোকের বসতি। এক বেলুনাকৃতি অনুচ্চ শৈলমালার পাদদেশ হইতে, প্রায় উহার শিখরদেশ পর্য্যন্ত নগরের গৃহাবলী বিরাজিত। ঐ শৈলমালার উচ্চতা অন্যূন ৩৬০ ফিট। নগরের উপরিভাগে মধ্য যুগের নির্ম্মিত একটী বর্ত্তুলাকার বুরুজ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তুর্কিগণ থেসালি প্রদেশ গ্রীক্দিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইহা আপনাদের কারাগার স্বরূপ ব্যবহার করিত। এই বুরুজের উপর দণ্ডায়মান হইলে, নগর ও ময়দানের মনোহর দৃশ্য যুগপৎ নেত্রপথে

পতিত হইয়া থাকে। ময়দানের পর পারবর্ত্তী উত্তর দিকস্থ অলিম্পস্ পর্ব্বতের চূড়া এবং উত্তর পূর্ব্ব দিকে আরসা ও পিলি-আনের উন্নত শিখরদেশ সুস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হয়। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরস্থিত প্রাচীন অট্টালিকাদির চিহ্ন এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র পর্ব্বতোপরিস্থ দুর্গোপরি একটী অতি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। উহা একটী ভূ-গর্ভস্থ অট্টালিকা। তদ্ব্যতীত প্রাচীন বিশাল দুর্গের প্রাচীরগুলির চিহ্নমাত্র বিদ্যমান। কোনও সময়ে এই ফরসালুস্ (ফারসালা) নগরী থেসালির একটী উৎকৃষ্ট নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন গৌরবের কণা মাত্রও এক্ষণে অবশিষ্ট নাই। ভোলো বন্দরের সহিত ভোলো-ত্রিখালা-কালাবাকা রেলওয়ে লাইনের দ্বারা এই নগরের সংযোগ বিধান হওয়াতে, নগরের সৌন্দর্য্য বা সমৃদ্ধি কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় নাই। সম্ভবতঃ রেলওয়ে ষ্টেশন নগর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া, রেলওয়ে দ্বারা এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরটীর কোনও উপকার সাধন হয় নাই। যে ধূলিময় রাজপথ লারিসা হইতে থেসালির বিশাল ময়দান অতিক্রম করিয়া, ফারসালায় চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে উহার অবস্থা খুব ভাল। ফারসালা হইতে চূণে পাথরের পাহাড় শ্রেণী প্রথমে ডমকোস্, এবং তথা হইতে বরাবর মধ্য গ্রীস পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ফারসালা হইতে এই রাজপথে ডমকোস ৭ ঘণ্টার পথ।

ফারসালার বিশাল ময়দানের মধ্যভাগে যে পার্ব্বত্য প্রদেশ অবস্থিত, গ্রীকগণ তথায় আপনাদের বিশাল সৈন্যদল অতি সতর্কতা সহকারে সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত করিয়াছিল। ঐ সৈন্য-

দলের দক্ষিণ দিক হওয়ালিতে সম্মিলিত এবং বামদিক পর্ব্বত-মালার ঠিক পশ্চাদ্ভাগে বক্রভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। পালাতাপার বারিক ও নগরের মধ্যভাগে যে পাহাড় শ্রেণী ছিল, উহা এবং সিনু সেফালিয়ার পাহাড়টীও গ্রীক্‌দিগকে তাহাদের শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে লারিসা নগরী ওস্‌মানীয় সৈন্যদলের অধিকার ভুক্ত হওয়াতে, তুর্কী সেনাপতি-দিগের পক্ষে, শত্রুদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

গ্রীকদিগকে ভোলো বন্দর এবং সমুদ্র তট হইতে দূরে হটাইয়া রাখা, তুর্কী সৈন্যদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। গ্রীক সৈন্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ করা এবং উহার পরিদর্শনাদির সুযোগ এই নগরের উপর নির্ভর করিত। গ্রীক সৈন্য-দেহের পক্ষে এই স্থান প্রধানতম শিরা স্বরূপ মনে করা অসঙ্গত ছিল না। এই নগর হইতে সমুদ্র এবং স্থলপথে উপযুক্ত সাহায্যাদি উপস্থিত হইলে, গ্রীক সৈন্যদিগের সাহস ও শক্তি পুনরানয়ন করিতে পারিত এবং তদ্দ্বারা তাহাদের আশানুরূপ বল বর্দ্ধন হইত।

ভলেষ্টিনো নগর—

সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলরূপে চালিত এবং শত্রু পক্ষের সুযোগ নষ্ট করিবার জন্য 'ভলেষ্টিনো' নগর সর্ব্বপ্রথমে অধিকার করা, ওস্‌মানীয় সেনাপতিদিগের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। এই নগর তিনটী রেলওয়ে লাইনের সংযোগ স্থল, এবং যে সুপ্র-

শস্ত রাজবর্ত্ম, থেসালির বিশাল ময়দান পার হইয়া, তৎপরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক সমুদ্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই রাজপথের একটী সুরক্ষিত ঘাটী। সামরিক দৃষ্টিতে ইহা অধিক-তর উপযোগী। যদি তুর্কিগণ লারিসা হইতে একেবারে ফার-সালার দিকে অগ্রসর হইত, এবং ভলেষ্টিনো গ্রীকদিগের হস্তগত থাকিত, তাহা হইলে তুর্কী সৈন্যের বাম বাহুর জন্য উহা নিতান্ত ভীতিপ্রদ ও আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইত। ভোলো হইতে মূল গ্রীক্ সৈন্যদিগের পক্ষে যে সকল প্রয়োজনীয় সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুবরাজ কনষ্টাণ্টাইন (ডিউক অব স্পার্টা) ভলেষ্টিনো অধিকারে রাখা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগেব রণতরীর বহর ভোলো বন্দরের ঘাটে নঙ্গর করিয়াছিল; রেলওয়ের সমস্ত এঞ্জিনও এখানে এক-ত্রিত করা হয়। কোনও রেলগাড়ীর এঞ্জিন তুর্কিদিগের হস্তগত না হওয়াতে, তাঁহারা রেলওয়ে লাইন দ্বারা কোনও ফল লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। ভলেষ্টিনো নগর ও উহার আশ পাশে গ্রীক সৈন্যগণ এরূপ ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল যে, অশ্বখুরের আকার বিশিষ্ট সমুদয় সুরক্ষিত পর্ব্বত-শিখরে তাহাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই অশ্ব-খুরাকৃতি বিশিষ্ট স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় বিদ্যমান, ভোলো যাইবার পথ ঐ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম দিকে এই পাহাড়ের ঢালুতে সিফালু (কিফালু) নামক স্থান অবস্থিত; উহা তুর্কিদিগের অধি-কারভুক্ত হইয়াছিল। ঐ স্থানের ঠিক বিপরীত দিকে ভলেষ্টিনো নগর অবস্থিত থাকিলেও, পর্ব্বতের অন্তরাল বলিয়া তুর্কী সৈনিক-শিবির হইতে নগরটী দৃষ্ট হইতেছিল না। এই পাহাড়ের সংলগ্ন

কারলা নামক হ্রদের স্ফটিকবৎ নির্ম্মল স্বচ্ছ জলরাশি, শ্যামল শস্য ও বিটপী পূর্ণ উর্ব্বর ভূ-খণ্ডের মাঝখানে অনুপম শোভা বিস্তার করিতেছিল। হ্রদের চতুর্দ্দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট অরণ্যমালা বিরাজিত। অরণ্যের মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক, সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া গ্রাম্য মস্‌জেদের সুন্দর মিনার গুলি দৃষ্ট হইত। এতদ্দ্বারা উক্ত স্থানের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পেলাডাবটার বারিক সমূহ ভলেষ্টিনোর উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। কেবল রেলওয়ে লাইন নহে—বরং যে সুপ্রশস্ত সামরিক রাজবর্ত্ম ভোলো অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, তাহাও এই বারিকস্থ তোপের লক্ষ্যান্তর্গত ছিল। দেখিলে বোধ হইত, এইস্থান উক্ত বন্দরের রক্ষাকার্য্য সম্বন্ধে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। পেলাডাপটার বারিক সমূহের নিকট আর একটী রাস্তা ভোলোর রাস্তা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, পারসিফিলির উপর দিয়া হাল মিরুস, আবার তথা হইতে সোরপি হইয়া নয়া মনজেলা বন্দরে চলিয়া গিয়াছে। সিমোসিফালিয়ার উচ্চ পর্ব্বতমালা কারাহ্‌তাগের সহিত সম্মিলিত। যাহা হউক, মার্শাল আদহাম পাশা, অনতিবিলম্বে অনুসরণকারী সৈন্য দলকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন জন্য লারিসা হইতে এই দিকে প্রেরণ করিলেন।

ভলেষ্টিনোর প্রথম যুদ্ধ—

উভয় প্রতিপক্ষদল স্ব স্ব সুবিধা জনক স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ২৭শে এপ্রিল তারিখে প্রথম যুদ্ধ ঘটে। সোলেমান পাশার অধীনে যে সৈন্যদল ভোলো অভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল;

উহাদের সহিত ভলেষ্টিনোতে গ্রীক্ সৈন্যের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই তুর্কী সৈন্যদলে ৪ পল্টন পদাতিক, ৮ রেসালা নিতান্ত দুর্ব্বল অশ্বারোহী (ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ ক্যাভিলারি রেজিমেণ্ট), একটী পার্ব্বত্য ও দুইটী অশ্ব-চালিত ব্যাটারি ছিল। দুই রেসালা অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলে, উহাদিগকে গ্রীক্‌গণ পশ্চাতে হটাইয়া দেয়। আর ১৫ মিনিট পরে ক্যাভিলারী (অশ্বারোহী) ব্রিগেডের উপর সম্মুখের দিকে ভোলোর রাস্তা হইতে, এবং বাম দিকে পেলাও তাপা হইতে প্রবল গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। উহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ তুর্কী তোপখানা হইতেও গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই গোলাবর্ষণ কার্য্যে গ্রীক্ গোলন্দাজগণ খুব দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। গ্রীক্‌দিগের নিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলক সমূহ, ঠিক তুর্কী তোপের উপর আসিয়া পতিত হইতেছিল বটে; কিন্তু তুর্কিদিগের সৌভাগ্য বশতঃ একটীও বিদীর্ণ হইতেছিল না। গ্রীক্‌দিগের গোলা বর্ষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, তুর্কিগণ আপনাদের তোপশ্রেণী তিন ভাগে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ সময় নৈশ-অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু গ্রীক্ সৈন্যের বাম বাহু, তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদিগের প্রত্যাবর্ত্তন-পথ রোধ করিবার জন্য রেজালুমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তুর্কিদিগের পক্ষে আপনাদের তোপগুলি শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, পশ্চাদ্দিকে হটাইয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কারণ, প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে একটী মাত্র সেতু ছিল। সেই সেতুর উপর দিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারিলে, আশঙ্কার অবধি ছিল

না। সুতরাং ব্যাটারি গুলির প্রত্যাবর্ত্তন-পথ নিরাপদ করিবার নিমিত্ত, তুর্কীর ত্রয়োদশ রেজিমেণ্ট পুনরায় শত্রুর মধ্য ভাগে এবং সোলেমান পাশা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। এই অবসরে তুর্কী ব্যাটারি গুলি অতি দ্রুত বেগে অগ্রসর হইয়া, সেতু পার হইয়া গেল। ইহার পর প্রথমে ত্রয়োদশ রেজিমেণ্ট, এবং পরে চতুর্দ্দশ রেজিমেণ্ট ধীরে ধীরে নিতান্ত সতর্কতার সহিত পশ্চাতে হটিয়া আসিল। তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যগণ এই ক্ষেত্রে সাকেশীয় প্রণালীতে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই প্রতিপক্ষের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু তদ্দ্বারা শত্রু পক্ষের বিশেষ কোনও অনিষ্ট ঘটিল না; কিম্বা ক্ষতি হইয়া থাকিলেও তাহা অতি সামান্য। কিন্তু ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদিগের সাহস সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহারা এই যুদ্ধে বিস্ময়কর বীরত্ব ও অমানুষিক পরাক্রম প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ইহারা শত্রু পক্ষের সম্মুখ হইতে নিতান্ত সতর্ক ও নির্ভয়তার সহিত পশ্চাদ্দিকে হটিয়া আসিয়াছিল। যখন শত্রু পক্ষ ও তাহাদের মধ্যে একটী গ্রাম ব্যবধান পড়িয়াছিল, তখনই তাহারা আপনাদের অশ্ব সবলে প্রধাবিত করিয়াছিল। তুর্কী সৈন্যগণ এইরূপে পশ্চাৎপদ হইয়া 'গরজির' পূর্ব্ব দিকে গমন করে। ঐ স্থানে ক্রসার 'রদিফ্‌' পল্টন আসিয়া তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয়; নবাগত সৈন্যগণ আপনাদিগের অবস্থান-স্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মুরচা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। ঐ মুরচার আশ্রয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণার্ত্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত সৈন্যগণ বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। ২৮ শে এপ্রিল তারিখে, মাহ্‌মুদের রদিফ্‌ পল্টন, এক

ব্যাটারী ময়দানী তোপ সহ ইহাদের সাহায্যার্থ আগমন করে। ২৯শে তারিখে জগদ্বিখ্যাত মহাবীর গাজী আহ্মদ মোখ্তার পাশার (১) প্রিয়তম পুত্র কর্ণেল মহ্মুদ বোক, এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তুর্কী সৈন্যগণ এই তরুণ বয়স্ক তেজস্বী সেনানী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, ২৯শে ও ৩০ শে এপ্রিল শত্রু-পক্ষের মুকচা গুলি ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। মহ্মুদ বোক অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে, অমানুষিক দৃঢ়তা ও বীর্য্যবত্তার সহিত গ্রীক্‌দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে পরাক্রান্ত গ্রীক্‌-বাহিনী ভোলো-ফারসালা লাইন অধিকার করিয়া রহিয়াছিল, ঐ সময় আরও ৮ পল্টন সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। তুর্কী সৈন্যগণ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিলেও, ৩০শে এপ্রিল বেলা দ্বি-প্রহরের সময়, বিপুল গ্রীক্ বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাহাদিগের বাম বাহু পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এতদ্দ্বারা তুর্কী সৈন্যের দক্ষিণ বাহু—যাহা পেলাও তাপা ও রেজালুমের দিকে অবস্থিত ছিল, তাহারাও পশ্চাদ্দিকে সরিয়া আসিল। এইরূপ পশ্চাতে হটিবার অত্যল্প কাল পরেই, তুর্কিদিগের সাহায্যার্থ দশ পল্টন সৈন্য ও দুই ব্যাটারি তোপ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তুর্কী সেনাপতি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত ফারসালা বিজিত না হয়, সে

(১) দওলতলু গাজী আহ্মদ মোখ্তার পাশা, রুস-তুর্কের ভীষণ যুদ্ধে আসিয়া মাইনরস্থ তুর্কী সৈন্য দলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইঁনি উপর্য্যুপরি কয়েকটা যুদ্ধে, রুস্ সৈন্যদিগকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করিয়া বিজয়শ্রীর অধিকারী হন। এক্ষণে ইঁনি মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের পক্ষে, মিসরের হাই-কমিশনর।

পর্য্যন্ত ভলেষ্টিনো পুনঃ আক্রমণ করিবেন না। ৩০ শে এপ্রি-লের যুদ্ধে কর্ণেল মহ্মুদ বোক, অদ্ভুত শৌর্য্য বীর্য্য ও অতুলনীয় রণ-কৌশলের পরিচয় দিয়া, শত্রু মিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

কর্ণেল মহ্মুদ বোকের আক্রমণ—

স্বপক্ষীয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতুর, শ্রান্ত ক্লান্ত পদাতি সৈন্যদিগকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের সুযোগ প্রদান জন্য কর্ণেল মহ্মুদ বোক, স্বীয় অধীনস্থ বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যদিগের সাহায্যে, পর্ব্বত-শিখরে অবস্থিত গ্রীক্ মুরচাটী আক্রমণ জন্য, ঊর্দ্ধতন সেনাপতির অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতির আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, তিনি দ্রুত আক্রমণে উক্ত মুরচাটী অধিকার করিয়া লইলেন। যখন তিনি শত্রু পক্ষকে আক্রমণ-জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে তাঁহার অতি মূল্যবান্ প্রিয় অশ্বটী নিহত হইল। অশ্ব নিহত হইলে, এই বীর সেনানী পদব্রজেই স্বীয় সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় এক জন গ্রীক্ কাপ্তেন, অতি সতর্কতা সহকারে লক্ষ্য স্থির করিয়া, তাঁহার প্রতি গুলি চালাইতেছিলেন। কিন্তু মহাবীর মহ্মুদ বোকের কেশাগ্রও তাহাতে বক্র হইল না। অবশেষে এক জন আনাটোলীয় অশ্বারোহী করপোরাল দ্রুত বেগে অগ্রসর হইয়া, তরবারির এক ভীষণ আঘাতে গ্রীক্ কাপ্তেনের মুণ্ডপাত করিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সেই বীর পুরুষ নিজেও সঙ্গে সঙ্গে শহিদ হইলেন। কাপ্তেনের হস্তস্থিত বন্দুকটী গুলি পূর্ণ ছিল, করপোরেল নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট

হইয়া বাম হস্তে কাপ্তেনের বন্দুক ধারণ পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তে স্বীয় সেনাপতির প্রাণ হননেচ্ছু সেই বন্দুকধারী গ্রীক্ কাপ্তেনের মস্তকচ্ছেদন কালে, টানাটানিতে কাপ্তেনের হস্তস্থিত বন্দুকটী ঠিক সেই সময় ফায়ার হইয়া, কর্ত্তব্য পরায়ণ মহাবীর ও প্রভু-ভক্ত করপোরালের দেহ-তরু ভূপাতিত করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণ-পাখী, পবিত্র দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত ধামে চলিয়া গেল। (ইন্না-লিল্লাহে-ও-ইন্না-এলায়হে-রাযেউন)।

কর্ণেল মহম্মুদ বোকের এই আক্রমণে তদীয় প্রিয় অশ্বটী ব্যতীত, ৩২ জন তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্য হত এবং আহত হইয়াছিল। যাঁহারা এই তরুণ বয়স্ক অশ্বারোহিদিগের বীরত্ব-ব্যঞ্জক দেহ-তরু অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারা ইহাদের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মহম্মদ বোক্ যখন গ্রীক্‌দিগের মুরচাগুলা অধিকার করিয়া লইলেন, তখন তাঁহার উপর তিন দিক্ হইতে রাইফলের ভীষণ অগ্নি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অনবরত স্ফোটনোন্মুখ মারাত্মক শেল গোলা সকলও নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এই ঘটনায় নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে পশ্চাতে হটিয়া আসিতে হইল। শ্রাবণের বারিধারাবৎ অজস্র ধারে গুলি বর্ষণ হইলেও, তুর্কী অশ্বারোহিগণ অতীব প্রশংসনীয় রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পশ্চাতে হটিয়া আসিল। কোনও প্রকার বিশৃঙ্খল ভাব বা ভীতি-বিহ্বলতা তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল না।

পেলাও তাপার উচ্চ ভূভাগ, গ্রীক্‌দিগের অবস্থান-স্থানকে এরূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিয়াছিল যে, তুর্কিগণ তাহাদের সেই কঠিন ব্যূহ কিছুতেই ভেদ করিতে পারিল না। রেলওয়ে লাইন

ও ময়দান এই উচ্চ ভূ-খণ্ডের নিকটই অবস্থিত ছিল। পেলাওতাপা শত্রু হস্তগত হইলে, গ্রীক্‌গণ রেলওয়ে লাইন দ্বারা কোনই উপকার লাভ করিতে পারিত না। বরং তাহাদের যুদ্ধোপকরণ ও রসদ প্রভৃতি আনয়নের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। ঐরূপ হইলে তাহারা অতি সহজেই বিব্রত হইয়া পড়িত। কারণ, তাহারা যেরূপ পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তথায় রসদ ও পশ্বাদির আহার্য্য সংগ্রহ করা সম্ভব-পর ছিল না। পেলাওতাপা এরূপ প্রয়োজনীয় স্থান বলিয়া তুর্কিগণ অতি সত্বরতায় সহিত উহা অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদিও জানিতেন, এইস্থান অধিকার করিতে গুরুতর ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, এই স্থান অধিকার করিতে পারিলে, ভোলো বন্দর আপনা হইতেই হস্তগত হইয়া পড়িবে। ভোলো অধিকৃত হইলে, ঐ স্থান রক্ষার জন্য অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যগণ পার্শ্বদেশ (পূর্ব্ব দিক) হইতে ফারসালা নগর আক্রমণের জন্য অবসর লাভ করিবে। ভলে-ষ্টিনোতে একাল পর্য্যন্ত যে সকল খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য যুদ্ধ নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য। প্রত্যক্ষ দর্শক-দিগের বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রীক্ গোলন্দাজ-দিগের লক্ষ্য ভাল ছিল না; আবার নিক্ষিপ্ত গোলা সকল বিদীর্ণও হইত না। পক্ষান্তরে তুর্কী গোলন্দাজ দিগের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল, তাহারা উপযুক্ত রূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সংগ্রামাভিজ্ঞ যোদ্ধ, পুরুষ ছিল। উহারা গ্রীকদিগের ন্যায় নিরুৎসাহ ব্যাকুল হইয়া পড়িত না।

এই সকল যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ৪।৫ শত সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধেও, তোপ নিঃসৃত ভীষণ গোলকাঘাতে প্রস্তর-কণা সকল সজোরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, সৈন্যদিগের হস্ত পদাদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। গ্রীকগণ অতি ভীষণ অগ্নি-বৃষ্টি করিয়াছিল। উহাতে তুর্কিদিগের ক্ষতির পরিমাণ যৎ-সামান্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অশ্বারোহী সৈন্যদলের উপযুক্ত সেনাপতি কর্ণেল মহ্‌মুদ বোক্, কথা-প্রসঙ্গে এক জন সামরিক এটাচির নিকট বলিয়াছিলেন, "প্রায় দুই বর্গ মাইল পরিমিত বিস্তৃত ভূভাগের উপর গ্রীক্‌দিগের ভয়ঙ্কর গোলাবৃষ্টি হইয়াছিল।"

ভলেষ্টিনোর যুদ্ধে গ্রীক্‌দিগের কৃতকার্য্য হইবার প্রধান কারণ, গ্রীক-সেনানী কর্ণেল স্মোলনস্কির রণ-পাণ্ডিত্য ও সমর-কৌশল। ভলেষ্টিনো রক্ষা কার্য্যের গৌরব একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। এই কৃতকার্য্যতা নিবন্ধন তিনি খ্যাতাপন্ন গ্রীক্ সেনাপতি কর্ণেল ভেসাস্ ও কর্ণেল ম্যান্নসের সমকক্ষতা লাভের উপযুক্ত। ফলতঃ গ্রীক্‌দিগের পক্ষে কর্ণেল স্মোলনস্কি এক জন উপযুক্ত ও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন

ফারসালার যুদ্ধ—

গ্র্যাণ্ড মার্শাল আদহাম পাশাকে লারিসা হইতে অগ্রসর হইবার সময়, ইপাইরসস্থ তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত, স্বীয় সৈন্যের সংযোগ-বিধান জন্য, সৈন্য দলের দক্ষিণ বাহু পশ্চিম দিকে প্রসারিত করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু সেই ভীষণ পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমন করা সহজসাধ্য ছিল না, ঐ সকল স্থান নিতান্ত

বিপদ সঙ্কুল ও দুর্গম; বিশেষতঃ এই যুদ্ধ যাত্রায় অনেক দূর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করা আবশ্যক বলিয়া, ঐ দিকে সৈন্যদিগকে অগ্রসর করিতে বিশেষরূপ সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রধান সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশা স্বীয় সৈন্য দলের দক্ষিণ বাহু পশ্চিম দিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন, ইপাইরসস্থ সৈন্যদলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

তুর্কী সেনাপতির এই উদ্দেশ্য ছিল যে, শত্রুপক্ষের বাম বাহু আক্রান্ত হইলে, তাহারা ফারসালাস্থ স্বীয় সুরক্ষিত অবস্থান-স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া জেনেরল হাক্কি পাশার ডিভিজান—যাহাকে প্রথম হইতেই থেসালি ও ইপাইরসের সংযোগ বজায় রাখিবার জন্য ডমক্টাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল—ট্রিকাভস্‌ ও লারিসা অধিকার করিবার পর লারিসায় ডাকিয়া পাঠান হয়। প্রধান সেনাপতির আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে জেনেরল হাক্কি পাশা ডবল কুচ করিয়া লারিসায় উপস্থিত হইলেন। অন্য দিকে জেনেরল খাএরী পাশার অধীনস্থ প্রথম ডিভিজান—যাহারা ডমাসির পার্ব্বত্য প্রদেশে গ্রীক্‌দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তাহাদিগের প্রতি জরকোস্‌, ত্রিখালা, কারডশাঃ এবং মসকুলপ্রি নামক নগর ও জনপদ অধিকার করিবার পর, ওসমানীয় সৈন্যদলের শেষ দক্ষিণবাহুস্বরূপ অগ্রসর হইয়া, ইউজারাকিসি নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক, ফারসালায় অবস্থিত গ্রীক্‌ সৈন্যদলের বাম ভাগ বিপন্ন করিবার ভার অর্পিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম ডিভিজান, স্বয়ং প্রধান সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশার

কর্তৃত্বাধীনে ফারসালাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু ওস্মানীয় সৈন্যের দক্ষিণ বাহু, আশানুরূপ দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে পারিল না। কারণ, ঐ অঞ্চল ভীষণ পার্ব্বত্য জনপদ বলিয়া, পদে পদে সৈন্যদিগের দ্রুত গমনে বাধা জন্মাইতে লাগিল। ইহার উপর সেই সকল স্থানের দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য গ্রীক্ অধিবাসিগণ, তুর্কিদিগের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল ; সুতরাং ওস্মানীয় সৈন্যগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহার উপর সাহায্যকারী সৈন্যদিগের বারবরদারীর সুবন্দোবস্ত করা সুকঠিন বলিয়া, সৈন্যদিগের গমনে অধিকতর বিলম্ব ঘটিল। তুর্কী সৈন্যদিগের রসদ সংগ্রহ সম্বন্ধে থেসালির ফল-শস্য শোভিনী উর্ব্বরা ভূভাগ—বিশেষতঃ নয়ন-মন বিমুগ্ধকর "ওয়াদি টাম্পা" হইতে আশানুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই সুবিধা নিবন্ধন বিশাল তুর্কী সৈন্য দলে কখনও রসদের অভাব অনুভূত হয় নাই। বরং সকল সময়ই রসদ-গুদাম গুলি প্রচুর খাদ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল।

টুর্ণাভস্ ও লারিসার বিজয়-ব্যাপারে তুর্কিগণ যেমন গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে গ্রীক্‌দিগের যশঃ-গৌরব তেমনই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত ঘটনায় গ্রীক্ সৈন্য বিভাগের সেনাপতিদিগের মধ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। প্রায় সমুদায় গ্রীক্ সেনাপতির স্থানেই রাজধানী হইতে নূতন নূতন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। সর্ব্বপ্রধান ষ্টাফ্ অফিসার সাপোঁট সারার স্থানে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল লাম্বরটীস্‌কে, জেনেরল ষ্টাফ্ অফিসার রূপে, প্রধান সেনাপতির অধীনে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

প্রধান গ্রীক্ সৈন্য-বিভাগ (যাহারা যুবরাজ ডিউক অব্-স্পার্টার অধীনে ছিল), ফারসালার উত্তর দিক্‌বর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করিতেছিল। আদ্‌হাম পাশার সৈন্যগণ নিতান্ত মন্থর গতিতে ঐদিকে অগ্রসর হয়। এমন কি, অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য দল ৪ঠা মে তারিখে একদিকে 'সোবাসি' এবং অন্য দিকে 'মস্কলকুলি' নামক স্থানে গিয়া পঁহুছিতে সক্ষম হইয়াছিল। সোবাসি ফারসালার ৮মাইল উত্তরে এবং শেষোক্ত স্থান ফার-সালার ১৭ মাইল পশ্চিমে, ফারসালা-ত্রিখালা রেলওয়ে লাইনের উপর অবস্থিত।

দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ডিভিজান, এই অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য দলের অন্তরালে, উহাদের কিছু দূর পশ্চাতে, প্রধান গ্রীক্ সৈন্যদলের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সমবেত হইয়াছিল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ ফারসালা হইতে প্রায় এক দিনের পথ দূরে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যদিগের দক্ষিণ বাহু পশ্চিম দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকাতে, সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হইতেছিল যে, তুর্কগণ গ্রীক্ সৈন্যদিগের পার্শ্বদেশ হইতে ঘুরিয়া গিয়া, তাহাদের সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হইতে মনস্থ করিয়াছে।

এই প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার বন্দোবস্ত, প্রথম ডিভিজানের যুদ্ধ-কৌশল হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ৩রা মে তারিখে এই ডিভিজান, ফারসালা হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'পুজারাকি' নামক স্থানে পঁহুছিয়াছিল। উক্ত ডিভিজান ঐ স্থান হইতে দ্রুত ভাবে গমন পূর্ব্বক, গ্রীক্ সৈন্য-সমষ্টির সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ৩ ডিভিজানের পশ্চাতে ৪র্থ এবং ৭ম ডিভিজান,

প্রয়োজনানুসারে সাহায্য করিবার জন্য রিজার্ভ (বিশেষ ভাবে রক্ষিত) রূপে অবস্থিত করিতেছিল।

তুর্কী সৈন্য দলের প্রথম পংক্তি ৫ই মে অতি প্রত্যুষে (৪টার সময়) যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। মার্শাল মহোদয় স্থির করিয়াছিলেন যে, ৬ই মে তারিখে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, পরস্পরের জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করিবেন। উদ্দেশ্য—জেনেরল খাএরী পাশা যেন এই অবসরে গ্রীক্ সৈন্য দলের দক্ষিণ ভাগে উপস্থিত হইতে পারেন। কিন্তু ৫ই মে তারিখে প্রধান সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তুর্কী পদাতি সৈন্যগণ, শক্র পক্ষের সহিত ভীষণ রণ-রঙ্গে মাতিয়াছে। লারিসা হইতে ফাবসালা প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। যে পর্ব্বত শ্রেণী ফাবসালার ময়দান বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, গ্রীক্ সৈন্যগণ সেই পর্ব্বত শিখরস্থ অতি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। আবার আপনাদের অবস্থান-স্থান উৎকৃষ্টরূপে মুরুচা বন্দি করিয়া, অধিকতর সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিল। উহাদের দুই পার্শ্বে ঘন সন্নিবিষ্ট অরণ্যরাজি বিদ্যমান ছিল। তাহারা আপনাদের তোপ গুলির অধিকাংশ দক্ষিণ দিকে স্থাপন করিয়াছিল। প্রথম প্রথম গ্রীক্‌দিগের নিক্ষিপ্ত গোলা সমূহ তাহাদের লক্ষীভূত নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কয়েক দিনের মধ্যে গ্রীক্ গোলন্দাজগণ, আপনাদের লক্ষ্য খুব ঠিক করিয়া লইয়াছিল ; এবং তাহাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দূরত্ব, যথোচিত সতর্কতার সহিত মাপিয়া রাখিয়াছিল ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বেলা দ্বি-প্রহরের সময় মহা পরাক্রান্ত তুর্কী সৈন্যগণ ভীষণ তেজে অগ্রসর হইয়া, গ্রীক দিগকে তাহা-

দের অধ্যুষিত স্থান হইতে পশ্চাদ্দিকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয়। গ্রীক্ গণ, তুর্কী সৈন্যদিগের সে অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে না পারিয়া, ময়দানের অপর পার্শ্বে যে পাহাড় শ্রেণী বিদ্যমান ছিল, সেই দিকে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। এইরূপ পশ্চাৎ-পদ হইবার সময় তাহারা তুর্কী তোপ সমূহের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিয়া পড়ে; সুতরাং পশ্চাদ্গমন কালে গ্রীক্ সৈন্যের বাম পার্শ্ব ভীষণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু উহাদের রিগার্ড অর্থাৎ সম্মুখ ভাগস্থিত সৈন্যগণ, অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় আত্ম বলিদানে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই। গ্রীক্ সৈন্যগণ পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করিলে, তুর্কী সৈন্যগণ উহাদিগকে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও অবসর দিল না। তাহাদিগের অনলোদ্গারী তোপ সমূহ ক্ষণকালের জন্যও অগ্নি বর্ষণে বিরত হইল না। এখন আক্রমণকারিগণ উচ্চ পাহাড়ীর প্রান্ত ভাগে (যেখান হইতে সমগ্র ময়দান সুস্পষ্ট রূপে পরি-লক্ষিত হইত) পহুঁছিল, তখন শত্রু পক্ষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে পলায়ন এবং আপনাদের অপর সহযোগীদিগকে দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখিয়া, উহাদের সাহস ও উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। দক্ষিণ এবং বাম, উভয় পার্শ্ব হইতেই তুর্কী পদাতি সৈন্য দল, ঘন ঘটার ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিয়া, বিদ্যুদ্বেগে অগ্র-সর হইতেছিল। তাহাদের নিম্ন দেশে এক সুন্দর ও সুবিস্তৃত ময়দান—দক্ষিণ দিকে যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—দেখা যাইতে-ছিল। যে পাহাড় শ্রেণী ফারাসালা নগর বেষ্টন করিয়া, পূর্ব্ব দিকে ভোলো বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত—যাহার মধ্যে যাইয়া ফার-শালার বিশাল ময়দান ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করিয়াছিল,

এবং যাহার পশ্চাদ্ভাগে আওথ্রেস পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ কৃষ্ণকায় বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, সেই পর্য্যন্ত সমস্ত ময়দান পলায়মান গ্রীক্ সৈন্য দলে পরিপূর্ণ দেখা গেল। এই পলায়মান সৈন্যদল একটী প্রস্তরময় সেতুর দিকে লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছিল। উক্ত সেতু একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপর বিদ্যমান। ইতিমধ্যে তুর্কিগণ আপনাদের তোপখানা সমূহ অতি সুবিধা জনক স্থানে স্থাপন করিয়া, পলায়মান শত্রু সৈন্যের প্রতি অব্যর্থ সন্ধানে গোলা বর্ষণ করিতেছিল। প্রত্যেক গোলা বর্ষণের পর, সমগ্র ময়দান তোপ-নিঃসৃত গভীর ধূম-পটলে অন্ধকার হইয়া যাইত; কিন্তু সেই ধূমরাশি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেই দৃষ্ট হইত যে, পলায়নপর গ্রীক্ সৈন্যগণ দ্বিগুণ তেজে ধাবিত হইতেছে। ঐ সময় তাহাদের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। গ্রীক্‌দিগের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যগণ, পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যদিগের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে পরিখা খনন করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ সকল স্থানে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া পলায়মান গ্রীক্ সৈন্যগণ অনবরত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু অসংখ্য বীর্য্যবন্ত তুর্কী সৈন্যের আগমনে তাহাদের সাহস, বীরত্ব, সংগ্রামনৈপুণ্য কিছুমাত্র কার্য্যকরী হইল না। তুর্কিগণ একাদিক্রমে তাহাদের প্রত্যেক সৈন্য দলকে বিমর্দ্দিত করিয়া, ভীম তেজে অগ্রসর হইতে লাগিল। তুর্কী পদাতি সৈন্য গণের সিংহোপম প্রচণ্ড বিক্রম বাস্তবিক দেখিবার যোগ্য ছিল। তাহারা আত্মরক্ষার্থ কোনও আশ্রয় স্থান লাভের প্রয়াসী ছিল না। তাহারা মুহূর্ত্ত মাত্র না থামিয়া বীর-বিক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। এমন কি, রাইফল ফায়ার করিবার জন্য কখনও ভূপৃষ্ঠে হাঁটু পর্য্যন্ত

গাড়িতে দেখা যায় নাই। দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে হইতে শত্রুর প্রতি গুলি বর্ষণ করিতেছিল। যখন গ্রীক্ সৈন্যগণ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু পার হইবার জন্য সমবেত হইতে ছিল, তখন গ্রীক্ দিগের সৈন্য পূর্ণ একখানি ট্রেণ ভোলো হইতে দ্রুতবেগে ফারসালাভিমুখে আসিতেছিল। ঐ সময় তুর্কী গোলন্দাজদিগের নিক্ষিপ্ত একটী স্ফুটন্ত গোলা, সেই ট্রেণে গিয়া পতিত হওয়াতে, গ্রীক্ দিগের ভয়ানক ক্ষতি হয়। যখন গ্রীক্‌গণ পূর্ব্ব কথিত সেতু পার হইয়া গেল, এবং আক্রমণকারী সৈন্য ও তাহাদের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদীর ব্যবধান হইয়া পড়িল, তখন তাহাদের মৃতকল্প দেহে যেন কথঞ্চিৎ প্রাণের সঞ্চার হইল। এই অবসরে যুদ্ধের ভীষণতাও কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রধান সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশা, উপরোক্ত বিজয়লাভের পর, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ফারসালার দিকে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। তিনি এক ব্যাটারি তোপ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; এবং একদল রাইফলধারী পদাতি সৈন্য অগ্রবর্ত্তী করিয়া, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয় দলে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল যে, ইতিপূর্ব্বে ঐ দিবস তাদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর হয় নাই। ডানি দিকের ক্ষুদ্র গ্রাম খানিতে এরূপ ভয়ঙ্কর গুলি বৃষ্টি হইতে ছিল যে, বন্দুক নিঃসৃত ধূম মণ্ডলে তুর্কী সৈন্যদিগকে আদৌ দেখা যাইতে ছিল না। আবার ভীষণ তোপ সমূহ গভীর আরাবে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া, বন্দুকের গুলি বৃষ্টির অবশিষ্ট অভাব টুকু পূরণ করিতেছিল। যুদ্ধান্তে তুর্কিগণ সেই ক্ষুদ্র গ্রাম খানি অধিকার করিয়া লইলেন। গ্রীক্‌গণ নিরুপায় হইয়া

ফারসালায় হটিয়া গেল। উহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ ৬ পল্টন তুর্কী সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। ঐ সময় দিবাকর অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত নৈশ-অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত না হইল, তাবৎকাল তুর্কিগণ ফারসালা নগরের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে ক্ষান্ত হইল না। পশ্চাদ্দিক হইতে ব্যাটারির পর ব্যাটারি আসিয়া, নগরের পার্শ্ববর্ত্তী উপযুক্ত স্থান সমূহে সন্নিবিষ্ট হইতে লাগিল। এমন কি, নগরটী তুর্কী তোপ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টিত হইয়া পড়িল। অতঃপর রজনীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইলে, গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়। কিন্তু গ্রীকৃগণ রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সুযোগ লাভ করিয়া, আপনাদের অবস্থান-স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাহারা নিকটবর্ত্তী সুরক্ষিত পাহাড় শ্রেণীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, তাহাদের পলায়নের পথ তখন নিরাপদ ছিল না। তুর্কিগণ ইতিপূর্ব্বেই ফারসালা ও ডোমকোর পথ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস যখন জেনেরল হাম্‌দী পাশা ও জেনেরল মামদুহ্ পাশার বিপুল সৈন্য দল কর্ত্তৃক নিকটস্থ পার্ব্বত্য ভূভাগ অধিকৃত হইল, তখন হাম্‌দী পাশার অধীনস্থ এক ব্রিগেড্ সৈন্য, হাসান পাশা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, ফারসালা নগর বিনা বাধায় অধিকার করিয়া লইল। এতদ্বারা গ্রীক্‌দিগের প্রধান সেনানী যুবরাজ ডিউক অব্ স্পার্টার সমগ্র সামগ্রী-সম্ভার, ৬টী তোপ এবং বিপুল যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও রসদাদি তুর্কী সৈন্যের হস্তগত হইয়াছিল।

একজন ভিন্ন দেশীয় সামরিক অফিসার—যিনি নিরপেক্ষ দর্শকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ৫ই এবং ৬ই মে

তারিখের ভলেষ্টিনো ও ফারসালাস্থ যুদ্ধের বিবরণ নিম্ন-লিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "ওমর নেশাত পাশা, হাম্‌দী পাশা ও মামহুহ্ পাশার ডিভিজান ত্রয় এইরূপ অগ্র পশ্চাৎ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল যথা :—এক ডিভিজান সর্ব্বাগ্রে, পরবর্ত্তী ডিভিজান উহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে কিছু দক্ষিণে সরিয়া এবং তৎপরবর্ত্তী ডিভিজান আরও কিছু পশ্চাতে, প্রথম ডিভিজানের কিঞ্চিৎ বাম দিকে সরিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান ছিল। সৈন্যগণ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইতেছিল। উপরোক্ত তিন ডিভিজানের সৈন্যগণই ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রীক্ প্রধান সৈন্য দলের উপর গিয়া প্রবল বেগে পতিত হয়। উহারা কারা, মরসি তকিয়া ও ফারসালার রাস্তার সোজাসুজি—যাহা তাতারী নামক পল্লী হইতে ময়দানের দিকে চলিয়া গিয়াছে—রাইফল চালনোপযোগী পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছিল।

"গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যা তথায় ৪ পল্টন হইতে ৮ পল্টনের মধ্যে ছিল, এবং প্রত্যেক ব্যাটারী, সৈন্যদলের বাম দিকে স্থাপন করা হইয়াছিল। বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টি ও অগ্নি বর্ষণ হইলেও, গ্রীক্‌গণ আপনাদের অধ্যুষিত স্থানে দৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান রহিল; কিন্তু মানুষের যাহা অসাধ্য, গ্রীক্ সৈন্যগণ তাহা কিরূপে সম্পাদন করিবে? তুর্কী সৈন্য দিগের অজস্র গুলি বর্ষণে তাহারা আর যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকিতে পারিল না—পশ্চাদ্দিকে হটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা নিতান্ত সুশৃঙ্খলার সহিত পাহাড়ের উপর হইতে অবতরণ করিয়া, সমতল ভূমির উপর দিয়া হাটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন জন্য কেবলমাত্র হাসন পাশার ব্রিগেড, ৩ ব্যাটারী

ময়দানী ও ১ ব্যাটারী পার্ব্বত্য তোপ লইয়া অগ্রসর হইল। তুর্কী গোলন্দাজদিগের নিক্ষিপ্ত গোলা সমূহ কিঞ্চিন্মাত্রও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইতে ছিলনা। সেই ভীষণ গোলক সমূহ প্রধানতঃ সম্মুখ-বর্ত্তী গ্রীক্ সৈন্য দলের উপর (যাহারা দলবদ্ধ না থাকিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধ করিতে থাকে) গিয়া পতিত এবং বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু আমি দ্বিতীয় দিবস যখন ঐ পথ দিয়া গমন করিলাম, তখন সেই ভীষণ গোলা বর্ষণের কোনও বিশেষ নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। কোনও আহত সৈন্যকেও সেই রাজপথ দিয়া যাইতে দেখা গেল না। বরং হত সৈন্যের সংখ্যাও খুব কম দৃষ্ট হইল।"

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে, স্পষ্টরূপেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, পূর্ব্বোল্লিখিত যুদ্ধে অধিক পরিমাণ লোকক্ষয় হইয়াছিল না। সরকারী রিপোর্টে হতাহত তুর্কী সৈন্যের সংখ্যা ২৩০ জন নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। ময়দানে তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিবার জন্য, গ্রীক্‌গণ এক দল বৃহৎ সৈন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। ওয়াসিলি নামক গ্রাম খানিকে সুরক্ষিত করিয়া, উহার আশ পাশে রাইফল চালনোপযোগী পরিখা খনন করা হইয়াছিল। অক্লান্ত সৈন্যের ৮টী পল্টন এবং ১টী ব্যাটারি, দক্ষিণ বাহুস্থ সৈন্য দলের সম্মুখ ভাগে স্থাপন করা হইয়াছিল। ঠিক ঐ সময় ৪ পল্টনের এক দল সৈন্য ফারসালার সম্মুখ ভাগস্থিত পাহাড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রীক্‌দিগের প্রায় ২৩ পল্টন কিম্বা দুই ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি ডিভিজান বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রজনীর আগমনে এই বিশাল সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই ঘটনাকে প্রকৃত যুদ্ধ বলা

যাইতে পারে না; উহা একটা প্রবল সজ্ঘর্ষণ মাত্র ছিল। পর দিন প্রত্যূষ সময়ে তুর্কী সৈন্যগণ যখন সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হইল, তখন ফারসালার ময়দান ও পাহাড় শ্রেণী জনমানব-শূন্য দেখিতে পাইল। নৈশ-অন্ধকারে গা ঢাকিয়া গ্রীক্ সৈন্যগণ অতি সতর্ক ভাবে ডোমকোস্ নগরে পলায়ন করিয়াছিল।

ভলেষ্টিনোর দ্বিতীয় যুদ্ধ—

যে দিন 'কারা দহরসী'তে যুদ্ধ চলিতেছিল, ঐ দিন ভলেষ্টিনোতেও সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হয়। অগ্রগামী তুর্কী সৈন্যদল, গ্রীক্‌দিগের সহিত যে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধের পর তাহারা হাক্কি পাশার অধীনস্থ সমগ্র সৈন্যদল একত্রিত করিয়া লয়। গ্রীক্‌গণ ওয়াদির দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী একটী নিতান্ত দুরতিক্রম্য সুদৃঢ় স্থানে—যেখান হইতে ময়দান ও ভোলোর সামরিক রাজবর্ত্ম উহাদের আয়ত্তাধীন হয়—অবস্থান করিতেছিল। রাইফলের পরিখা ও মুরুচা সমূহ দ্বারা এই স্বাভাবিক সুরক্ষিত স্থানকে এরূপ দুর্ভেদ্য করা হইয়াছিল যে, সম্মুখের দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিবার চেষ্টার ফল (আক্রমণকারিগণের সংখ্যা যতই অধিক হউকনা কেন?) গুরুতর ক্ষতি সহ্য করা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিতনা। ঐ স্থানে ৯ সহস্র অপেক্ষা অধিক সংখ্যক গ্রীক্ সৈন্য উপস্থিত ছিল। একথার প্রমাণ এই যে, বৈদেশিক রাজদূতগণ যখন ভোলো নগর তুর্কিদিগের হস্তে সমর্পণ করেন, তখন তাহারা তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়াছিলেন যে, ভলেষ্টিনো

হইতে ৯ সহস্র গ্রীক্ সৈন্য আসিয়া ভোলোতে জাহাজারোহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ দলের কতক গুলি গ্রীক্ সৈন্য, স্থল-পথে দক্ষিণ দিকে হাইলরুস নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছিল। ব্যবহৃত কার্টিজ (টোটা) সমূহের ঢেরী দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছিল যে, জেনেরল হাক্কী পাশার অধীনস্থ সৈন্যগণ শত্রু পক্ষের উপর মূষলধারে গুলিবৃষ্টি করিয়াছিল। বিক্রান্ত তুর্কী সৈন্যগণ পাহাড়ের দিকে উঠিবার সময় এক দিকে শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, অন্য দিকে আত্মরক্ষণোপযোগী পরিখা খনন করিয়া, আপনাদের অসীম কার্য্যতৎপরতা দেখাইতেছিল। সুদৃঢ় পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করিতে করিতে, সামান্য অস্ত্র দ্বারা গভীর পরিখা বা গর্ত্তাদি খনন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। ইহার উপর ঊর্দ্ধদেশ হইতে গ্রীক্‌গণ অবিশ্রান্ত ভাবে গোলা বর্ষণ করিতেছিল; পাঠকগণ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। কিন্তু ফারসালার যুদ্ধে তুর্কী সৈন্যগণ জয়ী হওয়াতে, ভলেষ্টিনোর তুর্কী সৈন্যদিগকে ভীষণ রণ-সাগরে ঝাঁপ দিতে হয় নাই, একথা স্বতঃসিদ্ধ। অন্যথা ভলেষ্টিনো জয় করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না।

এই বিজয় লাভে তুর্কিগণ ফারসালার দিক্ হইতে ভলেষ্টিনোর সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য গ্রীক্ সৈন্যদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ বন্ধ করিবার উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই সময় যদি গ্রীক্ সৈন্যগণ ভলেষ্টিনো পরিত্যাগ না করিত, এবং তুর্কী সৈন্যদিগের প্রতিকূলাচরণ ও তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যাপৃত থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের সমূল উচ্ছেদ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। ৭ই মে রাত্রিকালে, মামদুহ্ পাশা

স্বীয় সমগ্র ডিভিজান সহ হাকি পাশার (১) সাহায্যার্থ, ফারসালা হইতে প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক ভলেষ্টিনোতে প্রেরিত হন;

---

(১) এই যুদ্ধের পূর্ব্বে জেনেরল হাকি পাশা, ওস্মানীয়া সাম্রাজ্যের সদর জন্দার মাঃ (পুলিশ কমিশনর) ছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ইনি সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন। সামরিক বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই লেপ্টেনাণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি মণ্টোনিগ্রিয়ার যুদ্ধে গমন করেন। তথায় তিনি এমিনিকেনি নামক সুরক্ষিত স্থান আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়াতে তিনি কওলে আগাশী (এড্‌জুটাণ্ট জেনেরল) পদে উন্নীত হন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে সুলতান আবদুল আজিজ খানের এডিকংয়ের পদ লাভ করেন। এই সময় তিনি মীর আলায়ী অর্থাৎ লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পদের অধিকারী ছিলেন। ইহার পর সুলতান্‌ল আজমের দ্বিতীয় চেম্বারলেন (গৃহাধ্যক্ষ) পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে সুলতান যখন ইউরোপ গমন করেন, ইনি তখন প্রথম চেম্বারলেন স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত আর্জ্জরুমস্থ কৌন্সিলের ৪র্থ মেম্বর পদে কার্য্য করেন। ১৮৭৭ ও ৭৮ খৃঃ অব্দের ভীষণ রুম-রুস্ যুদ্ধে, আলাজাদাগ নামক স্থানে অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি মীর লওয়া অর্থাৎ ব্রিগেডিয়ার জেনেরল পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পরেই ইনি পুলিশ কমিশনরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর ইনি ডিভিজনাল সেনাপতি-পদ লাভ করেন। হাকি পাশা ইরাণী ধরাণের লোক ছিলেন। তিনি এক জন প্রথম শ্রেণীর অঙ্ক বিদ্যা বিশারদ, কবি এবং পক্ষান্তরে দৃঢ়চিত্ত ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। এক দিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমন একজন প্রকৃত বীর পুরুষ—পক্ষান্তরে সেইরূপ দেশের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। আক্ষেপ, গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধের কয়েক মাস পরে, নব-বিজিত থেসালি ক্ষেত্রেই তাঁহার জীবন-নাটকের পর্য্যবসান হয়।

কিন্তু তাঁহার পঁহুছিবার পূর্ব্বেই গ্রীক্‌গণ পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছিল। ঐ দিন রাত্রিতেই প্রধান সেনাপতি গ্র্যাণ্ড মার্শাল আদহাম পাশা, দ্রুত গমনে ভলেষ্টিনোতে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য রেলওয়ে ষ্টেশনেই রাত্রি যাপন করেন।

ফারসালায় সন্নিবিষ্ট গ্রীক্ সৈন্যদিগের সুদৃঢ় অবস্থান-স্থান তুর্কিদিগের দ্বারা অধিকৃত এবং তুর্কি সৈন্যদিগের দক্ষিণ ভাগে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভীত হইয়া গ্রীকগণ স্বীয় অধ্যুষিত স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আবার গ্রীক্ সৈন্যদিগের বাম বাহু এজন্য পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হয় যে, থাএরী পাশার প্রবল সেনাদল কালানল তেজে অগ্রসর হইয়া সম্মুখ ভাগে পঁহুছিতেছিল, সুতরাং তাহাদের পলায়ন-পথ সম্পূর্ণরূপে রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। গ্রীক্‌দিগের বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাহারা নিতান্ত সুশৃঙ্খলার সহিত পশ্চাদ্দিকে হটিয়াছিল। আমরা তাহাদের এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহ করিতে পারি না; কারণ, তাহারা পলায়ন সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এইরূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে—যেখানে স্থায়ী ভাবে নয়, অস্থায়ী ভাবে অবস্থান করা স্থিরীকৃত করা যায়—তথায় সৈন্য সমাবেশ করা সামরিক দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তুর্কী সৈন্যগণ যদি টুর্ণাভস্ ও লারিস্সায় পলায়নপর গ্রীক্ সৈন্যদিগের দ্রুতভাবে পশ্চাদ্ধাবন করিত, তবেই তাহাদিগকে এরূপ স্থানে অস্থায়ী ভাবে অবস্থান করিবার বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল। কারণ, যে সৈন্যগণ শত্রুদল কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে বিতাড়িত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে, যাহাদের

সাহস, উদ্যম সমস্ত লয় পাইয়াছে, সৈনিক-শৃঙ্খলা নষ্ট হই-য়াছে, তাহাদিগকে এক স্থানে সমবেত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করণো-দ্দেশ্যে সর্ব্ব প্রথমে যে কোনও সুরক্ষিত স্থান হইতে উপকার লাভ করা সেনাপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু তুর্কী সৈন্যগণ গ্রীক্‌দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল না। সুতরাং এই অবস্থায় প্রথম হইতে পশ্চাতে হটিয়া যাইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, ঈদৃশ সুরক্ষিত স্থানে কিছু কাল অপেক্ষা করা, স্বীয় সৈন্যদিগের সাহস ও উদ্যম ভঙ্গ এবং নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যেখানে দৃঢ় ভাবে অবস্থিতি করিয়া, শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে, তাদৃশ উপযুক্ত স্থানে গ্রীক্‌ সেনাপতিদিগের সৈন্য সমাবেশ করা উচিত ছিল।

ফারসালায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া গ্রীক্‌দিগের এই একমাত্র উপকার হইয়াছিল যে, অন্যতম গ্রীক্‌ সেনানী কর্ণেল স্মোল-নস্কির পক্ষে ভলেষ্টিনোতে অবস্থান করা এবং উহা হস্তগত রাখা কিছু কালের জন্য সহজ হইয়াছিল। ফলতঃ কর্ণেল স্মোল-নস্কির সৌভাগ্য বশতঃ ভলেষ্টিনোর প্রাথমিক যুদ্ধ সমূহে গ্রীক্‌গণ এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তিনি কর্ণেল ম্যাস্কুস্‌ ও কর্ণেল ভেসাস্‌ প্রভৃতি সুযোগ্য সেনাপতিদিগের ন্যায় উপযুক্ত সেনানী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন।

৫ই মে সন্ধ্যার সময় কর্ণেল স্মোলনস্কি, ভলেষ্টিনো হইতে হটিয়া যাইবার জন্য প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে আদেশ-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তদনুসারে তিনি আল্‌মিরু (করতিসিনি) অভিমুখে হটিয়া যাওয়া উচিত বোধ করিলেন। ফারসালার

সৈন্য-সমাবেশ-স্থান হইতে, প্রধান গ্রীক্ সেনা-বিভাগের পলায়ন করার ইহাও একটী প্রতিক্রিয়া ছিল। প্রধান গ্রীক্ সৈন্য বিভাগ ফারসালা হইতে ডোমকোস্ অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। সৈন্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়াই, তত্রত্য দুরতিক্রম্য পর্ব্বত মালার উপযুক্ত স্থান সমূহে তোপ সকল স্থাপন করিল। ৬ই মে তারিখে যখন তুর্কিগণ নিঃসংশয়িত রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, গ্রীক্গণ পেলাওতাপায় অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে; তখন তাহারা গ্রীক্ সৈন্যদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য অতীব প্রশংসনীয় সমর-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক দিকে ফারসালার নিকটবর্ত্তী ডিভিজান সমূহ হইতে একটী ডিভিজানকে বেলা ২টার সময় সোজা ভলেষ্টিনো যাইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। অন্য দিকে যে সৈন্যদল দর্‌রোণ এর রাস্তায় লারিসায় পঁহুছিতেছিল, উহাদিগকে ভলেষ্টিনোর আক্রমণে সাহায্য করণার্থ তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করা হইল। ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, ৮ই মে বেলা দ্বি-প্রহরের সময় তিন ডিভিজান সৈন্য এককালীন শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করিবে। তুর্কী সৈন্যগণ এই ব্যাপারে যেরূপ দ্রুত ভাবে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছিল যে, উহা খেয়াল করিলে বিস্ময়-সাগরে পরিপ্লুত হইতে হয়। ৮ই মে অতি প্রত্যূষে ভলেষ্টিনো ও রেজালুম (রিজোমাইনুস্) এর মধ্যস্থলে দুই ডিভিজান তুর্কী সৈন্য, শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল। আবার তৃতীয় ডিভিজানেরও অনতিবিলম্বে পঁহুছা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আক্রমণের প্রাক্কালেই জানিতে পারা গেল যে, এই সকল আয়োজন

বৃথা হইয়াছে। সুচতুর গ্রীক্ সৈন্যগণ অতি সাবধানে পলায়ন করিয়া, উপস্থিত বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।

ওস্মানীয় সৈন্যের পূরোভাগস্থিত সৈন্যদলের বাম বাহুর রক্ষাকার্য্য ও ভলেষ্টিনোর নিকটবর্ত্তী গিরিসঙ্কট গুলি অধিকারে রাখিবার জন্য, হাকি পাশার ডিভিজান, ভলেষ্টিনোর নিকটেই স্থাপন করা হইয়াছিল। আবার এই ডিভিজানের কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য, একটী নব-গঠিত ডিভিজান স্বরূপ পিলি পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক, হালমিরুসের রাজবর্ত্মটী অধিকার করিয়া, আকশি নামক স্থানে আপনাদের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল স্থাপন করিল। এই স্থান তুর্কি সৈন্যদিগের হস্তগত হওয়াতে (যে স্থানটী ক্রমশঃ হাল মিরুসের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে) তথায় এক ব্রিগেড্ গ্রীক্ সৈন্যের সহিত উপরোক্ত তুর্কি সৈন্যদলের সামান্য সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। ঐ গ্রীক্ সৈন্যদলের সঙ্গে দুই তিন ব্যাটারি তোপও ছিল; কিন্তু তুর্কি সৈন্যদিগের ভীষণ প্রতাপে পরাস্ত হইয়া হালমিরুসের ময়দানাভিমুখে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হয়। বিজয়ী তুর্কি সৈন্যগণ এই গ্রীক্ সৈন্য দলের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিলেন না। কারণ, গ্রীক্দিগের বহুসংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ হালমিরুসের সম্মুখ-বর্ত্তী সমুদ্রে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছিল। ৮ই মে হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত তুর্কী সৈন্যদিগের এইরূপ অবস্থা ছিল—যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

১১ই মে তারিখে তুর্কী সৈন্যগণ ফারসালার চতুর্দ্দিকে সমবেত হয়। ঐ সৈন্য দলকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ ডিভিজান প্রথম পংক্তিতে, মামদুহ্ ও খাএরী পাশার ডিভিজান ২য় পংক্তিতে, আর হায়দর

পাশার ডিভিজান 'তকয়্যা' নামক স্থানে স্থাপিত হয়। হেড্ কোয়ার্টারও এই স্থানেই ছিল; দূরবর্ত্তী চৌকির পংক্তি সমূহ—যেখানে প্রথম পংক্তির ডিভিজান হইতে সৈনা-দিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল—১ মাইল কিম্বা ১¼ মাইল দূরে ফারসালার দক্ষিণে অবস্থিত করা হয়। 'ত্রিথালা' নগর অধিকার করিবার জন্য এই সময় ১০ পল্টন তুর্কি সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

সপ্তম ডিভিজান—যাহা হাস্নী পাশার অধীনে প্রথমে কাট্রিনিযাতে রাখা হইয়াছিল; এই সময় সেই সৈন্য দলের সমগ্র অংশ লারিসা নগরে আনয়ন করা হয়। মেলুনা-পাশ হইতে টুর্ণাভস্ পর্য্যন্ত সমগ্র পথের তত্ত্বাবধান-ভার নবাগত সাহায্যকারী সৈন্যদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। বাস্তবিক প্রথম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম এই ৭টী ডিভিজান লারিসা, ভোলো ও ফারসালায় একটা ত্রিভুজাকারে স্থাপিত ছিল। এই বিশাল সৈন্য দলের দক্ষিণ বাহু ত্রিথালায় অবস্থান-স্থান নির্দ্দেশ করে। একটী মজবুত ব্রিগেড্, ওস্মানীয় সৈন্য দলের দক্ষিণ বাহুর শেষ প্রান্তে অটল ভাবে দণ্ডায়মান ছিল।

তুর্কি সৈন্যগণ ৫ই মে হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত যুদ্ধ হাঙ্গামায় ব্যাপৃত থাকিয়া, পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের অবসর প্রাপ্ত হইয়া-ছিল। অতঃপর সৈন্য পরিচালন-ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যে নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা সকলেরই মনোনীত হইয়াছিল। এত দিন গ্র্যাণ্ড মার্শাল (মশির) আদহাম পাশা কেবলমাত্র থেসালিস্থ ওস্মানীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন; ইপাইরসস্থ প্রবল তুর্কি সৈন্য দল, জানিনা নগরস্থ

ওস্মানীয় গবর্ণর জেনেরল, প্রবীণ যোদ্ধা মহাবীর আহ্মদ হফ্জী পাশার অধীনে, অন্যান্য কতিপয় প্রধান সেনানী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। ফারসালা অধিকারের পর, ঐ সৈন্য দলও মশির আদহাম পাশার অধীনে স্থাপন করা হইল। এতদ্দ্বারা গ্র্যাণ্ড মার্শাল আদহাম পাশা, পূর্ব্বে ঈজীয়ন সাগর হইতে পশ্চিমে আদ্রিয়াতিক সাগর পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। এই সামরিক পরিবর্ত্তনের অতি সুন্দর ফল হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই সৈন্য দলের প্রধান সেনাপতিদ্বয় বহু দূরে অবস্থিতি করাতে, পরস্পরের কার্য্যকলাপ ও রণ-কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়ার পক্ষে বিষম অন্তরায় ছিল; উভয় সৈন্যদল পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকিলেও, এক প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ সৈন্যদিগের প্রতি, অন্য প্রধান সেনাপতি কোনও প্রকার আদেশ জ্ঞাপন করিতে পারিতেন না; বিশেষতঃ মার্শাল আদহাম পাশা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন, সুতরাং সমগ্র দলের ভার তাঁহার হস্তে পতিত হওয়াতে, যুদ্ধ সম্বন্ধে তুর্কিদিগের পক্ষে মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। এতদ্দ্বারা থেসালি ও ইপাইরস্থ তুর্কি সৈন্যগণ একত্রিত হইয়া গেল। এক্ষণে মার্শাল আদহাম পাশার অধীনে ৮ ডিভিজান সৈন্যের পরিবর্ত্তে, প্রায় ১১ ডিভিজান সৈন্য একত্রিত হইল।

তুর্কী সৈন্যের প্রথম পংক্তি (সারি বা কাতার) ফারসালা হইতে ভোলো পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাদের সম্মুখে গ্রীক্ সৈন্যগণ ডোমকোস্ হইতে হালমিরুস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, আপনাদের আয়ত্তে রাখিয়াছিল। ডোমকোস্ নগরে গ্রীক্দিগের

এক দুর্ব্বল আর্ম্মিকোর (দুই ডিভিজান) আর হাল মিরুসে ইন্‌-ফ্যাণ্ট্রির এক মজবুত ব্রিগেড্, এক রেসালা (অশ্বারোহী সৈন্য দল) দুই তিন ব্যাটারি তোপ (পার্ব্বত্য ও ময়দানী) এবং সমুদ্রে এক প্রবল যুদ্ধ জাহাজের বহর উপস্থিত ছিল। যে গ্রীক্ সৈন্যদল ৭ই মে পর্য্যন্ত ভলেষ্টিনো অধিকারে রাখিয়াছিল, এবং ঐ তারিখ দিবাগত রাত্রিতে তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক, ভোলোতে পঁহুছিয়া জাহাজে আরোহণ করিয়াছিল, উহাদের কিয়দংশকে ডোম্‌কোসস্থ গ্রীক্ সৈন্যদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়।

এই সময়ের গ্রীক্ সৈন্যদিগের অবস্থা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে, তাহাদের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে সৈন্যদল এই সময় মধ্যে হতাশ এবং কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; যাহাদের পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না—সাহসে বুক বাঁধিয়া শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছিল না, যাহারা আপনাদের সেনাপতিদিগের উপর কিছুমাত্র নিভর বা ভরসা করিতে পারিতেছিল না, যাহাদের মধ্যে সৈনিক-শৃঙ্খলা বা সামরিক অভিজ্ঞতার নাম নিশানও দৃষ্ট হইতেছিল না, যে সৈন্য দলের অধিকাংশকেই যুদ্ধ ঘোষণার কিছু পূর্ব্বে, যুদ্ধ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ সাধারণ প্রজা-সমষ্টির মধ্য হইতে তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, যাহাদের অফিসার-গণের হৃদয় শত্রুর আক্রমণ ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিত, তাহারা কিরূপে তুর্কিদিগের ন্যায় এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সফলতা লাভ করিবে? গ্রীক্ সেনানী-দিগের মধ্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব থাকাতে,

গ্রীক্গণ মোটামুটি সামরিক নিয়মগুলিও রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই প্রস্তাবিত বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

সৈনিক চৌকিগুলি, প্রধানতম সৈন্যদলের পংক্তিসমূহ হইতে এত দূরে বসান যাইত যে, উহাদিগকে পশ্চাতে হটিবার সময় মূল সৈন্যদলে মিশিবার জন্য, বিনা সাহায্য প্রাপ্তিতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইত। সৈন্যদিগের আরাম ও বিশ্রাম সম্বন্ধেও কোনরূপ উপযুক্ত বন্দোবস্ত ছিল না। যুদ্ধের সাধারণ নিয়মানুসারে সৈনিক ঘাটিগুলি এরূপ হিসাবে স্থাপন করা হয় যে, প্রয়োজন হইলে মূল সৈন্যদল হইতে তাহারা যেন তৎক্ষণাৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারে; অথবা পলায়ন কালে অতি শীঘ্র মূল সৈন্যদলে মিশিয়া, শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু গ্রীক্দিগের যুদ্ধানভিজ্ঞতা বশতঃ এই সাধারণ নিয়মটীও রক্ষা পায় নাই।

টুর্ণাভস্ ও ল্যারিসার ন্যায় ফারসালা ও ভলেষ্টিনোতেও গ্রীক্গণ পশ্চাতে হটিবার সময়, আপনাদের প্রত্যাবর্ত্তন-পথ মুক্ত রাখিতে এবং সমুদ্রের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ঐ সময় পর্য্যন্ত তুর্কিগণ এ উভয় বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য বা মনোযোগ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন যে, শত্রু পক্ষের এক পার্শ্বে বিপুল সৈন্যদল সমবেত করিতে পারিলে, উহারা বাধ্য হইয়া পশ্চাৎপদ হইবে। তাঁহারা উহাদের প্রত্যাবর্ত্তন-পথ বন্ধ করিয়া উহাদিগকে একেবারে উৎসন্ন দিতে বা বন্দী করিতে কখনও প্রয়াস পায় নাই। যদি খাএরী পাশার ডিভিজান নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফারসালায় পঁহু-

ছিতে পারিত, তবে গ্রীসের প্রধান সেনাপতি যুবরাজ ডিউক অব স্পার্টার সমগ্র সৈন্যদল বিধ্বস্ত বা বন্দী হইত, সন্দেহ নাই। এই রূপে যদি ভলেষ্টিনো ও ভোলোর রাস্তার উপর গ্রীক্‌দিগকে আক্রমণ করা যাইত, তাহা হইলে, সমুদ্রের সহিত গ্রীক্ সৈন্যের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, গ্রীক্‌দিগের আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল হইত।

গ্রীক্‌দিগের অপেক্ষা তুর্কিদিগের সৈন্য সংখ্যা অধিক হইলেও, তদ্দ্বারা তাহারা কোনও ফল লাভ করেন নাই। ওস্‌মানীয় নৌ-সামরিক শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল থাকাতে, তদ্দ্বারা উহারা জলপথে থেসালিস্থ মূল সৈন্যের কোনওরূপ সাহায্য করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে গ্রীক্‌গণ আপনাদের নৌ-সামরিক শক্তি দ্বারা যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে আশানুরূপ ফল ভোগ করিয়া আসিতেছিল। যদি গ্রীক্ সৈন্যগণ সুশিক্ষিত হইত, তাহাদের সেনানায়কগণ সৈন্যদিগের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হইতেন, এবং প্রধান সেনাপতির সমরকৌশলে ত্রুটি না থাকিত, তাহা হইলে গ্রীক্‌দিগের সৈন্য সংখ্যা কম থাকা সত্বেও, নৌ-সামরিক শক্তির সুযোগ বশতঃ আশাতীত রূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। সমুদ্রের সহিত স্থানে স্থানে গভীর সাগর-শাখা বা খাড়ী সকল বিদ্যমান থাকাতে, গ্রীক্‌দিগের যুদ্ধ জাহাজগুলি অতি সহজে ঐ সকল সাগর-শাখায় প্রবিষ্ট হইয়া, সৈন্যদিগকে স্থলভাগে অবতরণ করাইতে পারিত। আবার ঐ নবাগত সৈন্যদিগের বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া, অগ্রগামী তুর্কী সৈন্যদলকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিব্রত করিতে এবং পশ্চাদ্দিকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হইত। পক্ষান্তরে পশ্চাদ্দিক হইতে তুর্কী সৈন্যগণ সাহায্য প্রাপ্তে বলীয়ান্ হইয়া, উহাদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ

করিলেও, উহারা অতি সহজেই জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক, শত্রু পক্ষের অস্ত্র-মুখ হইতে রক্ষা পাইতে পারিত।

গ্রীক্‌গণ পশ্চাতে হটিবার কালে দুইটি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া সামরিক দৃষ্টিতে গুরুতর ভুল করিয়াছিল। লারিসা নগর তুর্কী সৈন্যদিগের হস্তগত হইলে, গ্রীক্ সেনাপতি ডিউক অব্‌ স্পার্টা অধিকাংশ সৈন্য লইয়া ফারসালার দিকে সরিয়া যান, আর অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে ভোলোর দিকে হটিয়া যাইতে আদেশ দেন। মূল সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়াতে, উহাদের শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে। যদি সমগ্র গ্রীক্ সৈন্যদল ভোলোর দিকে পশ্চাতে হটিয়া যাইত, তবে যুদ্ধের প্রধান সুবিধা জনক স্থান (ভোলো) তাহাদের হস্তগত থাকিত। ভোলো এমন একটী সুবিধা জনক সামরিক বন্দর যে, ইহার এক দিকে রেল-ওয়ে লাইন সংযুক্ত, অপর দিকে সমুদ্রের সহিত রণতরী সমূহের সংযোগ। সুতরাং এই স্থানে বসিয়া তাহারা স্বপক্ষের সাহায্য এবং প্রয়োজনীয় রসদাদি সর্ব্বদাই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহারা বোধ হয় ইহাই বুঝিয়াছিল যে, সমুদয় সৈন্যদল ভোলোর দিকে হটিয়া গেলে, তুর্কী সৈন্যদিগের পক্ষে এথেন্সের পথ একেবারে মুক্ত হইয়া যাইবে; সে পথে তাহাদের কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না। বাস্তবিক তাহাদের এ ধারণাও অভ্রান্ত ছিল। যদি ফারসালার দিকে প্রবল গ্রীক্ সৈন্যদল না থাকিত, তাঁহা হইলে তুর্কীদিগের অপ্রতিহত গতি ক্ষণকালের জন্যই বা কে রোধ করিত?

এস্থলে ইহাও বলা অসঙ্গত নহে যে, এথেন্সের পথ রক্ষা করা গ্রীক্‌দিগের মনস্থ থাকিলে, ভোলোর রাস্তা

হইতে গ্রীক্ সৈন্য দল উঠাইয়া লইয়া, সমগ্র সৈন্যদল লামিয়ার দিকে স্থাপন করা উচিত ছিল। কারণ লামিয়া ন হইয়া এথেন্সে যাইবার অন্য কোনও পথ নাই। ঈদৃশ অবস্থায় ভোলো বন্দরটী ২।৪ দিন পূর্ব্বে তুর্কিদিগের হস্তগত হইলেও, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রেও গ্রীকৃগণ গুরুতর ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল। ফারসালার পথে প্রবল তুর্কী সৈন্যের গতি রোধ করা গ্রীক্‌দিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সুতরাং প্রধান গ্রীক্ সেনাপতি ফারসালায় সৈন্য সমাবেশ না করিয়া, আওথ্রেস পর্ব্বত শ্রেণী হইতে ভলেষ্টিনো ও পেলাও তাপা পর্য্যন্ত দুর্লঙ্ঘ্য ও দুরতিক্রম্য পার্ব্বত্য ভূভাগে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত গ্রীক্ সেনাপতি কর্ণেল ম্যান্সকে সমুদয় গ্রীক্ সৈন্যদল সহ স্থাপন করিলে, সেই প্রবল শত্রু সৈন্য দলকে পার্শ্বে রাখিয়া, মার্শাল আদহাম পাশা এথেন্সের দিকে অগ্রসর হইতে কখনই সাহসী হইতেন না। বরঞ্চ শত্রু দলকে ঈদৃশ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থান হইতে হটাইবার জন্যই সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতেন। প্রস্তাবিত দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত শ্রেণীকে উপযুক্ত মুরুচাদি দ্বারা অধিকতর সুরক্ষিত করিয়া, তথায় উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য দল স্থাপন করিলে, তুর্কী সৈন্যগণ ক্রমাগত কয়েকদিন পর্য্যন্ত ভীষণ বিক্রমে গ্রীক্ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেও, অতি কষ্টে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিত। কিন্তু গ্রীক্‌দিগের গুরু তর ভ্রান্তি বশতঃ ঘটনা অন্যরূপ আকার ধারণ করিল। তুর্কী সৈন্যগণ অবাধে ভোলো বন্দর অধিকার করিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ের সমুদয় এঞ্জিন, গাড়ী এবং অন্যান্য সরঞ্জাম তুর্কীদিগের হস্তগত হইয়া পড়িল। ফলতঃ ঐসকল সামগ্রী নষ্ট করা

তখন তাঁহাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত ছিল। যাহাহউক, যুদ্ধ বিজয় জনিত আনন্দ প্রকাশের পর, বিশেষরূপ সতর্কতার সহিত ডোমকোস্ এবং ফোর্কা নামক গিরিসঙ্কট (পার্ব্বত্য দরী পথ) অধিকার করিবার জন্য, তুর্কী সৈন্যগণ সজ্জিত ও প্রস্তত হইল। ঐ সময় তুর্কিদিগের ভোলো নগরে প্রবেশ লাভ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনাবলী মিলিয়া, উক্ত নগর অধিকার করা একটী বিশেষ ঘটনা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

গ্রীক্ সৈন্যগণ এই সময় ভোলো বন্দর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত অনেকগুলি গ্রীক্ রণতরী তখন পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত ছিল। ঐ সময় ভোলো নগরটী একরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক বৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—যাঁহাদের প্রত্যেকে অপরের শোণিত-পিপাসু। গ্রীক্দিগের যুদ্ধ জাহাজ ব্যতীত, ঐ সময় অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের যুদ্ধ জাহাজ সকলও বন্দরে পহুছিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা স্ব স্ব প্রজাবৃন্দের রক্ষার জন্য, নৌ সৈন্য দলকে তটে অবতরণ করাইয়া দিলেন। সেই সময় নগরে একরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল যে, কেহই বলিতে পারিত না, নগরের আধিপত্য কাহার হস্তে অর্পিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিপক্ষ দলের কণ্ঠচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এক জন সংবাদ-দাতা স্বীয় 'রোজ-নামচায়' এই ঘটনার বিষয় নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

"নগরে প্রবেশ করিবামাত্র এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার নেত্রপথে পতিত হইল। ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালিয়ান নৌ-সৈনিকদিগের ১০।১৫ জন করিয়া দলবদ্ধ হইয়া, জাতীয় পতাকা উড্ডীন

ক্ষরত, আপনাদের স্বদেশীয় এবং স্বজাতিবর্গকে প্রয়োজনানুসারে সাহায্য করণ-জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ভাবে নগরের রাজপথ সমূহে দণ্ডায়মান ছিল। রিউটার এজেন্সির এজেণ্ট সাহেব ব্রিটিশ পতাকার (Union Jack) আশ্রয়চ্ছায়ায় উৎফুল্ল চিত্তে বেড়িয়া বেড়াইতেছিলেন। আমাদের মস্তকোপরি ব্রিটিশ-পতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছিল। যদি গ্রীক্ জাহাজ হইতে নগরের উপর গোলাবর্ষণ হইত, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ ব্রিটিশ তরণী সমূহে আরোহণ করিয়া, "ড্রাইড" নামক ব্রিটিশ বাষ্পীয় তরীতে আরোহণ করিতাম, এবং ঐ জাহাজে আরোহণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকারে গমন পূর্ব্বক, দূর হইতে উপস্থিত ঘটনা সমূহ দর্শন করিতাম।

"যে ৪ জন বৈদেশিক কন্সল, মার্শাল আদহাম পাশার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ ভোলো হইতে ভলেষ্টিনোতে গমন করিয়াছিলেন ; পাশা মহোদয় তাঁহাদের 'মাআরফত' গ্রীক্ এড্মিরাল (নৌ-সেনাপতি) কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি শান্তির সহিত ভোলো নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি। তৎপর তিনি নজীব বোক্‌কে শ্বেত পতাকা সহ ভোলোতে রওয়ানা করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা নগরের নিকটে পঁহুছিলাম, তখন তত্রত্য দুই চারিটী অধিবাসী নগরের বাহিরে আসিয়া, নিতান্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগের অভ্যর্থনা করিল। নগর দ্বারে পঁহুছিতে পঁহুছিতে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে আমাদের সঙ্গে এক বিপুল জনস্রোত আসিয়া সম্মিলিত হইল। তৎকালে সকলেরই মস্তক উন্মুক্ত ছিল। উহাদের বদন মণ্ডল হইতে ব্যাকুলতার

পরিবর্ত্তে আনন্দের পূর্ণচ্ছটা প্রকাশ পাইতেছিল। 'ডমেট্রি' বাজার পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে এই সকল লোকের সংখ্যা সহস্রাধিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ আমি নগরের 'টাউন হল'টীর সন্ধান পাইয়াছিলাম না, কিন্তু আমার সহচর (যে ব্যক্তি গ্রীক্ ভাষা বলিতে পারিত) জিজ্ঞাসা বাদ করিতে করিতে, আমাকে টাউন হল পর্য্যন্ত লইয়া গেল। তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "আমি বর্গো মাষ্টারের (নগরের মাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপালিটীর সভাপতি) সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক।" কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে এম্ গুই (যিনি বর্গো মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে তাহার পদে কার্য্য করিতেন) আসিয়া পঁহুছিলেন। নজীব বোক, তাঁহাকে মার্শালের ঘোষণাপত্র দেখাইলেন। ঐ ঘোষণাপত্রে আদহাম পাশা লিখিয়াছিলেন, "নগরের সমুদয় অধিবাসীকে তুর্কীর আশ্রয়ে গ্রহণ করা হইল। তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে। তাহারা পূর্ব্ববৎ শান্তির সহিত স্ব স্ব কার্য্যে ও স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকিতে পাইবে।"

"যখন মোঁসুর এম-গুই ঘোষণাপত্র পাঠ শেষ করিলেন, তখন আমরা সকলে মিলিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে ঐ ঘোষণাপত্র পড়াইবার জন্য তাহাকে জানালার নিকট লইয়া আসিলাম। আমি স্বীয় জীবনে ইতিপূর্ব্বে এরূপ বিষাদময় দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। আমি ঊর্দ্ধমুখী জনগণের বিষাদ-কালিমা মাখা চেহারা দেখিতেছিলাম—যাহারা আপনাদের অদৃষ্টের শেষ নির্দ্দেশ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ভাবে সেইস্থলে দণ্ডায়মান ছিল। যাহা হউক, মাজিষ্ট্রেটের স্থলাভিষিক্ত মোঁসুর এম-গুই, মার্শাল আদহাম

পাশার ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ মৃদু স্বরে পাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, উপস্থিত জনগণ ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "উচ্চ শব্দে পাঠ করুন, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তচ্ছ্রবণে মোস্তুর এম-গুই পুনরায় ঘোষণাপত্র খানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত খুব উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন। এই বার ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল। যখন সেই বিপুল জন-প্রবাহ, ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল, তখন তাহারা আনন্দোচ্ছ্বাসে অধৈর্য্য হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তৎপর সকলে মিলিয়া পরম উৎসাহ সহকারে ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে বলিয়া উঠিল, "দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা সুলতানকে দীর্ঘজীবি করুন, তুর্কী রাজত্ব দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকুক।" যখন ঘোষণা-পত্র পাঠ হইতেছিল, তখন গ্রীক্‌দিগের ৩ খানি কৃষ্ণবর্ণ যুদ্ধ জাহাজ বন্দরের নিম্নবর্ত্তী সাগর-শাখায় দেখা যাইতেছিল। গ্রীক্ এড্‌মিরালের উত্তর এখন পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া ছিল না। অগত্যা নজীব বে, আমাকে এবং আর দুই জন সংবাদ-দাতাকে, গ্রীক্ নৌ-সেনাপতির অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য, তদীয় যুদ্ধ জাহাজে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আমরা ঘাটে পঁহুছিয়াই দেখিতে পাইলাম, বৈদেশিক জাহাজের কাপ্তেন, গ্রীক্ এড্‌মিরালের অভিপ্রায় সংক্রান্ত উত্তর লইয়া আসিতেছেন। এড্‌মিরাল উত্তরে লিখিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত আমি নিঃসংশয়িত রূপে জানিতে না পারিব যে, তুর্কীগণ শান্তির সহিত নগরের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত আমি বন্দর পরিত্যাগ করিব

না।” এতচ্ছ্রবণে নজীব বে স্বীয় প্রধান সেনাপতির পক্ষ হইতে উত্তর প্রদান করিলেন, “মহামান্য সুলতানল্ আজমের সৈন্যগণ বিশেষ রূপে অবগত আছে, যে নগরের অধিবাসিগণ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, কিরূপে তাহাদের ধন প্রাণ রক্ষা ও উহার তত্ত্বাবধান করিতে হয়। স্থূল কথা, শান্তি রক্ষার্থ কেবল মাত্র এক পল্টন সৈন্য নগরে উপস্থিত হইবে; অবশিষ্ট সৈন্যগণ নগরের বহির্ভাগে শিবিরে বাস করিবে। অনুগ্রহ করিয়া আমিরুল বহর এথান হইতে প্রস্থান করুন। নচেৎ তাঁহার উপস্থিতি বশতঃ কোনওরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার অনুষ্ঠান হইলে, তজ্জন্য আমি দায়ী হইব না।”

ডোমকোসের যুদ্ধ—

মার্শাল আদহাম পাশা ১৪ই মে তারিখে ফারসালা ও উহার আশ পাশে প্রবল সৈন্যদল স্থাপন করিলেন। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ এবং বাম দিকে ত্রিখালা ও ভলেষ্টিনোতে এক এক পরাক্রান্ত ডিভিজান কিছু পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ছিল। ১৫ই মে তারিখে হেড্ কোয়ার্টারের অফিসারগণ, সৈন্য দলের গতি বিধি পর্য্য-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই পর্য্যবেক্ষণ-ব্যাপারে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, গ্রীক্ সৈন্যদল ডোমকোসের উত্তর দিকস্থ একটী সুদৃঢ় স্থানে অবস্থান করিতেছে। ঐ বিশাল সৈন্য দলের সম্মুখ ভাগ ৬ মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সৈন্যগণ আপনাদের অবস্থান-স্থানের চতুর্দ্দিকে মুরুচা নির্ম্মাণ ও পরিখা খনন করিয়াছে; ঐ মুরুচা ও গড়খাই, পর্ব্বত গাত্রে উপর নীচ ভাবে পর্য্যায়ক্রমে সারি সারি বিদ্যমান।

১৭ই মে তারিখে উপরোক্ত প্রবল গ্রীক্ সৈন্যদলকে আক্রমণের জন্য আদেশ দেওয়া গেল; নিম্নলিখিত প্রণালীতে সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে উপদেশ প্রদান করা হইল। দক্ষিণভাগে থাএরী পাশার ডিভিজান একই কালেমে (দলে) ডোমকোসের প্রধান রাজবর্ত্মের দক্ষিণ দিকস্থ হদশী, ওমরা ও একরিলরের রাস্তা সিউয্যা এবং সকার মতসার দিকে, আর নেশাত পাশার ডিভিজান—যাহা ৩ ব্রিগেডে বিভক্ত করা হইয়াছিল, একই কালেমে (দলে) প্রধান রাজবর্ত্মের দুইদিক দিয়া যেন অগ্রসর হয়।*

মধ্যভাগে হামদী পাশার ডিভিজান—যাহাতে দুই ব্রিগেড্ ছিল, দুই কালেমে (দলে) বিভক্ত হইয়া, প্রধান রাজবর্ত্মের দুইদিকে ওরিসা, ওরদাতি, সকারিয়া এবং করুসোবার পথে পুরনারির দিকে অগ্রসর হইবে।

বামদিকে মমদুহ পাশার ডিভিজান করাঃ চুালি (করত-সালি) এবং গরকালির রাস্তায় শত্রু সৈন্য দলের দক্ষিণভাগে তাহাদের গমন-পথের সম্মুখদিকে এবং হায়দর পাশার ডিভিজান মধ্যভাগের অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে।

---

* যেদিন ত্রিখালা নগর তুর্কী সৈন্যদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়, সেই দিন অর্থাৎ ২৯ শে এপ্রিল তারিখে মার্শাল আদহাম পাশা, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের খেদমতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। "আজ ২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ন ৬টার সময় ওস্মানীয় বিক্রান্ত সৈন্যদল 'ত্রিখালা' অধিকার করিয়া লইয়াছে। নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, গ্রীক্গণ ২০০ শত চিরবন্দী দুর্দ্ধর্ষ কয়েদীকে ছাড়িয়া

গ্রীক্ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার এক দিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৬ই মে তারিখে জেনেরল হাক্কিপাশা, হাল মিরুসের দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭ই মে তারিখে হাল মিরুসের উত্তর পশ্চিম দিকস্থ করাহ্দাঁতির নিকটে শত্রুপক্ষের উপর, একত্রে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, স্বীয় অধীনস্থ সমুদায় সৈন্যদল সহ তাঁহার (প্রধান সেনাপতির) সাহায্যে যথা সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে মার্শাল মহোদয় এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।

মেজর ফাকনর ভণ সোননবার্গের স্মারক লিপি (এয়াদ দাস্ত্) অনুযায়ী (যাঁহাকে জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করণার্থ, তুর্কী সৈন্যদলে অবস্থান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন) উপরোক্ত ৭ ডিভিজান তুর্কী সৈন্যই (যাঁহারা একত্রে এককালীন শত্রু সৈন্য দলের উপর আক্রমণ করিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল) ১৭ই মে অতি প্রত্যূষে ৪টা হইতে

দিয়াছে; এবং নগরবাসীদিগকে ১০ হাজার বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী এই উদ্দেশ্যে প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে যে, ঐ সমস্ত দ্বারা তাহারা যেন তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধ করে। যাহাহউক, প্রথম দলের কমাণ্ডার খাএরী পাশা নগরে প্রবেশ করিয়াই এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধাস্ত্রাদি আমার হস্তে সমর্পণ না করিবে, সে ব্যক্তি শাস্তি পাইবে। এতদ্ব্যতীত যাহাদের নিকট সামরিক দ্রব্য-সামগ্রী থাকে, কিম্বা যে উহার সন্ধান রাখে, তাহারা যেন উহার সংবাদ প্রদান করে; যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত আচরণ করিবে—অর্থাৎ এই সকল বিষয় গোপন রাখিবে, তাহাকেও উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

৫টার মধ্যে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয়। মেজর মহোদয়ের রিপোর্ট, অন্যান্য সংবাদদাতা দিগের রিপোর্ট অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য ও অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। কারণ, তিনি এক ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে, নিরপেক্ষ ভাবে যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত তিনি স্বয়ং একজন উপযুক্ত যোদ্ধ্‌পুরুষ বলিয়া, তুর্কী সৈন্যের গতিবিধি ও সেনাপতিদিগের সৈন্য পরিচালন সম্বন্ধে উপযুক্ত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। যাহাহউক, পূর্ব্বাহ্ন ১০টার সময় থাএরী পাশার অধীনস্থ সৈন্যদলের অগ্রগামী সৈন্যগণ, ডানিদিকের সর্ব্বশেষ স্থান 'সিয়োয়্যা'তে শত্রুপক্ষের পৃষ্ঠভাগে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। যদি ও সেখানে গ্রীক্‌দিগের একদল অত্যল্প সংখ্যক অকর্ম্মণ্য অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত ছিল, কিন্তু থাএরী পাশা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করণার্থ, এক পূর্ণ রেজিমেণ্ট পদাতি সৈন্য দাঁড় করাইয়া দিলেন। এইরূপে তিনি অতি মূল্যবান্ সময়ের এক ঘণ্টা কাল বৃথা নষ্ট করিলেন। ঐরূপ অনাবশ্যক

ত্রিখালা নগর এবং কাবরিচ নগরের সমগ্র অধিবাসী (সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী) ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের দূতদিগের নিকট আপনাদের দুর্দ্দশার কাহিনী নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া পেশ করিয়াছিল। "১৫।১৬ বৎসর যাবৎ আমরা গ্রীক্‌দিগের দারুণ অত্যাচারে নিতান্ত প্রপীড়িত ও উহাদের জোর জবরদস্তীতে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। তদুপরি নূতন উপসর্গ এই হইয়াছিল যে, যখন গ্রীক্ সৈন্যগণ বিজয়ী তুর্কী সৈন্যদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল, তখন সেই পলায়মান অবস্থায় আমাদের শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র সমূহ এবং আমাদের

বৃথা সৈন্য-সজ্জায় ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন, তিনি বেলা ১১টার পূর্ব্বে "সিউয়্যা" নামক স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না। হাম্‌দী পাশার ডিভিজানের অগ্রগামী সৈন্যদলও, প্রায় ১০টার সময় শত্রু সৈন্যের সহিত রণরঙ্গে মাতিয়াছিল। এদিক্ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোলা বর্ষণের ভীষণ শব্দ অনবরত শ্রুত হওয়া গিয়াছিল। মধ্যস্থলে হামদী পাশা, নেশাত পাশা ও দক্ষিণভাগে খাএরী পাশার সহিত, শত্রুপক্ষের নিম্ন লিখিতরূপ যুদ্ধ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। নেশাত পাশার ডিভিজানের অগ্রগামী সৈন্যগণ শত্রু সৈন্য শ্রেণীর পুরোভাগে (যাহা ডোমকোসের সম্মুখে উপস্থিত ছিল) প্রায় বেলা দ্বি-প্রহরের সময় পঁহুছিয়াছিল। সুতরাং ৪½টার সময় শত্রুপক্ষের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সৈন্যগণ ৪ ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট ৪টা ক্রুপ তোপ দ্বারা, তুর্কী সৈন্যদিগের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

খাএরী পাশার ডিবিজান, সিউয়্যা নামক স্থান অধিকার করার পর, প্রায় ৩ টার সময় শত্রু পক্ষের ৪ পল্‌টন সৈন্য এবং কয়েক ব্যাটারী ময়দানী তোপের সঙ্গে——যাহা সফ্‌লারী ও

যাবতীয় সামগ্রী সম্ভার নষ্ট করিয়া, আমাদিগকে অবমানিত ও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। আমরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করিতেছিলাম, কিন্তু আমাদের 'ফরিয়াঁদ' ও কান্নার দিকে কেহ দৃক্‌পাতও করিল না। এমন কি, যখন তুর্কী সৈন্যগণ আসিয়া পঁহুছিল, তখন আমরা এই সকল অত্যাচার ও উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। এক্ষণে ইহারা (বিজয়ী তুর্কীগণ) আমাদের শস্যাদির রক্ষক ও এবং আমাদের মান সম্ভ্রম এবং দ্রব্য সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক; এতদ্ব্যতীত তাহারা আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন

বালা বাস্তির মধ্যস্থলে উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, ময়দানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইল। এই উচ্চ ভূভাগ ডোমকোসের নিকট, বামদিকে অবস্থিত। ঐ সময় গ্রীক্ দিকের দ্বিতীয় পংক্তি, নেশাত পাশার পদাতি সৈন্যদলের উপব, ৩ ব্যাটারী তোপ দ্বারা ভীষণভাবে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ৩$\frac{1}{4}$ টার সময় নেশাত পাশাব অগ্রবর্ত্তী ব্যাটারী মহা পরাক্রমের সহিত অগ্রসব হইয়া গ্রীক্ তোপখানা হইতে ২৮০০ গজ দূরে গিয়া উপস্থিত হইল। ৩$\frac{1}{2}$ টার সময় দ্বিতীয় তুর্কী ব্যাটারী প্রথমোক্ত ব্যাটারীর সহিত যাইয়া সম্মিলিত হইল। আব অপরাহ্ণ ৪ টা পর্য্যন্ত তথায় তুর্কীদিগের ১১ ব্যাটারী তোপ একত্রিত হইয়াছিল। ঐ তোপ শ্রেণী হইতে গ্রীক্ সৈন্যদলের উপর রাত্রিকাল পর্য্যন্ত ভীষণ ভাবে গোলা বর্ষণ হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৩টা ৪০ মিনিটের সময় নিজাম ব্রিগেড্ (এড্রিয়া-নোপলস্থ ১৪শ এবং ১৫শ রেজিমেণ্ট—যাহারা মাঁসর রাইফল

এবং স্বাস্থ্য রক্ষাদি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে মনোযোগী। আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের এই সকল দুর্দ্দশার কাহিনী এবং তুর্কী সৈন্যদিগের সহৃদয়তা ও সদ্ব্যবহার-বৃত্তান্ত যেন আপনাদের স্ব স্ব নৃপতিদিগের গোচরীভূত করা হয়। আর ইহাও প্রার্থনা যে, ভবিষ্যতে যেন চিরদিনের জন্য আমাদিগকে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করা হয়। তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমরা একান্ত মনে প্রার্থী।" (এই টীকাটী পূর্ব্ব ফর্ম্মায় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভ্রমক্রমে তাহা হয় নাই। নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া এইস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।)

দ্বারা সুসজ্জিত ছিল) গ্রীক সৈন্য ৪র্থ, ৩য়, ২য় ও ১ম পংক্তির পদাতি সৈন্যগণ যেখানে পরস্পর মিলিত হইয়া মুরুচা ও আপনাদের নিরাপদে অবস্থান-জন্য সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাণ করিতেছিল, উহা আক্রমণের জন্য এরূপ অমানুষিক সাহস ও বিস্ময়কর বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইল যে, তদ্দর্শনে দর্শকগণ স্তম্ভিত হইল। উহারা কখনও বা মুহূর্ত্ত কালের জন্য থামিয়া যাইত, আবার খুব দ্রুতবেগে অনেক দূর অগ্রসর হইত। আক্রমণের জন্য কেবলমাত্র এক রেজিমেণ্ট সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট রিজার্ভ (রক্ষিত) ছিল; রাজপথের দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী ভূখণ্ডের উপর দিয়া ইহারা অগ্রসর হইয়াছিল। যখন আক্রমণকারী তুর্কী রেজিমেণ্ট ৯০০ কিম্বা ১০০০ গজ পথ অতিক্রম করিয়াছিল, তখন বিপক্ষ পক্ষের তোপ এবং রাইফল সকলের শ্রাবণের বারিধারাবৎ গোলাগুলি আসিয়া তাহাদের উপর পতিত হইতে লাগিল। শত্রু সৈন্যদল তখন ১৩০০ গজ দূরে ছিল। আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যদিগকে এই সুদীর্ঘ পথ (প্রায় ¾ মাইল) বিনা সাহায্যে অতিক্রম করিতে হইবে। এ অবস্থায় সেই জীবনে মমতা পরিশূন্য তুর্কী সৈন্যগণ বিপক্ষ পক্ষের গুলি বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া মহাদম্ভ সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমনকি, তাহারা দ্রুতগতি গমন পূর্ব্বক শত্রুদলের ৪।৫ শত গজ মাত্র দূরে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পঁহুছিয়া তাহারা অনুপমেয় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে আপনাদের সুবিধা জনক স্থানে থামিয়া গেল। ইহাদের একটী বীর পুরুষ ও পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইল না—কিম্বা নৈশ-অন্ধকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত না হওয়া

পর্য্যন্ত, স্বস্থান হইতে তিলমাত্র হটিল না। এই বিক্রান্ত ওস্‌মানীয় সৈন্যদলে ৬০০ সৈন্যের ৪ পল্টন অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪০০ শত মাত্র সৈন্য ছিল। শত্রু দলের ভীষণ গোলা বর্ষণে, তাহাদের ৬০০ হইতে ৮০০ পর্য্যন্ত বীর পুরুষের জীবন-লীলা শেষ হইয়াছিল।" হায়! এরূপ দেবোপম অতুলনীয় সাহসী বীরবৃন্দের মৃত্যু-কাহিনী শ্রবণে কার্ না হৃদয় দগ্ধীভূত হয়?

"প্রায় সন্ধ্যা ৬টার সময়-সর্ব্ব প্রথমে, ব্রিগেডের ২য় রেজিমেণ্ট আপনাদের সহযোগী রেজিমেণ্টের সাহায্য জন্য অগ্রসর হইল। ইতিপূর্ব্বে প্রথম রেজিমেণ্টের ¼ এক চতুর্থাংশ বা ⅓ এক তৃতীয়াংশ সৈন্য বিনষ্ট হইলেও, তাহাদের সাহায্য জন্য একটী সৈন্যও পাঠান হইয়াছিল না। যাহাহউক, খাএরী পাশা স্বীয় সম্মুখস্থ শত্রু সৈন্য দলকে এই সময়ের মধ্যে পশ্চাতে হটাইয়া দিয়া, নেশাত পাশার দক্ষিণভাগে, স্বীয় সৈন্যদলকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ওদিকে নেশাত পাশার ২য় ডিভিজান, পুরনারি নামক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সন্ধ্যা ৭টার সময় নেশাত পাশার ৩য় ব্রিগেড্ সৈন্য, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তুর্কীগণ মনে করিয়াছিল, গ্রীক্ সৈন্যগণ তাহাদের আক্রমণের প্রত্যুত্তর স্বরূপ উপরোক্ত রেজিমেণ্ট সমূহের উপর প্রতি আক্রমণ করিবে; এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাদের আক্রমণ রোধের জন্য এই ৩য় ব্রিগেড্ অগ্রবর্ত্তী করা হইয়াছিল। কিন্তু বীরত্বাভিমানী (?) গ্রীক্ সৈন্যগণ তুর্কীদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই।

"অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইলে, রাত্রি প্রায় ৯¼ টার সময় তোপের গোলা বর্ষণ বন্ধ হয়। গ্রীক্‌দিগের সৈন্যাবাসে

সমস্ত রাত্রি আলো প্রজ্জ্বলিত ছিল। কিন্তু ১৮ই মে প্রত্যুষেই আমরা জানিতে পারিলাম যে, গ্রীক্‌ সৈন্যগণ আপনাদের অধ্যুষিত স্থান সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পলায়ন করিয়াছে। এখানেও আপনাদের তোপ গুলি পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। মমহুদ্‌ পাশা উহাদের পার্ষ্ণিদেশে উপস্থিত হওয়াতে, বন্দী হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিয়াছিল।

"হামদী পাশার ডিভিজানের সহিত বেলা ১০টার সময় শত্রুগণের সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হয়। 'দরওয়ালি' নামক স্থানের নিকটে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। তুর্কীগণ তত্রত্য গ্রীক্‌ সৈন্যদিগকে তাহাদের মূল সৈন্যদলে হটাইয়া দিতে সক্ষম হয়। এই তুর্কী সৈন্যদল স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে কিঞ্চিৎ অলসতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহা স্বত্বেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ডোমকোসের পূর্ব্ব উত্তর দিকে অবস্থিত 'পুরনাব' নামক স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে সক্ষম হয়। ১৮ই মে রাত্রিকালে এই সৈন্যদল, গ্রীক্‌ সৈন্য-সমষ্টির দক্ষিণভাগে রজনী যাপন করে। হামদী পাশার অব্যবহিত বামভাগে মমহুদ পাশা সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যুষে শত্রু সৈন্যদিগকে 'সএয়াট্‌মা' নামক স্থান হইতে দূরীকৃত করিয়া, পরে 'গরগলি' নামক স্থানে পঁহুছিয়াছিলেন। এইরূপ ফুর্‌কা গিরিসঙ্কট হইতেও তিনি ঐ পরিমাণ দূরে অবস্থিত ছিলেন—যে পরিমাণ দূরে, গ্রীক্‌গণ অবস্থান করিতেছিল। এইরূপে দুই দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইবার আশঙ্কায়, গ্রীক্‌গণ ১৭ই ও ১৮ই মের মধ্যবর্ত্তী রজনীযোগে ডোমকোস্‌ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তুর্কীদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য, যাইবার

সময় আপনাদের অবস্থান-স্থানে আলো জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ঐ আলো দর্শনে এবারও তুর্কীগণ ধোকায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, গ্রীক্‌গণ আপনাদের অধ্যুষিত স্থানে অবস্থান করিতেছে। ভোর ৫টার সময় তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, গ্রীক্‌গণ ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে।" (গ্রীক্‌গণ বীরত্বে না হউক, পলায়ন-ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল)।"

মেজর ফকনর এই যুদ্ধের অবস্থা সামরিক দৃষ্টিতে, সামরিক সমালোচনা ও তদনুরূপ মীমাংসার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার সম্মুখে লণ্ডন ডেইলি নিউসের বিশেষ সংবাদদাতার লিখিত টীকা টীপ্পনী সহ বিস্তৃত—অথচ চিত্তবিনোদক যুদ্ধ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলে, পাঠকবর্গের পক্ষে অতৃপ্তিকর হইবেনা। এই সংবাদদাতা গ্রীক্‌দিগের মূল সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন। ১৭ই ও ১৮ই তারিখের যুদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন, "গ্রীক্‌দিগের বিশ্বাস ছিল যে, এক্ষণে আর যুদ্ধ হইবেনা। ইহাও তাহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, উভয় প্রতিপক্ষ দলে মীমাংসার প্রস্তাব চলিতেছে—যাহার পরিণামে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবে।"

সংবাদদাতা যখন গ্রীক্ সৈন্যদলে পঁহুছিলেন, তখন তাহাদের পশ্চাদ্ভাগের অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিলেন। সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিত—অথচ অতীব খারাপ অবস্থাপন্ন। বর্ষা ও পার্ব্বত্য প্রদেশের ভীষণ শীতে তাহারা আশ্রয় শূন্য অবস্থায় ভূমি শয্যায় উপবিষ্ট বা শায়িত ছিল। তাম্বুর আশ্রয় বা ছায়া তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল না। রাস্তা গুলি আহত

ও পীড়িত সৈন্য, এবং রসদ পূর্ণ গাড়ী সমূহে বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শত্রুগণ নিকটে পঁহুছিবামাত্র, যাহাতে সুবিধামতে পলায়ন করিতে পারা যায়, সেই উপায় অবলম্বন জন্য সকলেই উন্মত্তবৎ এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটী করিতেছিল। তুর্কীগণ তিনটী রাস্তা অবলম্বন করিয়া (যাহা খাছি দেয়ারির শিখরদেশ হইয়া ফারসালা হইতে দক্ষিণদিকে আসিয়াছে) আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছিল। ইহাদের মধ্যে পশ্চিমদিকের রাস্তা রেয়াজি, ও কারজালি দিয়া, মধ্য দিকের রাস্তা তাতারলি হইয়া এবং পূর্ব্ব দিকের রাস্তা কয়্লার উপর দিয়া গিয়াছে। শেষোক্ত পথে যে তুর্কী সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল, উঁহাদিগের প্রতি জেনেরল স্মোলেনস্কির সৈন্য দিগকে যুবরাজের (প্রধান সেনাপতি) সৈন্যদল হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য, এবং গ্রীক্ সৈন্যদিগের দক্ষিণভাগ বিপন্ন করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

"যে পাহাড় শ্রেণী খাছি দেয়ারি পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে অবস্থিত, গ্রীক্ যুবরাজ ঐ পাহাড় শ্রেণীর প্রান্তভাগে—ঢালু দিকে (অর্থাৎ যাহা খাছি দেয়ারির দক্ষিণে অবস্থিত) অবস্থান করিতেছিলেন। ডোমকোস নগর এই পাহাড় শ্রেণীর মধ্যভাগে অবস্থিত; আর উহার কয়েক মাইল পূর্ব্বে 'কতগিরি' ও 'কেয়তিকি' নামক দুইটী স্থান বিদ্যমান। গ্রীক্ সৈন্যদলের বাম বাহু 'আগোরয়্যানি' নামক গিরি সঙ্কটের প্রবেশ-দ্বারে দৃঢ়তার সহিত অবস্থান করিতেছিল। লামিয়া ও ফারসালার রেলওয়ে লাইন এই পার্ব্বত্য দরি পথের মধ্য দিয়া নির্ম্মিত হইতেছিল। এই স্থানের গ্রীক্ সৈন্যগণ, উল্লিখিত গিরিবর্ত্ম তুর্কীদিগের হস্তগত হইবে বলিয়া, পূর্ব্ব হইতেই আশঙ্কা করিতে-

ছিল। গ্রীক্ সৈন্যগণ অশ্বখুরের আকারে অবস্থিত ছিল; যে পাহাড়ের উপর গ্রীক্ সৈন্যের বাম বাহু ১৫০০০ পদাতি সৈন্যসহ অবস্থান করিতেছিল, উহার শীর্ষদেশে ৩ ব্যাটারি পার্ব্বত্য তোপ উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। গ্রীক্ প্রধান সৈন্যদলের সম্মুখভাগ অর্থাৎ ডোমকোস এবং উহার নিকটবর্ত্তী পাহাড় শ্রেণীতে (যাহা ময়দানের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে) ৫ ব্যাটারী ময়দানী ও কতিপয় পার্ব্বত্য তোপ এবং ১১ হইতে ১৫ সহস্র পর্য্যন্ত গ্রীক্ সৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত ছিল। এই সৈন্যদলের দক্ষিণভাগে ৪ ব্যাটারি ময়দানী ও কতিপয় পার্ব্বত্য তোপ, যথোপযুক্ত স্থানে সংন্যস্ত করা হইয়াছিল। 'কতযিরি' এবং 'কেয়তিকি' নামক স্থানে ছয়টী করিয়া তোপ বসান হইয়াছিল। গ্রীক্ সৈন্যের এই পার্শ্বে ১২ সহস্র পদাতি সৈন্য আপনাদের সুদৃঢ় ব্যূহ রক্ষা করিতেছিল। এই সকল সৈন্য ব্যতীত ৬ হাজার পদাতি সৈন্য ডোমকোসের পশ্চিমদিকস্থ এক পর্ব্বত শাখার ঢালু জায়গায় রিজার্ভ (রক্ষিত) রূপে অবস্থান করিতেছিল। আবার উপরোক্ত তোপ সকল ব্যতীত, এই রিজার্ভ সৈন্যদলের সহিত ছয় ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট ২টী ক্রুপ তোপও এই স্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটী তোপ, নগরের উপরিভাগস্থিত একটী পুরাতন কেল্লার উপর, এবং দ্বিতীয়টী ডোমকোসের পূর্ব্ব দিকস্থ এক পাহাড়ের টিলার উপর (সম্মুখবর্ত্তী ময়দান যাহার পাল্লার মধ্যে ছিল) উপযুক্ত স্থানে বিন্যস্ত ছিল। স্থূলকথা, ডোমকোসে গ্রীক্ সৈন্যের মোট সংখ্যা ৩৫ সহস্র হইতে ৪০ সহস্রের মধ্যে ছিল। ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও এই সংখ্যার

অন্তর্নির্বিষ্ট। আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যদলের সংখ্যা ৫০০০০ হাজারের অধিক ছিলনা। জেনেরল মারোমিকালিস গ্রীক্‌ সৈন্যদলের সম্মুখভাগের, এবং জেনেরল মাকরিসি দক্ষিণ ভাগের সেনাপতি ছিলেন।”

সংবাদদাতা লিখিতেছেন “পরিষ্কার সূর্য্যালোকে ডোমকো-পের পর্ব্বত শ্রেণীর শিখরদেশ হইতে তুর্কী সৈন্যদিগের অগ্রসর হইবার দৃশ্য বাস্তবিক নিতান্তই আড়ম্বরপূর্ণ এবং মনোমুগ্ধকর ছিল; ৫ রেসালা অশ্বারোহী সৈন্য, পদাতিদিগের অগ্রে অগ্রে বীর বিক্রমে তীব্রতেজে অগ্রসর হইতেছিল। রণ তুরঙ্গ সকল অতীব দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছিল। খানিকক্ষণ পরে দুই অগ্রবর্ত্তী তুর্কী ব্যাটারি, আপনাদের অগ্রগামী পদাতি সৈন্যদিগকে শত্রুপক্ষের ভীষণ অগ্নি বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, গ্রীক্‌ সৈন্য শ্রেণীর সম্মুখভাগে, এক উপযুক্ত স্থানে আপনাদের তোপশ্রেণী স্থাপন করিল। এদিকে গ্রীক্‌দিগের ক্রুপ তোপ দ্বয়, আপনাদের সমুদয় তোপ শ্রেণীকে শত্রুপক্ষের প্রতি গোলা বর্ষণ করিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিল। তৎক্ষণাৎ উভয়-পক্ষ হইতে ভীমনাদে কামান সকল গর্জ্জিয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্ত্তে কামানের গোলা বর্ষণ অধিকতর ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে লাগিল। গ্রীক্‌গণ তুর্কীদিগের অপেক্ষা উচ্চ স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়াই যে কেবল তাহাদের সুবিধা ছিল, তাহা নহে; বরং তাহাদের গোলান্দাজগণ গত কয়েক দিনের মধ্যে, শত্রু সৈন্যদলের অবস্থানীয় প্রত্যেক স্থানের দূরত্ব, নিতান্ত সতর্কতার সহিত আন্দাজ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহা-দের লক্ষ্য স্থির করিতে, এবং উপযুক্ত স্থানে গোলা বৃষ্টি করিতে

কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তোপের গোলা বর্ষণ ব্যতীত, পার্ব্বত্য রাইফল বরদারগণ ভয়ঙ্কর গুলি বৃষ্টি করিয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে সৈন্যদলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পংক্তিতে যুদ্ধানল বিস্তৃত হইয়া পড়িল; আর দুই পক্ষের তোপগুলি বজ্র নিনাদের ন্যায় গভীর আওয়াজে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিল। গ্রীক্‌দিগের অগ্নি বৃষ্টি অধিকতর ফলপ্রদ হইতেছিল; কারণ তাহাদের গোলন্দাজগণ অতি সুরক্ষিত স্থান হইতে পূর্ব্ব নির্দ্ধারণানুসারে গোলা বর্ষণ করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের তোপগুলি এদিক্ ওদিক্ হটাইবার প্রয়োজন ছিলনা। এতন্নিবন্ধন তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্য ও তাহাদের সাহায্যকারী পদাতি সৈন্য দলকে বড়ই ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। অপরাহ্ণ প্রায় ৪ টার সময় তুর্কীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়পদে, বীর পরাক্রমে গ্রীক্‌দিগের দক্ষিণ বাহুর উপর ধাওয়া আরম্ভ করিল।

ওস্মানীয় তোপের ব্যাটারী সমূহ প্রধান রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পদাতি সৈন্যগণও আপনাদের তোপ শ্রেণীর আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, অতীব প্রশংসনীয় রূপ সাহস ও দৃঢ়তার সহিত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং যে মুরুচার উপর আবিজুনী এবং ইটালিয়ান ভলেণ্টিয়ার গণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারা ভয়ানক অগ্নি বৃষ্টি করিতে করিতে সেই দিকে অগ্রসর হইল। ইটালিয়ান ভলেণ্টিয়ারগণের প্রকৃত সেনাপতি রেজুনী গ্যারিবল্‌ডী (ইটালির উদ্ধার কর্ত্তা জেনেরল গ্যারিবল্‌ডীর পুত্র) ঐ সময়

গ্রীক্‌দিগের বৈদেশিক সৈন্যদলে উপস্থিত থাকাতে, তাঁহার স্থানে স্যাপর ব্যানি নামক বীর পুরুষ সাময়িক সেনাপতি-রূপে কার্য্য করিতেছিলেন। এই ভলেণ্টিয়ার গণ আবিজুনী সৈন্য দলের সাহায্যার্থ মুরুচার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানে অতীব ভীষণ ও মারাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তুর্কী সৈন্যগণ অমানুষিক সাহস ও বীরত্বের সহিত বিপক্ষ পক্ষের গোলা বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পক্ষান্তরে ইটালিয়ান মজাহেদীন (ধর্ম্ম যোদ্ধা) গণ ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদের উপর অজস্রধারে গুলি বর্ষণ করিতেছিল্।

সংবাদদাতা এই ক্ষেত্রে ইটালিয়ান-সৈন্যদলের সুরা-বিক্রেতৃ রণ-রঙ্গিণী মহিলাটীর যথেষ্ট প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপিনী সেই সাহসিনী শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা, তৎকালে আহত সৈন্যদিগের পরিচর্য্যা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই খর্ব্বকায় স্ফূর্ত্তি সম্পন্না ইটালিয়ান স্ত্রীলোকটী, নির্ভয়ে সেই ভীষণ গোল্লা গুলির অগ্নি বৃষ্টির মধ্য দিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটিয়া বেড়াইতে ছিলেন। যেমনই কোন সৈন্য গুলি খাইয়া ভূপতিত হইত, অমনি এই সাহসিনী রণরঙ্গিণী তথায় যাইয়া তাহার সাহায্যে ব্যাপৃত হইতেন। কোনও সৈন্যের টোটা ফুরাইয়া গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উহাকে প্রচুর টোটা আনিয়া দিতেন। অথচ নিজে সর্ব্ব প্রকার বিপদ হইতে সতর্কতার সহিত আত্ম-রক্ষা করিতেছিলেন। লোহিত বর্ণ সুন্দর জ্যাকেট দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যশ্রী যেন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

যাহাহউক, শত্রুপক্ষের প্রবল বাধা স্বত্বেও বামদিকস্থ তুর্কী সৈন্যগণ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। আবার তাহাদের

মধ্যভাগও ঐ সময় ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। গ্রীক্ সেনানী জেনেরল মারো মিকালিস্ অতীব সত্বরতা সহকারে, রিজার্ভ সৈন্যদল হইতে ৩ সহস্র সৈন্য, ডোমকোসস্থ গ্রীক্ সৈন্য-দলের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ঐ সময় সমুদায় গ্রীক্ সৈন্যই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। তুর্কী সৈন্যগণ "আগোরয়্যানী" নামক পার্ব্বত্য দরীপথ হস্তগত করিবার জন্য, গ্রীক্ সৈন্যদিগের বাম বাহুর উপর ও ভীষণ তেজে আক্রমণ করিল। অপরাহ্ণ ৭ টার সময় উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধের প্রখরতা হ্রাস হইয়াছিল। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উভয় পক্ষেরই গোলা বর্ষণ বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু গ্রীক্‌দিগের ক্রুপ তোপদ্বয় তখন পর্য্যন্তও তুর্কী সৈন্য শ্রেণীর উপর গোলা বর্ষণ করিতেছিল। এই সময় হঠাৎ দৃষ্ট হইল যে, গ্রীক্ ক্যাভিলারী সৈন্যগণ (যাহারা যুদ্ধে খুব কমই যোগদান করিয়াছিল) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া, ফুরকা গিরি-সঙ্কটের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইতেছে।

যে সকল দর্শক গ্রীক্ সৈন্যদিগের মধ্যভাগ হইতে যুদ্ধের অবস্থা দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিতে-ছিলেন যে, আক্রমণকারিগণ যতই সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করুক না কেন, গ্রীক্‌দিগকে স্থানচ্যুত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। কিম্বা তাহাদের শ্রেণীভঙ্গ করাও সুদূর পরাহত। সুতরাং এই যুদ্ধের শেষ মীমাংসার জন্য আগামী কল্যও উভয় পক্ষকে বল পরীক্ষা করিতে হইবে। এরূপ ধারণা জন্মিবার আরও একটী কারণ এই যে, ঐ দিবস যুবক গ্রীক্ সৈন্যগণ এবং অনিয়মিত (বে-কায়দা) যোদ্ধ্, পুরুষগণ অসম সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া দর্শকদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।

বাস্তবিক উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর যোদ্ধাগণ অতীব প্রশংসার সহিত আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়াছিল। কিন্তু গ্রীক্‌দিগের এই সকল সুযোগ স্বত্বেও তুর্কী সৈন্যগণ আপনাদের সংখ্যাধিক্য বশতঃ অপরাহ্ণ ২ টা হইতে ৩ টার মধ্যে গ্রীক্‌দিগের দক্ষিণ বাহুর শেষ প্রান্তস্থ (যাহা 'কয়তিকি' নামক স্থানে ছিল) সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল। তত্রত্য সৈন্যগণ অল্পকাল মাত্র সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া 'বুযি' নামক গ্রামের দিকে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তথায় পঁহুছিয়া, জেনেরল মাকরিসি সাহায্যকারী সৈন্যদিগের আগমনে বলীয়ান্ হইয়া, শত্রুপক্ষের সহিত পুনঃ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। সাহায্যকারী সৈন্যের জন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে তাকিদ পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু সাহায্য না পঁহুছাতে সেনানী মহাশয় উক্ত গ্রামে আর অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে পশ্চাদ্ভাগে হটিয়া যাইতেই বাধ্য হইলেন। রাত্রি ৮ টার সময় তাঁহার সৈন্যদলের পলায়ন-ব্যাপারে এরূপ ব্যস্ততা এবং বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল যে, ডোমকোসে গ্রীক্ সৈন্যদিগকে স্থির রাখা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। জেনেরল মাকরিসির পশ্চাদ্গমনের সংবাদ শুনিয়াই, সমুদয় সৈন্যদলকে পশ্চাতে হটিয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। ফারসালা ও টুর্ণাভস্ হইতে গ্রীক্ সৈন্যদিগের পশ্চাদ্গমন কালে যেরূপ বিশৃঙ্খলা এবং গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও তাহার পুনরভিনয় হইল। ঐ সময় রাস্তা দিয়া চলা ভার হইয়া উঠিল। রাস্তা যে কেবল মাত্র রসদ এবং যুদ্ধোপকরণের গাড়ী সমূহ, আহত সৈন্য দিগের শকট শ্রেণী,ট্রান্স্‌পোর্ট ও কমিশেরি-

এটের পথাদিতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে; বরং সহস্র সহস্র গ্রীক্ অধিবাসী তুর্কীদিগের হস্তে পতিত হইলে, নানা প্রকার উৎপীড়িত এবং শাস্তি ভোগ করিতে হইবে বলিয়া ভয়ে, দক্ষিণ দিকে প্রধাবিত হইতেছিল। তদ্দ্বারা ভয়, ত্রস্ততা ও বিশৃঙ্খলা আরও শত গুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

ইংরেজ সংবাদদাতার লিখা এজন্য বিশেষভাবে হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছে যে, তিনি সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি গ্রীকদিগের বীরত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছেন; এই প্রশংসা কীর্ত্তনে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলা যাইতে পারেনা। কারণ, তিনি গ্রীক্ সৈন্য দলের মধ্যভাগে উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং ঐ অংশের অবস্থাই তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পাইয়াছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে ঐ অংশে তুর্কী দিগের অপেক্ষা গ্রীকগণ যুদ্ধে অনেক পরিমাণে সুবিধা লাভ করিয়াছিল। তাহাদের সৈন্য-সমাবেশ স্থল স্বাভাবিক ভাবে সুরক্ষিত থাকাতে, তাহারা সে বিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ছিল। সংবাদদাতা স্বীয় লিখিত বিবরণীর উপসংহারে গ্রীক্ যুবরাজ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, তিনি পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ একটী গৃহের গবাক্ষ হইতে (সেখানে তাহার হেড্ কোয়াটার ছিল) সমর-ক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন। পরদিন প্রত্যূষে স্বীয় দেহরক্ষক স্বরূপ কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া, শকটারোহণ পূর্ব্বক "তারা-ভযা' নামক স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে লামিয়াতেও তিনি অপেক্ষা করেন নাই। উপস্থিত অবস্থায় লামিয়াতেই তাঁহার হেড্ কোয়ার্টার স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল।

১৮ই মে তারিখে তুর্কীগণ সম্মুখের দিক্ হইতে "ডোমকোস্" নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানে প্রচুর যুদ্ধ সামগ্রী তাহাদের হস্তগত হয়। (১) ডানিদিক্ ও সম্মুখভাগ— অর্থাৎ খাএরী পাশা, নেশাত পাশা ও হায়দর পাশার ডিভিজান ডোমকোস্ নগর হইয়া, 'জেমিনিয়াস্' হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে গিয়া উপস্থিত হইল। এই ময়দান ডোমকোস নগরের দক্ষিণে অবস্থিত। ডোমকোস হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই প্রান্তরেই প্রথমে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ প্রশস্ত ময়দানটী, ডোমকোসের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গিরিরাজিকে "আওথ্রেস্" নামক পর্ব্বতমালা হইতে পৃথক্ করিতেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে, লামিয়ার প্রশস্ত ময়দানাভিমুখে যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ গিয়াছে, তন্মধ্যে "ফুরকা" গিরি সঙ্কট সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম ও দুরতিক্রম্য।

১৮ই মে সন্ধ্যার সময় মমদুহ্ পাশা ও হামদী পাশার ডিভিজান ফুরকা পাশের সম্মুখে গিয়া পরস্পর মিলিত হইল। গ্রীক্গণ তখন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিল। সামান্য যুদ্ধের পর তুর্কীগণ তাহাদিগকে উত্তর দিক্

(১) ডোমকোসের যুদ্ধে তুর্কীগণ প্রভৃত অশ্বের জিন, সৈনিক পরিচ্ছদ (উর্দ্দী) ও রসদাদি ব্যতীত, নিম্নলিখিত যুদ্ধ সামগ্রী সকল হস্তগত করিয়াছিল; যথাঃ—দুর্গ বিধ্বস্তকারী ১২টী ভীষণ তোপ (১০½ সেন্টিমেটার অর্থাৎ ৪½ ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট), ৬টী পর্ব্বত বিদারী তোপ (৭½ সেন্টিমেটার অর্থাৎ ৩ ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট), বারুদ ও গোলা পূর্ণ ৯৫ খানি গাড়ী, ৩৪৩১৮টী ছোট বড় গোলা, রাইফলে ব্যবহার করিবার টোটা (কার্টিজ বা কার্তুস) ১২০০০ বাক্স, ৩৬১৯টী গ্র্যাস্ রাইফল শ্রেণীর বন্দুক এবং বারবরদারীর ৯৬ খানি গাড়ী।

হইতে গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিল। ১৮ই ও ১৯শে মের মধ্যবর্ত্তী রাত্রিতে হামদী পাশার ডিভিজানের ৩ পল্‌টন সৈন্য, শত্রু পক্ষের সহিত সংযুক্ত সম্মুখস্থ চৌকির নিয়মিত কার্য্য সাধনে নিয়োজিত রহিল। বিশাল তুর্কী সৈন্যদল এই সময় নিম্নলিখিত রূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। খাএরী পাশা, নেশাত পাশা ও হায়দর পাশার ৩ ডিভিজান সৈন্য ডোমকোস্ ও 'দরওনী' নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বিস্তৃত ছিল। হামদী পাশা ও মমদুহ্ পাশার ডিভিজান তাঁহাদের অগ্রভাগে দরওনী, পালামাস্ ও ফুরকা গিরি সঙ্কটে ত্রিভুজাকারে অবস্থান করিতেছিল। এই দুই ডিভিজান——বিশেষতঃ মমদুহ্ পাশার সৈন্যদল (যাহারা বামভাগে ছিল) পশ্চিমের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যাওয়াতে, অবশিষ্ট সৈন্যদল হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল।

১৯শে মে প্রত্যুষে হাম্‌দী পাশার ডিভিজানের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ঘাটীর (চৌকী) সৈন্যগণ প্রথমে জানিতে পারে যে, ফুরকা গিরিপথ শূন্য পড়িয়া আছে। তদনুসারে তুর্কী সৈন্যগণ প্রধান রাজবর্ত্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, লামিয়ার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আদিষ্ট হয়। ১৯ শে মে বেলা দ্বি-প্রহরের সময় গ্রীক্‌দিগের সহিত তুর্কীদিগের হঠাৎ একটা সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হইল। আওথ্রেস্ পর্ব্বত মালার দক্ষিণ শাখার শেষ প্রান্তে, লামিয়ার দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত 'তারাতসা' নামক স্থানে গ্রীক্‌দিগের দশ পল্‌টন সৈন্য দুই কিম্বা ৩ ব্যাটারি তোপ সহ, একটী সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। শত্রুগণ প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই নূতন স্থানে কেন সৈন্য সমাবেশ করিল,

সামরিক দৃষ্টিতে তাহার কারণ অনুভব করা যায় না। গ্রীক্‌গণ তুর্কীদিগকে বাধা দিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিলে, এতৎ পক্ষে লামিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা ফুরফা গিরিপথ উপযুক্ত স্থান ছিল। উহার নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্যতা, গ্রীক্‌দিগের নির্ব্বিঘ্নে পশ্চাদ্গমনে সম্যক্ সাহায্য করিত। যাহাহউক, গ্রীক্‌দিগের এই মনোনীত স্থানে অবস্থিত সৈন্যদিগের সহিত, তুর্কীদিগের যুদ্ধারম্ভ হইবার পর, তাহাদের পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া এমন অসম্ভব ব্যাপার ছিল যে, তাহারা তথায় তিষ্ঠিয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে বলিয়া কাহারও মনে ধারণা জন্মে নাই। পশ্চাদ্গমন কালে তাহাদিগকে লামিয়ার ময়দান পার হইতে হইত। তথায় পাহাড় শ্রেণীর শেষ প্রান্তে তুর্কীগণ আপনাদের অনলোদ্গারিণী ভীষণ তোপ সমূহ স্থাপন করিয়া, সম্ভবতঃ তাহাদিগকে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ করিয়া ফেলিত। এই ঘটনা নিম্নলিখিত কারণেও নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয় যে, যে গ্রীক্‌গণ রজনীর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া পলায়ন কার্য্যেই একমাত্র আপনাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারা কোথা হইতে এরূপ সাহস ও বীরত্ব লাভ করিল যে, যেখান হইতে পরবর্ত্তী রাত্রির পূর্ব্বেই সহজে তাহাদিগকে দূরীকৃত করা যায়, তাদৃশ অসুবিধা জনক ভয়সঙ্কুল স্থানে "যুদ্ধং দেহী" বলিয়া, আপনাদের দুর্জ্জয় প্রতিপক্ষের সম্মুখে বক্ষ-স্ফীত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু মিঃ ফাক্‌নরের বর্ণনানুসারে সোক্রাত (সক্রেটিস্) ও বোক্রাতের সন্তানগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিল। ছয় পল্টন তুর্কী সৈন্য (যাহাদের অধিকাংশ আল্‌বেনীয় সম্প্রদা-

য়ের লোক)——যাহারা সর্ব্বাগ্রে ছিল, শত্রু দলকে আক্রমণ করিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। তুর্কী ব্যাটারী গুলি সত্বরতার সহিত উপযুক্ত স্থান সমূহে স্থাপিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ওস্‌মানীয় তোপ সমূহ ভীষণ তেজে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। এই অগ্নি বৃষ্টি দুই ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াছিল। পশ্চাৎভাগ হইতে অক্লান্ত সৈন্যগণ দলে দলে আসিয়া, যুদ্ধে ব্যাপৃত শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যদিগের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। সৈন্য ও অফিসারগণ, শত্রুপক্ষকে আক্রমণের দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছিল, এই সময় হঠাৎ সকলের খেয়াল হইল যে, শত্রু দিগের পলায়নের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অপরাহ্ণ ৪ টার সময় ঘটনা ঠিক বিপরীত আকার ধারণ করিল। ঐ সময় দেখা গেল, শ্বেত পতাকা ধারণ করিয়া একখানি গাড়ী, যুদ্ধার্থ সজ্জিত গ্রীক্ সৈন্য দলের পশ্চাদ্ভাগস্থিত স্বতন্ত্র অবস্থিত সৈন্য দিগের নিকটে আসিয়া পঁহুছিল। এই স্বতন্ত্র অবস্থিত সৈন্য দল, এই স্থানের বৃহৎ গ্রীক্ সৈন্যদলকে মঙ্গলমতে লামিয়া পঁহুছাইবার জন্য অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত গাড়ীখানি উভয় সৈন্যদলের মধ্যবর্ত্তী শূন্য ভূভাগ অতিক্রম করিবা মাত্র উহা হইতে লামিয়ার গবর্ণর হরওয়ান হসন, কতিপয় অফিসার ও রাজকর্ম্মচারী সহ ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই আগমন করিয়াছেন। গবর্ণরের পিতা, নরপতি ওথোর সহিত বাভেরিয়া হইতে গ্রীস দেশে আগমন করিয়াছিলেন। গবর্ণর পূর্ব্বে এথেন্স নগরে ওকালতী ব্যবসায় করিতেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইহাকে লামিয়ার গবর্ণর নিযুক্ত করা হয়। তিনি

এই সংবাদ লইয়া আসিলেন যে, মহামান্য সুলতানের গবর্ণমেন্ট যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। গবর্ণর সাহেব আরও বলিলেন যে, "আমি ১৯ শে মে এথেন্স হইতে এই মর্ম্মের রাজকীয় আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎসঙ্গে এ বিষয়ে ও আদিষ্ট হইয়াছি যে, গ্রীক্ হেড্‌কোয়ার্টারে (যুবরাজ সমীপে) যেন অনতিবিলম্বে এই সংবাদ প্রেরণ করা হয়। আমি সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রে যে গাড়ী খানি প্রথমে দেখিতে পাইলাম, তাহাই বেগার ধরিলাম। আর উহার গদির শ্বেত আবরণ বস্ত্র খানি ছিন্ন করিয়া, শান্তি-সূচক শ্বেত পতাকা প্রস্তুত করিলাম।" ঘটনাক্রমে ওসমানীয় সৈন্য দলের সর্ব্ব প্রধান ষ্টাফ্ অফিসার মহাবীর সয়ফুল্লা পাশা স্বয়ং (১) এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গবর্ণরের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, "আপনার বর্ণনানুসারে অগ্নি-বৃষ্টি অচিরে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধ নিয়মিতরূপ স্থগিত রাখিবার জন্য, আপনাদের যুবরাজের পক্ষ হইতে যথানিয়মে (বা-কায়দা) প্রার্থনাপত্র আইসা উচিত।" উভয় পক্ষের বাক্যালাপ জর্ম্মণ ভাষায় হইয়াছিল। কারণ, গ্রীক্ গবর্ণর ও সয়ফুল্লা পাশা, ইহারা উভয়েই উক্ত ভাষায় সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন। এতন্নিবন্ধন উভয়ে উভয়ের কথার মর্ম্ম অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

---

(১) সফুলত বে বা সয়ফুল্লা পাশা একজন অতি উপযুক্ত ও বিচক্ষণ তুর্কী অফিসার। সাহস এবং বীর্য্যবত্তায় ও অতুলনীয় বীর পুরুষ। সম্প্রতি ইনি সামরিক বিভাগের অতি উচ্চতম "মার্শাল" পদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, গ্রীক্ সৈন্য দলের দক্ষিণ বাহু তুর্কীদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়া পশ্চাৎপদ হওয়াতে, প্রধান সেনানী যুবরাজ ডিউক অব স্পার্টা ডোমকোসের সুদৃঢ় সৈন্য সংস্থান-স্থান শূন্য করিবার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক, ১৭ই মে রজনী যোগে স্বীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক, 'তারাভয়া' নামক স্থানে হটিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে থাকাও নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া, আরও দক্ষিণে——"আল্ আমায়" নামক স্থানে স্বীয় হেড কোয়ার্টার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার সংবাদ তিনি ১৭ই মে দ্বি-প্রহরের পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। যুদ্ধ স্থগিত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে, তিনি স্বীয় অধীনস্থ কতিপয় অফিসারকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য——তাঁহারা তুর্কী কর্তৃপক্ষ দিগের সহিত যুদ্ধ নিবৃত্তি সম্বন্ধে যথোচিত কথাবার্ত্তা স্থির করেন।

প্রত্যক্ষ দর্শনকারী ব্যক্তিদিগের বর্ণনানুসারে জানিতে পারা যায় যে, যুদ্ধ স্থগিত থাকিবার আদেশ জারি হওয়ার পর, যুদ্ধার্থী সৈন্য শ্রেণীর অবস্থা সেইরূপ ছিল——শান্তির সময় যুদ্ধের প্যারেড্ বা কাওয়াজ করিবার কালে "হাল্ট্" (দাঁড়াও) এর আদেশ প্রাপ্তিতে সৈন্যগণ যে ভাবে দণ্ডায়-মান থাকে। দুই প্রতিপক্ষীয় সৈন্যগণই——যাহারা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতপাত জন্য শোণিত-পিপাসু সিংহের ন্যায় গর্জ্জন এবং ক্ষিপ্রহস্তে অগ্নি বর্ষণ করিতেছিল——এইক্ষণে পরস্পরকে বিস্কুট ও সিগারেট প্রভৃতি উপহার দিবার জন্য ধাবিত হইল। তদ্ব্যতীত ইঙ্গিত ইসারায় যথাসম্ভব

বাক্যালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। তখন প্রত্যেকের বদন-মণ্ডল হইতে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছিল;—পরম দয়াময় আল্লাহ তাআলাকে শত শত ধন্যবাদ যে, তিনি প্রত্যে-ককে স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতপাত হইতে রক্ষা করিলেন। আর তাহাদের প্রায় সকলেই এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল যে, যুদ্ধ ব্যাপারে সকলেরই একান্ত অনিচ্ছা। তাহাদের হৃদয়ে মানবীয় প্রেমের সাধারণ উচ্ছ্বাস সমুপস্থিত হওয়াতে, একে অপরকে জাতীয় শত্রু বিবেচনা না করিয়া, বন্ধু স্বরূপ মনে করিতেছিল। যুদ্ধ নিবৃত্তির আদেশ প্রচারিত হইবামাত্রই, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যগত জাতীয় বিদ্বেষ ও ধর্ম্ম বিষয়ক ঘৃণার ভাব একেবারেই দূরীকৃত হইয়া গিয়াছিল।

তুর্কীগণ ঈদৃশ সম্মিলন-ব্যাপারে নিতান্তই ভদ্রতা এবং শিষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিল। বিজয়ী বলিয়া তাহারা কিঞ্চি-ন্মাত্রও গর্ব্বিত ভাব প্রদর্শন করে নাই। এমন কি, গ্রীকৃদিগের অন্তঃকরণে যাহাতে এ ভাবের উদয় না হইতে পারে যে—তুর্কী গণ তাহাদিগকে নিতান্ত হেয় ও কাপুরুষ জ্ঞান করে—তৎপক্ষে তাহারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা আপ-নাদের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও শিষ্টতা প্রভাবে শত্রু পক্ষের অনু-রাগ লাভ করিতে ইচ্ছুক ছিল। অহঙ্কার ও অভিমান তাহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও স্থান লাভ করিয়াছিল না। যে সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও হেয় বা অপদার্থ বলিয়া মনে করে নাই, বা আকার ইঙ্গিতে ও তাদৃশ ভাব প্রকাশ করে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফুরকা উপত্যকা ও আওথ্রেস পর্ব্বত মালার যুদ্ধ।

যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার ঘোষণাপত্র প্রচার হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৩ দিবস কাল, গ্রীক্ সেনানীগণ বড়ই বিপদ-জালে বিজড়িত ছিলেন। ডোমোকোসের যুদ্ধের পর গ্রীক্-যুবরাজ ১৮ই মে প্রত্যুষে, মূল সৈন্যদল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রথমে 'তারতস্যা' এবং ১৯শে তারিখে তথা হইতে 'আলামানা' নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। উক্ত দুই তারিখের কোন যুদ্ধেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন না। প্রধান সেনাপতির যুদ্ধে অনুপস্থিতিতে এই ফল হইল যে, অন্যান্য গ্রীক্ সেনানীগণ কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এমন কি, 'লারিসা' নগরের অধিবাসীদিগের মধ্যেও মহা আতঙ্ক, ত্রাস এবং বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। যখন সৈন্যদিগকে বিশৃঙ্খল ভাবে পশ্চাতে হটিয়া আসিতে দেখিতে পাইল, তখন নগরের অধিকাংশ অধিবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, অতঃপর বিজয়-দৃপ্ত তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত গ্রীক্ সৈন্যগণ আর যুদ্ধ করিবে না—সমগ্র দেশ তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করা হইবে। ইহা মনে করিয়া তাহারা ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে দলে দলে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় পলায়মান অধিবাসিগণ, ও তাহাদিগের শকট শ্রেণীর সহিত, সৈন্যগণ ও সামরিক শকট শ্রেণী জড়ীভূত হইয়া

এক মহা গোলযোগের সূত্রপাত করিল। এক দল অপর দলের সহিত মিশিয়া যাওয়াতে, সৈন্যদিগের পক্ষে পথ চলা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ফুরকা উপত্যকা পার হইবার সময় গ্রীক্ সৈন্য দিগের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, নিম্ন-লিখিত বর্ণনা পাঠ করিলেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে।

১৮ই মে তারিখে পদাতি সৈন্যের ৪র্থ রেজিমেণ্টকে উক্ত উপত্যকা অধিকার করিবার আদেশ দেওয়া হয়—যাহা 'আন্দিন তযাব' খৃষ্টীয় ভজনালয়ের নিকটবর্ত্তী আওথ্রেস পর্ব্বতমালা হইয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। পথের অবস্থা অপরিজ্ঞাত বা সময়ের সঙ্কীর্ণতা হেতু, এই আদেশ যথাসময়ে প্রতিপালিত হইতে পারিয়াছিল না। যখন গ্রীক্ সৈন্যগণ তথায় পঁহুছিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল যে, তুর্কী সৈন্যগণ পূর্ব্বেই উক্ত উপত্যকা অধিকার করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধের রীত্যনুসারে গ্রীক্ সৈন্যদিগের উচিত ছিল, তন্মুহূর্ত্তে তুর্কী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া, ঐ স্থান হইতে দূরীভূত করা; কিন্তু গ্রীক্গণ এরূপ নির্ব্বোধ ছিল না যে, বৃথা আপনাদের মূল্যবান্ জীবন নষ্ট করিবে। বরং তদ্বিপরীতে তাহারা প্রশংসনীয় রূপ বুদ্ধিমত্তার (?) সহিত কার্য্য করিল—অর্থাৎ তুর্কী সৈন্যদিগকে দেখিবা মাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। উপস্থিত যুদ্ধে তাহাদের পক্ষে এরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ নূতন হয় নাই—পূর্ব্বে আরও কয়েক বারই তাহারা এইরূপ কার্য্য করিয়া বাহাদুরী (?) দেখাইয়াছিল। এই পলায়মান অবস্থায় বোঝার গুরুত্ব লাঘব হেতু সৈন্যগণ স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্রাদি পথে ফেলিয়া গিয়াছিল। রেজিমেণ্টের সমগ্র সৈন্যগণই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে ১২।১৪ মাইল পথ দূরবর্ত্তী

লামিয়া নগরে (যাহা 'সপর কুস্' প্রান্তরে অবস্থিত) যাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়াছিল।

তুর্কিগণ এই পলায়মান গ্রীক্ সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে নাই। কিন্তু এই ভীত ও পলায়মান সৈন্যগণ মিথ্যা জনরব প্রচার করিয়া আসিতেছিল যে, তুর্কিগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এই সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র লামিয়া নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তথায় এমনই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল যে, কয়েক স্থানে নাগরিকদিগের সহিত সৈন্যদিগের হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। গ্রীক্ সৈন্যের হেড্ কোয়ার্টার এই সময় লামিয়ায় ছিল; তুর্কী সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন সংবাদ শুনিয়া, তত্রত্য সৈনিক অফিসারদিগেরও হস্ত পদ যেন শিথিল হইয়া গেল। তাহারাও তাড়াতাড়ি "থার্ম্মাপলি" গিরি-সঙ্কটাভিমুখে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে এই সংবাদের অলীকতা প্রতিপন্ন হইলে, তাঁহারা পুনরায় লামিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ সময় কর্ণেল স্মোলনস্কি 'সওয়ানী' হইতে লামিয়ায় পঁহুছিয়াছিলেন, তিনি বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন গ্রীক্ সৈন্যদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে সক্ষম হন। তবু যুবরাজের আদেশানুসারে আওথ্রেস পর্ব্বতমালার পশ্চাদ্ভাগ অতিক্রম পূর্ব্বক, গ্রীক্ সৈন্যগণের অধিকাংশ "থার্ম্মাপলি" গিরি-সঙ্কটের দিকে চলিয়া যাইতেছিল। এই গিরি-সঙ্কট প্রাচীন কালের ন্যায় এ সময় দুর্ভেদ্য ছিল না; তবু এথেন্স যাইবার পথ রক্ষার জন্য ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ঘাটী ছিল। ইহার এক দিকে লামিয়া উপসাগরের পার্শ্ববর্ত্তী কর্দ্দমাক্ত নিম্ন ভূভাগ, অন্য দিকে অভ্রভেদী পর্ব্বত—যাহার উপর দিয়া লোক চলাচলের সঙ্কীর্ণ পথ

চলিয়া গিয়াছে। এই গিরি-সঙ্কট অধিকার করিবার জন্য এখনও আক্রমণকারী সৈন্যদিগের সংখ্যা অনেক অধিক হওয়া আবশ্যক।

১৮ই মের ফুরকা গিরি-সঙ্কটের যুদ্ধ ও ১৯শে মের আওথ্রেস্ পর্ব্বতের নিকটস্থ ক্ষেত্রের যুদ্ধ, সুধু গ্রীক্‌দিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্য দিগের সহিত তুর্কীদিগের সঙ্ঘর্ষণ মাত্র। অধিকক্ষণ তিষ্ঠিয়া শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধ করা গ্রীক্ সেনাপতিদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। এই সকল যুদ্ধে তাঁহাদের প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্য, অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে নির্ব্বিঘ্নে পশ্চাতে হটিয়া যাইবার সুযোগ প্রদান করা; আর থার্ম্মাপলির গিরি-সঙ্কট দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করা। তথাপি প্রধান সেনাপতির (যুবরাজের) হেড্ কোয়া-র্টার এতদূর পশ্চাতে (আলামানায়) স্থাপন করাতে, সৈন্যদিগের মনে বিষম ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল; এবং বিভিন্ন গ্রীক্ সৈন্য দলের, মূল সেনা দলের সহিত আশানুরূপ সংযোগ ছিল না। এই ঘটনা সম্বন্ধে এক জন ইংরেজ সংবাদদাতা তাঁহার প্রেরিত পত্রের শেষাংশে নিম্ন লিখিত কথা কয়টী সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, যথা:—"যুবরাজ আলমানা পঁহুছিবার জন্য সাধ্যানুসারে সত্বরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তিনি তথা হইতে এমন একটী সংবাদ পৃথিবীময় ঘোষণা করিলেন—যাহা বর্ত্তমান গ্রীসের ইতিহাসে নিতান্ত অশুভ জনক ঘটনা।"

গ্রীক্‌দিগের বর্ণনানুসারে ডোমোকোর যুদ্ধে তাহাদের ৬০০ ছয় শত সৈন্য হত এবং আহত হইয়াছিল। তুর্কীদিগের হতা-হতের সংখ্যা উহার ৩ গুণ হইবে। ইংরেজ সংবাদদাতার লেখানু-সারে গ্রীক্ সৈন্যদিগের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসাবাদ পাঠকগণ ইতিপুর্ব্বেই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু তুর্কীদিগের সম্বন্ধেও যুদ্ধ

ক্ষেত্রের বিভিন্ন জাতীয় সংবাদদাতাগন একই মতানুবর্ত্তী হইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, ডোমোকোর আক্রমণে তাহাদের প্রতি যে গুরুতর যুদ্ধের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহা এরূপ প্রাণপণ চেষ্টা, দৃঢ়তা, সাহস ও বীর্য্যবত্তার সহিত তাহারা সম্পাদন করিয়াছিল যে, যাহার তুলনা জগতে বিরল। পনর হইতে বিশ মাইল পর্য্যন্ত পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া, সমুদায় ডিভিজানের সৈন্যগণই একটু অধিক সময় বিশ্রাম লাভ, কিম্বা নিয়মিত রূপ আহার না করিয়াই, শত্রু দলের প্রতি ভীম তেজে আক্রমণ করিয়াছিল। শত্রু পক্ষ অর্থাৎ গ্রীক্‌গণ যে স্থলে দৃঢ় ও সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিত ছিল। আবার তাহারা যে বিস্তৃত ময়দান পার হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, ঐ ময়দান তাহাদের লক্ষ্যান্তর্গত ছিল। গ্রীক্ সৈন্যদিগের এই অবস্থান-স্থান যে কেবল স্বাভাবিক রূপে ও মুর্‌চা দ্বারাই সুরক্ষিত ছিল, তাহা নহে; বরং তথায় বহুসংখ্যক তোপখানাও বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল তোপ এরূপ সুবিধা জনক স্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল যে, যেখান হইতে বহু দূরবর্ত্তী শত্রু পক্ষকে সুস্পষ্ট রূপে দেখা যাইত, এবং তাহাদের উপর মুষলধারে গোলা বর্ষণ করা যাইতে পারিত। তোপ সমূহের লক্ষ্য স্থির এবং উহার গোলক সমূহ কত দূরে কি ভাবে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য গ্রীক্‌গন যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাইয়াছিল।

এতন্নিবন্ধন তুর্কী তোপখানাকে, আপনাদের পদাতিক সৈন্য দলকে রক্ষা করিবার জন্য, এবং তাহাদিগকে এরূপ উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইবার সুযোগ প্রদান-জন্য (যেখান হইতে তাহারা গ্রীক্‌দিগের উপর ভীষণ রূপে অনল বর্ষণ করিতে

পারে) ৩৮০০ গজ দূর হইতে গোলা বর্ষণ করিতে হইয়াছিল। যে অবস্থায় তুর্কিগণ আপনাদের তোপখানাকে প্রথমে শত্রু পক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিল, এবং পরে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু দলের প্রতি অব্যর্থ সন্ধানে গোলা বর্ষণ করিয়াছিল, সে অবস্থায় তুর্কীদিগের সামরিক অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়তা সম্পূর্ণ প্রশংসনীয়। আর তাহাদের এই কার্য্য দ্বারা একথা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুর্কী তোপ-খানার অফিসার ও গোলন্দাজগন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কালের প্রত্যেক প্রয়োজন ও প্রত্যেক কার্য্য পূর্ণ ও কার্য্য-প্রণালীর সময়োচিত পবিবর্ত্তন এবং উহা সর্ব্বতো-ভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা রাখেন। একথা প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, শান্তির সময় তুর্কী তোপ-খানাকে চাঁদমারী অভ্যাস খুব কমই করান হইয়া থাকে।

যাহা হউক, গ্রীসের যুবরাজ তুর্কীদিগের হস্তে এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া, ভগ্ন মনে স্বীয় পিসতুত ভ্রাতা রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাটের নিকট এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিলেন যে, আপনি মধ্যস্থ হইয়া কিছু দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখুন। যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কীদিগের সৈন্য সংখ্যা আমার প্রায় চতুর্গুণ; এ অবস্থায় তাহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা অসম্ভব। রুসিয়ার মহা পরাক্রান্ত জার নিকোলাস, স্বীয় বিপন্ন মাতুল-পুত্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বয়ং মহামান্য সুলতানল্ আজমের সমীপে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন। ঐ টেলিগ্রামে জার সুলতানল্ আজমের ক্ষমাগুণ, দয়া ও সৌজন্যের উল্লেখ করিয়া তোষামোদ-সূচক ভাষায় যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা জানাইয়া-

ছিলেন। মহামান্য সুলতান গাজী আবদুল হামিদ খান জারের টেলিগ্রামের উত্তরে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, কেবল যুদ্ধ স্থগিত নহে—বরং উভয় প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইয়া দিতেও অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে তৎক্ষণাৎ মহা সেনানী গ্রাণ্ড মার্শাল আদহাম পাশাকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন।

১৯শে মে বেলা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত এতৎ সম্বন্ধে কনষ্টান্টিনোপল, সেন্টপিটার্সবর্গ, এথেন্স ও তুর্কী হেড্ কোয়ার্টারে টেলিগ্রাম আসা যাওয়া করিল। এই কার্য্য খুব সত্বরতা ও সতর্কতার সহিত প্রশংসনীয় রূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐ দিনই বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় লামিয়ার গবর্ণরের নিকট এথেন্স হইতে যুদ্ধ স্থগিত হওয়ার মঞ্জুরী-সংবাদ পঁহুছিল। কিন্তু নীচমনাঃ গ্রীকগণ এ সময়ও আপনাদের ধৃষ্টতা ও শঠতা পরিহার করিতে পারে নাই। গ্রীসের স্বরাষ্ট্র-সচিব এন, থিয়োটোকি এবং ধর্ম্ম বিভাগীয় মন্ত্রী এম, বুটাকস্লাস্ ১৮ই মে তারিখে লামিয়ায় পঁহুছেন। তাঁহারা গ্রীক্ পার্লেমেন্টের প্রতিনিধি স্বরূপ সমবেত সৈন্য মণ্ডলীর সম্মুখে লম্বা চওড়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতায় তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ দিগের সাহস ও বীরত্ব স্মরণ করাইয়া, তাহাদিগকে স্বস্থানে দৃঢ় ভাবে অবস্থিত থাকিতে উৎসাহ প্রদান করেন, এবং নিতান্ত উত্তেজনা পূর্ণ ভাষায় থার্ম্মাপলির ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গিরি-সঙ্কট, প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় রক্ষা করিতে তাকিদ করেন। কর্ণেল স্মোলনস্কি—যিনি স্বীয় কার্য্য-কুশলতা ও বীর্য্যবত্তা প্রভাবে সম্প্রতি জেনেরল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন—উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে ‘স্করাপি’ ও ‘হালমিরুস’,

হইতে যাত্রা করিয়া, ১৮ই মে তারিখে অবশিষ্ট সৈন্য দলের সহিত আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। যুবরাজ তাঁহাকেই থার্ম্মাপলি গিরি-সঙ্কট রক্ষাকারী সৈন্য দলের সেনাপতি পদে বরিত করিলেন।

যে দিন গ্রীক্ সৈন্যের হেড্ কোয়ার্টার অনেক পশ্চাতে হটাইয়া আলামানায় স্থাপন করা হয়, সেই দিন হইতে গ্রীক্ সৈন্য দিগের বিভিন্ন দলের সেনাপতিগণ বিষম গোলযোগ ও দুশ্চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়েন। কারণ মূল সৈন্য দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু দূরে অবস্থান করা ও শ্রান্ত ক্লান্ত হওয়া বশতঃ, তাহারা প্রধান সেনাপতির সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিতে পারিতেছিলেন না।

* * * * *

প্রায় লোকেই জানিত যে, যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। তাহারা ইহার ফলাফলের জন্য অধৈর্য্যতার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল।

যখন যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার আদেশ আওথ্রেস পর্ব্বতোপরিস্থ তুর্কী সৈন্য দলে পঁহুছিল, তখনই (অর্থাৎ ১৯শে মে) সন্ধ্যার সময় তুর্কী হেড্ কোয়ার্টার পশ্চাতে হটাইয়া ডোমোকোসে স্থাপন করা হইল, এবং তৎপর দিবস (২০শে মে) উভয় পক্ষে নিয়মিত রূপে যুদ্ধ স্থগিত রাখা সম্বন্ধে সাময়িক সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। উক্ত অস্থায়ী সন্ধি-পত্রের মর্ম্ম এই :—উভয় প্রতিপক্ষ ১৭ দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিল; এই নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত হইতে পারে। উভয় সৈন্য দলেরই মধ্যে

হইবে। এই কার্য্য উভয় দলের ষ্টাফ্ অফিসরগণ, বিভিন্ন দেশীয় সামরিক এটাচিদিগের সাহায্যে সমাধা করিবেন। এই যুদ্ধ স্থগিত থাকার নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে, কোনও সৈন্য দল সম্মুখের দিকে কিম্বা পার্শ্বদেশে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

গ্রীক্‌দিগের পক্ষে কতিপয় রাজকর্ম্মচারী ও ফরাসি রাজদূতের সামরিক এটাচি মেজর বেরণ ভণ ওস্পফণ, এবং তুর্কী দিগের পক্ষ হইতে বীরবর সয়ফুল্লা পাশা, কতিপয় অফিসার সহ কমিশনে যোগদান করিলেন। ইঁহারা ২১শে মে তারিখে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হইলেন।

লামিয়া নগরী মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া নির্দ্দেশিত হওয়াতে, তথায় কোনও পক্ষের সৈন্যই স্থাপিত করা হইল না। দ্বিতীয়তঃ ইটালিয়ান ধর্ম্ম-যোদ্ধা বা ভলেণ্টিয়ার দিগকে গ্রীক্ সৈন্য দল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। এই স্বতঃ প্রবৃত্ত ইটালিয়ান যোদ্ধৃবৃন্দ ডোমোকোসের যুদ্ধে অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধে ইহাদের ৩ শত যোদ্ধা সমরশায়ী হয়। কিন্তু ১৮ই মে তারিখের পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্য দলের সহিত যুদ্ধ কালে, গ্রীক্ সৈন্যগণ নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় ইহাদিগকে শত্রু দলের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তুর্কী সৈন্যগণ ইহাদিগকে প্রায় বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহারা অতি কষ্টে সেই মারাত্মক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এরূপ কাপুরুষোচিত ঘৃণিত ব্যবহারে, ইটালিয়ান ভলেণ্টিয়ার বীরগণ, গ্রীক্‌দিগের প্রতি নিতান্তই বিরক্ত হইয়াছিল; এতন্নিবন্ধন যুদ্ধের শেষ ভাগে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কয়েক বার হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

১৯শে মে তারিখে যে যুদ্ধ হয়, উহাই থেসালির শেষ যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধে ৩০০ তুর্কী সৈন্য হতাহত হইয়াছিল; গ্রীক্‌গণ এজন্য এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় যে, যুদ্ধ স্থগিত হওয়ার আদেশ পঁহুছিবার পূর্ব্বে, যাহাতে কিছু অধিক পরিমাণ ভূভাগ আপনাদের আয়ত্তে রাখিতে পারে, এবং লামিয়ার সম্মুখবর্ত্তী কোনও স্থানে যুদ্ধ স্থগিত ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি বন্ধন করা যাইতে পারে। এরূপ হইলে লামিয়া নগরটি তাহাদের হস্তে থাকিয়া যায়। গ্রীক্ সৈন্যের কিয়দংশ এই স্থলে বিজয়-দৃপ্ত তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে, অবশিষ্ট গ্রীক্ সৈন্যগণ তুর্কীদিগের পশ্চাদ্ধাবন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে থার্ম্মাপলির গিরিসঙ্কটে পঁহুছিতে সক্ষম হইয়াছিল। শীঘ্রই যুদ্ধ স্থগিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি বন্ধন হইবে আশায়, গ্রীক্‌গণ এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে, অবিলম্বেই যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার আদেশ পঁহুছিবে, সুতরাং তুর্কীগণ এই পশ্চাদ্বর্ত্তী গ্রীক্ সৈন্যদিগকে বিনাশ করিবার সুযোগ লাভ করিবে না। গ্রীক্‌দিগের সৌভাগ্য বশতঃ তাহারা যেরূপ কল্পনা করিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল।

এই ক্ষেত্রে তুর্কীদিগের প্রধান ষ্টাফ্ অফিসার বীরবর সয়ফুল্লা পাশা, শত্রুদিগের সহিত আশাতীত রূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এক জন গ্রীক্ সৈনিক কর্ম্মচারী শ্বেত পতাকা হস্তে অগ্রসর হইবা মাত্র যুদ্ধ বন্ধ করা হয়। যথা নিয়মে কার্য্য করিতে হইলে, যে পর্য্যন্ত তুরস্কের প্রধান সেনাপতি, যুদ্ধ স্থগিত রাখার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, আদেশ-লিপি প্রেরণ না

করিতেন, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করা আবশ্যক ছিল। ঐ আদেশ-লিপি পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বিক্রান্ত তুর্কী সৈন্যগণ, পশ্চাদ্বর্ত্তী গ্রীক্ সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করিয়া, উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে লামিয়া নগরে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইত। এরূপ হইলে, ঐ সাময়িক সন্ধির সময় লামিয়া নগর তুর্কীদিগের হস্তেই থাকিয়া যাইত।

থেসালির যুদ্ধের দিকে মোটামুটি ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, এই যুদ্ধটিকে ৩ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহার প্রত্যেক অংশে থেসালির একাংশ অধিকার করিতে, তুর্কী সৈন্যদিগকে গ্রীক্‌দিগের সহিত কয়েকটি করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম অংশ—১৫ই এপ্রিল যখন নিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যগণ প্রকাশ্য ভাবে তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় হইতে তাহাদের টুর্ণাভস্ ও লারিসা হইতে বিতাড়িত হওয়া এবং ফারসালা, পিলাওপাতা ও ভলেষ্টিনোতে অবস্থান করা। দ্বিতীয় অংশ—লারিসা হইতে তুর্কী সৈন্যদিগের ফারসালার দিকে অগ্রসর হওয়া—২৫শে এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়া গ্রীক্‌দিগের ডোমকোস ও হালমিরুসের দিকে হটিয়া যাওয়া। স্থূল কথা, ৮ই মে ভোলো বন্দর তুর্কীদিগের হস্তগত হওয়া পর্য্যন্ত সময়কে, যুদ্ধের ২য় অংশ বলা যাইতে পারে। ৩য় অংশ ১৭ই মে তারিখে ডোমোকোসের যুদ্ধ এবং গ্রীক্‌দিগের ফুরকা গিরি-সঙ্কটের দিকে পলায়ন, ও তথা হইতে "আওথ্রেস্" পর্ব্বতের যুদ্ধ—যেখানে গ্রীক্‌গণ শেষ বার তুর্কিগণকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাই যুদ্ধের তৃতীয়াংশের শেষ বা গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি।

এই যুদ্ধের পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, গ্রীক্ সৈন্যগণ উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত না হইয়াই, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। একত্রীকৃত গ্রীক্ সৈন্য দলের মধ্যে কোনও রূপ নিয়মিত শৃঙ্খলা-বিধান ছিল না। এরূপ কোন সুবন্দোবস্তও করা হইয়াছিল না যে, যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈন্য দলের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়,—অর্থাৎ যুদ্ধে হত এবং আহত হইয়া, তাহাদের যে পরিমাণ সংখ্যা হ্রাস হয়, তাহাদের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, পশ্চাদ্দিক হইতে ক্রমশঃ নূতন সৈন্যদল আসিয়া হ্রাস প্রাপ্ত সৈন্য-সংখ্যা পূর্ণ করিতে থাকে। গ্রীকদিগের বিভিন্ন সৈন্য দলে অনেক প্রকার ত্রুটি বিদ্যমান ছিল। সৈন্যদিগের অস্ত্র-শস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তাহাদের অফিসার সংখ্যা অনেক কম ছিল। গ্রীক্ সৈন্যদিগকে থেসালির সীমান্ত প্রদেশে দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক দল অপর দল হইতে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে কয়েক দিনের পথ ব্যবধানে অবস্থান করিতেছিল। আবার সেই স্বতন্ত্র সৈন্য দল প্রায় দুই শত মাইল বিস্তৃত ভূভাগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। সীমান্ত প্রদেশে এরূপ ভাবে সৈন্য সমাবেশ করা, না শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিবার পক্ষে, না পশ্চাতে হাটিয়া যাইবার পক্ষে সুবিধা জনক ছিল। এই একটি মাত্র ভ্রান্তি বশতঃ পার্ব্বত্য দরি পথ সমূহের রক্ষা কার্য্যে ক্রমাগত ভ্রম পূর্ণ আদেশ প্রচারিত হইতেছিল। গ্রীক্ সৈন্য, সংখ্যায় তুর্কীদিগের অপেক্ষা কম, সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য আবার বহুতর ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত; আর নিম্ন শ্রেণীর অফিসার প্রায় সমস্তই যুদ্ধে নিহত, এরূপ অবস্থায় গ্রীক সৈন্যগণের পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়া কিছু

মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রীক্ সৈন্যগণ সাহস ও শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রদর্শনে কিছুমাত্র ত্রুটী করে নাই।

যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মতামত প্রকাশ করিবার সময় এখন হয় নাই। আর যে যে বিষয়ে গ্রীক্‌গণ ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করাও এ সময় সমীচীন নহে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক যুদ্ধে গ্রীক্ সৈন্যদিগের শোচনীয় রূপে পরাস্ত হইবার কারণ, উচ্চ শ্রেণীর সেনাপতি পদে অনুপযুক্ত লোকদিগের নিয়োগ। এই যুদ্ধের ইতিহাসে, সেনাপতি-নির্ব্বাচন একটি কৌতূহল-জনক ব্যাপার। যদিও এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে সম্পূর্ণ মতামত প্রকাশ করা ঠিক নহে, কিন্তু উপস্থিত ঘটনা দৃষ্টে স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হয় যে, এ কার্য্যে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিলেন। অথবা যুদ্ধ-ব্যাপারে কোন্ বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট সেদিকে আদৌ খেয়াল করেন নাই। * * * যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে গবর্ণমেণ্টকে বলা হইতেছিল যে, কর্ণেল স্মোলনস্কিকে যেন সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করা হয়। গ্রীক্ সেনাপতিদিগের মধ্যে এই একমাত্র সেনাপতি ছিলেন—যিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গ্রীক্ জাতিকে দুর্নাম হইতে কতকটা বাঁচাইতে পারিতেন। আর শেষে এই নির্ব্বাচন ঠিক বলিয়া সকলকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে মিঃ র‍্যালি স্বীয় প্রণষ্ট গৌরব ও সর্ব্বজন-প্রিয়তা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষার জন্য 'রিউগি' ও 'ভলেষ্টিনোর' যোদ্ধৃ পুরুষকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন। যুদ্ধ শেষ

হইবার পর, গ্রীক্-রাজকুমারদিগের উপর, তাঁহাদের অকৃতকার্য্যতার দরুণ কঠোর ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছিল। গ্রীসের দৈনিক সংবাদপত্র সমূহ, রাজ-পরিবারবর্গকে অপ্রতিভ ও অবমানিত করিবার জন্য এরূপ প্রবন্ধাবলী পত্রস্থ করিয়াছিলেন যে, অন্য দেশীয় লোকেরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, রাজ-পরিবারের অপমান জনক ঐরূপ প্রবন্ধ কোনও দেশের সংবাদপত্র সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে পারে। এথেন্সের একখানি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র (যাহার গ্রাহক সংখ্যা অনেক অধিক) একখানি শ্লেষপূর্ণ চিত্র এরূপ ভাবে লাল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া বাহির করিয়াছিলেন—যাহাতে একখানি সম্পূর্ণ ট্রেণে মুর্গী, তরকারী ও পাকশালার সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সুস্পষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা যুবরাজের ফারসালা হইতে পলায়মান অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। 'কমি-আউস্' নামক আর একখানি সংবাদপত্রে এইরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, একটা ছোকরা গ্রীক্দিগের সামরিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, আহ্লাদে পাশার অগ্রে অগ্রে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। উহার নীচে একটি কবিতা ওজস্বিনী ভাষায় লিখা হইয়াছিল, ঐ কবিতার প্রত্যেক পত্রের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছ বটে, কিন্তু আমাকে ধরিতে পারিবে না; আমি তোমা অপেক্ষা তেজে পলায়ন করিতে সমর্থ। এক বৎসর পূর্ব্বে 'মারাথন' নগরে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে দৌড়ের বাজী রাখা হইয়াছিল—যাহাতে গ্রীক্গণ জয়ী হয়। উপরোক্ত কবিতার শেষ ভাগে এ বিষয়েরও ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। মিঃ ক্লারিডটস্ নামক

একজন থেসালিবাসী, গ্রীক্ পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর ছিলেন; তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 'এম্প্রস্' নামক সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া, স্বীয় মন্তব্য এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের যদি বাস্তবিক যুদ্ধ চালাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে যুবরাজকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করা হউক। ফারসালার যুদ্ধে যুবরাজ প্রথম পংক্তিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া যে সরকারী রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রথম পংক্তি ফারসালা নগরস্থ একটি গৃহের গবাক্ষ ছিল—যে স্থান হই যুবরাজ একটি বহুমূল্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ দর্শন (?) করিতেছিলেন। স্থূল কথা এই যে, গ্রীক্ যুবরাজের কার্য্য-কলাপে এবং তাঁহার ভীরুতা ও অকর্ম্মণ্যতায়, গ্রীসের জনসাধারণ তাঁহার উপর যার পর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাঁহার উপরই নহে—সমগ্র রাজপরিবারের উপরই তাহারা চটিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন মন্ত্রী দলের প্রতিও তাহাদের বিজাতীয় ঘৃণা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সংবাদপত্র সমূহে রাজা, যুবরাজ, রাজ-পরিবার এবং মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত হইতেছিল। প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যালিও তাঁহাদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পান নাই। যে সকল সংবাদপত্র মিঃ র‍্যালির বিরুদ্ধাচারী ছিলেন না, সে সকল সংবাদপত্রও তাঁহার কার্য্যের ঘোর নিন্দা ও তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কেহ লিখিলেন, তোমার পূর্ব্বতন বহুদর্শিতা ও কার্য্যদক্ষতা লোপ পাইয়াছে, তুমি পূর্ব্বতন প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়া রাজ-পরিবারের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছ; ইত্যাদি।

যাহা হউক, জনৈক জর্ম্মণ ষ্টাফ্ অফিসার এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি। এই নিরপেক্ষ বৈদেশিক সেনানীর মন্তব্য অবশ্যই সকলের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে ব্যাপৃত তুর্কী সৈন্যদিগের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা প্রত্যেক যুদ্ধে অমানুষিক সাহস ও অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদিগের সামরিক কার্য্য-কলাপ এজন্য আরও অধিকতর প্রশংসা জনক যে, প্রত্যেক স্থানেই তাহাদিগকে শত্রু দলের প্রতি আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। আবার শত্রু পক্ষ উপযুক্ত মুরচা বন্দী সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, অসাধারণ বীর্য্যবত্তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এক ব্রিগেডের স্থলে যদি সমগ্র তুর্কী সৈন্যদল মাসর রাইফল বন্দুক দ্বারা সুসজ্জিত হইত, তবে যুদ্ধে তাহাদিগকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। গ্রীক্দিগের গ্রাস রাইফল—মাসর রাইফল হইতে যাহার পাল্লা কম, এবং যাহা দ্রুত ফায়ারও হয় না—উহা মার্টিন হেনেরী বন্দুকের সমকক্ষ ছিল। তুর্কী পদাতিক সৈন্যদিগের সকলেই মার্টিন হেনেরী বন্দুকধারী ছিল। এই বন্দুকের পাল্লা খুব বেশী হইলে ১১০০ গজ মাত্র। উভয় পক্ষের তোপখানা প্রায় একই রূপ—অর্থাৎ উভয় পক্ষেই ক্রুপের নির্ম্মিত তোপ সকল ছিল। কিন্তু তোপের গোলা বারুদ উপযুক্ত পরিমাণ ছিল না। উভয় পক্ষের গোলন্দাজগণের লক্ষ্য ভাল ছিল না। ইহার প্রমাণ এই ঘটনা দ্বারাই হইতে পারে যে, আহত সৈন্যদিগের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র লোক স্ফোটন-শীল গোলার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। অশ্বারোহী সৈন্য কোনও

দলেই এমন ছিল না, যাহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য উত্তম রূপে সম্পাদন করিতে পারে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, উভয় পক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যদিগের অশ্ব গুলিই সাধারণ শ্রেণীর ছিল। তথাপি তুর্কী অশ্বারোহিগণ একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিতে, এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ কার্য্যে ও সংবাদ আদান প্রদানে বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রণালীর অনুরূপ কার্য্য করিয়াছিল। তুর্কী সৈন্য দিগের মধ্যে রসদের বন্দোবস্ত খুব উৎকৃষ্ট ছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তুর্কিগণ সাদা মেজাজের মানুষ, সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের পরিমাণও খুব কম হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা একথা সুন্দর রূপে অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক সৈন্যের আহারের জন্য প্রত্যহ ।০ এক পোয়া আটাই যথেষ্ট। তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত ভারবাহী পশুও প্রচুর পরিমাণ ছিল। প্রত্যেক তুর্কী-পল্টনের সঙ্গে দুই শত ও প্রত্যেক ব্যাটারীর সহিত দেড় শত অশ্ব—যুদ্ধ সামগ্রী, অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী, তাম্বু—অফিসারদিগের জিনিসপত্র বহনের জন্য প্রস্তুত থাকিত। লারিসা নগরে গ্রীক গবর্ণমেণ্ট যে প্রচুর পরিমাণ আটা জমা করিয়া রাখিয়াছিল, উহা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ভারবাহী পশুদিগের দ্বারা বিভিন্ন দলস্থ সৈন্যদিগের নিকট পঁহুছান হইয়াছিল। পক্ষান্তরে গ্রীক্ সৈন্যদিগের মধ্যে রসদের বড়ই বে-বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক দ্রব্য প্রয়োজনানুসারে যথাসময়ে পঁহুছাইবার বন্দোবস্ত করা হইত বটে; কিন্তু যখন তাহাদিগকে ওসমানীয় সৈন্যদল কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইল, তখন রসদ সরবরাহের বন্দোবস্ত কিছু মাত্র রহিল না।

চিকিৎসা বিভাগ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ওসমানীয় ব্যাঙ্ক একটি সামরিক হাস্পাতাল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। লারিসা নগরে ঐ হাস্পাতাল স্থাপন করা হইয়াছিল; উহাতে বহুসংখ্যক আহত ও রুগ্ন সৈন্য থাকিতে পারিত। গ্রীক্‌দিগের পক্ষে গ্রীসের সলিব আহমর (ক্রুস-চিহ্নিত রক্ত-পতাকাধারী) ও জর্ম্মণির সলিব আহমর সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত চিকিৎসকগণ, বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। জর্ম্মণির রক্ত বর্ণ ক্রুস চিহ্নিত সভা, এক শত আহত বা পীড়িত সৈন্যের শয্যা ও ঔষধ পত্রাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেরণ করিয়াছিল। এই দলে দুই জন উচ্চ শ্রেণীর ডাক্তার, ছয় জন আহত বা রোগীদিগের শুশ্রূষাকারিণী মহিলা ও দুই জন হস্পিটাল এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। ইহারা ৩০০ তিন শত আহত সৈন্যের চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রুসিয়া, সুইজার্লণ্ড প্রভৃতি কয়েক রাজ্যের সলিব আহমর সভা ও কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ হেলাল আহমর (রক্ত বর্ণ চন্দ্রাঙ্কিত-পতাকাধারী) সভার পক্ষ হইতেও, সরকারী হাস্পাতাল ব্যতীত কতিপয় হাস্পাতাল, তুর্কী আহত সৈন্যদিগের চিকিৎসার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে খাস সুলতানী মহল "ইল্‌দিজ" এর সীমাভ্যন্তরে একটি হাস্পাতাল খোলা হইয়াছিল; উহার বিবরণ যথা স্থানে লিপিবদ্ধ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আমরা পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধের মোটামোটি বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে বিজয়-দৃপ্ত তুর্কী সৈন্য কর্ত্তৃক লারিসা বিজয়ের পরবর্ত্তী ঘটনা ও যুদ্ধ বিবরণ ক্রমশঃ বিশদ ভাবে বর্ণনা করা যাইতেছে।

স্যার এস্মিলড্ বার্টলেট (ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের খ্যাত-নামা মেম্বর ও তুর্কীদিগের পরম শুভানুধ্যায়ী) সাহেবের লিখিত গ্রন্থ হইতে এই মহা যুদ্ধের বিবরণ এই স্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

"আমি কয়েক বার লারিসা হইতে ফারসালা যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কারণ এই সংবাদ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল যে, গ্রীকগণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু মার্শাল আদহাম পাশা ঐ সময় আমাকে কোনও ক্রমেই তথায় যাইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন, ফারসালা এখনও শত্রু-শূন্য হয় নাই। যখন যুদ্ধারম্ভের সম্ভাবনা হইবে, তখন সর্ব্বাগ্রে আপনাকে সংবাদ দেওয়া যাইবে। সৌভাগ্য বশতঃ আমি ২৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার রেলওয়ে পথাবলম্বনে লারিসা হইতে ভলেষ্টিনো যাইতে প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয় দিবস অতি প্রত্যুষে ভলেষ্টিনোতে রওয়ানা হইলাম—যদ্দারা আমাকে ভলেষ্টিনোর প্রথম যুদ্ধ দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধটি প্রথমে সামান্য আকারে আরম্ভ হইলেও, যুদ্ধের কাঠিন্য ও

শোণিত পাতের হিসাবে ইহা একটি প্রধান যুদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তুরস্কের প্রধান সেনাপতির ইচ্ছা ছিল না যে, এই স্থানে যুদ্ধ হয়। তিনি শুধু অধীনস্থ সেনানীদিগকে ঐ স্থানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কতক ত মহ্‌মুদ বোকের কঠোর সামরিক উত্তেজনায়, আর কতক বা দ্বিতীয় ডিভিজানের প্রধান সেনানী হাক্কি পাশা কিম্বা তাঁহার সহকারী ব্রিগেডিয়ার নইম পাশার স্বেচ্ছাচারিতায়, এই সামান্য সঙ্ঘর্ষ পরিশেষে বিপুল লোক হানি জনক ভীষণ আহবে পরিণত হইয়াছিল; এবং পরিশেষে উহাতে সমগ্র ওস্‌মানীয় সৈন্য দল—অর্থাৎ পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণ যোগদান করিয়া, যুদ্ধের ভীষণতা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তুর্কিগণ অতুলনীয় দৃঢ়তা ও বিস্ময়কর বীরত্বের সহিত এই স্থানে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে বিষম ক্ষতি সহ্য করিয়া তাহারা পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হয়। তুর্কীদিগের পক্ষে এই যুদ্ধে এক ব্রিগেড্ পদাতি সৈন্য ও এক ডিভিজান ক্যাভিলারী সৈন্য ছিল, যাহার সংখ্যা অনুমান ১০০০ অশ্বারোহী হইবে।

মিঃ বনেট-বর্লি—যিনি এই যুদ্ধে গ্রীক্ সেনানী কর্ণেল স্মোলনস্কির সঙ্গে ছিলেন, তিনি এই যুদ্ধের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তিনি লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধে তুর্কী সৈন্যের সংখ্যা ৪০ সহস্র ছিল; আর স্বয়ং মার্শাল আদহাম পাশা ও মহাবীর গাজী ওস্‌মান পাশা এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া, সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ আদহাম পাশা সে দিন গরলি বা তাহার নিকটস্থ কোন স্থানেও

উপস্থিত ছিলেন না। আর মহাবীর গাজী ওসমান পাশা সালোনিকা হইতে এদিকে এক পদও অগ্রসর হন নাই। সম্ভবতঃ মিঃ বর্লি ৩১শে এপ্রিলের যুদ্ধকে ৫ই মের যুদ্ধ (যাহাতে ১৭।১৮ হাজার তুর্কী সৈন্য উপস্থিত ছিল) বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম; এবং যুদ্ধে ব্যাপৃত প্রত্যেক পল্টনকে ঠিক যুদ্ধের সময়, এবং করলি অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরেও দেখিয়াছিলাম। এই যুদ্ধে ৬০০০ ছয় হাজারের অধিক তুর্কী সৈন্য উপস্থিত ছিল না। ইহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক তুর্কী সৈন্যের এ সময় যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া কোনও ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। কারণ, যে প্রথম সাহায্যকারী সৈন্য দল লারিসার নিকট হইতে পূর্ব্ব রাত্রিতে রওয়ানা হইয়াছিল, তাহারা সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টার সময় করলিতে পঁহুছিতে সক্ষম হয়। আর যখন পূর্ণ ডিভিজান উক্ত গ্রাম ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করে, তখন বেলা দু প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

লারিসা হইতে করলি ২১ মাইল দূরে অবস্থিত; আর করলি হইতে রেযালুমের পথে ভলেষ্টিনো ৮ মাইল দূরবর্ত্তী। গ্রীকগণ নিতান্ত সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করিতে ছিল। তাহারা পর্ব্বত-পৃষ্ঠে বিশেষ মজবুত মুরুচা নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের অধ্যুষিত পর্ব্বতমালা সমতল ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ ছিল। এই পর্ব্বতের বিভিন্ন বাহু সিনো সিফালু হইতে উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। গ্রীকগণ মূল পর্ব্বত ব্যতীত উহার শাখা প্রশাখা গুলিতেও কয়েকটি

মুরুচা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ভলেষ্টিনো হইতে দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে কিফালু নামক গ্রাম খানি পর্ব্বতের দুই শাখার মধ্যস্থলে অবস্থিত। তুর্কিগণ এই গ্রাম খানি ২৯শে জুলাই অধিকার করিয়া, ৩০শে তারিখ পর্য্যন্ত বীর-বিক্রমে আপনাদের আয়ত্তে রাখিয়াছিল। আপনাদের মূল সৈন্য দলের মধ্যভাগের সমীপ-বর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরেও গ্রীক্‌গণ এক ব্যাটারী তোপ স্থাপন করিয়াছিল। লারিসা-ভোলো রেলওয়ে লাইন ভলেষ্টিনো হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে রেলওয়ের একটি শাখা পূর্ব্ব দিকে ১০ মাইল দূরে ভোলো বন্দরে গিয়াছে। দ্বিতীয় লাইন পশ্চিম দিকে, একটু বক্র ভাব ধারণ করিয়া, ফারসালা নগরে পঁহুছিয়াছে। ভলেষ্টিনো নগর পাহাড়ের পাদ-দেশে অতি মনোরম্য স্থানে অবস্থিত। নগরটি চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ-রাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভলেষ্টিনোর ঠিক সম্মুখ ভাগে—উত্তর দিকে রিযুমিলুসের বহু জন পূর্ণ জনপদ বিরাজমান। ৩০শে এপ্রিলের প্রথম যুদ্ধে তুর্কী হেড্ কোয়ার্টার এই স্থানে ছিল। এই স্থান করলি হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ও ভলেষ্টিনো হইতে ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। রিযুমিলুসের সম্মুখে ও ডান দিকে একটি ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ জঙ্গল দৃষ্ট হয়। ঐ জঙ্গল ভলেষ্টিনোর দিকে ২ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ জঙ্গলের চওড়াই ২০০ গজ হইতে ৮০০ গজ পর্য্যন্ত। তুর্কি-গণ ইচ্ছা করিলে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সময়, এই জঙ্গল দ্বারা অনেক সাহায্য লাভ করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা কোনও যুদ্ধেই উহা দ্বারা উপকার লাভ করে নাই। গ্রীক্‌গণ ঐ জঙ্গলেও ধুস বা মৃৎ-প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল।

৩০শে এপ্রিল ইহার দক্ষিণাংশ গ্রীক্ সৈন্য দলে পরিপূর্ণ ছিল; এ সংবাদ আমরা প্রায় বেলা দু প্রহরের সময় প্রাপ্ত হই। এ সংবাদ এমনই অসময়ে প্রাপ্ত হই যে, আমরা সে দিন শত্রু হস্ত হইতে, মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছিলাম।

মহ্‌মুদ বোকের ভ্রম—মহাবীর গাজী আহ্‌মদ মোখ্‌তার পাশার যুবক পুত্র মহ্‌মুদ বোক, ২৯শে এপ্রিল ভলেষ্টিনোর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গে হাক্কি পাশার ডিভিজানের দুই পল্টন পদাতি সৈন্য, এক ব্যাটারী তোপ, এবং দশটি রেসালার ছয়টি রেসলা অর্থাৎ ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, সিনুসিফালুর পাহাড় সমূহে আরোহণ পূর্ব্বক, ভলেষ্টিনোর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইয়া গ্রীক্‌দিগের বাম বাহু ভগ্ন করিবেন, এবং পুনরায় পার্শ্বদেশ হইয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে পঁহুছিবেন। কিন্তু মহ্‌মুদ বোক কর্ণেল স্মোলনস্কির সৈন্য-সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। মিঃ বর্লির বর্ণনায় কর্ণেল স্মোলনস্কির সৈন্য সংখ্যা ১০ হাজার, এবং আমার অনুমাণে ১২ হাজার ছিল। ইহাতে কোনই সংশয় নাই যে, শুক্রবার দিন কর্ণেল স্মোলনস্কির সাহায্যার্থ বিপুল গ্রীক্ সৈন্য দল আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। আমি স্বয়ং অনেকগুলি সেনা পূর্ণ ট্রেণ ষ্টেসনে পঁহুছিতে দেখিয়াছি। এই সাহায্যকারী সৈন্য দল পঁহুছিবার কিছু কাল পরেই, গ্রীক্ সৈন্যগণ নবোৎসাহে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

২৯মে এপ্রিল উভয় দলে সামান্য মাত্র সঙ্ঘর্ষ হয়। মহ্‌মুদ বোক দুই পল্টন সৈন্য লইয়া, করলি হইতে ভলেষ্টিনোর দক্ষিণ-

পশ্চিম দিকে রওয়ানা হইয়া, নগরের দুই মাইল পশ্চিমে উপস্থিত হইলেন। পদাতিক সৈন্যগণ সেন্টুসিফালুর উচ্চ ভূমির পার্শ্বে পার্শ্বে যাইয়া, গ্রীক্ সৈন্যদলের বাম বাহু বিমর্দ্দিত ও বিতাড়িত করিবার জন্য অগ্রসর হইল, এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণ তত্রত্য সমতল ভূ-খণ্ডে সমবেত হইল। ওস্মানীয় তোপ সমূহ কিছু কাল গ্রীক্ তোপের উত্তর প্রদান করিল। অতঃপর মহ্‌মুদ বোক সাহায্যকারী সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলে, হাকি পাশা আর এক পল্টন পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিবস অতি প্রত্যুষে উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল। তুর্কিগণ কিফাল্ গ্রাম অধিকার করিয়া লইল। ঐ সময় মহ্‌মুদ বোক এমনই নির্ব্বুদ্ধিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিলেন যে, তদ্দারা তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্য দলের দারুণ ক্ষতি সাধন হইল। আর ঐ দিন তুর্কী দিগের অকৃতকার্য্যতার ইহাই প্রধান কারণ। মহ্‌মুদ বোক স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে—যে স্থানে গ্রীক্‌গণ মুরুচা বন্দী করিয়া পদাতি সৈন্য দল স্থাপন করিয়াছিল—আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। বিক্রান্ত তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যগণ মহা আনন্দের সহিত সেনাপতির এই আদেশ পালন করিল। তাহারা শিলা বৃষ্টির ন্যায় মুষলধারে গোলা বর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া, অশ্বগুলিকে প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত করিল। সর্ব্বাগ্রে মহ্‌মুদ বোক স্বর্গীয় বীর পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতে ছিলেন। তিনি ভীম বিক্রমে একটি গ্রীক্ মুরুচা অধিকার করিয়া লইলেন। একজন গ্রীক্ কাপ্তেন ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, স্বীয় হস্তস্থিত রিভালভর দ্বারা কয়েক জন তুর্কী অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করিয়াছিল, সে গ্রীক্‌দিগের পরিত্যক্ত

সেই মুরুচা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে ছিল না। মহ্‌মুদ স্বীয় হস্তস্থিত ভীষণ তরবারির আঘাতে ঐ কাপ্তেনের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু ঐ মুরুচা অপেক্ষা অধিকতর সুদৃঢ় আর একটি মুরুচা সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। ঐ স্থান হইতে, এবং দুই পার্শ্ব হইতে তুর্কী অশ্বারোহীদিগের উপর ভীষণ ভাবে গোলা-বৃষ্টি হইতে ছিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া অশ্বারোহী সৈন্য-দিগকে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইল। এই হল্লায় প্রায় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী হত এবং আহত হইল; আর অর্দ্ধাংশ পরিমাণ অশ্ব অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বিশেষ সংবাদদাতা গ্রীক্ সৈন্য দলে ছিলেন, তিনি এই আক্রমণ সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। "সাড়ে দশ টার সময় প্রায় ১৫ শত সার্কেশিয়ান অশ্বারোহী সৈন্য, ভলেষ্টিনো আক্রমণকারী তুর্কী পদাতিক সৈন্য দলের উপর, যে গ্রীক্ ব্যাটারী ভীষণ ভাবে অনল বর্ষণ করিতেছিল—তাহাদিগকে হটাইবার জন্য দ্রুত বেগে অগ্রসর হইল। ইহাদের এরূপ ভাবে অগ্রসর হওয়া সংগ্রাম-নীতির বহির্ভূত এবং নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য ছিল সত্য; কিন্তু তাহাদের সাহসিকতা ও বীর্য্যবত্তা কোনও কালে বিস্মৃত হইবার উপযুক্ত নহে। অশ্বারোহিগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, ভীম বেগে আমাদের তোপ শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের সুদীর্ঘ তরবারি সমূহ সৌর-করে প্রদীপ্ত হইয়া, অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে-ছিল। যখন তাহারা নিকটবর্ত্তী হইল, তখন গ্রীক্ সৈন্যগণ তোপগুলি তাহাদের দিকে সোজা করিয়া মুহুর্মুহ গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। আর পদাতি সৈন্যগণ—যাহারা তোপ শ্রেণীর

সম্মুখে গর্ত্ত মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে বসিয়াছিল, তাহারা মুষল ধারে রাইফলের গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই ভয়ঙ্কর গোলা পাতে অশ্বারোহি সৈন্যগণ আপনাদের অশ্বের বল্গা সংযত করাতে, অশ্বগুলি হঠাৎ থামিয়া গেল। এই অবসরে আর এক দল গ্রীক্ পদাতি সৈন্য—যাহারা ভলেষ্টিনোর দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতেছিল—বামদিক হইতে এই মৃত্যু-ভয়-বিরহিত অসম সাহসিক তুর্কী অশ্বারোহীদিগের প্রতি মুষলধারে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল।

* * * * *

সুতরাং সেই সার্কেশিয়ান অশ্বারোহী সৈন্যগণ দুই দিক্ হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া, দক্ষিণ ও বাম ভাগে বিস্তৃত হওনান্তর, পাহাড়ের উপর হইতে ময়দানের ঐ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল—যে স্থান হইতে তাহারা প্রথমে অগ্রসর হইয়া, শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিয়াছিল। পশ্চাদ্গমন কালে গ্রীক্দিগের ভীষণ গোলা বর্ষণেও তাহাদের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল। তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যগণ পশ্চাতে হটিয়া যাইবা মাত্র, গ্রীক্ পদাতি সৈন্য ও গোলন্দাজগণ উল্লাসে আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। গ্রীক্ সেনানী জেনেরল স্মোলনস্কি ও তদীয় ষ্ট্যাফ্ অফিসারগণ এতক্ষণ এই বীরোচিত আক্রমণ বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন, এক্ষণে আপনাদের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিতে না পারিয়া, সৈন্যদিগের সহিত সেই আনন্দ-ধ্বনিতে যোগদান করিলেন; এবং সেনাপতি উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভরসা আছে, আমার সৈন্যগণ এক্ষণে এই ভীতি-প্রদ সার্কেশিয়ান অশ্বারোহীদিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ানক

বলিয়া মনে করিবে না।" গ্রীক্‌গণ তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন-জন্য বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিল; কিন্তু অফিসারগণ অতি কষ্টে তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিয়াছিলেন। তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যগণ পশ্চাতে হটিয়া যাইবা মাত্রই, জেনেরল স্মোলনস্কি, গ্রীক্‌ তোপ সমূহের অসাধারণ কৃতকার্য্যতার সংবাদ, তার যোগে গ্রীক্‌-যুবরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রত্যুত্তরে প্রধান সেনাপতি (যুবরাজ) জেনেরল স্মোলনস্কিকে ধন্যবাদ সূচক টেলিগ্রাম প্রেরণ পূর্ব্বক, তৎপ্রতি বিশেষ সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন।"

মহ্‌মুদ বোকের এই অপরিণাম দর্শিতায় তুর্কীর প্রধান সেনা-নিবাসে বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ হইয়াছিল। এই কার্য্য দ্বারা মহাসেনানী আদহাম পাশার অশ্বারোহী সৈন্য দল—যাহা পূর্ব্ব হইতেই অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল ছিল—কিয়ৎ পরিমাণে যুদ্ধের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। জনরব, নেশাত পাশার ব্রিগেড্‌ ও মহ্‌মুদ বোকের আদেশে ডোমোকোসের গ্রীক্‌ সৈন্য দিগের উপর এইরূপ দুঃসাহসের সহিত আক্রমণ করিয়াছিল। ঐ আক্রমণেও, আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যদিগের মধ্যে শতকরা ২৫ জন হত বা আহত হইয়াছিল। যদি ঐ জনরব সত্য হয়, তবে থেসালি-ক্ষেত্রে ওস্‌মানীয় সৈন্য দলের যে দারুণ ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য মহামান্য সোলতানল্‌ আজমের এই যুবক পার্শ্বচরই সর্ব্বতোভাবে দায়ী। তাহা হইলে অন্যূন ১৫০০ তুর্কী সৈন্য মহ্‌মুদ বোকের অবিমৃষ্যকারীতা প্রভাবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়াছে, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

ব্রিগেডিয়ার নইম পাশা।—

অশ্বারোহী সৈন্যদিগের পশ্চাদ্গমন কালে 'কিফালু' ও উহার আশ পাশে অবস্থিত তুর্কী সৈন্যগণ, শত্রু পক্ষের ভীষণ গোলা বর্ষণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এক্ষণে অসংখ্য গ্রীক্ সৈন্য আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে, উপরোক্ত ওস্মানীয় পদাতি সৈন্য দলকে তীব্র তেজে আক্রমণ করিল। বিজয়োন্মত্ত গ্রীক্ সৈন্যগণ তাহাদের উপর অজস্র ধারে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা বিজয়-মদে এমনই বিভোর হইয়াছিল যে, তাহাদেব বাহ্য-জ্ঞান এক প্রকার তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। গ্রীক্দিগের এইরূপ উন্মাদোচিত আক্রমণে তুর্কী সৈন্যের কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন হইল না। ওদিকে সেনাপতি হাকি পাশা, ব্রিগেডিয়ার নইম পাশার অধীনে ৪ পল্টন সৈন্য ও ২ ব্যাটারী তোপ, 'রিযুমিলুস্' নামক গ্রাম খানি অধিকার করিবার জন্য, এবং গ্রীক্ সৈন্তদিগকে বাম বাহুর শেষাংশ হইতে পশ্চাতে হটাইয়া দিবার জন্য, প্রেরণ করিয়াছিলেন। অসংখ্য গ্রীক্ সৈন্য এক দিকে পিলাওতাপার পার্শ্বদেশ এবং যে ভূখণ্ড ভলেষ্টিনোর দিকে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ধাবিত হইয়াছে, তথায় ও ঐ অনুর্ব্বর নিম্ন ভূ-খণ্ডস্থ (য়াহা নগরের বাম ভাগে অবস্থিত) সুরক্ষিত মুরুচায় অবস্থিতি করিতেছিল। রিযুমিলুসের উচ্চ মিনারের উপর হইতে যুদ্ধ-ব্যাপার খুব উত্তম রূপে দেখিতে পারিব বলিয়া, আমি উহার উপর আরোহণ করিলাম; এবং যুদ্ধের শেষ ৪ ঘণ্টা কাল তথায় বসিয়া থাকিলাম। এই মিনারটি ৬০ ফুট উচ্চ ছিল। নইম পাশা পিলাওতাপা এবং রিযুমিলুসের মধ্যবর্ত্তী

সমতল ভূমিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট তখন ২ ব্যাটারী তোপ ও ২ রেসালা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এই ব্যাটারীগুলি ৩০শে এপ্রিলের যুদ্ধে কোন কার্য্যই করে নাই। আর অশ্বারোহী সৈন্য দল তত্রত্য কর্ষিত ক্ষেত্রে (যাহা বিন মিলুস ও পূর্ব্ব বর্ণিত বিস্তৃত অবণ্যানীর মধ্যস্থলে অবস্থিত) বেকার অবস্থায় পড়িয়াছিল। পদাতি সৈন্যের কিয়দংশ বিনুমিলুস ও উহার সম্মুখ ভাগে অবস্থান করিতেছিল; তাহাদের অবশিষ্টাংশ জঙ্গলের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে ছিল। অপর দুই দল সৈন্য পিলিউনের পার্শ্ববর্ত্তী মকচাউর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিয়ৎকাল পরে এই সৈন্যগণ পেক্স ও তাপার মুকচাটি হল্লা করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এই হল্লাও মহম্মদ বোকের আক্রমণ অপেক্ষা কম দুঃসাহসিকতার কার্য্য ছিল না।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় আমি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ব্রিগেডিয়ার নইম পাশার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ সময় তিনি অন্য মনস্ক ভাবে স্বীয় বাম এবং শেষ দক্ষিণ ভাগের ভীষণ যুদ্ধ-ব্যাপার দেখিতেছিলেন। এই উভয় দিগের যুদ্ধই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে হইতেছিল। উভয় দিগের যুদ্ধে পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হইত না। এক যুদ্ধ আমাদিগের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে—দেড় মাইল দূরে, 'পিলয়ান' এর পার্শ্বে, অপর যুদ্ধ পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে—আড়াই মাইল দূরে, কিফালুর আশ পাশে হইতেছিল। তুর্কী সৈন্যের মধ্য ভাগে কোনও যুদ্ধ হইতেছিল না। তত্রত্য সৈন্যগণ বিয়মিলসের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল। নইম পাশা

একান্ন বৎসর বয়স্ক এক জন প্রৌঢ় বয়স্ক সেনাপতি। তাঁহার আকার প্রকারে বোধ হইত, সামান্য সৈনিক পদ হইতে উন্নতি লাভ করিয়া, এই সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি আমার সহিত বেশ শিষ্ট ব্যবহার করিলেন। কিন্তু নইম পাশা স্বয়ং বা তাঁহার ষ্টাফ্ অফিসারের মধ্যে কেহই তুর্কী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা জানিতেন না; সুতরাং আমাদের পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপের কোন সুযোগ ঘটিল না। নইম পাশার নিকট দূরবীক্ষণ যন্ত্রও ছিল না। তিনি আমার দূরবীক্ষণটি লইয়া, দক্ষিণ ও বামে যে যুদ্ধ হইতেছিল, কিয়ৎ কাল বেশ মনোযোগের সহিত তাহা দেখিলেন; পরে এক জন আৰ্দ্দালীকে তাড়াতাড়ি পিলাওতাপার দিকে পাঠাইয়া দিলেন। গ্রীক্‌গণ শ্রেণীবদ্ধ রূপে যে সকল মুরুচা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল, তথা হইতে নিক্ষিপ্ত তাহাদের ভীষণ গোলা বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া, তুর্কীদিগের বাম পার্শ্বস্থ দুই পল্টন সৈন্য, পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ ভাগে আরোহণ পূর্ব্বক, সেই মুরুচাগুলির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ঐ দিন রৌদ্রের কিরণ অত্যন্ত প্রখর ছিল। ঐরূপ রৌদ্রের তেজ আমি আমার জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। পিলাও-তাপার বৃক্ষাদি বর্জ্জিত ছায়া-শূন্য পার্ব্বত্য প্রস্তর বাজি, প্রখর সৌর-করে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হওয়াতে, আহত সৈন্যদিগকে অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহাদের সেই ক্লেশের পরিমাণ স্থির করাও তাদৃশ কষ্টকর ব্যাপার নহে। আমি বেলা দ্বি-প্রহরের সেই ভীষণ গরম সহ্য করিতে না পারিয়া, একটা তোপের গাড়ীর নিম্নদেশে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিলাম;

কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কারণ সেখানে পূর্ব্ব হইতেই ৩ জন গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। অগত্যা আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, এবং মিঃ মণ্টগমারী দ্বারা নইম পাশা হইতে, আমাদের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী সবুজ বর্ণ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলাম। তিনি প্রথমে অনভিমত প্রকাশ করিয়া, শেষে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং আমি, মিঃ মণ্টগমারী, এল্‌স্‌ ও চারি জন অশ্বারোহী সেই জঙ্গলাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। আমাদের লেফ্‌টেনাণ্ট রুদক বোক আর সকলের সঙ্গে পশ্চাতে রহিলেন। আমরা দুই রেসালার নিকট দিয়া (যাহারা উৎসন্ন প্রাপ্ত শস্য ক্ষেত্রে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল) এবং কতক পদাতিক সৈন্যের (যাহারা আমাদের দক্ষিণ দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে-ছিল) নিকট দিয়া গমন করিলাম। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াই আমি আহত লোকের ন্যায় অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলাম; এবং একটি চিড় বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আরামের সহিত বিশ্রাম লাভ করিলাম। মিঃ মণ্টগমারী ও এল্‌স্‌ আমাকে কহিলেন, আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়া উহার অপর পার্শ্বে গমন করিতে ইচ্ছা করি। আমি না বুঝিয়া শুঝিয়া তাঁহা-দিগকে যাইতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক, দুই জন অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাদের সঙ্গে দিলাম। তাঁহারা হৃষ্ট চিত্তে গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন; আমি বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় শুইয়া পড়িলাম। এক ঘণ্টা পরে চতুর্দ্দিকে গোলা গুলির আওয়াজ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলাম যে,

তুর্কী সৈন্যগণ ঠিক আমার সম্মুখে সুদীর্ঘ কাতার বাঁধিয়া, বৃক্ষের আড়াল হইতে শত্রু পক্ষের উপর (যাহাদিগকে দেখা যাইতেছিল না) গুলি বর্ষণ করিতেছে। তখন আমার সঙ্গীয় দিগের জন্য আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। কারণ, যে দিকে লক্ষ্য করিয়া তুর্কী সৈন্যগণ বন্দুক ছুড়িতেছিল, তাঁহারাও ঠিক ঐ দিকেই গিয়াছিলেন। আমি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের অনুসন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করিতে যাইতেছি— এমন সময় তাঁহারা বিয়মিলুসের দিক্ হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া হঠাৎ বাহির হইলেন। তখন আমি একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই মঙ্গল মতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, জঙ্গল দিয়া গমন কালে আমরা কয়েকটি মুরুচা দেখিলাম, কিন্তু তাহার একটিতেও কোন গ্রীক্ সৈন্য দেখিতে পাইলাম না।

আসল কথা এই যে, বহু সংখ্যক গ্রীক্ সৈন্য জঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে লুক্কায়িত ভাবে নীরবে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের কিফালুর সম্মুখবর্ত্তী মূল সৈন্য দল হইতে অনেকটা দূরে ছিল; এজন্য অগ্নি-বৃষ্টি করিয়া, আপনাদের উপস্থিতি জ্ঞাপন করা উচিত্ বোধ করে নাই। এতন্নিবন্ধন আমাদের সেই ক্ষুদ্র দলটি তাহাদের ভীষণ কবল হইতে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁহারা কিফালুর দিকে প্রায় ১ মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং পুনরায় বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পূর্ব্বক, জঙ্গলটির অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, এই জঙ্গলে আর অধিক কাল অবস্থান করা নিরাপদ নহে। আমরা তুর্কী সৈন্যদিগের প্রথম পংক্তিতে ছিলাম। বিশেষতঃ এ সময় সকলে ক্ষুধায়ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি ইলিয়াকে খাদ্য সামগ্রী সহ পূর্ব্বোক্ত মিনারে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তখন আমাদের পরামর্শ স্থির হইল যে, ঐ মিনারে গমন করিয়া আহার করা হইবে। প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমরা কয়েক দল তুর্কী সৈন্য দেখিতে পাইলাম—যাহারা যুদ্ধার্থী তুর্কী সৈন্য দলের সাহায্যের জন্য জঙ্গলাভিমুখে গমন করিতেছিল। ঐ সময় জঙ্গলের মধ্যে খুব তেজে অগ্নি-ক্রীড়া হইতেছিল। আমরা মিনারে উপস্থিত হইয়া ৩ জন সংবাদদাতার সাক্ষাৎ পাইলাম। তন্মধ্যে এক জন মিঃ পল, এক জন মিঃ গোয়েন ও এক জন মিঃ ষ্টিভেন্স্। তাঁহারা সেখানে বসিয়া অপরাহ্ণ ৫।০টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন—যে যুদ্ধ ৪টা পর্য্যন্ত প্রবল ভাবে চলিয়াছিল। প্রথমে ঐ দিক্ হইতে পুনঃ পুনঃ রাইফলের শব্দ আসিতে লাগিল। কিফালুর দিক্ হইতে খুব উচ্চ আওয়াজ শুনা যাইতেছিল না বটে, কিন্তু সংখ্যায় তাহাও কম ছিল না। কিফালুর সম্মুখবর্ত্তী মুরুচা হইতে গ্রীকগণ অবশ্যই অসংখ্য গোলা বর্ষণ করিয়াছিল। কেননা, যদিও শত্রু দল তাহাদের বন্দুকের পাল্লা হইতে অনেক দূরে ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের প্রতি অজস্র ধারে গোলা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। পিলাওতাপার উপরও ভয়ঙ্কর অগ্নি-বৃষ্টি করা হইয়াছিল—যদ্দারা অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক প্রাণী হত্যা ঘটে। কারণ, এই স্থলে উভয় প্রতিপক্ষ সৈন্য দল পরস্পর খুব নিকটে অবস্থিত ছিল।

পিলি আওনের উপর ধাওয়া—

এদিকে, অর্থাৎ ভোলোর দিকে তুর্কিগণ যে পাহাড়টি আক্রমণ করিয়াছিল, উহা অন্যূন ২০০০ ফুট উচ্চ এবং উহার শিখরদেশ খুব প্রশস্ত ছিল। এরূপ পাহাড়ের উপর সাধারণতঃ আরোহণ করাই কষ্টকর ব্যাপার, তদুপরি যখন উহার শীর্ষ দেশস্থ, সুরক্ষিত মুরুচার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গ্রীক্‌গণ অজস্র ধারে অনল বৃষ্টি করিতেছিল, তদ্রূপ অবস্থায় ঐ দুরারোহ পর্ব্বতে আরোহণ করা কোনও ক্রমেই সহজ-সাধ্য ছিল না। আর সম্ভবতঃ মৃত্যু-ভয়-বিরহিত দুর্জ্জয় সাহসী তুর্কী সৈন্য ব্যতীত, এরূপ অসম সাহসিক কার্য্যে পৃথিবীর অপর কোনও জাতীয় সৈন্যই চেষ্টা উদ্যোগ করিত না। কিন্তু নইম পাশার দুই পল্টন সৈন্যই বিস্ময়কর সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক, লম্ফ প্রদান করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিল। যদিও বিপক্ষের গোলা বর্ষণে তাহাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইতেছিল, কিন্তু তাহারা কোনও বাধা বিঘ্ন না মানিয়া, পাহাড়ের শীর্ষ দেশে আরোহণ করিল। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, তথায় কোনও প্রকার আশ্রয় স্থান ছিল না, এজন্য সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তবুও তাহারা সেই স্থানে দৃঢ় ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক, ১২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পূর্ণ ৬ ঘণ্টা কাল, শত্রু পক্ষের উপর গুলি বর্ষণ করিয়াছিল। অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় গ্রীক্‌-গণ সাহায্যকারী সৈন্য প্রাপ্তে নব বলে বলীয়ান্ হইয়া, সকল স্থান—বিশেষতঃ পিলাওতাপা হইতে তুর্কীদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল। তাহাদের হস্তস্থিত

রাইফল হইতে এরূপ অজস্র ধারে গুলি বর্ষিত হইতেছিল যে, তাহা সহ্য করা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ইহা পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হইতে ছিল যে, গ্রীক্‌গণ তাহাদের প্রতিপক্ষের উপর ধাওয়া করিতেছে; আর তুর্কিগণ তাহাদের ভীষণ গুলি বর্ষণের সম্মুখে তিষ্ঠিতে সম্পূর্ণই অক্ষম। আমরা মিনারে দণ্ডায়মান থাকিয়া, গ্রীক্ সৈন্যদিগকে মুরুচার উপর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, ঢালু পর্ব্বত-গাত্রে—নীচের দিকে ধাবিত হইতে, এবং তথা হইতে দ্বিতীয় টিলার উপর আরোহণ করিতে দেখিতেছিলাম। তাহাদেব কিয়দংশ অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন স্থানে সমবেত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত জঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ সোলেমানের অশ্বারোহী সৈন্য দলের দিকে (যাহারা অন্যূন ৫০০০ গজ দূরে অবস্থিত ছিল) প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয়া, কিফালুতে অবস্থিত তুর্কী পদাতি সৈন্য দলের উপর মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণ করিতেছিল।

পিলাওতাপার দিকেও এইরূপ ভীষণ ভাবে অনল-বৃষ্টি হইতেছিল; আর রাইফলের ভীষণ কর্কর ধ্বনি অনবরত শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতেছিল। আর দেখা যাইতেছিল যে, গ্রীক্‌গণ উচ্চতর পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে, প্রবল শিলা-বৃষ্টির ন্যায় যে সকল তুর্কী সৈন্যের উপর গোলা বর্ষণ করিতেছিল, এবং তুর্কিগণ প্রস্তর সমূহের অন্তরালে শায়িত অবস্থায় থাকিয়া, গ্রীক্‌দিগের সেই রাইফল-বৃষ্টির উত্তর প্রদান করিতেছিল— সেই তুর্কী সৈন্য দল তথা হইতে এক্ষণে চলিয়া আসিতেছে। আর ইহা পরিষ্কার রূপে প্রতীত হইতেছিল যে, তুর্কি সৈন্যগণ যে অসাধ্য সাধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, সে কার্য্য সাধ-

নের পক্ষে তাহাদের সৈন্য-বল নিতান্তই সামান্য। সিমুসিফালুর পর্ব্বতমালা এবং পিলি আওনের উচ্চ টিলা সমূহ, ৬টি দুর্ব্বল পল্টন দ্বারা অধিকার করা এরূপ সাধ্যাতীত কার্য্য ছিল, যাহা মহাবীর রোস্তম, এস্কেন্দিয়ার কিম্বা হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ ও যেরাব-বিন্-আজওয়ার দ্বারাও সাধিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

প্রায় ৫ টার সময় গ্রীক্ সৈন্যগণ রিযুমিলুস্ নামক গ্রাম খানির উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। উহাদের নিক্ষিপ্ত ২টা গোলা তুর্কীদিগের যুদ্ধ সামগ্রী, অশ্বতর ও কামানবাহী শকট সমূহের মধ্যস্থলে আসিয়া পতিত হইল। এই সকল জিনিষ-পত্র ও ভারবাহী পশু দল তত্রত্য গির্জ্জার খুব নিকটেই ছিল। নইম পাশা গ্রীক্‌দিগের গোলা বর্ষণের কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। কারণ, গ্রীক্‌দিগের তোপ সমূহ ৩৬০০ গজ দূরে অবস্থিত ছিল; আর তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায় তুর্কী পক্ষের তেমন কোনও ক্ষতিও সাধন হইতেছিল না। প্রায় ৬টার সময় তুর্কিগণ আপনাদের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সৈন্য দলকে পশ্চাতে হটাইতে ও গ্রাম খানির সন্নিকটে সমবেত করিতে লাগিলেন। আর পদাতিক সৈন্যের যে দল ও যে কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য, তুর্কী সেনা দলের বাম পার্শ্বের শেষ ভাগে পাহাড়ের দূরবর্ত্তী অংশে,—দৃষ্টির বহির্ভাগে ছিল, তাহাদিগকে রিযুমিলুসের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখা গেল।

আমরা যখন অপরাহ্ণ ৬॥০ টার সময় রওয়ানা হইলাম, তখন তুর্কী সৈন্যগণ হটিয়া আসিতেছিল—কিন্তু সাহস, ধৈর্য্য ও সুশৃঙ্খলার সহিত। নিদারুণ গ্রীষ্মে তাহাদের বড়ই কষ্ট

সেই মুরুচা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে ছিলনা। মহ্‌মুদ স্বীয় হস্তস্থিত ভীষণ তরবারির আঘাতে ঐ কাপ্তেনের মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু এই মুরুচা অপেক্ষা অধিকতর সুদৃঢ় আর একটি মুরুচা সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। ঐ স্থান হইতে, এবং দুই পার্শ্ব হইতে তুর্কী অশ্বারোহীদিগের উপর ভীষণ ভাবে গোলা বৃষ্টি হইতেছিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া অশ্বারোহী সেনাদিগকে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইল। এই হল্লায় প্রায় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী হত এবং আহত হইল; আর অর্দ্ধাংশ পরিমাণ অশ্ব অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বিশেষ সংবাদ দাতা গ্রীক্ সেনাদলে ছিলেন, তিনি এই আক্রমণ সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। "সাড়ে দশটার সময় প্রায় ১৫ শত সার্কেশিয়ান অশ্বারোহী সৈন্য, ভলেষ্টিনো আক্রমণকারী তুর্কী পদাতিক সৈন্যদলের উপর যে গ্রীক্ ব্যাটারী ভীষণ ভাবে অনল বর্ষণ করিতেছিল—তাহাদিগকে হটাইবার জন্য দ্রুত বেগে অগ্রসর হইল। ইহাদের এরূপ ভাবে অগ্রসর হওয়া সংগ্রাম-নীতির বহির্ভূত এবং নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য ছিল সত্য; কিন্তু তাহাদের সাহসিকতা ও বীর্য্যবত্তা কোনও কালে বিস্মৃত হইবার উপযুক্ত ছিল না। অশ্বারোহিগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, ভীমবেগে আমাদের তোপ শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের সুদীর্ঘ তরবারি সমূহ সৌরকরে প্রদীপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল। যখন তাহারা নিকটবর্ত্তী হইল, তখন ব্যাটারীর তোপগুলি তাহাদের দিকে সোজা করিয়া মুহুর্ম্মুহু গোলা বর্ষণ করা হইতে লাগিল। আর পদাতি সেনাগণ—

যাহারা তোপ শ্রেণীর সম্মুখে গর্ত্ত মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে বসিয়াছিল, তাহারা মুষলধারে রাইফেলের গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল।"

আহত তুর্কী সৈন্য—

আমি বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট আছি যে, ভলেষ্টিনোর এই প্রথম যুদ্ধের আহত তুর্কী সৈন্যগণ কোথায় গেল। ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ খুব কম দেখা গিয়াছিল। কিফালুব দিকের আহত সৈন্যদিগকে ত সম্ভবতঃ তাহাদের সঙ্গীয় সৈন্যগণ তুলিয়া আনে; কিন্তু পিলাওতাপার ঢালু ও বন্ধুর স্থান হইতে আহত সৈন্যদিগকে বহিয়া আনা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আর একথা নিঃসংশয়িত রূপে বলা যাইতে পারে যে, ঐ স্থানে কয়েক শত তুর্কী সৈন্য আহত হইয়াছিল। কিন্তু আমি এ বিষয়ের কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই যে, গ্রীকগণ সেই সকল আহত সৈন্যকে বন্দী করিয়া, এবং তাহাদের যথোচিত চিকিৎসা এবং সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল কি না? সাধারণতঃ মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই সকল আহত তুর্কী সৈন্যের পরিণাম কি হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস আমি একটি নিতান্ত শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এবং উহা দ্বারা মনে স্বতঃই এই ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল যে, ঐ সকল নিরুপায় আহত তুর্কী সৈন্যের সহিতও সম্ভবতঃ এইরূপ নৃশংস ব্যবহারই করা হইয়াছিল।

আমি যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক ছিলাম; কিন্তু মিঃ গোয়েন বলিলেন, "দেখ, তুর্কী নেজাম ফৌজ (নিয়মিত সৈন্য) গ্রাম খানি ছাড়িয়া 'করলি'তে চলিয়া যাইতেছে; আর শুধু এক পল্টন আরনুত (আলবেনীয়)

সৈন্য মাত্র পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ যদিও নানা প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার, কিন্তু সৈন্যদিগের শৃঙ্খলা ও রূঢ়তা ঐ সৌন্দর্য্যের অন্তর্গত নহে। যদি আমাদের অশ্বগুলি উহাদের 'পসন্দ' হইত,—তবে লারিসা হইতে পলায়ন কালে গ্রীক্ সৈন্যদিগের সঙ্গীয় ইংরেজ সংবাদদাতা দিগের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, আমাদেরও ঐ দশা ঘটিত। (এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, গ্রীক্ সৈন্যগণ তাহাদের অশ্ব এবং শকটগুলি নিঃসঙ্কোচে 'দখল' করিয়া লইয়াছিল)।

যাহা হউক, পশ্চাতে হটিয়া যাইবার কালে তুর্কী সৈন্য-দিগের মধ্যে একটুও বিশৃঙ্খল ভাব দৃষ্ট হয় নাই। তাহারা এমনই নির্ভীক চিত্তে, নিশ্চিন্ত মনে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া বোধ হইত যেন কোনও সামান্য কৃত্রিম রণাভিনয়-ক্ষেত্র হইতে, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সৈন্যগণ সারা দিন যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তাহাদের অবস্থা দৃষ্টে একথা কিছুতেই বুঝা যাইতেছিল না। গ্রীক্গণ যদিও আপনাদের সুরক্ষিত মুরুচার আশ্রয়ে থাকিয়া খুব বীরত্বের সহিত যুঝিয়াছিল, কিন্তু তাহারা একথা বেশ জানিত যে, আক্রমণ করিবার জন্য মুরুচা সমূহ হইতে বহির্গত হইয়া খোলা ময়দানে উপস্থিত হইতে হইবে। সেরূপ অবস্থায় তুর্কীদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আমি তুর্কী সৈন্যদিগের এ বীর-বিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছি যে, যখন তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পশ্চাতে হটিয়া যায়, তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য আমি জেনেরল স্মোলনস্কির

নীরবতা ও নিশ্চেষ্টতা দর্শনে, তাঁহার কার্য্যের কোনওরূপ বিপরীত সমালোচনা করিতেছি না। অন্যথা আমি নিঃসঙ্কোচ চিত্তে এই মত প্রকাশ করিতাম যে, ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তুর্কী সৈন্যদিগকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক, নইম পাশার সমগ্র ব্রিগেডটিকে বন্দী, অথবা বিধ্বস্ত করা গ্রীক্ সেনাপতির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। নইম পাশার অবস্থান-স্থান হইতে বিংশতি মাইলের মধ্যে কোনও সাহায্যকারী তুর্কী সৈন্যের অস্তিত্ব ছিল না। জেনেরল স্মোলনস্কির নিকট নইম পাশার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক সৈন্য ছিল; উপস্থিত যুদ্ধে তাহাদের ক্ষতিও খুব সামান্য মাত্র হইয়াছিল। বিশেষতঃ যুদ্ধে জয় লাভ করাতে তাহাদের উৎসাহাগ্নি খুব প্রবল ছিল। যদিও তুর্কী সৈন্যগণ কোনওরূপ ভগ্নচিত্ত বা নিরুৎসাহ হইয়াছিল না, তবু যুদ্ধে তাহারা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় বিশেষ কাতর এবং বিশ্রামের অভাবে শ্রান্ত ক্লান্ত ছিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি—অর্থাৎ তুর্কী সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া, জেনেরল স্মোলনস্কি বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। ইহাতে কোনই সংশয় নাই যে, যে পরিমাণ সৈন্য তাঁহার সঙ্গে ছিল, তদ্দ্বারা তুর্কী সৈন্যদিগকে খোলা ময়দানে আক্রমণ করা নিতান্তই আশঙ্কা-জনক ব্যাপার ছিল। এই আক্রমণে সফলতা লাভ করিতে না পারিলে, ইহার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ হইত। যদি জেনেরল স্মোলনস্কির নিকট বিপুল সাহস সম্পন্ন ভীম-পরাক্রম সৈন্যদল থাকিত, তাহা হইলে তদীয় আক্রমণে নইম পাশার পূর্ণ ব্রিগেড্টি একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।

ডেইলি নিউজের বিশেষ সংবাদদাতা ৫ই মে তারিখে, এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহার শেষাংশে লেখা আছে যে, গত রোজের যুদ্ধে গ্রীক্‌দিগের নিম্ন-লিখিত রূপ সৈন্য ক্ষয় ঘটিয়াছে। ১৪ জন সৈন্য হত, তন্মধ্যে এক জন অফিসার ও এক জন সারজেণ্টও ছিলেন। আহত সৈন্যের সংখ্যা ১৪২। এই সৈন্য গুলি প্রধানতঃ তুর্কী পদাতিক সৈন্যের অনল বর্ষণে হত এবং আহত হইয়াছিল। তুর্কীদিগের গোলাঘাতে অতি অল্পসংখ্যক গ্রীক্ সৈন্যই হত এবং আহত হয়। শত্রু পক্ষ রাত্রি কালে লারিসার দিকে এতদূর পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছিল যে, আমি নির্ভয়ে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তুর্কী সৈন্যগণ আমাদের সেনা দলের দক্ষিণ ভাগ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করাতে, গ্রীক্ সৈন্যগণ ভয়ঙ্কর গোলা বর্ষণ পূর্ব্বক সম্ভবতঃ তাহাদের দারুণ ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। গোধূম ক্ষেত্রের সুদীর্ঘ পংক্তি মধ্যে স্থানে স্থানে মৃত তুর্কী সৈন্যগণ পড়িয়ছিল। তাহাদের পরিধানে গ্রীক্ সৈন্যদিগের পরিচ্ছদ দেখা গিয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ সকল তাহারা লারিসার গুদাম হইতে হস্তগত করিয়াছিল। গ্রীক্ সৈন্যদিগের বাম পার্শ্ব—যাহা ভলেষ্টিনোর ঊর্দ্ধ দিকে (পর্ব্বতোপরি) ছিল—তুর্কী সৈন্যদিগের আক্রমণকে বাতুলোচিত কার্য্য বলা অসঙ্গত হইবে না। তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যগণ দুইটি মুরুচার মধ্যবর্ত্তী যে পাহাড়ের ঢালু জায়গায় আরোহণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, আমি তাহার বাম ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই আক্রমণ দেখিতে ছিলাম। এই মুরুচায় ২০০ সিপাহী অবস্থান করিতেছিল। শত্রু সৈন্য-

গণ এই ক্ষেত্রে যে বিশেষ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল, গ্রীক্‌গণও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। নিকটবর্ত্তী গ্রীক্‌-মুরুচা হইতে ২০০ শত গজ দূর পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। পাহাড়ের নিম্ন ভাগে—অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির উপর শ্যামল গোধূম ক্ষেত্রের স্থানে স্থানেও বিরাটকায় অশ্বারোহী সৈন্য বা অশ্ব সমূহের মৃত দেহ পতিত ছিল। গ্রীক্‌ সেনাপতি ইচ্ছা করিলে, এক রেজিমেণ্ট অক্লান্ত সৈন্য ফারাসালার সোজা রাস্তায়, তুর্কীদিগের প্রত্যাবর্ত্তন-পথে—করলিতে যাইবার পথাবরোধ-জন্য প্রেরণ করিতে পারিতেন। এরূপ করিলে পূর্ব্ব দিবস যে সকল তুর্কী সৈন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বন্দী বা সমূলে বিনষ্ট করা যাইত। কিন্তু গ্রীক্‌ সেনাপতি তাহা করেন নাই। জেনেরল স্মোলনস্কির সৈন্যগণ দুই দিন দুই রাত্রি মুরুচা ও পরিণা সমরে অবস্থান করা হেতু এমনই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, তাহারা শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্যে সফলতা লাভের উপযুক্ত কোনও অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম ছিল না।

করলি পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া আমি এমনই শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আর ২১ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক লারিসা গমনের পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে শুইয়া থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। কিন্তু মিঃ মণ্টগমারী ও এলিস লারিসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কারণ ঐ দিন আমি অতি উৎকৃষ্ট ‘খানা’ তৈয়ার করিবার আদেশ দিয়া আসিয়াছিলাম; পক্ষান্তরে তাহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে রাস্তার স্থানে

স্থানে আহত সৈন্য এবং ভারবাহী পশু শ্রেণী বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকা, বশতঃ তাঁহাদিগের পথে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। তবুও তাঁহারা নইম পাশা-প্রেরিত সংবাদ বাহকের পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং অর্দ্ধ রাত্রির একটু পরে এই যুদ্ধের সংবাদ মার্শাল আদহাম পাশাকে জানাইয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ বিপুল সৈন্য দল নইম পাশার সাহায্যার্থ করলিতে প্রেরণ করিলেন।

তুর্কীদিগের অতিথি-সৎকার—

যাহা হউক, আমি করলিতে এক জন অবস্থাপন্ন তুর্কীর গৃহে রাত্রি যাপন করিলাম; ঐ তুর্কীর নাম হাসন আফেন্দি। তাঁহার গৃহ একখানি সুন্দর বাঙ্গালা। আফেন্দি সাহেবকে এক জন শিষ্ট-শান্ত সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হইল। তিনি ২ দিন পর্য্যন্ত খুব যত্নের সহিত আমার আতিথ্য-সৎকার করিলেন। তিনি খাদ্য অথবা ঘর ভাড়া বাবত এক কপর্দ্দকও আমার নিকট গ্রহণ করিলেন না। আমি খোরাকী গ্রহণ জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। এমন কি, তাঁহার ভৃত্যাদিগকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদানে যে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাও তাঁহার অনুপস্থিতি কালে। তুর্কীদিগের অতিথি সেবার পক্ষে ইহা একটি বিশেষ ঘটনা ছিল না—বরং সমগ্র তুর্কী জাতির পক্ষে ইহা সাধারণ নিয়ম। ইহারা অতিথি-দিগের পদ-মর্য্যাদা অপেক্ষাও অধিকতর যত্নের সহিত তাহাদের সেবা করিয়া থাকেন।

তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্য দলের সেনাপতি সোলেমান পাশাও এই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক জন বিরাট-কায় বলিষ্ঠ পুরুষ এবং কিয়ৎ পরিমাণে 'সাদা মেজাজের' মানুষ। তিনি ইংরেজী বা ফরাশি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলা বালুতে এরূপ আচ্ছন্ন ছিল যে, আহারের পূর্ব্বে পূর্ণ ৫ মিনিট কাল তাঁহার হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনে অতি-বাহিত হইয়াছিল। সোলেমান পাশার চেহারায় উৎকণ্ঠা ও বিষণ্নতা প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার এরূপ বিমর্ষ ভাব অসাময়িক ছিল না। মহ্‌মুদ বোকের যৌবনোচিত অবিমৃষ্যকারিতায় তাঁহার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য দল এক প্রকার উৎসন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমাদের দুই জন ব্যতীত মহামান্য সোলতানল্ আজমের এক জন তরুণ বয়স্ক স্ফূর্ত্তি সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ পার্শ্বচরও তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিক এক জন 'জেণ্টল ম্যান' ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নানা প্রকার বহুমূল্য সাজ-সজ্জা ছিল। ওস্‌মানীয় অফিসারদিগের মধ্যে ঐরূপ সামগ্রী-সম্ভার ক্বচিৎ দৃষ্ট হইত। এই বীর পুরুষ সাধ্যানুসারে আড়-ম্বরের সহিত থাকিতেন। এক জন প্রশান্ত মূর্ত্তি মোল্লা সাহেবও এখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি গৃহ-স্বামীর স্থায়ী অতিথি। তাঁহার মস্তকে সবুজ বর্ণের 'আমামা' শোভা পাইতেছিল। তিনি যে হজ্জ্ ব্রত সমাধা করিয়া আসিয়াছেন, সবুজ 'আমামা' তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। মোল্লা সাহেবের ভাব-ভঙ্গীতে বোধ হইত, তিনি আমাকে কিছু ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। যে পর্য্যন্ত আমরা এক স্থানে ছিলাম, তাহার অধিকাংশ সময় তাঁহার ওষ্ঠাধর নড়িতে ছিল।

সম্ভবতঃ তিনি আমার অনুকূলে বা প্রতিকূলে প্রার্থনা করিতেছিলেন (অর্থাৎ খোদাতাআলা আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন—আমি ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, অথবা আমি অধঃপাতে যাই।) আমি তাঁহার সহিত ক্রমান্বয়ে ফরাশিশ, জর্ম্মাণ বা ইতালীয় ভাষায় বাক্যালাপ করিতে প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু তিনি প্রতি বারেই মস্তক নাড়িলেন। ইহার অর্থ এই যে, ইহার কোনও ভাষাই তিনি জানেন না। তুর্কী অফিসারগণ তাঁহার প্রতি তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু আমি হাসান আফেন্দির দ্বারা তাঁহাকে আমার সহিত একত্রে আহার করিবার অভিপ্রায় জানাইলাম; তদনুসারে তিনি আহ্লাদের সহিত আমার সঙ্গে আহারে যোগদান করিলেন। আমি প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মাচার্য্য বা সাধু পুরুষদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি।

* * * * *

আমাদের সঙ্গে আহারে আর এক জন পরম সুন্দর যুবক অফিসারও উপস্থিত ছিলেন; বাস্তবিক তিনি যেন আমাদের দলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই যুবক জেনেরল হক্কী পাশার এক জন পার্শ্বচর। আমার বড় আক্ষেপ হইতেছে যে, আমি তাঁহার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। থেসালি ক্ষেত্রে যে সকল বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তুর্কী অফিসারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইঁনি এক জন।

আহারীয় দ্রব্য মোটামুটি রকমের—অথচ প্রচুর পরিমাণ ছিল। মাংসের কারি ও ব্যঞ্জনের বহুসংখ্যক পাত্র টেবিলের উপর স্থাপন করা হইয়াছিল। খুব তীব্র মসলা সংযুক্ত কয়েক

প্রকার ব্যঞ্জন, টেবিলের মাঝ খানে রাখা গিয়াছিল। আমরা কাঁটা লইয়া ব্যগ্রতার সহিত আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। মাংসের যে টুকরাই কাঁটায় সংযুক্ত হইয়া উঠিত, তাহাই উদরস্থ করিতাম। ভাজা ডিম দিয়া ভোজন আরম্ভ করা হইয়াছিল; আর মিষ্ট দ্রব্য দ্বারা আহারের পরিসমাপ্তি হইল।

* * * * *

মিঃ মণ্টগোমারী ও ও এলিস্ দৃঢ়তার সহিত প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঐ রাত্রিতেই ঘোড়া বদল করিয়া 'বিন সওয়ারে' অথবা গাড়ী যোগে আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই আসিলেন না। এই ঘটনায় আমি আবার চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। কারণ ঐ রাত্রিতে রাস্তায় বহুসংখ্যক উগ্র প্রকৃতির লোক বিদ্যমান ছিল। আমি ভোর ৬টার সময় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক লারিসাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। দলে দলে তুর্কী সৈন্য রাজপথ দিয়া 'করলি' অভিমুখে গমন করিতেছিল। উহা দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, মার্শাল আদহাম পাশা এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—যাহাতে গ্রীকগণ ভলেষ্টিনোতে পুনরায় তুর্কী সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিতে না পারে। আমি বিভিন্ন সৈন্য দলের কমাণ্ড্যার অফিসার কর্ণেলদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা আমার সঙ্গীদিগকে দেখিতে পাইয়াছেন কি না। কিন্তু আমি 'কারলি' হইতে ১০ মাইল দূরে যে পর্য্যন্ত জেনেরল হাক্কি পাশার সাক্ষাৎ লাভ না পাইয়াছিলাম, সে পর্য্যন্ত সঙ্গীদিগের কোনই খোঁজ পাইয়াছিলাম না। হাক্কি পাশা বলিলেন, তিনি গত রাত্রিতে এলিসকে লারিসা নগরের নিকট দেখিতে

পাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি আরও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলাম। তথা হইতে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইলাম, মিঃ মণ্টগোমারী ও এলিস্ নিশ্চিন্ত মনে কার্লির দিকে আসিতেছেন। তাঁহারা আমার উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার বিষয় ভাবিয়া একটু মৌখিক সহানুভূতিও প্রকাশ করিলেন না। বরং তাঁহারা ইহাই বলিলেন যে, আমরা লারিসায় যাইয়াই আদহাম পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। 'খানা' বড়ই উপাদেয় ছিল। আমরা খুব উদর পূরিয়া আহার করিয়াছিলাম; এজন্য প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়িয়াছিলাম। ঐ সময় আমি শপথ করিয়াছিলাম যে, আমি আর কখনও তোমাদের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিব না। এক্ষণে আমরা সকলেই কার্লির দিকে অগ্রসর হইলাম। অতঃপর একটু বিশ্রাম লাভ করিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত তুর্কী সৈন্যদিগের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এই তুর্কী সৈন্য দল কার্লির নিকট—পূর্ব্ব, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে, যথোচিত সুবিধা জনক স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের শান্ত্রীগণ খুব 'হুসিয়ার' ছিল। আমরা যখন আমাদের পূর্ব্বতন বন্ধুবর্গ আল্‌বেনীয়—অর্থাৎ আরনুত দিগের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তাহারা আমাদের চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইল। তাঁহারা গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে যে সকল লুণ্ঠিত সামগ্রী অর্থাৎ অসি, গ্র্যাস্ রাইফেল, পিস্তল, তরবারি, টোটা (কার্ত্তুস্), প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা বিক্রয়ার্থে আমাদের নিকট উপস্থিত করিল। এই সকল জিনিস তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে, এলিসের

যুদ্ধাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার 'শওক' আছে। তিনি ঐরূপ বহুতর স্মরণ চিহ্ন ক্রয় করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, গ্রীকগণ যখন আমাদিগকে অন্যায় রূপে বন্দী করিল, তখন ঐ সকল দ্রব্যের অধিকাংশ তাহারা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

পরিভ্রমণ কার্য্য শেষ করিয়া, আমরা কারলি ষ্টেসনে গমন পূর্ব্বক, জেনেরল হাক্কি পাশার সহিত সাক্ষৎ করিলাম। তিনি অল্প-ভাষী, তীক্ষ্নদর্শী, বিনম্র ও অতিথি-প্রিয় ভদ্রলোক। পাশা মহোদয় কাফি দ্বারা আমাদের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিলেন। আর তৎক্ষণাৎ সামরিক চিকিৎসককে ডাকাইয়া এলিসের মস্তকে পটি বাঁধাইয়া দিলেন—ইহার পূর্ব্বে তিনি আমাকে বিদায় প্রদান করিলেন না। দ্বিতীয় দিবস পাশা মহোদয় লারিসা যাইবার জন্য আমাকে নিজের গাড়ী খানি প্রদান করিলেন। কারণ, আমার অশ্ব নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেনাপতির গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিলাম, উহা এক খানি স্প্রিং বিহীন সামান্য শকট মাত্র। * * * * *

পাশা মহোদয়ের অনুগ্রহ প্রদর্শন সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। আমি গাড়ীতে চড়িতে যাইব, এমন সময় এক জন সংবাদদাতা আমাকে নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন; সুতরাং জেনেরল হাক্কি পাশার গাড়ী খানি কিরূপ ভ্রমণোপযোগী, তাহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ আমার ঘটিল না।

অতি প্রত্যুষে আমরা এক দল অগ্রগামী তুর্কী সৈন্যের সহিত রিযুমিসুস্ ও ভলেষ্টিনোর দিকে গমন করিলাম। এই কার্য্যে ২ পল্টন সৈন্যও গমন করিল; তন্মধ্যে এক দল আরনুত সৈন্য ও দ্বিতীয় দল তুর্কী নেজাম বা নিয়মিত সৈন্য। ইহারা

বিস্তৃত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। উহাদের এক প্রান্ত দক্ষিণ দিকে রেলওয়ে লাইনের নিকট, পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; এবং অপর প্রান্ত "কারালা" হ্রদ প্রায় স্পর্শ করিয়াছিল। এক জন কাপ্তেন ও এক জন দফাদার কর্ত্তৃক পরিচালিত এক ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্য দল, উপরোক্ত মূল সৈন্য দলের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল। আমি এই অশ্বারোহী সৈন্য দলের সঙ্গে সঙ্গে 'রিয়ুমিলু' পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম।

এই সৈন্য দল অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। প্রতেক পাঁচ বা ছয় মিনিট কাল গমন করিয়া, যেখানে শত্রু পক্ষীয় সৈন্যগণের আত্ম-গোপন করিয়া থাকা সম্ভবপর বোধ হইত, ইহারা তৎক্ষণাৎ সেরূপ স্থানে গমন স্থগিত রাখিত। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর বাম দিকে—পূর্ব্বোক্ত হ্রদের নিকটে, অনিয়মিত গ্রীক্ সৈন্য-দিগের ন্যায় পরিচ্ছদ বিশিষ্ট কতকগুলি লোক দেখা গেল। তৎক্ষণাৎ উহাদের সন্ধান লইবার জন্য ২ জন অশ্বারোহী সৈন্য ঐদিকে প্রেরিত হইল। গ্রামের যে অংশ আমাদের নিকট ছিল, তথায় একটা সামান্য প্রাচীর দৃষ্ট হইল। আর আমাদের ঠিক বাম দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি গোরস্থান (সমাধি-ক্ষেত্র) ছিল। গ্রীস দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এরূপ গোরস্থান দৃষ্ট হয়। রাইফলধারী সৈন্যদিগের পক্ষে এই সকল উচ্চ প্রাচীর উপযুক্ত আশ্রয় স্থান। যখন এই অশ্বা-রোহী দ্বয় দৃঢ়তার সহিত বর্ণিত গ্রাম খানির দিকে অগ্রসর হইতে ছিল, তখন আমি, ইহারা মঙ্গল মতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে কি না, এই আশঙ্কায় বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম।

অশ্বারোহী দ্বয়ের মধ্যে এক জন সেই উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত গোরস্থানের দরওয়াজার দিকে গমন করিল; আর এক জন একটু ঘুরিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে গেল। ঐ সময় আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এই সাহসী অশ্বারোহী দ্বয়ের উপর এখনই শত্রুপক্ষ হইতে গুলি নিক্ষিপ্ত হইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেহই গুলি বর্ষণ করিল না; তখন বুঝিলাম, গ্রীক্‌দিগের কার্য্য-কলাপ, শৃগালদিগের মুখ-ভঙ্গীর ন্যায় বৃথা ভীতি-প্রদর্শক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক্ষণে আমি সোজাসোজি রিযু-মিলুর দিকে অগ্রসর হইলাম; আরনুত সৈন্যগণ এই সময় আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল।

যে অশ্বারোহিগণ শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিবার জন্য, নিকটবর্ত্তী আরণ্য ভূমির দক্ষিণ দিকে আমা হইতে পৃথক্ হইয়াছিল, তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়াই খুব দ্রুত ভাবে এক ব্যক্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু লোকটা ধৃত হইলে দেখা গেল, সে এক জন সামান্য গ্রাম্য লোক মাত্র। লোকটা শস্যক্ষেত্রে লুক্কায়িত ছিল। এই ব্যক্তি শত্রু পক্ষের গুপ্তচর ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। যাহা হউক, তুর্কী অশ্বারোহিগণ উহার প্রতি কোনওরূপ অত্যাচার না করিয়া, উহাকে ছাড়িয়া দিল।

অনিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যগণ করলির নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছিল। মিঃ মণ্টগমরি ৬ই মে তারিখে "ষ্টাণ্ডার্ড" পত্রে এ সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন:—"আজ ভোর ৭ টার সময় আমি এক দল অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে, এক প্রান্তর দিয়া গমন করিতে-

ছিলাম। ঐ সময় আমি 'হাজিসি' নামক এক খানি গ্রীক্ পল্লী একেবারে জন শূন্য অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। কারণ, গত কল্য অপরাহ্ণ কালে ৫০ জন গ্রীক্ সৈন্য, নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গ্রামবাসীদিগের ৫০টী গবাদি পশু বল পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। 'টুর্ণাভস্' হইতে পলায়ন-কাল অবধি গ্রীক্ সৈন্যগণ লুণ্ঠনাদি কার্য্যের বাজার খুব গরম রাখিয়াছে। ইহাতে সাধারণ কৃষক মণ্ডলী (গ্রীক্) তাহাদের উপর বড়ই কুপিত হইয়াছে। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, শত্রু পক্ষ তুর্কীদিগের অপেক্ষা, আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী ও স্বজাতীয় গ্রীক্ সৈন্যগণ, আমাদিগের প্রতি অনেক অধিক পরিমাণে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতেছে। সরমকলি (চুমাকলি) নামক গ্রীক্ পল্লী খানিরও এই অবস্থা ছিল। এই গ্রাম খানিতে শতাধিক ঘর লোক বসতি করিত; রাজপথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র সমূহে শস্য পূর্ণ গাছ গুলি শুষ্ক অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে; কিন্তু উহা কাটিবার এবং সংগ্রহ করিবার লোক নাই। অথচ এ গুলি ১৫ দিন পূর্ব্বেই কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রাম খানি জেনেরল হাম্‌দি পাশার ডিভিজান হইতে ৫ কিলিউমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। যখন আমি তথায় গমন করি, তৎপূর্ব্বে কোনও তুর্কী সৈন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিল না, কিন্তু আমি এক জন অধিবাসীকেও তথায় উপস্থিত দেখিলাম না। কেবল মাত্র * * * ৫টী কুকুর ও কতকগুলি শূকর সেখানে দেখিতে পাইলাম। শূকরগুলি জন-মানব শূন্য গৃহ সকল অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই গ্রাম খানি জনশূন্য হইবার কারণ এই যে, তুর্কীদিগের

আগমনের পূর্ব্বে লারিসার গ্রীক্ কর্ত্তৃপক্ষগণ তত্রত্য জেলের যে সকল কয়েদীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহারা পথি-পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির প্রত্যেক গৃহ লুণ্ঠন করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিল। রাজপথ এবং জনশূন্য গৃহ সমূহের পার্শ্বে, শূন্য টোটা সকল পড়িয়াছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে, কয়েদীদিগকে গ্রাম লুণ্ঠন করিবার সময়, গ্রামবাসিগণের সহিত লড়াইও করিতে হইয়াছিল; কিন্তু কোথাও মৃত দেহ বা শোণিত-চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। ইহাতে বোধ হইতেছিল যে, কয়েদিগণ গ্রামগুলি লুণ্ঠন জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া বন্দুকাদি ছুড়িয়াছিল।

"রিষুমিলুতে আমি এক হৃদয় বিদারক শোচনীয় দৃশ্য দেখিলাম। এক জন তুর্কী সৈন্যের মৃত দেহ অর্দ্ধ দগ্ধ ও অতি শোচনীয় অবস্থায়, এক খানি ক্ষুদ্রাকার দগ্ধাবশিষ্ট সামান্য গাড়ীতে রহিয়াছে। গাড়ীর নিম্ন দেশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল; ঐ অগ্নিতে গাড়ী ও তাহার আরোহী দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছিল। * সেই মৃত সৈন্যের পদ দ্বয় হাঁটুর নিম্ন-পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় ছিল। তাহার উর্দ্দী, জুতা ও কোটের কিয়দংশ দৃষ্টে আমি তাহাকে ওসমানীয় সৈন্য বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলাম। তাহার হাঁটুর উপর ক্ষত-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল; শরীরের অন্য অংশেও সম্ভবতঃ ক্ষত ছিল; কিন্তু শরীর দগ্ধীভূত

* যীশু-শিষ্য গ্রীকগণ, তুর্কীদিগের প্রতি কিরূপ নৃশংস পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল, ইহা কি তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ নহে? কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী খৃষ্টীয়ানগণের চক্ষে এ সকল পশ্বোচিত দৃশ্য আদৌ স্থান পায় না।

হওয়াতে, উহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইতে ছিল না। এ কথা নির্দ্দেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, যখন তাহার গাড়ীর নীচে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল, তখন এই হতভাগ্য সৈন্যটি জীবিত ছিল কি মরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইতেছিল যে, তাহাকে জীবিত অবস্থায়ই দগ্ধ করা হইয়াছে। ওদিকে গ্রীক্ সংবাদ পত্র সমূহ তুর্কী সৈন্যদিগের নির্দ্দয় ব্যবহার সম্বন্ধে, অলীক ও ভিত্তিহীন সংবাদ সকল প্রচার করিয়া, আপনাদের নীচাশয়তার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের প্রচারিত মিথ্যা সংবাদ সমূহের স্থূল মর্ম্ম এই যে, তুর্কী সৈন্যগণ অমানুষিক অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, বিশেষতঃ গ্রীক্ সৈন্যদিগের সহিত অসভ্য অনোচিত নৃশংস আচরণ করিতেছে। এক বার তাহারা এইরূপ একটা সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছিল যে, তুর্কিগণ ৩০শে এপ্রিল শুক্রবার দিন আহত গ্রীক্ সৈন্যদিগকে রিমুনিয়ুর গির্জ্জা মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে।

* * * *

প্রস্তাবিত ঘটনাটি যে একেবারেই মিথ্যা ও বেবুনিয়াদ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। উক্ত গির্জ্জা মধ্যে কোনও আহত সৈন্যই ছিল না। গির্জ্জাটীর অভ্যন্তর ভাগের সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল মাত্র; তদ্ব্যতীত উহার অভ্যন্তর ভাগ ও বহির্ভাগের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অভ্যন্তর ভাগের ক্ষতি এইরূপ ছিল যে, উহার বেদী খানি উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; আর খৃষ্টীয়ান সাধুদিগের চিত্রগুলি প্রাচীর গাত্র

হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃত প্রস্তাবে বে-কায়দা গ্রীক্ সৈন্যগণই, তুর্কী সৈন্যদিগের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্য এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। কেন না, অপর সকল স্থানেই তুর্কী সৈন্যগণ উপাসনালয় সমূহের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। স্থূল কথা, গির্জ্জার যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা এরূপ সামান্য যে, কোনও শত্রুই বিপক্ষের এরূপ সামান্য ক্ষতি করিয়া নিরস্ত হয় না। যাহা হউক, উপরোক্ত তুর্কী সৈন্যের দগ্ধীভূত মৃত দেহ দেখিয়া অপরাপর তুর্কী সৈন্যগণ—বিশেষতঃ দুর্দ্ধর্ষ আল্‌বেনীয় সেনাবৃন্দ ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল; এবং অনেকেই কাপুরুষ গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবে বলিয়া শপথ করিয়াছিল।

অতঃপর আমি আমার পূর্ব্বতন ঠিকানা—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত মিনারটির উপর আরোহণ করিলাম। সেই উচ্চ মিনারের শীর্ষ দেশ হইতে আমি খুব পরিষ্কার রূপে সৈন্যদিগের কার্য্যকলাপ ও উপস্থিত যুদ্ধ-ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার দক্ষিণ দিকে আরনুতদিগের অর্দ্ধ পল্টন সৈন্য, ক্ষেত্র সমূহের উপর দিয়া, জঙ্গলের দিকে গমন করিতেছিল। জঙ্গলের দিক্ হইতে বহুসংখ্যক রাইফলের আওয়াজ আসিতেছিল বলিয়া, স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, জঙ্গলটি গ্রীক্ সৈন্য দলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; এবং তথায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে। উপস্থিত পল্টনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী এক জন বে-কায়দা আরনুত সৈন্য—(আমি যাহাকে বিভিন্ন স্থানে কয়েক বার দেখিয়াছিলাম), আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য

মিনারের উপর আরোহণ করিয়াছিল। এই সৈন্যটি দেখিতে যেমনই সুন্দর, তেমনই দৃঢ়কায় ও সুগঠিত কলেবর ছিল। তাহার মুখচ্ছটায় প্রকাশ পাইতেছিল যে, সে এক জন সরল অন্তঃকরণের লোক; কিন্তু আমার বোধ হইতেছিল, সে তাহার স্বদেশবাসী ও স্ব সম্প্রদায় ভুক্ত অপরাপর ব্যক্তির ন্যায় লুণ্ঠন কার্য্যে বিশেষ আগ্রহান্বিত। জঙ্গলের দিকে ভয়ানক অনল বর্ষণ হইতে দেখিয়া, সে যেন বড়ই ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিতেছিল, আমার সঙ্গিগণ সকলেই এই অরণ্য মধ্যে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে। তুর্কিগণ বিশেষ করিয়া তাহাদিগকে এই জন্যই তথায় প্রেরণ করিয়াছে। গ্রীক্‌দিগের লক্ষ্য ভেদ সম্বন্ধে এলিসের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা ছিল; সে তাহার সেই ধারণানুযায়ী আরনুত সৈন্যকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিল যে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার সঙ্গিগণ সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে। কিন্তু তাহার কথায় আরনুতের মনে প্রবোধ মানিল না; সে তাড়াতাড়ি মিনার হইতে নীচে অবতরণ করিল, এবং স্বীয় সম্প্রদায়স্থ শতাধিক লোক একত্র করিয়া, সেই রণ-রঙ্গ-ভূমি রূপ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে, অগ্নি বর্ষণের বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আকার ধারণ করিল।

বাম ভাগে—পেলাওতাপার সন্নিকটেই যে একটি গ্রীক্ মুরুচা ছিল, দুই শত আরনুত সৈন্য দ্রুতগতি সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং তাহারা আপনাদের পংক্তি খুব বিস্তৃত করিয়া, গ্রীক্‌দিগের পরিখার ৮০০ গজ দূর পর্য্যন্ত খুব বেগে প্রধাবিত হইল। যখন তাহারা ঐ স্থানে পঁহুছিল, তখন মুরুচা

হইতে এককালীন ৫০০ রাইফল সাঁই সাঁই শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া তাহাদের শুভানুধ্যায়িগণ মনে করিল যে, অসম সাহসিক আল্‌বেনীয়গণ এই বার সমূলে নির্ম্মূল হইল; কিন্তু দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধেক আল্‌বেনীয় সৈন্য মৃত্তিকায় শুইয়া পড়িল, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দক্ষিণে ও বামে ছড়াইয়া গিয়া, খুব সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহারা ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে সকলের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই উহারা মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে; কিন্তু একটু পরেই তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গীয়দিগের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট এবং আহ্লাদে অভিভূত হইলাম। উহারা বন্দুক ফায়ার করিবার জন্যই ঐরূপ ভূতলে শুইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীক্‌-দিগের অজস্র গুলি বর্ষণে তাহাদের এক জনও হত বা আহত হইয়াছিল না। এই গোলযোগের মধ্যে তাহারা আরও ২।৩ শত গজ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল—সুতরাং এই সময় গ্রীক্‌-গণ তাহাদের নিকট হইতে ৮।৫ শত গজ মাত্র দূরে রহিল। তখন আল্‌বেনীয়গণ একটু অগ্রসর হইয়া, তথায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল; এবং উভয় প্রতিপক্ষ দল পরস্পরের প্রতি মূষলধারে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল।

অতঃপর তুর্কী সেনাপতির আদেশে, সৈন্যদিগকে প্রত্যা-বর্ত্তন জন্য বংশী ধ্বনি করা হইল; কিন্তু আরনুত সৈন্যগণ প্রত্যা-বর্ত্তনের ইঙ্গিত-সূচক বংশী ধ্বনি শুনিয়াও পশ্চাতে হটিল না। এতদ্দর্শনে সেনাপতি এক জন অফিসারকে বংশী বাদকের সঙ্গে দিয়া, কিছু দূর অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু আরনুতগণ

তখনও মুহুর্মুহু বন্দুক ফায়ার করিতে লাগিল। অবশেষে সেনাপতির প্রেরিত সেই সামরিক কর্ম্মচারী একেবারে তাহাদের নিকটে গিয়া, বংশী বাদক দ্বারা বংশী ধ্বনি করাইলেন। অগত্যা তাহারা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে অনিচ্ছার সহিত, দুই দুই জন বা তিন তিন জনের এক এক ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, পশ্চাতে হটিয়া আসিতে লাগিল। যখন তাহারা নিকটস্থ গ্রামে পঁহুছিল, তখন মিঃ মণ্টগমরি তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল আরমুত সৈন্যের প্রত্যেকেই খুব মজবুত, বিরাটকায়, স্ফুর্ত্তি সম্পন্ন তরুণ বয়স্ক যুবা পুরুষ ছিল। তাহাদের মতে এই উপস্থিত সামরিক ব্যাপার একটা আমোদ-জনক ক্রীড়া মাত্র ছিল; এবং তাহাদের নিকট ইহা একটা হাস্য-জনক ব্যাপার বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিল। যে সকল আরনুত সৈন্য পূর্ব্বোল্লিখিত জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময়ে তাহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহাদের চেহারা দেখিয়া সুস্পষ্ট বোধ হইতেছিল যে, এরূপ ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাহারা কোন মতেই ইচ্ছুক ছিল না। এই উভয় সেনা দলের মধ্যে একজন লোকও হত হইয়াছিল না; কেবল মাত্র ১৩ জন সৈন্য আহত হইয়াছিল। তুর্কী সৈন্যদিগের অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করা সে ক্ষেত্রে বাস্তবিক নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল; আর ইহার দ্বারা গ্রীকদিগের লক্ষ্য যে ঠিক নয়, গুলি বর্ষণে তাহারা যে একেবারে অকর্ম্মণ্য, তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। যখন এই উভয় সৈন্য দল প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন আমরা পূর্ব্ব কথিত মিনার হইতে নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক, এক স্থানের বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া

মাধ্যাহ্নিক আহার-কার্য্য সম্পন্ন করিলাম। ঐ সময় ঠিক ৩টা বাজিয়াছিল। আমরা আহার করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি, এমন সময় চতুর্দ্দিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা দেখিয়া কিছু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি কবর স্থানের উচ্চ প্রাচীরোপরি আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, তুর্কী সৈন্য দলের শেষাংশ গ্রাম খানির উত্তরাংশ দিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিতেছে। আর গ্রীক্ সৈন্যগণ জঙ্গলের অপর পার্শ্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রিযুমিলুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি আমার দলস্থ লোকদিগকে পশ্চাতে হটিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলাম; এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তুর্কী সৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী দলে গিয়া সম্মিলিত হইলাম। অতঃপর আমরা আস্তে আস্তে করলির দিকে চলিয়া আসিলাম। করলিতে তুর্কী সেনাপতি জেনেরল হাক্কি পাশার সহিত আমার বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। তিনি আমার সহিত ব্যবহারে নিতান্তই সৌজন্য ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন, বাস্তবিক কয়েক দিনের মধ্যে 'ভলেষ্টিনো' আক্রমণ করা হইবে না। অতঃপর একান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি আমাকে নিজের গাড়ী খানি প্রদান করিলেন। তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যতঃ যথার্থ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। বাস্তবিক ৫ই মে বুধবারের পূর্ব্বে, ওস্মানীয় সৈন্যগণ গ্রীক্ সেনাপতি কর্ণেল স্মোলনস্কিকে আক্রমণ করে নাই। এই সময় আমার অশ্বটি এমনই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। এক জন জর্ম্মণ সংবাদদাতা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজের গাড়ীতে স্থান দান

করাতে, আমাকে আর জেনেরল হাকি পাশার গাড়ী খানি লইবার প্রয়োজন হয় নাই।

অতঃপর আমরা রাত্রি ৮ টার সময় লারিসায় পঁহুছিলাম। আহারান্তে মশিরের (মার্শাল) সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যালাপ হইল। এই কথাবার্ত্তা-প্রসঙ্গে প্রধান সেনানী আদহাম পাশা, গ্রীক্‌দিগকে বেকার অবস্থায় থাকার পরিবর্ত্তে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আনয়ন জন্য উৎসাহিত করণ সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে শুনাইলেন। পাশা মহোদয় বলিলেন, "বুধবারের পূর্ব্বে গ্রীক্‌দিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করা হইবে না।" আমার গৃহে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম্ম ছিল, সুতরাং আমি নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও অতি প্রত্যূষে সালোনিকায় যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইলাম। পুনরায় তপ্পা উপত্যকা, প্লাটামুনা, কাট্রিনা এবং কট্রোস এর উপকূলবর্ত্তী রাস্তা দেখিবার আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। আমরা আলাসোনা ও সরফজির পথ (যে পথে সৈন্যগণ দিবা রাত্রি গমনাগমন করিতেছিল) পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত সদর-রাস্তা অবলম্বনে সালোনিকায় যাওয়াই স্থির করিয়া লইলাম।

এই যুদ্ধের তৃতীয় এবং শেষ দৌড়—৪ঠা ও ৫ই মে, অর্থাৎ ফারসালা ও ভলেষ্টিনোর দিকে অগ্রসর হইবার তারিখ হইতে, ১৭ই. মে তারিখে ডোমকোসের যুদ্ধ ও ১৯শে তারিখে যুদ্ধ স্থগিত রাখার দিন শেষ হইয়াছিল বলিতে হইবে। যুদ্ধের এই তৃতীয় বা শেষ অবস্থায়, উভয় পক্ষের সঙ্ঘর্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা খুব প্রবল ও তীব্র ভাবে হইয়াছিল। গ্রীক্ সৈন্য দল সর্ব্বত্রই—বিশেষতঃ ভলেষ্টিনো ও ডোমোকোসে খুব সুরক্ষিত অবস্থায়

ছিল। গ্রীক্‌গণ যতই তাহাদের স্বদেশের (খাস গ্রীসের) দিকে বিতাড়িত হইতেছিল, ততই তাহাদের বিচ্ছিন্ন সেনা দল পরস্পর একত্রিত হইয়া পড়িতেছিল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্ম-ভূমির মমতা ও আকর্ষণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ৩০শে এপ্রিল তারিখে ডোমকোসের যুদ্ধে গ্রীক্ সেনানী জেনেরল স্মোলনস্কি যখন নইম পাশার ব্রিগেড্‌কে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছিলেন, তখন গ্রীক্‌দিগের দক্ষিণ ভাগস্থিত সৈন্যদিগের সাহস ও উৎসাহ অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। জেনেরল স্মোলনস্কি এক জন উপযুক্ত সেনানী। তিনি উপযুক্ত সুরক্ষিত স্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক, উহাকে অধিকতর সুরক্ষিত ও মজবুত ভাবে মুরচাবন্দি করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদিগের সাহস বৃদ্ধি করিতে, এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে বেশ জানিতেন। স্যার আস্মিদ্‌ লিখিয়াছেন, আমি প্রথমেই লিখিয়া আসিয়াছি যে, ওসমানীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে অকৃতকার্য্যতার সহিত হটিয়া আইসার পর দিন (১লা মে), অতি প্রত্যুষে লারিসা হইতে সাহায্যকারী প্রবল ওসমানীয় সৈন্য দল করলিতে পঁহুছিয়াছিল; তৎপরবর্ত্তী কয়েক দিনও আবদ্ধ সৈন্যদিগের কয়েক পল্টন ক্রমশঃ সাহায্যকারী রূপে করলিতে পঁহুছিয়াছিল। স্থূল কথা, ৫ই মে পর্য্যন্ত জেনেরল হাক্কি পাশার অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০০০' সৈন্য সমবেত হইয়াছিল।

গ্রীক্ সৈন্য দল ভোলো ও ভলেষ্টিনো হইতে ফারসালা পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের এই বিস্তৃতির এক সীমা বাস্তবিক রেলওয়ে লাইন

ছিল। যত দিন গ্রীক্‌গণ এই রেলওয়ে লাইনের উপর আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তত দিন তাহাদের যাতায়াতের পক্ষে কোনও অসুবিধা ঘটে নাই; বরং বিশেষ সুবিধাই ছিল। ঐ অবস্থায় যে দিকেই শত্রু পক্ষের প্রবলতা অনুভূত হইত, সেই দিকেই অতি সহজে সাহায্য প্রেরণ করিতে পারিত। ৩০শে এপ্রেলের যুদ্ধ কালে আমি কয়েকটি ট্রেণে ফারসালা হইতে ভলেষ্টিনোতে, গ্রীক্ সৈন্য সকল আসিতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, অতঃপর ওস্‌মানীয় প্রধান সেনানী মার্শাল আদহাম পাশা, ভলেষ্টিনো ও ফারসালার উপর একত্রেই আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি গ্রীক্‌গণ সহজে এই রেলওয়ে লাইন পরিত্যাগ না করে, তবে উভয় স্থানের মধ্যে কোনও এক স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিলেই, দ্বিতীয় স্থানের গ্রীক্ সৈন্য দলের পার্শ্ব দেশ সহজে ভগ্ন করা যাইবে; অর্থাৎ তাহাদিগকে বিতাড়িত করা সহজ হইবে। এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রধান সেনাপতি মহোদয় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিজান সৈন্যকে দক্ষিণ হইতে ফারসালার দিকে রওয়ানা করিলেন। আর এক ডিভিজান সৈন্য ত্রিথালা হইতে কারুসিয়ার দিকে অগ্রসর হইল। ৭ম ডিভিজান—যাহা সম্প্রতি আলাসোনায় উপস্থিত হইয়াছিল—দক্ষিণ দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা ব্যতীত আর এক দল প্রবলী সৈন্য—যাহা আলাসোনার ২০ মাইল পশ্চিমে ডসক্টা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল, তাহারাও ত্রিথালা ও ফারসালার দিকে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইল।

মিঃ বিগ্‌হাম বলেন, প্রধান সেনাপতি, জেনেরল হাক্কি পাশার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, জেনেরল মমহুদ পাশার অধীনস্থ তৃতীয় ডিভিজান সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে যথাসময়ে সাহায্য করা হইবে। আর হাম্‌দি পাশার অধীনস্থ ৬ষ্ঠ ডিভিজান দক্ষিণ পার্শ্বের শেষ প্রান্তে তাঁহার সহায়তা জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ভলেষ্টিনোতে গ্রীক্‌দিগের অবস্থান-স্থান স্বভাবতঃই নিতান্ত সুরক্ষিত ছিল। ইহার উপর জেনেরল স্মোলনস্কি মুরুচাদি নির্ম্মাণ দ্বারা উহাকে অধিকতর সুরক্ষিত ও দুরতিক্রম্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিশাল সেনাদল বাম দিকে সিন্থ সিফালুর পাহাড় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণ দিকে পেলাওতাপার বিস্তৃত সমতল ভূমি পর্য্যন্ত, ছয় মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। গ্রীক সেনাপতি কর্ণেল স্মোলনস্কি স্বীয় অধীনস্থ ১৫ হাজার সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য, উচ্চ মুরুচা সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল মুরুচা মনুষ্যের গলদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি পেলাওতাপার উপর ৬টি ভীষণ পার্ব্বত্য তোপ স্থাপন করিয়াছিলেন। পেলাওতাপা ও সিন্থ সিফালুর মধ্যবর্ত্তী অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণী (যাহা স্বাভাবিক মুরুচার আকারে গঠিত ছিল) কৃত্রিম মুরুচা এবং দমদমা সকল দ্বারা অধিকতর সুদৃঢ়, মজবুত ও দুর্ভেদ্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ঐ সকল মুরুচাদি এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, সম্মুখের দিক হইতে আক্রমণ করিলে, ভীষণ ক্ষতি সহ্য করা ব্যতীত, কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। মিঃ বিগ্‌হাম ভলেষ্টিনোর দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যদিও এই যুদ্ধ গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ

ও কঠোর যুদ্ধ ছিল না, কিন্তু কঠোরতম যুদ্ধ সমূহের মধ্যে যে একটি ছিল, ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই।

তুর্কিগণ শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, জেনেরল হাম্দি পাশার আগমন জন্য অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল। উদ্দেশ্য—হাম্দি পাশার ডিভিজান সিমু সিফালুর টিলা সমূহের নিকট হইতে প্রধাবিত হইয়া, গ্রীক্ সৈন্য দলের বাম ভাগ বিধ্বস্ত করত, তাহাদিগকে হটাইয়া দিতে পারিলে, জেনেরল স্মোলনস্কির মূল সৈন্য দলকেও অবাধে পূর্ব্ব দিকে বিতাড়িত করা যাইবে। আর যদি সম্ভবপর হয়, তবে পশ্চাদ্দিকে পঁহুছিয়া উক্ত সৈন্য দলের পলায়ন-পথও রোধ করা যাইতে পারিবে। ৪ঠা মে তারিখে অনিয়মিত রূপে ও বিশৃঙ্খলার সহিত উভয় পক্ষে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়, গ্রীক্গণ উক্ত সজ্ঘর্ষে জয়ী হইয়াছে বলিয়া দাবি করে। সম্ভবতঃ এজন্য তাহারা ঐ রূপ দাবি করিবার সুযোগ পাইয়াছে যে, তুর্কী সৈন্যগণ ঐ দিন দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া, অতি সতর্কতার সহিত পশ্চাদ্দিকে হটিয়া গিয়াছিল।

৫ই মে তারিখে জেনেরল হাক্কি পাশা কিফালু হইতে গ্রীক্ সেনা দলের মধ্য ভাগের বাম দিকে অগ্রসর হন। তিনি ৮০০০ হাজার পদাতি সৈন্য ও ৫ ব্যাটারি (৩০টা) তোপ এই স্থলে শত্রু দলের সহিত যুদ্ধার্থে শ্রেণীবদ্ধ ও স্থাপন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই দিনের গোলা বর্ষণ বড়ই ভয়ঙ্কর ছিল। 'ডায়েড্' নামক ব্রিটিশ রণ পোতের কমাণ্ডার (সেনাপতি) কাপ্তেন পিলহাম, গ্রীক্দিগের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী মুরচায় অবস্থিতি করিতেছিলেন; তিনি আমাকে বলিয়াছেন, এ কথা অনুমান

করা অসম্ভব যে, ইহাপেক্ষা ভীষণ ভাবে অগ্নি বর্ষণ হইতে পারে; কিম্বা কোনও সৈন্য দল ইহা অপেক্ষা অধিক সাহস ও বীরত্ব দেখাইতে পারে—যেরূপ অদ্ভুত সাহস ও বীর্য্যবত্তা, তুর্কী সৈন্যগণ অগ্রসর হইবার কালে দেখাইয়াছিল। আমি ঐ দিন ভোলো বন্দরে এক খানি গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজে "নজরবন্দ" অবস্থায় অবস্থিতি করিতে ছিলাম। বেলা ১১টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত যুদ্ধের শোরশার ও গোলমাল শুনা গিয়াছিল। ঐ সময়ে যেরূপ শ্রবণ বিদারী শব্দ ও গভীর গর্জ্জন শুনা গিয়াছিল, তদপেক্ষা গভীর গর্জ্জন ও শব্দের কথা খেয়ালেও আনা যাইতে পারে না। শুধু যে তোপের গোলা বর্ষণই নিতান্ত কঠোর ও ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা নহে; বরং রাইফলের শ্রবণ বিদারী গর্জ্জনেও চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতেছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে যুদ্ধের জয় সংবাদ যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি-খণ্ড অনবরত ভোলেতে পঁহুছিতে ছিল; এবং তাদৃশ বিজয় সংবাদে গ্রীক্‌গণ আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিল। গ্রীক্ সেনাপতি কর্ণেল স্মোলনস্কি সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি তুর্কীদিগের আক্রমণ পুনঃ পুনঃ প্রতিহত করিয়া, তাহাদিগকে বিষম ক্ষতির সহিত পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছি। আমার সৈন্যগণ শত্রুর শোণিত-সাগরে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, যখন ৫ই মে তারিখ সন্ধ্যা কালে যুদ্ধ স্থগিত হইল, তখন পর্য্যন্ত তুর্কিগণ গ্রীক্ মুরুচার দুই পংক্তি অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আর তৃতীয় পংক্তি হইতে মাত্র ৪০০ গজ দূরে তাহারা অবস্থিতি করিতেছিল। গ্রীক্‌দিগের মুরুচা গুলি সর্ব্বশুদ্ধ ৪ কাতার ছিল। অবশ্যই এ কথা ঠিক যে, ৫ই মে তারিখের যুদ্ধে গ্রীক্‌দিগের

তত বেশী ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু তুর্কী সৈন্যদিগের—বিশেষতঃ আল্‌বেনীয় সৈন্যদিগের (যাহারা আক্রমণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল) বিশেষ ক্ষতি সাধন হইয়াছিল। এই প্রবল সঙ্ঘর্ষে গ্রীক্‌দিগের ৫০০ অপেক্ষা অধিক সৈন্য হতাহত হয় নাই। দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ৬ই মে তারিখে গ্রীক্ সেনানী কর্ণেল স্মোলনস্কি ভলে-ষ্টিনো পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তথা হইতে দক্ষিণে অবস্থিত "হাল-মিরস" এর দিকে সসৈন্যে হটিয়া গেলেন। তাঁহাকে এইরূপ ভাবে পশ্চাৎ পদ হইবার জন্য প্রধান সেনানীর (যুবরাজ) আদেশ পঁহুছিয়াছিল। কিন্তু যদি যুবরাজের আদেশ নাও পৌঁছিত, তবু তুর্কীদিগের দ্বারা ফারসালা অধিকৃত হওয়াতে, এবং মূল গ্রীক সৈন্যগণ ডোমেকোঁসের দিকে হটিয়া যাও-য়াতে, কর্ণেল স্মোলনস্কির পক্ষেও পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ও অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। যদি তিনি ভলেষ্টিনো পরিত্যাগ না করিতেন, তবে তুর্কিগণ পার্শ্বদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিত। কিন্তু গ্রীক্ সেনানী বড়ই সতর্কতার সহিত পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সৈনিক-শৃঙ্খলা কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই। তাঁহার পশ্চাদ্দিকস্থ গ্রীক্ সেনা দল খুব দৃঢ়তা ও বীরত্বের সহিত অগ্রবর্ত্তী তুর্কী সৈন্যদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। এতদ্বারা তুর্কিগণ কর্ণেল স্মোলনস্কির পশ্চাতে হটিয়া যাওয়ার ৮ ঘণ্টা পরেও জানিতে পারে নাই যে, শিকার তাহাদের হাত ছাড়া হইয়াছে। এই সেনা দল ৭ই মে রাত্রি পর্য্যন্ত পেলাওতাপার পাহাড় শ্রেণী অধিকার করিয়া রহিয়াছিল; অবশেষে সেই রাত্রিতেই তাহারা ভোলোতে গমন পূর্ব্বক, তথা হইতে জাহাজে চড়িয়া লামিয়ায় প্রস্থান করে।

ওদিকে প্রধান তুর্কী সেনানী মার্শাল আদহাম পাশা ৭ই মে তারিখে ফারসালা হইতে ভলেষ্টিনোতে আসিয়া পঁহুছিলেন। জেনেরল মমতুহ্ পাশা তৃতীয় ডিভিজান সৈন্য লইয়া ৮ই মে তারিখে পিল্লি আউন এর উত্তর পূর্ব্ব দিক হইয়া, ভোলোর নিকট গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তিনি কোনও প্রবল শত্রু সৈন্য দল দেখিতে না পাইয়া, প্রথমে ভলেষ্টিনোতে, পরে তথা হইতে ফারসালায় হটিয়া যান। এই ডিভিজান ডোমোকোসের যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিল।

যাহা হউক, এই সময়ে ভোলো (গলুস্) বন্দরে বিষম গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রীক্ সৈন্যদল ও পলায়মান জনসাধারণ ৬ই ও ৭ই মে (শুক্র ও শনিবার) ভলেষ্টিনো হইতে দলে দলে ভোলো বন্দরে আসিয়া পঁহুছিতে লাগিল। জাহাজে আরোহণ করিবার জন্য এই ভীত ও সন্ত্রস্ত জন-মণ্ডলী, পরস্পর কয়েক বার দাঙ্গা-হাঙ্গামাও করিয়াছিল। এই গোলযোগে স্ত্রীলোক, বালক ও আহত সৈন্যদিগকে বিষম ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। ৫ই মে তারিখে ব্রিটিশ কন্সল মিঃ মরলন আমার সহিত সাক্ষাৎ কালে বলিয়াছিলেন যে, ভোলোতে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। তুর্কিগণ নগরের দিকে অগ্রসর হইলে, বিভিন্ন দেশীয় কন্সলদিগের পক্ষে বিষম বিপদের সম্ভাবনা। তাহারা অগ্নি ও জলের মধ্যে অবস্থিতি করিবে—অর্থাৎ এক দিকে গ্রীক্ রণতরী সমূহ বন্দরে উপস্থিত; অন্য দিকে নগরাভ্যন্তরে আরন্মুত সৈন্যগণ আগত প্রায়।

আমি ব্রিটিশ কন্সল মিঃ মরলনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম যে, তুর্কী সৈন্যগণ নিতান্তই সচ্চরিত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাহাদিগের

দ্বারা নগরবাসিগণ কোনও রূপে উৎপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। ইহার পর আমি তাঁহাকে এই উপদেশ প্রদান করিলাম যে, যুদ্ধ শেষ হইবা মাত্র আপনারা ওস্‌মানীয় প্রধান সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশা সমীপে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক, তাঁহার নিকট তুর্কী হেড্‌ কোয়াটারী ষ্ট্যাফ্‌ এবং নেজাম বা নিয়মিত সৈন্য-দিগের দ্বারা নগরে শান্তি স্থাপন ও উহার তত্ত্বাবধান জন্য প্রার্থনা করিবেন। আমার পরামর্শ কন্সলদিগের 'পসন্দ' হইয়াছিল। তাঁহারা ৮ই মে অতি প্রত্যুষে ভলোষ্টিনোতে রওয়ানা হইযা যান। তথায় মার্শাল আদহাম পাশা তাঁহাদের সহিত সদয়-বিনম্র ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; কেবল তাহাই নহে—বরং তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে ভোলোতে শান্তি স্থাপনের সুবন্দোবস্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তদনুসারে আনওয়ার বোককে (এক্ষণে ইঁনি আনওয়ার পাশা) ভোলো অধিকার করিবার জন্য, দুই পল্টন পদাতি ও এক রেসালা অশ্বারোহী সৈন্য সহ তৎক্ষণাৎ রওযানা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসী দিগের প্রতি এই মর্ম্মের এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন যে, যদি তাহারা বিনা যুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করে, তবে তাহাদের ধন প্রাণ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করা হইবে। আনওযার বোক প্রধান সেনাপতির এই ঘোষণা পত্র উপস্থিত বিপুল জন-মণ্ডলীর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। ঐ ঘোষণা পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া নগরবাসিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, এবং মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া, উচ্চ রবে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া তুলিল।

ভোলোতে তুর্কীদিগের প্রবেশ করার বিবরণ মিঃ ষ্টিভেন্স্ * অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ত্তমান গ্রীক্দিগকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, মিঃ ষ্টিভেন্স্ এই বিষয় বর্ণনা কালে কিছুমাত্র কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, ঐ সময় ভোলোর গ্রীক্ অধিবাসিগণ নিতান্তই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, আর অতি অল্প সময় মাত্র তাহারা পৃথিবীর অতিথি। তুর্কিগণ নগরে প্রবেশ করিবা মাত্র সকলকেই খড়্গসাৎ করিবে। অনেকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তুর্কী টুপি মাথায় দিতেও কুণ্ঠিত হইল না। আর যখন আনওয়ার বোক নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন ফিরিঙ্গি অর্থাৎ ইসাইগণ অভিবাদন কালে যেরূপ টুপি খুলিয়া রাখে, সেই প্রকার ঐ তুর্কী টুপি মস্তক হইতে খুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা ব্যস্ত-সমস্ততা বশতঃ এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, তুর্কিগণ কখনও মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া রাখে না। কয়েক ব্যক্তি আমার অশ্ব ধরিয়া রাখিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। সুলতানী পারিষদের সঙ্গে তিন জন রিপোর্টার (নামাহ্নেগার বা সংবাদদাতা), দুই জন সামরিক ভৃত্য ও এক জন অশ্বারোহী নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক, নগরে ওস্মানীয় প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন। নগরের ভীত ও সন্ত্রাসিত অধিবাসিগণ

* ইঁনি আমাদের বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড কুর্জ্জন বাহাদুরের সঙ্গে এ দেশে আগমন করেন। মিঃ ষ্টিভেন্স্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে ইংলণ্ডীয় সংবাদ-পত্র সমূহে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে টাউন হলের দিকে অগ্রসর হইল। নগর-বাসিগণ ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের আত্ম-সমর্পণ সম্বন্ধীয় দলিলে স্বাক্ষর করিবার জন্য উপযুক্ত ও পদস্থ কোন লোককে বহুক্ষণের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অবশেষে উপযুক্ত পদ-মর্য্যাদা সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়াছিল; তিনি উপরোক্ত দস্তাবেজের উপর স্বাক্ষর করিলেন। অতঃপর সুলতানী পারিষদ টাউন হলের গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন যে, শান্তি-প্রিয় নিরীহ নগরবাসীদিগকে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন সুলতান আবদুল হামিদ খান সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন। এই ঘোষণা শ্রবণ মাত্র ভয়াতুর গ্রীকদিগের নির্জ্জীব দেহে যেন প্রাণের সঞ্চার হইল। ওসমানীয়া দয়া ও সৌজন্য দর্শনে তাহারা এতই বিমুগ্ধ হইল যে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের দীর্ঘ জীবন ও রাজ-প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আর যে গ্রীক্‌গণ অদ্য প্রত্যুষে তুর্কীদিগকে দুর্দ্দান্ত, অত্যাচারী, কঠোর হৃদয়, শোণিত-লিপ্সু ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা ভক্তি-পূর্ণ মনে তাহাদের মঙ্গলের জন্য দয়াময় আল্লাহ-তাআলার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কন্সলদিগকে এ বিষয়ের কথঞ্চিৎ আশঙ্কা ছিল যে, তুর্কিগণ শহরে প্রবিষ্ট হইলে, গ্রীক্ রণ-তরী সমূহ নগরের উপর না গোলা বর্ষণ করে। কিন্তু প্রাচীন ও বহুদর্শী এড্‌মিরাল (আমির-উল্-বহর) ষ্টামাটিউল্‌স এরূপ নির্ব্বোধ ছিলেন না যে, কতিপয় তুর্কী সৈন্যের ক্ষতি সাধন মানসে, একটি গ্রীক্ নগরীর ধ্বংস

সাধন করিবেন। তিনি ঐ দিন সন্ধ্যা কালেই হালমিরুসে প্রস্থান করেন। তুর্কী সৈন্যগণ অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভোলো-তেও প্রশংসনীয় রূপ ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভোলো ও ভলেষ্টিনোতে তুর্কিগণ বিপুল রসদ ও যুদ্ধ সামগ্রী ব্যতীত, ৬টি তোপও হস্তগত কবিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই স্থানে—অর্থাৎ ভোলোতে গ্রীক্‌গণ এই প্রথম বার শত্রু পক্ষের কার্য্যোপযোগী বস্তু নিচয় নিজেরা কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা স্থল ও সামুদ্রিক টেলিগ্রামের তার গুলি কাটিয়া দিয়াছিল; এবং রেলওয়ের কতকগুলি এঞ্জিন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

ভলেষ্টিনোর দ্বিতীয় যুদ্ধের যথাযথ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার। ঐ যুদ্ধের বিবরণ রয়টারের বিশেষ সংবাদ-দাতার প্রেরিত পত্রে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে জানা যায় (যিনি ঐ যুদ্ধ কালে গ্রীক্ সেনা দলে অবস্থিতি করিতেছিলেন)। তাঁহার লিখিত বিবরণের স্থূল মর্ম্ম এই :—

ভলেষ্টিনোর দ্বিতীয় যুদ্ধ—

কারাদাওন নামক পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে তুর্কিগণ সর্ব্ব প্রথমে গ্রীক্ সেনা দলকে আক্রমণ করে। এই পাহাড়টি ভলেষ্টিনো নগরের ঠিক উপরেই অবস্থিত। প্রথমতঃ তুর্কিগণ একটি পাহাড়ের উপর (কারাদাওন কিয়ৎ পরিমাণে যাহার পাল্লার মধ্যে ছিল) একটি পার্ব্বত্য ব্যাটারি স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীক্‌দিগের একটি ব্যাটারিও ঠিক তাহার সম্মুখ ভাগে স্থাপিত ছিল; সুতরাং উভয় পক্ষের এই উভয় ব্যাটারি হইতে সর্ব্ব প্রথমে যুদ্ধের সূচনা হয়। কিছু কাল

তুর্কীদিগের সঙ্গে তোপ খানা খুব অল্পই ছিল। আর তাহাদের পার্ব্বত্য ব্যাটারি গুলিও আশানুরূপ সুফল প্রদান করিতেছিল না। তবুও তাহাদের পদাতিক সৈন্যগণ প্রশংসনীয় রূপ সুশৃঙ্খলার সহিত, মুহুর্মুহু বন্দুক ফায়ার করিতে করিতে, যথাযথ রূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের অগ্নি বর্ষণও সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ফল হইতেছিল। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি সকল, গ্রীক্ সৈন্যদিগের উপর দিয়া অনেক দূরে—ময়দানে গিয়া পড়িতেছিল। ঐ স্থানে গ্রীক্ সৈন্যদিগের দ্বিতীয় এবং অষ্টম রেজিমেণ্ট উপস্থিত ছিল। উক্ত রেজিমেণ্টের সৈন্যগণ নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত, স্বীয় অধ্যুষিত স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ঘন ঘন রাইফল ফায়ার করিতে লাগিল। তাহাদের এই ভীষণ অগ্নি বর্ষণে কয়েক বার তুর্কীদিগের শ্রেণী ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গ্রীক্ তোপখানাও খুব কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিতেছিল। উহাদের নিক্ষিপ্ত গোলা সমূহ ক্রমাগত তুর্কী সৈন্যের শ্রেণী মধ্যে যাইয়া পতিত হইতেছিল। এই ভীষণ গোলা বর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, তুর্কী সৈন্যগণ কিছু কালের জন্য পশ্চাতে হটিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে নূতন সৈন্য দলের সাহায্য লাভে বলীয়ান্ হইয়া, গ্রীক্দিগের ভীষণ গোলা ও গুলি বৃষ্টি উপেক্ষা করত, প্রবল প্রতাপের সহিত পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু এবারেও তাহাদিগকে গমন স্থগিত রাখিতে, এবং পরে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইল। পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ হত এবং আহত সৈন্যগণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইল। অতঃপর তুর্কিগণ দুইটি নবাগত পল্টনের সাহায্য প্রাপ্ত বলীয়ান্ হইয়া, পুনরায় ৩য় বার কারাদাগুন ও

ভলেষ্টিনোর নিকটস্থ অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণীর উপর, মহা বীরত্বের সহিত ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। জেনেরল স্মোলনস্কি দ্বিতীয় স্কোবেলফের ন্যায় স্বীয় সৈন্য দলের মধ্যে বিদ্যুদ্বৎ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের বীরত্ব ও কার্য্য-কলাপের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রয়োজনানুসারে তোমরা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে। আর যে পর্য্যন্ত পবিত্র থেসালি ক্ষেত্র তোমাদের শোণিতে প্লাবিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইও না। সেনাপতির এই বাক্য ইন্দ্রজাল বা জাদুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। সৈন্যগণ সেনাপতির উৎসাহ পূর্ণ বাক্য শ্রবণে বিষম উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সমুদায় বা-কায়দা ও বে-কায়দা সৈন্য—এমন কি, যোদ্ধৃ পুরুষগণ ব্যতীত অপর সাধারণও স্ব স্ব হস্তস্থিত রাইফল সকল খুব দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক, তুর্কীদিগের নিক্ষিপ্ত অজস্র গোলা বর্ষণ উপেক্ষা করত, অনুপম সাহস ও দৃঢ়তার সহিত আপনাদের অবস্থান-স্থান রক্ষার জন্য সমবেত হইল।

অবশেষে গ্রীক্ সৈন্যদল মহা পরাক্রমশালী তুর্কী সৈন্যদিগের উপর কয়েক বার গুলি বর্ষণ করিবার পর, মুরচার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল, এবং অমানুষিক দুঃসাহসে ভর করিয়া, শত্রু দলকে আক্রমণ করিল। এই ঘটনায় মুহূর্ত্তের জন্য তুর্কীদিগের পা টলিবার উপক্রম হইল। পরে তাহারা গ্রীক্দিগের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, আপনাদের অধ্যুষিত পাহাড় শ্রেণীর অন্তরালে আশ্রয় লইবার জন্য কতক বিশৃঙ্খলার সহিত পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য

হইল। সুতরাং গ্রীক্‌গণ এই যুদ্ধে গৌরবের সহিত জয়শ্রীর অধিকারী হইল। আপনাদের পংক্তির 'রোখ' পরিবর্ত্তন রূপ অসুবিধা ভোগ এবং শত্রু পক্ষের সংখ্যাধিক্য থাকা স্বত্বেও, গ্রীক্‌গণ সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত বরাবর সকল স্থানই আপনাদের অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। তুর্কিগণ সারা দিন যুদ্ধ করিয়াও, তাহাদিগকে কোন স্থান হইতে পশ্চাতে হটাইয়া দিতে সক্ষম হইল না। উভয় দলই যুদ্ধে এরূপ মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল যে, যদি রাত্রি সমাগত না হইত, তবে কোন পক্ষই যুদ্ধে বিরত হইত না। গ্রীক্ সেনাপতি জেনেরল স্মোলনস্কি এই উপযুক্ত স্থানটি (ভলেষ্টিনো) যুদ্ধের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া কেবল যে স্বীয় সমর-নৈপুণ্য ও উপযুক্ততারই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নহে—বরং গ্রীক্ জাতির সম্মানও রক্ষা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ গ্রীক্‌গণ এই যুদ্ধে ইহাও প্রমাণিত করিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর যোদ্ধৃজনোচিত গুণগ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। যদি ইহারা উপযুক্ত সেনানী ও অফিসার কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তবে প্রশংসনীয় রূপ সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। জেনেরল স্মোলনস্কি বেশ জানিতেন যে, তুর্কিগণ এখনও তাহার পাছ ছাড়ে নাই; এজন্য তিনি স্বীয় সেনা দলের বল বৃদ্ধির জন্য প্রধান সেনানীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্দেশ করা এক প্রকার অসম্ভব।

৬ই মে তারিখের যুদ্ধ সম্বন্ধে এই সংবাদদাতা নিম্ন-লিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—দ্বিতীয় দিন পুনরায় পূর্ব্বাহ্ণ

৬ টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রভাতের সুন্দর আলোকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্য বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় গুলি যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রটিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্তর দিক থেসালির বিশাল ময়দানের সহিত সংযুক্ত— তথায় পাহাড়াদি নাই; এবং উহার পার্শ্বেই কারালা হ্রদের নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিল রাশি ও অলিম্পস্ পর্ব্বতের বরফাচ্ছাদিত শিখর প্রদেশ সৌর-কিরণে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছিল। কারাদাওনের উত্তর পশ্চিম দিকে, ১২।১৪ হাজার তুর্কী সৈন্য এক পাহাড় শ্রেণীর উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। তুর্কিগণ একটি পার্ব্বত্য ব্যাটারি ঐ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে, এবং একটি ময়দানী ব্যাটারি ভলেষ্টিনোর পূর্ব্ব দিকে, আর একটি ব্যাটারি পাহাড়ের উন্নত শৃঙ্গোপরি স্থাপন করিয়াছিল কারাদাওন পাহাড় শ্রেণীর উপর (ফারসালার রাস্তা যাহার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া চলিয়া গিয়াছে) গ্রীক্ পদাতি সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান ছিল; আর ভলেষ্টিনোর উপরস্থ পর্ব্বত-চূড়ায় ময়দানী তোপের এক ব্যাটারি সন্নিবিষ্ট ছিল। এই স্থান এবং পূর্ব্বদিকস্থ ময়দানের মধ্যস্থলে তিনটি পর্ব্বত শৃঙ্গে ৩টি পার্ব্বত্য ব্যাটারি, এবং ভলেষ্টিনোর উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ ময়দানে একটি ময়দানী গ্রীক্ ব্যাটারি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল তোপখানা, তুর্কী সৈন্যের বাম ভাগের বিষম ক্ষতি সাধন করিতেছিল। কারাদাওন ও আগুরিড্ দগালার মধ্যস্থিত উপত্যকার সম্মুখ ভাগে যে গ্রীক্ সৈন্য দল ছিল, উহারা ঐ স্থানে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিল। বুধবার রাত্রি কালে জেনেরল স্মোলনস্কি স্বীয়

বাম ভাগে স্থাপিত সেনা দলের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার পদাতি সৈন্যগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া, কারাদাওনস্থ পাহাড় শ্রেণীর শিখর দেশ ও উহার নিকটস্থ ময়দানের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

তুর্কিগণ সর্ব্ব প্রথমে ভলেষ্টিনোর উপরিস্থ গ্রীক্ ব্যাটারি আক্রমণ করে। এখানে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর গোলা-বৃষ্টি হইয়াছিল। ফলতঃ তুর্কী পদাতি সৈন্যগণ স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্য দলের আড়ালে থাকিয়া, ময়দানের দিকে গ্রীক্ সেনা দলের বাম বাহু আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ১১ টার সময় তুর্কী পদাতি সৈন্যগণ, ভলেষ্টিনোর উপরস্থ ময়-দানে অবস্থিত গ্রীক্ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। তুর্কীদিগের একটি পার্ব্বত্য ব্যাটারি কিছু দূরে, এক উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত ছিল; আর একটি ময়দানী ব্যাটারি ময়দানের দিকে—অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকস্থ ঢালু জায়গায় স্থাপিত হইয়াছিল। এই দুইটি ব্যাটারি, আক্রমণকারী পদাতি সৈন্যের বিশেষ সাহায্য করিতে-ছিল। কিন্তু গ্রীক্ পদাতি সৈন্য দল (যাহারা টিলা সমূহের পশ্চাদ্ভাগে ছিল) এবং ভলেষ্টিনোর পূর্ব্ব দিকস্থ গ্রীক্ ব্যাটারি অত্যন্ত বীরত্বের সহিত, তুর্কীদিগের এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়া, তাহাদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছিল।

১১টা হইতে ১২টার মধ্যে, তুর্কী সৈন্যগণ গ্রীক্ সেনা দলের বাম বাহুর পশ্চাদ্ভাগ বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত, পুনঃ পুনঃ আক্র-মণ করিতে লাগিল। তুর্কিগণ এক টিলার উপর, আর গ্রীক্গণ ঠিক তাহাদের সম্মুখ ভাগে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত

ছিল। একটি গভীর পার্ব্বত্য ঘাটি এই উভয় সৈন্য দলকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিতেছিল। দক্ষিণ দিকস্থ তুর্কী ব্যাটারি গ্রীক্ পদাতি সৈন্য দলকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য, খুব কঠোরতার সহিত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু গোলা সমূহ অনেক দূরে গিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, এবং যাহা গ্রীক্ সেনা দলের মধ্যে পড়িতেছিল, উহাদের মধ্যেও খুব অল্প সংখ্যক মাত্র বিদীর্ণ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে গ্রীক্ পদাতি সৈন্যগণ লক্ষ্য খুব স্থির করিয়া গুলি বর্ষণ পূর্ব্বক, তুর্কী সেনা দলের শরীর চালুনির ন্যায় জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছিল। আর ওদিকে ভলেষ্টিনোর নিকটস্থ পাহাড়োপরিস্থিত গ্রীক্ ব্যাটারিও ভয়ঙ্কর গোলা বর্ষণে তুর্কী সৈন্যদিগের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছিল।

১২টা ১৫ মিনিটের সময় তুর্কী পদাতি সৈন্য দল, তাহাদের সম্মুখস্থিত পাহাড়ে অবস্থিত গ্রীক্ সৈন্য দলকে আক্রমণ করিবার জন্য, আপনাদের মুরচা হইতে বাহির হইয়া, নিকটস্থ ঘাটিতে প্রবেশ করিল। কিন্তু গ্রীক্‌দিগের রাইফলের অগ্নি বর্ষণে তাহা-দিগকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে উপর্য্যুপরি ৪টা ভীষণ কামানের গোলা সেই তুর্কী সৈন্য দলের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া, তাহাদের আরও সর্ব্বনাশ সাধন করিল। অবশিষ্ট তুর্কী সৈন্য দল পশ্চাতে হটিয়া গিয়া, তাহাদের পূর্ব্বতন অবস্থান-স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ১২টা হইতে ১টার মধ্যে সর্ব্বত্রই অগ্নি বর্ষণের বেগ অনেকটা কমিয়াছিল। কিন্তু ১টা ১৫ মিনিটের সময় আবার দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ হইল। বাম দিকস্থ গ্রীক্ ব্যাটারি ২টা ভীষণ

গোলা নিক্ষেপ করিয়া, একটি পার্ব্বত্য তুর্কী ব্যাটারিকে একেবারে নীরব করিয়া দিল। গ্রীক্‌দিগের এই গোলা বর্ষণে তুর্কীদিগের দুইটি তোপ ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

আয়ওয়ালি হইতে আগত সৈনিক সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া, তুর্কী সৈন্যগণ কারাদাওনের পশ্চিম দিক ঘুরিয়া, গ্রীক্ সৈন্য দলের বাম বাহুর উপর ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। তাহারা ক্রমশঃ ফারসালার রেলওয়ে লাইনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; ঐ রেলওয়ে লাইন কাটিয়া দেওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তুর্কী পদাতিক সৈন্যগণ অসম সাহসে নির্ভর করিয়া, অমানুষিক দৃঢ়তার সহিত পাহাড়ের ঢালু জায়গার উপর পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় আরোহণ করিতে লাগিল। তাহারা ভীষণ আক্রমণে ঐ স্থানের গ্রীক্ সৈন্য দলকে পশ্চাতে হটাইয়া দিয়া, তাহাদের দুইটি পার্ব্বত্য তোপ কাড়িয়া লইল। কিন্তু গ্রীক্ সৈন্যগণের দ্বিতীয় পংক্তি স্বীয় অধ্যুষিত স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, তুর্কীদিগের অগ্রসর হওয়ার পথে প্রবল বাধা প্রদান করিল। এই তুর্কী সৈন্যগণ পাহাড়ের পশ্চাতে অবস্থিত একটি গুপ্ত ব্যাটারির সাহায্যে, গ্রীক্ সৈন্যদলের বাম বাহুকে সেণ্ট জর্জ্জের ভজনালয়ের দিকে হটাইয়া দিতে, ও জেনেরল স্মোলনস্কির ডিভিজানকে ফারসালার ডিভিজান হইতে পৃথক্ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। দুইটার সময় বাম দিকের পূর্ব্বাংশ ব্যতীত অপর সর্ব্বত্রই অগ্নি বর্ষণ বন্ধ হইয়াছিল; কেবল মাত্র ঐ অংশে মধ্যে মধ্যে অগ্নি বর্ষণ হইতেছিল। তুর্কী সেনাপতি এই সময় একটি নূতন অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন;

সম্ভবতঃ এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সারা দিন ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি আওরিদ দগালার শিখরোপরি (যাহা ভোলো যাইবার পথের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত) আরোহণ করিলাম। আমি সেখান হইতে কয়েক দল তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যকে 'কারালা' হ্রদের তট দিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব প্রধাবিত করিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। তাহাদের ডান ভাগে, গ্রীক্-দিগের ময়দানী সেনা দলের অভিমুখে তোপখানার সুদীর্ঘ কাতার দেখা যাইতেছিল। ওদিকে হাজিসি গ্রাম ও পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া তুর্কী পদাতিক সৈন্যদল, নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছিল।

তিনটার সময় তুর্কী তোপখানা রিযুমিলু গ্রামের ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির বহিঃস্থ খোলা ময়দানে সমবেত হইয়া, ভলেষ্টিনো ও আওরিদ দগালার মধ্যবর্ত্তী ময়দানে অবস্থিত গ্রীক্ সেনা দলের মধ্য ভাগের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। আর ইহাও শীঘ্রই জানা গেল যে, তুর্কীদিগের ঐ তোপখানায় বৃহৎ আকারের ভীষণ তোপ সকল আছে। সম্ভবতঃ ইহা ঐ সকল তোপ, যাহা তুর্কিগণ লারিসায় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তোপ গুলির দ্বারা তুর্কিগণ গ্রীক্ সেনা দলের উত্তর ভাগে ভয়ঙ্কর গোলা বর্ষণ পূর্ব্বক, তাহাদের শোচনীয় রূপ নিপাত সাধন করিতে লাগিল। ৫টার সময় গ্রীক্দিগের বারুদ-গোলা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল। এতদ্দর্শনে জেনেরল স্মোলনস্কি আদেশ প্রদান করিলেন যে, অধিকাংশ তোপখানা হটাইয়া ভোলোর দিকে লইয়া যাওয়া হউক। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার সময় তুর্কিগণ বৃহদাকার তোপ গুলির দ্বারা

আরও ভয়ঙ্কর রূপে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। অতঃপর তুর্কীদিগের ভীষণ গোলা বর্ষণে ভালেষ্টিনো নগর এবং উহার পশ্চিম পার্শ্বস্থিত টিলা সমূহের উপর তিষ্ঠান অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে তুর্কিগণ উত্তর পশ্চিম দিক হইতে অমানুষিক বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং ৭৷৷০ টার সময় ভলেষ্টিনো নগর অধিকার করিয়া উহাতে আগুণ ধরাইয়া দিল। ঐ সময় উহারা তত্রত্য রেলওয়ে সেতু উড়াইয়া দিয়াছিল; এবং ভলেষ্টিনো-ফারসালা রেলওয়ে লাইনও কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

যাহা হউক, গ্রীক্‌গণ সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইল। এক্ষণে ভোলোর দিকে যাইবার পার্ব্বত্য দরি পথ তুর্কীদিগের জন্য সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত হইয়া গেল। গ্রীক্‌গণ দক্ষিণ দিকের তোপ খানা গুলি তৃতীয় প্রহরের সময় হইতেই হটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং একটি পূর্ণ ময়দানী তোপ খানা ও কতিপয় পার্ব্বত্য তোপ নির্ব্বিঘ্নে ভোলোতে পঁহুছাইয়াছিল; আর সেগুলি ভোলোস্থ গ্রীক্ রণতরী সমূহে তাড়াতাড়ি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকারময় থাকায়, পলায়ন-পর গ্রীক্ সৈন্যদিগের সুবিধার জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে উজ্জ্বল আলোকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ আলোর প্রভাবে তাহারা পথ চিনিয়া পলায়ন করিতে বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিল। গ্রীক্‌গণ ১২টা তোপ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিল; অথবা তুর্কিগণ উহা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল।

প্রায় দুই শত আহত সৈন্য ট্রেণ যোগে ভোলোতে পঁহুছে।

বৃহৎ আকারের তুর্কী তোপ সমূহ হইতে ট্রেণের উপর ৬।৭টা গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ উহার একটি গোলাও ট্রেণে লাগিয়াছিল না। আমার বিবেচনায় প্রায় আহত সৈন্যকেই রণক্ষেত্রে ফেলিয়া আসা হইয়াছিল। নিহত গ্রীক্ সৈন্যের ঠিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; কিন্তু একথা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রীক্‌দিগের অপেক্ষা তুর্কীদিগের অধিক সংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। কেন না, যে পর্য্যন্ত তুর্কিগণ ১০ সেণ্ট মিটারের বৃহৎ তোপ সকল ব্যবহার না করিয়াছিল, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রীক্‌দিগের গোলা বর্ষণে তাহা-দিগের খুবই ক্ষতি সাধন হইয়াছিল। প্রায় তিনটার সময় জেনেরল স্মোলনস্কি স্বীয় পরাজিত ও ভগ্নমনাঃ সৈন্য দলকে দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া, উহার এক দলকে তিনি হালমিরুসে হটাইয়া লইলেন; ঐ স্থানে গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজ সকল উপস্থিত থাকিবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু এই সৈন্য দলকে কি প্রণালীতে হটাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না। *

দ্বিতীয় গ্রীক্ সৈন্য দল নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থায় ভোলোর দিকে গমন করিয়াছিল। টুর্ণাভস্ হইতে গ্রীক্ সৈন্যগণ লারিসায় পলায়ন কালে, তাহাদের যেরূপ শোচনীয় দুর্গতি হইয়াছিল, ভলেষ্টিনো হইতে সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ অবলম্বনে

* রয়টারের এই সংবাদদাতা মহোদয় স্বজাতি-প্রীতির বশীভূত হইয়া, গ্রীক্‌দিগের বীরত্ব সম্বন্ধে যে কিছু অতি রঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বর্ণনা পাঠে বেশ বুঝা যায়। (গ্রন্থকার)

ভোলোর দিকে যাইতে, এই গ্রীক্ সৈন্য দলেরও সেই প্রকার বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। এ যাত্রায়ও গ্রীক্‌গণ ক্ষিপ্তের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া মুহুর্মুহু বন্দুক ফায়ার করিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, এ বারে স্বদলস্থ লোকদিগকে গুলি করিয়া বধ করা হইয়াছিল না। কারণ, তুর্কী সৈন্যগণ পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, ঐ দিন এরূপ কোনও অলীক জনরব উঠিয়াছিল না। এবার কেবলমাত্র বে-কায়দা গ্রীক্ সৈন্যগণ মাঝে মাঝে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিল। বুধবার দিন ও বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ভোলো বন্দরে বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। নগরবাসিগণ স্ব স্ব দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। পিলিআওন অঞ্চলের বহুসংখ্যক পল্লীর অধিবাসিগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া দলে দলে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহাদের আগমনে নগরে অধিকতর গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সুযোগ পাইয়া যত লুণ্ঠন-প্রিয় গুণ্ডার দল সোৎসাহে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ইহারা অবাধে নগরের চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঐ দিন বন্দরে ৫ খানি ষ্টীমার উপস্থিত ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক 'মাল-আসবাব' লইয়া ঐ সকল ষ্টীমারে আরোহণ করিল। তদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া, নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে প্রস্থান করিল। ঘাট সমূহ ও বাজার গুলিতে এরূপ অরাজকতা ও গোলমাল উপস্থিত হইল যে, অগত্যা ইংরেজ ও ফরাশিশ কন্সলগণ বাধ্য হইয়া অন্যান্য শক্তির যুদ্ধ জাহাজে গমন পূর্ব্বক, উহার কমাণ্ডার

দিগের নিকট নগরের অবশিষ্ট অধিবাসীদিগের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য, এবং নগরটিকে লুণ্ঠন-প্রিয় দস্যুদিগের উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ, ইতালীয়, ফরাশিশ ও অষ্ট্রীয় নৌ-সৈন্যের কয়েক দল শহরে প্রেরণ-জন্য প্রার্থনা করিলেন। উদ্দেশ্য, তুর্কীদিগের আগমনের পূর্ব্বে লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণ যেন নগরটি লুট পাট করিয়া, অধিবাসিগণের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতে না পারে। (বলা বাহুল্য, এই সকল লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্ত দলের সকলেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী গ্রীক্ জাতীয় লোক ছিল।) ঐ সময় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তুর্কী সৈন্যের আগমন সংবাদ নগরে আসিয়া পঁহুছিতেছিল। যে ষ্টীমার খানি সর্ব্বশেষে ভোলো বন্দর পরিত্যাগ করিয়াছিল, আমি সেই ষ্টীমার খানিতে আরূঢ় ছিলাম। মৎস্য সকল ঝুড়ির মধ্যে রাখিলে যে অবস্থা হয়, ঐ ১৮০০ স্ত্রী-পুরুষ, বালক বালিকায় জাহাজের ছাদ ও উপর-নিম্ন ভাগ তদ্রূপ ভাবে বোঝাই হইয়াছিল। ঐ রাত্রিতে সেই সকল বিপন্ন লোকদিগকে কিরূপ বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

তুর্কী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ত্রিখালা নগরী অধিকার।

(২৯শে এপ্রিল—অপরাহ্ণ ৬টা)।

থেসালি প্রদেশের রাজধানী লারিসা নগরী বিজয়ী তুর্কী সৈন্যদিগের দ্বারা অধিকৃত হইলে, জেনেরল খাএরী পাশার অধীনে এক দল সৈন্য "ত্রিখালা" (ত্রিকালা) নগর অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হয়। এই নগর লারিসা হইতে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। যে রেলওয়ে লাইন দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ফারসালা, ভলেষ্টিনো ও ভোলো এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে কালাবাকা পর্য্যন্ত গিয়াছে; ত্রিখালা নগর ঐ রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বেই স্থাপিত। সুতরাং এই নগরের সহিত লারিসা, ভোলো প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের রেলওয়ে-সংযোগ রহিয়াছে।

লারিসা হইতে যাহারা ত্রিখালায় গমন করে, উহাদিগকে ত্রিখালায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে সালাম্ব্রিয়া নদী পার হইতে হয়। বিজয়োন্মত্ত তুর্কিগণ প্রবল প্রতাপের সহিত অগ্রসর হইতেছে, এই সংবাদ ত্রিখালায় পঁহুছিবা মাত্র তথায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তুর্কী সৈন্যগণ ত্রিখালায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, তত্রত্য গ্রীক্ শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য রাজ-পুরুষগণ, নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুরক্ষিত ও নিরাপদ স্থান সমূহে পলায়ন করিলেন। তাঁহারা পলায়ন কালে শত্রু পক্ষের গতি প্রতিরোধার্থ এই বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, নগরস্থ জেলখানার কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ বন্দুক ও বারুদ গোলা দিয়া গিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত শহরের অধিবাসীদিগকেও কয়েক সহস্র

বন্দুক, প্রভূত পরিমাণে গোলা-বারুদ ও টোটা দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তুর্কিগণ নগরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেই তাহাদিগের নিপাত সাধন করিবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নিয়মিত সৈন্যগণই আক্রমণকারীদিগের আগমন-সংবাদে প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, সেরূপ ক্ষেত্রে নগরের সাধারণ অধিবাসিগণ এবং লাঙ্গলধারী নিরীহ কৃষকগণ তাহাদের সম্মুখীন হইয়া কি করিবে? সুতরাং খাএরী পাশা নির্ব্বিঘ্নে ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় ত্রিখালা নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎপর তিনি জন-সাধারণের নামে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়া, সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদাদি (যাহা নগরবাসীদিগের নিকট ছিল) অবাধে হস্তগত করিলেন।

ত্রিখালা অধিকার করা সম্বন্ধে মহামান্য সুলতানল্ আজম সমীপে প্রধান সেনাপতির টেলিগ্রাম—

১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে, মহাসেনানী জেনেরল আদহাম পাশা মহামান্য আমিরুল মুমেনিন সমীপে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মের টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন :—

অদ্য ২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বিজয়ী তুর্কী সৈন্য-গণ ত্রিখালা (ত্রিকালা) নগর অধিকার করিয়াছে। সেনাপতি নগর প্রবেশের পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গ্রীকগণ দুই শত দায়মালী (চির কারাদণ্ড ভোগী) কয়েদীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, এবং ২০০০০ বন্দুক ও উপযুক্ত পরিমাণ যুদ্ধ-সামগ্রী নগরবাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে—উদ্দেশ্য তাহারা যেন তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করে। প্রথম ডিভিজানের

সেনাপতি জেনেরল থাত্রী পাশা নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক, এই ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধাস্ত্রাদি আমার হস্তে সমর্পণ না করিবে, তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত যাহাদের নিকট কোনও রূপ যুদ্ধ সামগ্রী আছে, তাহারা যদি ঘোষণা পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া, আমার নিকট উহা উপস্থিত না করে, তবে তাহাদিগকেও যথোচিত শাস্তি দেওয়া যাইবে।

ত্রিখালা ও কার্‌ড্‌সিয়া অঞ্চলের প্রজাগণ কর্ত্তৃক ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের রাজ-দূতদিগের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ—

মিসরের "আল্‌-মওয়েদ" সংবাদ-পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ত্রিখালা ও কার্‌ড্‌সিয়া (এই নগর ত্রিখালার দক্ষিণে—রেলওয়ে লাইনের উপর অবস্থিত) নগরের য়িহুদী, গ্রীক্, আর্ম্মাণী ও অন্যান্য জাতীয় প্রজা-সাধারণ—রুসিয়া, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইংলণ্ড ও ইটালির রাজ-দূতদিগের নিকট এক খানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিল; ঐ আবেদন পত্রে, তাহারা গ্রীক্‌দিগের হস্তে কিরূপ নিষ্পেষিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, বিশেষ ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছিল; এবং ইহাও লিখিয়াছিল যে, ১৫।১৬ বৎসর হইতে আমরা গ্রীক্‌দিগের দারুণ অত্যাচারে ও বিষম জোর-জবরদস্তিতে কঠোর ভাবে নিপীড়িত হইতেছি, ও এক্ষণে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছি। ইহার উপর উপস্থিত বিপদ এই যে, গ্রীক্ সেনা দল তুর্ক দিগের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবার সময়, আমাদের

শস্য পূর্ণ ক্ষেত্রগুলি মর্দ্দিত ও নষ্ট এবং আমাদের সর্ব্ব প্রকার জিনিস পত্রাদি লণ্ডভণ্ড করিয়া, আমাদের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। আমরা এত চীৎকার করিলাম, এত অনুনয় বিনয় করিলাম, আমাদের সে আর্ত্তনাদে কেহই কর্ণপাত করিল না। তুর্কী সেনা দলের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের উপর এই বিপদ ছিল; তাহারা আসিয়া পঁহুছিলে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়, এবং আমরাও এই বিষম বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করি। এই সম্প্রদায় (তুর্কিগণ) এক্ষণে আমাদিগের শস্যাদির তত্ত্বাবধায়ক ও আমাদের মান-সম্ভ্রমের রক্ষক হইয়াছেন; এবং স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদিগের শোচনীয় দুর্দ্দশা এবং তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষদিগের দয়া ও সুবিচারের বিবরণ যেন স্ব স্ব নৃপতি-দিগের গোচরীভূত করা হয়; আর আমাদের পক্ষ হইতে এই আবেদন করা হয় যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে চিরদিনের জন্য যেন আমাদিগকে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ না করেন; এবং তাহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে মনোযোগী হন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ফারসালার যুদ্ধ—

যে দিন জেনেরল হাক্কি পাশা ভলেষ্টিনো আক্রমণ করেন ঠিক ঐ দিন—অর্থাৎ ৫ই মে তারিখে প্রধান সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশা স্বয়ং গ্রীক্ যুবরাজ-পরিচালিত মূল গ্রীক্ সৈন্য দলকে ফারসালায় আক্রমণ করিয়াছিলেন। তথায় ২৫।৩০ সহস্র গ্রীক্ সৈন্য, প্রধান গ্রীক্ সেনানী ডিউক অব স্পার্টার অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল। মার্শাল আদহাম পাশার অধীনে জেনেরল নেশাত পাশা ও জেনেরল হামদি পাশার ৩ ডিভিজান সৈন্য, শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা ওস্মানীয় সৈন্য দলের ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ ডিভিজান। এই তিন ডিভিজানে মোট সৈন্য সংখ্যা ৩৫০০০ হাজার ছিল। আর ৪র্থ ডিভিজান অর্থাৎ—জেনেরল খাএরী পাশার ডিভিজান পশ্চিম দিকস্থ কারুসিয়া হইতে অগ্রসর হইতেছিল। ফারসালা (চাতানচাঃ) লারিসা নগরী হইতে ২২ মাইল দক্ষিণে, "এনিপিয়াস্" নাম্নী ক্ষুদ্র তটিনী তটে অবস্থিত। সিনু সিফালেন পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে আওথ্রেস পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ময়দানের উত্তরাংশে ফারসালা নগরটি বিরাজিত। ফারসালা তেমন সুরক্ষিত নগর নহে। কারণ, পূর্ব্ব দিকে ভলেষ্টিনো হইতে উহার পশ্চাদ্দিকে সহজে পহুছিতে পারা যায়। কারুসিয়া হইতে খাএরী পাশার অগ্রসর হইবার সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, সম্ভবতঃ গ্রীক হেড কোয়ার্টার ডোমোকোসে

(যে স্থান অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য) হটাইয়া লইয়া যাওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

ফারসালার যুদ্ধকে প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ তথায় গ্রীক্ সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগস্থ সৈন্যদিগের সহিত, তুর্কী সেনা দলের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যগণের সঙ্ঘর্ষ মাত্র হইয়াছিল। প্রথমতঃ যখন তুর্কি সৈন্যগণ খোলা ময়দান হইতে ফারসালার ৪ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত পাহাড় গুলি আক্রমণ করিয়াছিল, তখনি তাহাদিগকে অত্যন্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। গ্রীক্ তোপখানা গুলি এই স্থানে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে। তাহাদের রাইফলের অগ্নি বর্ষণও কম মারাত্মক ছিল না। কিন্তু যখন তুর্কিগণ গ্রীক্ সেনা দলের অবস্থান-স্থান পূর্ব্বোক্ত পাহাড়োপরি ভীম বিক্রমের সহিত উঠিতে আরম্ভ করিল, তখন আর গ্রীক্গণ তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না। তৎকালে তাহারা এই ভয়ে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, জেনেরল থাএরী পাশার ডিভিজান কারুসিয়া হইতে আসিয়া পশ্চাদ্গমনের পথ না রোধ করিয়া দেয়। দুই ঘণ্টা কাল গোলা বর্ষণের পর তাহারা রেলওয়ে লাইনের দিকে হটিয়া গেল। ঐ স্থানে দুই পল্টন গ্রীক্ সৈন্য ও দুই ব্যাটারি তোপ, তুর্কী সৈন্য দলকে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বাধা প্রদানে সক্ষম হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে উইনারীদিগের দুই কোম্পানী ও বৈদেশিক ভলেণ্টিয়ারগণ প্রশংসনীয় রূপ দৃঢ়তা ও বীর্য্যবত্তা দেখাইয়াছিল। যখন তুর্কীদিগকে আর বেশীক্ষণ বাধা দিয়া রাখা অসম্ভব বোধ হইল, তখন তাহারা ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করিল এবং আনিপিয়াস নদীর একমাত্র সেতুটি পার হইয়া যাইবার জন্য

আরও পশ্চাতে হটিয়া গেল। সেতুর নিকট দুই সহস্রাধিক গ্রীক্ সৈন্য উপস্থিত ছিল। তুর্কী তোপ সমূহ সেই পলায়নপর গ্রীক্ সৈন্য দলের উপর ভীষণ ভাবে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই নিদারুণ গোলা বর্ষণে বহুসংখ্যক গ্রীক্ সৈন্যের নিপাত সাধন হইল। ৭ই তারিখের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রে মিঃ উইলিয়ম পিল এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

ময়দানে যে সকল পাহাড় শ্রেণী মস্তকোন্নত করিয়া আছে, গ্রীক্গণ তুর্কী সৈন্যদিগের ভীষণ আক্রমণে ঐ সকল পাহাড় শ্রেণী হইতে পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ঐরূপ পশ্চাতে হটিবার সময় তুর্কী পদাতি সৈন্য দলের ভীষণ অগ্নি বর্ষণে তাহারা অতি শোচনীয় রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছিল। বিশেষতঃ এতদ্দ্বারা তাহাদের দক্ষিণ ভাগের চূড়ান্ত ক্ষতি সাধন হইল। পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্য দল অবশিষ্ট সেনা দলকে রক্ষা করিবার জন্য, অকাতরে আপনাদের জীবনোৎসর্গ করিয়াছিল। যে স্থান গ্রীক্ সৈন্যগণ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া অসংখ্য মৃত দেহ দেখিতে পাইলাম। উহাদের মধ্যে কতিপয় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী বিশাল বক্ষ ও সুদীর্ঘ কোঁকড়ানো কেশ বিশিষ্ট, বিরাটকায় নবীন যুবকের মৃত দেহও ছিল। ইহাদের সহিত প্রাচীন কালীয় গ্রীক্ দেবতাদিগের প্রস্তর মূর্ত্তি গুলির দেহের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইল। দুঃখের বিষয়, এরূপ মূল্যবান্ জীবন বৃথা নষ্ট হইল। গ্রীক্ সৈন্যগণ পশ্চাদ্গমন আরম্ভ করিবামাত্র, তুর্কী সৈন্যগণ মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইল না;

তাহাদের সেই ভীষণ অনল বৃষ্টিরও কিছুমাত্র বিরাম হইল না। আমি পাহাড়ের টিলার উপর আরোহণ করিয়া, অপূর্ব্ব আড়ম্বর পূর্ণ দৃশ্য দর্শনে মোহিত হইলাম। দক্ষিণ এবং বাম দিক দিয়া তুর্কী পদাতি সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের পদতলে প্রান্তরস্থ অতি সুন্দর সবুজ দূর্ব্বাদল মখমলের ন্যায় বিস্তৃত ছিল। ঐ প্রান্তরের চওড়াই প্রায় ৪ মাইল; উহা দক্ষিণ দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ ময়দান এক দিকে ভোলোর নিকট পর্য্যন্ত, অপর দিকে যে পহাড় শ্রেণীর পাদ দেশে ফারসালা নগর অবস্থিত, সেই পাহাড় পর্য্যন্ত যাইয়া ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। তৎপরেই বিরাটাকার আওথ্রেস্ পর্ব্বত এবং অন্যান্য পাহাড় গুলি স্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। সমুদায় ময়দান গ্রীক্ সেনা দলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সৈন্যদল ময়দানের মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপরিস্থ ক্ষুদ্র সেতুর দিকে প্রধাবিত হইতেছিল। তাহাদের পংক্তি কোথাও বা ঠিক ছিল, আর কোথাও বা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তুর্কী তোপখানা গুলি অগ্রসর হইয়া, উপযুক্ত রূপ উচ্চ স্থানে তোপগুলি স্থাপন পূর্ব্বক, পলায়নপর গ্রীক সেনা দলের উপর অবিশ্রান্ত ভাবে গোলা বর্ষণ করিতেছিল। প্রত্যেকটি গোলা বিদীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, পলায়মান গ্রীক্ সৈন্য দিগের গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। কিন্তু উহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনা দল স্থানে স্থানে সময়োচিত হাল্কা মুরচা সকল তৈয়ার করিয়া লইয়াছিল; উহার আড়াল হইতে তাহারা বন্দুক চালাইতেছিল। এ ক্ষেত্রে তুর্কী পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। গ্রীকগণ তাহাদের সম্মুখে

অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। তুর্কী সৈন্যগণ উহাদিগকে (স্রোতো মুখবর্ত্তী তৃণের ন্যায়) এক মুরুচা হইতে মুরুচান্তরে বিতাড়িত করিয়া, দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে লাগিল। তুর্কী সৈন্য দলের বীরত্ব দর্শনে সে সময় সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা কোনও প্রকার আড়ালের সাহায্য গ্রহণ করা, বীরত্ব-বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া মনে করিত; সুতরাং তাহারা অপ্রতিহত ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা বন্দুক ফায়ার করিবার সময়ও একটু থামে নাই।

তুর্কী তোপখানার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে রয়টার এজেন্সির মিঃ গোয়েন নিম্ন-লিখিত রূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অদ্যকার যুদ্ধ আমদের আশার বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছিল। মার্শাল আদহাম পাশার ইচ্ছা ছিল যে, অদ্য স্বীয় সমগ্র সৈন্যদল শত্রু দলের অধ্যুষিত স্থানের সম্মুখে সমবেত করিয়া, আগামী কল্য উভয় পক্ষের জয়-পরাজয়-সূচক ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু অদ্যই উভয় সেনা দলের মধ্যে সাধারণ ভাবে যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। গ্রীক্ সেনা দল নিতান্ত সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত ছিল। ফারসালার সম্মুখস্থ ময়দানে ৪ মাইল প্রশস্ত; আর উহার মধ্যস্থল দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। ময়দানের উত্তর দিকে অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণী বিদ্যমান; আর উত্তর দিক হইতে আসিবার রাস্তা উহার বিপরীত দিকে ছিল। গ্রীক্ সেনা দল, তুর্কী সৈন্যের আক্রমণ-প্রতীক্ষায় এই পাহাড় শ্রেণীর উপর খুব সুদৃঢ় মুরুচায় অবস্থিতি ছিল। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ টার সময় এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষের অগ্রবর্ত্তী সেনা দলের মধ্যে এক বা দুট

সঙ্ঘর্ষ হইবার পর, গ্রীক্ তোপখানা সমূহ অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ করে; এবং উহাদের নিক্ষিপ্ত গোলা সকল যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে পতিত হইতে থাকে। কিন্তু তুর্কিগণ শত্রু দলের অগ্নি বর্ষণের সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়া, বিস্ময়কর নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সহিত সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সময় গ্রীক্দিগের একটি গুরুতর ভুল হইয়াছিল। তাহারা পাহাড়ে অবস্থিত থাকিয়া দৃঢ়তার সহিত শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, খোলা ময়দানে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইল। ঐ ময়দান সকল দিক দিয়াই তুর্কী তোপ সমূহের পাল্লার মধ্যে ছিল। অবশ্য গ্রীক্ পদাতি সৈন্য দলের এক কোম্পানি প্রশংসিত রূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিপুল শত্রু-বাহিনীর সহিত মহা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সাহায্যার্থ অপর কোনও সৈন্য দল উপস্থিত না হওয়াতে, তাহাদের এই বিস্ময়কর বীরত্ব কোন কার্য্যকরীই হইল না। অগত্যা তাহাদিগকেও আক্রমণকারী সৈন্য দলের সম্মুখ হইতে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইল। গ্রীক্গণ বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত পশ্চাদগমন করিতে, এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সেনা দল তাহাদিগকে যথোচিত রূপে রক্ষা করিতে লাগিল। এই পশ্চাদ্ভাগস্থ গ্রীক্ সৈন্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রয় স্থানের উপর অবস্থিতি করিয়া, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তুর্কী সেনা দলের অগ্র-গতি রোধ করিতেছিল। তুর্কিগণ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সাহস ও বীরত্ব প্রভাবে দৃঢ়তা ও দ্রুত গতির দ্বারা সফলতা লাভ করিতেছিল। কিন্তু উভয় পক্ষের এই সকল যুদ্ধ অতি অল্প কাল মাত্র স্থায়ী ছিল। গ্রীক্গণ সাধারণতঃ সোজা ভাবে

দণ্ডায়মান হইয়া বন্দুক ফায়ার করিতেছিল। অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই হাঁটু গাড়িয়া বা ভূ-পৃষ্ঠে শুইয়া পড়িয়া গুলি চালাইয়াছিল। গ্রীকগণ পাহাড় শ্রেণী পরিত্যাগ করিবামাত্র তুর্কিগণ তথায় আপনাদের বিরাট কামান সকল স্থাপন পূর্ব্বক, শত্রু সেনা দলের উপর ভীষণ ভাবে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল; এবং মহাপ্রলয় কাণ্ডের সূচনা করিল। ঐ সময়ের দৃশ্য একদিকে বড়ই হৃদয়-বিদারক—পক্ষান্তরে বিশেষ জাঁকজমক বিশিষ্ট ছিল। পলায়মান সৈন্যদল সকল দিক্ হইতেই ময়দানের মধ্যস্থিত প্রস্তর নির্ম্মিত সেতুর দিকে প্রধাবিত হইতেছে; নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য. এই সেতুটীই একমাত্র অবলম্বন। গ্রীক্‌দিগের জন-স্রোত, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত জল স্রোতের ন্যায় একই স্থানে সমবেত হইতেছিল; আর তুর্কী ব্যাটারি গুলি সেই প্রবল জন-প্রবাহের উপর উপর্য্যুপরি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সকল গোলা যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে পতিত হইয়া, গ্রীক্ সেনা দলের মহাসংহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। ময়দানের মধ্যস্থলে নদীর উত্তর তটে ওয়াসিলি নামক গ্রাম খানি অবস্থিত। ঐ স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত, এক প্রবল গ্রীক্ সেনা দলের প্রবল সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। গ্রীকগণ এক পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত ছিল; শত্রু দল (তুর্কিগণ) নিকটে পঁহুছিবামাত্র তাহারা অনর্গল ভাবে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তুর্কী সৈন্যগণ সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিল না। তাহারা আপনাদের পংক্তি (শ্রেণী বা কাতার) বিস্তৃত করিবার জন্যও এক মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব করিল না। তাহারা তাহাদের

স্বভাবসিদ্ধ সাহস ও নির্ভীকতার সহিত বিক্রান্ত সিংহের ন্যায় সোজা ভাবে গমন করিতে লাগিল। ইহার ফল এই হইল যে, একটি মাত্র গুলি না চালাইয়া, শুধু এই ভাবে গমন করিয়াই তুর্কি-সৈন্যগণ গ্রামখানি দখল করিয়া লইল। গ্রীকগণ তুর্কীদিগের ঈদৃশ সাহস ও বিক্রম দেখিয়া এমনই ভীত হইয়া পড়িল যে, তুর্কী সৈন্য তাহাদের নিকটবর্ত্তী হওয়া পর্য্যন্তও তাহারা অপেক্ষা করিল না—সকলেই দ্রুত পদে পশ্চাতে হটিয়া গেল। অজস্র গুলি বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া তুর্কীদিগের ঐরূপ বীর-বিক্রমে অগ্রসর হওয়া অবশ্যই এক অতুলনীয় আড়ম্বর পূর্ণ সুন্দর দৃশ্য ছিল।

খৃঃ পূঃ ৪৮ অব্দে এই যুদ্ধক্ষেত্রেই রোমীয় মহাবীর জুলিয়স্ সিজার ২৩০০০ হাজার সৈন্য লইয়া, পম্পী ও তাঁহার ৫২ হাজার সৈন্যকে শোচনীয় রূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অধিকাংশ গ্রীক্ সৈন্য যুদ্ধে যোগদান না করিয়া, ৫ই মে রাত্রিকালে ডোমকোসে হটিয়া গেল। ডোমকোস ফারসালা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে, একটি মহা দুর্ভেদ্য ও এক প্রকার অজেয় স্থান। ফারসালায় তুর্কিগণ ৪টি তোপ, বিপুল রণ-সম্ভার এবং প্রভূত রসদাদি হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে তুর্কীদিগের অন্যূন ৩০০ শত ও গ্রীক্‌দিগের ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের বিবরণ মিঃ মণ্টগমারী বেশ বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—যাহা ১০ই মে তারিখের "ষ্টাণ্ডার্ড" পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণনার মর্ম্মানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

তাতারি—বৃহস্পতিবার। এই গ্রাম খানি বঙ্গলর ও

ফারসালার মধ্যবর্ত্তী উক্ত অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণীতে অবস্থিত—যাহা লারিসার বিস্তৃত প্রান্তরকে ত্রিথালার ময়দান হইতে পৃথক্ করিতেছে। গত কল্য প্রত্যুষে তুর্কী সৈন্যগণ ৩ দলে বিভক্ত হইয়া, ফারসালার দিকে অগ্রসর হইল। জেনেরল হাম্‌দি পাশার ডিভিজান মধ্যস্থলে ছিল, ঐ সৈন্যদল 'স্থরমকল্ল' এর পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। জেনেরল মমহুহ্‌ পাশা বাম ভাগে ছিলেন। তৎ পরিচালিত সৈন্যদল 'বকর-আন্‌সি' হইয়া গমন করিতে লাগিল। আর জেনেরল নেশাত পাশার সৈন্য দল দক্ষিণ ভাগে ছিল, তাহারা বোগলারের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। জেনেরল খাএরী পাশা ১ম ডিভিজান সৈন্য লইয়া, ময়দদান দিয়া অনেক দূর অগ্রে চলিয়া গিয়াছিলেন। আর পূর্ব্বোক্ত বাহিনী চতুষ্টয়ের অগ্রসর হইবার সময় 'মুফায়েজ' এর নিকটে পঁহুছিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই ছিল যে, প্রথম দিন গ্রীক্‌ সৈন্য দলকে, তাহাদের প্রথম অবস্থান-স্থান হইতে নদীর দিকে বিতাড়িত করিয়াই, নিরস্ত হওয়া যাইবে; এবং সমুদায় সৈন্য দল একত্রিত হইলে যুদ্ধারম্ভ করা হইবে। কিন্তু গ্রীক্‌গণ পশ্চাতে হটিবার কালে এরূপ দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করিল যে, তুর্কী সৈন্যগণ বিনা বাধায় অবিশ্রান্ত ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। তুর্কিগণ গ্রীক্‌দিগের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিবার জন্য বড়ই উৎসুক ছিল; সুতরাং তাহারা দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে এই পশ্চাদ্গমন ও পশ্চাদ্ধাবন-ব্যাপার প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইল; এবং তুর্কিগন গৌরবান্বিত রূপে জয়শ্রীর অধিকারী হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে ফারসালা নগরও তাহাদের হস্তগত হইয়া

পড়িল। দুই দলে বিভক্ত গ্রীক্ সেনা দল এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। গ্রীক্গণ দ্রুত ভাবে পলায়ন কালে যে সকল যুদ্ধ সামগ্রী ও রসদাদি ফেলিয়া গিয়াছিল, তত্তাবৎই বিজয়ী তুর্কী সৈন্যদিগের হস্তগত হইল। সর্ব্বাগ্রে জেনেরল মমতুহ্ পাশার সহিত শত্রু দলের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। 'করাঃদমরসি' হইতে ৩ মাইল ও ফারসালা হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে, ত্রিথালার ময়দানের প্রান্ত দেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর গ্রীক্ সেনা দল অবস্থান করিতেছিল। বেলা ৯॥০ টার সময় তুর্কী গোলন্দাজগণ তোপ সমূহ দ্বারা গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। কিন্তু গ্রীক্গণ অতি সত্বরে আপনাদের ব্যাটারি গুলি পশ্চাতে হটাইয়া লইয়া যায়। বেলা ১০ টার সময় তুর্কী সেনাপতি জেনেরল মমতুহ্ পাশা করাঃদমরসি অধিকার করিয়া লইলেন। এক্ষণে উভয় পক্ষের পদাতিক সেনা দল পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে গুলি চলিল। গ্রীক্গণ 'তকয়্যা' ও উহার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য জঙ্গল ভূমিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অবস্থিত ছিল। তিন ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর আমি তুর্কীদিগকে উক্ত পাহাড়ের শৃঙ্গ দেশ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে দেখিলাম। গ্রীক্দিগকে তথা হইতে একেবারেই পশ্চাতে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমিও অগ্রসর হইয়া, গ্রীক্দিগের পরিত্যক্ত স্থানে উপস্থিত হইলাম। আমি পাহাড়ের শীর্ষ দেশ হইতে ফারসালার সমতল ময়দান (যাহা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল) খুব সুন্দর রূপে দেখিতে পাইলাম। ফারসালা নগর ঠিক আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছিল। ঐ সময় ৩টা বাজিয়াছিল। তৎকালে তুর্কীদিগের

৩ ডিভিজান সৈন্যই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অপর দুই সেনাপতি অপেক্ষা জেনেরল নেশাত পাশার সম্মুখে গ্রীক্ সৈন্য দলের সংখ্যা অনেক অধিক—অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ সেই ভীতি-বিহ্বল গ্রীক্ সেনা দল খুব কম প্রতিবন্ধকতাচরণই করিয়াছিল।

তাতারী এবং উহার আশ পাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক্ সেনাদল, হাম্‌দি পাশার সহিত প্রশংসনীয় রূপ যুদ্ধ করিয়াছিল। আমি এই পত্র ঐ স্থান হইতেই লিখিতেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক্ সেনা দলের বীর-বিক্রমে, গ্রীক্‌দিগের অবশিষ্ট সৈন্য দল গাছগুনারির দিকে—যাহা নেশাত পাশার সম্মুখ ভাগে ছিল—পশ্চাতে হটিয়া যাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তাতারী হইতে এক পল্টন সৈন্য পশ্চাতে হটিয়া আনিপিয়াস নদীর সেতু পার হইয়া গেল। কিন্তু অবশিষ্ট সেনা দল (যাহাদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার ছিল) ইন্‌রুই নদীর তটবর্ত্তী ময়দানের উচ্চতর ভূ-খণ্ড শেষ পর্য্যন্ত অধিকারে রাখিয়াছিল। এই স্থানের ময়দানে পাহাড়াদি কিছুই ছিল না। যদিও সময় সময় ধূম রাশির জন্য দৃষ্টিরোধ হইতেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাই সুস্পষ্ট রূপেই দেখিতে পাইতেছিলাম। গ্রীক্ সৈন্যগণ ময়দানের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে শুধু রাইফলের অগ্নি বর্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিত, যখন তুর্কীদিগের ভীষণ কামান সকল গর্জ্জিয়া উঠিত, স্ফোটনোন্মুখ বিরাটাকার গোলা সকল যখন তাহাদের পংক্তি মধ্যে গিয়া পতিত হইত, এবং তুর্কী সৈন্যগণ প্রবল বেগে অগ্রসর হইয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইত, তখন তাহারা আপনাদের অধ্যুষিত গ্রামগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পশ্চাতে হটিয়া যাইত। যেখান হইতে তুর্কী পদাতিক সৈন্যদল

গ্রীক্‌দিগকে বিতাড়িত করিত, উহার আশে পাশে কোথাও গ্রীক্‌গণ পুনরায় দলবদ্ধ হইলে, তুর্কী ব্যাটারি গুলি পাহাড়ের উপর স্থাপিত হইয়া, সেই সকল গ্রীক্ সৈন্যের উপর ভীষণ ভাবে গোলা বর্ষণ করিত। যে গ্রামে গ্রীক্‌গণ অবস্থিত ছিল, একটি পার্ব্বত্য তোপ খানা সেই দিকে ভীষণ ভাবে বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছিল। পক্ষান্তরে গ্রীক্ তোপ গুলিও তুর্কী তোপ সমূহের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের গোলা বর্ষণ নিতান্তই নিষ্ফল হইতেছিল। তাহাদের প্রায় গোলাই বিদীর্ণ না হইয়া, নরম মৃত্তিকা মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়া যাইত। কিন্তু গ্রীক্‌গণ যদিও ক্রমাগত পশ্চাতে হটিতেছিল, এবং তুর্কী ব্যাটারি সমূহ (যাহা হইতে কতক কতক শরাপনল গোলাও চালান হইতেছিল) তাহাদের উপর ক্রমাগত ভীষণ ভাবে গোলা বর্ষণ করিতেছিল—আর তাহাদিগের শোচনীয় রূপ ধ্বংস সাধন করিতেছিল; কিন্তু পশ্চাদ্গমন কালে গ্রীক্ সেনা দলের মধ্যে বিশৃঙ্খল ভাব এবং পলায়নের ভাব কিছু-মাত্র দেখা যাইতেছিল না। তাহারা প্রশংসনীয় রূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সাবধানে পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছিল। তুর্কী ডিভিজান এক্ষণে 'ওয়াসিলি' গ্রামে অবস্থিত বিরাট গ্রীক্ সেনা দলের দিকে, অগ্রসর হইতেছিল। আর কয়েক ব্যাটারি তোপ, আক্রমণ কার্য্যে তাহাদের যথোচিত সহায়তা করিতেছিল। কিন্তু এ সময়ে গ্রীক্‌দিগের যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছিল। তুর্কী সেনা দল ঐ দিকে অগ্রসর হইতেই, উহারা শীঘ্র শীঘ্র কয়েক বার মাত্র বন্দুক ফায়ার করিয়া, ময়দানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আনিপিয়াস্ নদীর উপরিস্থ সেতুর দিকে পশ্চাদ্গমন করিল।

ঐ সেতু পার হইবার সময় তুর্কী কামান সমূহের ভীষণ গোলাঘাতে সম্ভবতঃ তাহাদিগকে নিদারুণ ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল বটে; কিন্তু তুর্কী পদাতিক সৈন্যগণ ফারসালার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে ফারসালার উপর শুধু ঐ পদাতিক সেনা দলই গুলি বর্ষণ করিতেছিল না—বরং তোপ সমূহও উপর্য্যুপরি গোলা বর্ষণে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু অতঃপর ধীরে ধীরে অগ্নি বর্ষণ বন্ধ হইল। ইতিমধ্যে কতিপয় তুর্কী সৈন্য (যাহারা বহু দূর অগ্রে চলিয়া গিয়াছিল), সংবাদ আনয়ন করিল যে, গ্রীকগণ শহর পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তুর্কিগণ নগরে প্রবেশ করিল; এবং গ্রীকদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনা দলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক, নগর হইতে তাড়াইয়া দিল। তুর্কী সৈন্যগণ এরূপ অমানুষিক বীরত্ব সহকারে দৃঢ় ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল যে, তাহাদের সম্মুখীন হওয়া কোনও রূপেই সম্ভবপর ছিল না। তাহাদের দ্বারা কোনও প্রকার অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, [illegible] বা অনিয়মিত সত্বরতা প্রকাশ পায় নাই। বরঞ্চ দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহারা একই রূপ অবিশ্রান্ত ভাবে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। যদিও শত্রু পক্ষের গুলি এবং সেল গোলা সকল সাধারণতঃ তাহাদের পংক্তি মধ্যে পতিত হইয়া, গমনে বাধা জন্মাইতেছিল, কিন্তু তাহারা এই বাধায় এমন ভাবে উপেক্ষা করিয়া, এরূপ নীরবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত গমন করিতেছিল যে, তদ্দর্শনে বোধ হইত, শত্রু পক্ষের গুলি-গোলা বর্ষণে তাহারা যেন আদৌ ভ্রূক্ষেপই করিতেছে না। বরঞ্চ

তাহারা যেন এ সংবাদই অবগত নহে যে, তাহাদের উপর গোলা বর্ষণ হইতেছে। এরূপ অসম সাহসিক অতুলনীয় বীর জাতির সম্মুখে কোন শত্রু পক্ষ তিষ্ঠিতে পারে? গ্রীক্‌গণ প্রথম প্রথম ভাল রূপ যুদ্ধ করে নাই। উহাদের সৈন্য-সমাবেশ স্থান কেবল যে স্বাভাবিক রূপে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ়ই ছিল—তাহা নহে; মুরুচাদি নির্ম্মাণ দ্বারা তাহারা উহা অধিকতর সুরক্ষিত ও দুরতিক্রম্য করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু উহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্যতার সহিত তুর্কীদিগের অগ্র গমনে বাধা প্রদান করিয়াছিল। অপিচ তাহারা ময়দানে যাইয়া (যেখানে তাহারা তুর্কী তোপ-নিঃসৃত গোলা সমূহের পাল্লার মধ্যে ছিল) অপেক্ষাকৃত অধিক সাহস, দৃঢ়তা ও বীরত্বের সহিত আপনাদের অধ্যুষিত স্থান সমূহে অবস্থিত ছিল। এমন কি, কোন কোন সেনা দল এমনই দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেছিল যে, তাহাদের কল্যাণে অবশিষ্ট সৈন্যগণ সুশৃঙ্খল ভাবে নিরাপদে পশ্চাদ্গমন করিতে সক্ষম হয়।

ফারসালা—বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন কাল। হাম্‌দি পাশার সমগ্র ডিভিজান আজ ভোর ৬টার সময় "ফারসালা" নগরে প্রবেশ করিয়াছে। মার্শাল আদহাম পাশা স্বীয় ষ্টাফ্ সহ ১১টার সময় নগরে প্রবেশ করেন। নগর একেবারে জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল। নগরের অধিবাসীদিগের অধিকাংশ ২।৩ দিন পূর্ব্বে—আর অবশিষ্ট সকলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র সম্ভবতঃ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। কারণ লারিসার ন্যায় এখানে এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, অধিবাসিগণ নিতান্ত ব্যস্ততা ও ভীতি-বিহ্বলতার সহিত

পলায়ন করিয়াছে। গ্রীক্‌গণ যে সকল আহত সৈন্য পথে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের বাচনিক আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, গ্রীক্‌গণ নগরে প্রবেশ করিয়াই পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করে। তুর্কীদিগের শরাপনল ও শেল গোলা সমূহ তাহাদিগকে এমনই ভীতি-বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাহারা নগরে ক্ষণকাল মাত্রও তিষ্ঠিতে সাহস করে নাই; সুতরাং তাহারা একেবারে ডোমোকোসের দিকে হটিয়া যায়। পলায়মান গ্রীক্‌গণ শহরে ২৮০০ শেল গোলা, বিস্তর রাইফলের কার্ত্তুস্ (টোটা) এবং রাশিকৃত বিস্কুট ফেলিয়া গিয়াছিল। তুর্কিগণ ঐ সকল শেল গোলা দ্বারা আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে। কারণ, তাহাদের তোপ গুলির আকার প্রকার অবিকল গ্রীক্ তোপ সমূহের অনুরূপ।

এ কথা নিশ্চিত রূপে বুঝা যায় যে, গ্রীক্‌গণ পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল না। কারণ, ফারসালা নগর ও উহার আশে পাশে তাহারা নিতান্ত মজবুত ও দুর্ভেদ্য মুরুচাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত নগরের নিকটস্থ পাহাড় সমূহের উন্নত শৃঙ্গোপরি এরূপ ভাবে তোপ সমূহ স্থাপন করা হইয়াছিল, যদ্দারা নগরের সমুদায় রাস্তা ও গমনাগমনের পথ সকলের উপর অতি ভীষণ ভাবে অনল-বৃষ্টি করা যাইতে পারে। ফলতঃ আক্রমণকারী সেনা দল ভীষণ ক্ষতি সহ্য না করিয়া, গ্রীক্ সেনা দলের আশ্রয় স্থান কখনও অধিকার করিতে পারিত না। গ্রীক্‌দিগের এইরূপ অকস্মাৎ পশ্চাদ্গমনের কারণ আমি এরূপ অনুমান করি যে, গ্রীক্ সৈন্যগণ সে সময়ে এমনই ভীতি-বিহ্বল ও ভগ্নমনাঃ হইয়া পড়িয়াছিল

যে, অতীব সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করিয়াও, তাহারা বিজয়োন্মত্ত তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় নাই। ফলতঃ ফারসালা তাহাদের হস্তচ্যুত হওয়াতে, ভলেষ্টিনো নগর রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। আর এ কথা ধ্রুব সত্য যে, যদি তাহারা ভলেষ্টিনো নগর শীঘ্র শীঘ্র শূন্য করিয়া, পূর্ব্ব দিকস্থ রাস্তা অবলম্বনে দক্ষিণে হটিয়া না যাইত, তবে তাহাদিগকে উৎসন্ন হইতে রক্ষা করিবার অন্য কোনই উপায় ছিল না।

গত কল্যকার যুদ্ধে মার্শাল আদহাম পাশার প্রধান ষ্টাফ্ অফিসার মহাবীর সয়ফুল্লা পাশা অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যখন করাঃদমরসির সম্মুখস্থ পাহাড়োপরি ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন তিন দল আল্‌বেনীয় সৈন্য অসম সাহসিকতার সহিত গ্রীক্ সেনা দলকে আক্রমণ করে; তদুত্তরে গ্রীক্‌দিগের তোপ সমূহ ও রাইফল সকল তাহাদিগের প্রতি মূষলধারে গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। গ্রীক্‌দিগের সেই অজস্র গোলা-গুলি বর্ষণে আল্‌বেনীয় সৈন্যদিগের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা পশ্চাতে হটিয়া যাইবে—এমন সময় মহাবীর সয়ফুল্লা পাশা, অশ্বারোহী সেনা দলের পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন; এবং সেই পরাজয়োন্মুখ সেনা দলের পরিচালন-ভার স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক, সেনা দলের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করত, তাহাদিগকে স্বস্থানে অটল রাখিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। আবার ঐ দিনই কিছুক্ষণ পরে 'বরকলি' গ্রাম আক্রমণ কালে পাশা মহোদয়

অগ্রসর হইয়া, আল্‌বেনীয় সৈন্য দলকে সম্মুখের দিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

ফারসালা, ভলেষ্টিনো ও ভোলো নগর তুর্কীদিগের অধিকৃত হওয়াতে, গ্রীক্ সেনা দলের যাতায়াতের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত ভোলো বন্দর গ্রীক্‌দিগের সমুদ্র তটবর্ত্তী প্রধান আড্ডা ছিল; এবং সমুদায় যুদ্ধ-সামগ্রী ও সাহায্যকারী সেনা দল সমুদ্র পথে ভোলোতে অবতরণ করাইয়া, তথা হইতে রেল যোগে ভলেষ্টিনোর পথে লারিসা, ত্রিখালা ও ফারসালায় পাঠান হইত। এক্ষণে এরূপ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল; এবং লামিয়া অর্থাৎ উহার বন্দর ষ্টাইলুডা (যে গ্রীক্ সেনা দল হালমিরুসের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ডোমোকোস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহাদিগের পক্ষে) গ্রীক্‌দিগের নূতন সামুদ্রিক আড্ডায় পরিণত হইল। কিন্তু লামিয়ার সহিত কোনও রেলওয়ে লাইনের সংযোগ ছিল না। উপস্থিত সময়ে এই প্রদেশ নিতান্ত দুর্গম এবং দুরতিক্রম্য ছিল—যদ্দ্বারা গ্রীক্‌দিগকে ৫ই মে তারিখের পর রণ-সম্ভার ও রসদাদি প্রেরণে সম্ভবতঃ বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পক্ষান্তরে সমুদায় রেলওয়ে লাইন হস্তগত হওয়াতে, মার্শাল আদহাম পাশার পক্ষে রণ-সম্ভার ও রসদাদি প্রেরণের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়।

গ্রীক্‌গণ ফারসালা ও ভলেষ্টিনোতে পরাস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, হালমিরুস ও ডোমোকোসে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয় ভলেষ্টিনো হইতে হালমিরুস ২০ মাইল দক্ষিণে, এবং ডোমোকোস্ ফারসালা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে—লারিসা ও লামিয়ার

প্রধান রাজবর্ত্মের উপর অবস্থিত। হালমিরুস হইতে ডোমো-কোস সোজা সুজি ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী।

মার্শাল আদহাম পাশার শেষ অগ্র গমনের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ডোমোকোস ও হালমিরুসের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক, গ্রীক্ সেনা দলকে দুই দলে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন। প্রধান সেনাপতি, গ্রীক্ যুবরাজের সমুদায় সেনা দলের পলায়ন-পথ রোধ করিবার জন্য, ডোমোকোসের দক্ষিণ দিক্ হইয়া, তাহার পশ্চাদ্দিকে 'ফুরকা' গিরি-সঙ্কটের নিকটবর্ত্তী লামিয়ার রাস্তাটি অধিকার করিতেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জেনেরল স্মোলনস্কি হালমিরুসে এবং প্রধান গ্রীক্ সেনানী যুবরাজ ডিউক অব স্পার্টা ৩৫০০০ সৈন্য সহ ডোমোকোসে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে গ্রীক্গণ উৎকৃষ্ট স্থান নির্ব্বাচন করিতে, এবং ঐ সকল স্থানকে উপযুক্ত রূপ সুরক্ষিত ও মুরুচাবন্দি করিতে বাস্তবিক যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও সুদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। উহাদের মধ্যে যেরূপ ইঞ্জিনিয়ারি কার্য্য-পটুতা দৃষ্ট হইয়াছিল, যদি উহার সিকি পরিমাণ সাহস ও বীরত্ব বিদ্যমান থাকিত, তবে যুদ্ধের পরিণাম ফল বোধ হয় তাহাদের পক্ষে এত শোচনীয় হইত না।

৬ই মে তারিখে ভলেষ্টিনো-ফারসালা লাইন হইতে গ্রীক্গণ বিতাড়িত হইবার পর, তুর্কিগণ পুনরায় যুদ্ধে বিরত হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত থাকি-বার এরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ সময়ে কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে উপর্য্যুপরি বিভিন্ন রূপ আদেশ আসিতেছিল। কাহা-রও মতে বারুদ গোলার অভাবই এরূপ ভাবে যুদ্ধ-নিবৃত্তির

কারণ। আবার কেহ কেহ ইহা তুর্কীদিগের স্বভাবসিদ্ধ ঔদাস্য ও শৈথিল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমার মতে এই সময়ের যুদ্ধ বিরাম (৫ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ স্থগিত ছিল) সম্ভবতঃ সন্ধি-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবাদি স্থিরতর হওয়ার জন্যই হইয়াছিল। বোধ হয়, এই সময় হইতেই তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। এম, রেমালিস আমাকে ১৬ই মে তারিখে বলিয়াছিলেন যে, শক্তিপুঞ্জ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যদি গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা সন্ধি স্থাপন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত আছেন। এ কথার পরিষ্কার অর্থ এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট গোপনে শক্তিপুঞ্জের নিকট সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে মধ্যস্থতা করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুতরাং এ কথা অসম্ভব নহে যে, শীঘ্র সন্ধি স্থাপন হওয়া সম্ভবপর বলিয়া, তুর্কী গবর্ণমেণ্ট বৃথা শোণিতপাতে অনিচ্ছুক হইয়া, স্বীয় প্রধান সেনাপতিকে আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ ফারসালা হইতে ১৫ই মে তারিখে তুর্কী সৈন্য দল ডোমোকোসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

তুর্কিগণ যুদ্ধে বিরত থাকাতে, গ্রীক্গণ সেই সুযোগে ডোমোকোস নগরকে, মানুষের বুদ্ধি-কৌশলে যতদূর সম্ভবপর হইতে পারে, তদ্রূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিয়া লইল। সুতরাং এক্ষণে উহা অধিকার করা সহজ ব্যাপার ছিল না। ১২ই মে তারিখে জেনেরল হাক্কি পাশা ভলেষ্টিনো হইতে দক্ষিণ দিকে হালমিরুসাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গ্রীক্ সেনানী জেনেরল

স্মোলনস্কি এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই উহা ছাড়িয়া গেলেন। কিন্তু তিনি সংবাদ-পত্র সমূহে এই মর্ম্মের টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন যে, আমি স্বেচ্ছায় হালমিরুস পরিত্যাগ করি নাই; উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষদিগের আদেশেই আমি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তুর্কী সেনা দলের হালমিরুসের দিকে অগ্রসর হইবার সময়, এক দূরবর্ত্তী চৌকির গ্রীক্ অশ্বারোহিগণ, আমার বন্ধু মিঃ মণ্টগমারী ও ব্যারণ ক্রিগলিষ্টনকে বন্দী করিয়া বড়ই অপমান করিয়াছিল। যাহা হউক, জেনেরল স্মোলনস্কি হালমিরুস হইতে নামিয়া ও সুরপির দিকে (যে স্থান হাল-মিরুস হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত) হটিয়া গেলেন। ওদিকে ১২ই মে তারিখে ইপারইরসস্থ তুর্কী সেনা দলের একাংশ 'মস্তযোদো' হইতে থেসালির পশ্চিমাংশে প্রবেশ পূর্ব্বক, ত্রিখালায় আসিয়া ইস্‌লাম পাশার সহিত সম্মিলিত হইল। ইস্‌লাম পাশা, মার্শাল আদহাম পাশার অধীনস্থ সেনা দলের সর্ব্ব দক্ষিণ (ডান) ভাগের সেনানী ছিলেন। এই সময় মার্শাল আদহাম পাশা উভয় সুবার (মাসিডোনিয়া ও ইপাইরস) বিশাল ওস্‌মানীয় সেনা দলের সর্ব্ব প্রধান সেনানীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের বিরামাবস্থায় দশ দিন কাল দক্ষিণ থেসালিতে রসদের অভাবে তুর্কী সৈন্যদিগকে বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আবার গ্রীক্ সেনা দল আনিপিয়াস নদীর দক্ষিণ দিকস্থ জন-মানব বিহীন পর্ব্বতাকীর্ণ প্রদেশে হটিয়া যাওয়াতে, তুর্কিদিগের অপেক্ষা তাহাদিগকে রসদের অভাব ও অসুবিধা আরও অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আদহাম পাশার শেষ পেশকদমি (ধাওয়া)—

ওস্মানীয় প্রধান সেনানী মার্শাল আদহাম পাশার অধীনে তৎকালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ৫ ডিভিজান সৈন্য ফারসালায় উপস্থিত ছিল। জেনেরল হায়দর পাশা, ৪র্থ ডিভিজান সহ মেলুনা হইতে আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন। মমদুহ্ ও হাম্দি পাশা ৩য় ও ৫ম ডিভিজান সেনা দল লইয়া, ভলেষ্টিনো ও ভোলো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আর খাএরী ও নেশাত পাশা, প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিজান সহ, ৫ই মে হইতে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই ৫টি ডিভিজানে তোপখানা ও অশ্বারোহী সেনা দল সহ সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫০০০ সৈন্য ছিল। গ্রীক্ সেনা দলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য জেনেরল হাক্কি পাশার দক্ষিণাভিমুখে (হালমিরুসের দিকে) অগ্রসর হওয়া প্রথম কার্য্য ছিল। মার্শাল আদহাম পাশা এরূপ মনে করিয়াছিলেন না যে, জেনেরল স্মোলনস্কি এত শীঘ্র পশ্চাতে হটিয়া যাইবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হাল্মিরুস ও ডোমোকোসের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক, হাম্দি পাশা গ্রীক্ যুবরাজ ও জেনেরল স্মোলনস্কির মধ্যস্থলে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত, হাক্কি পাশা জেনেরল স্মোলনস্কির সৈন্য দলকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিতে পারিবেন। মমদুহ্ পাশা ১৫ই মে তারিখে ফারসালা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ১৬ই তারিখে তিনি সাধারণ ভাবে অগ্রগমন করিবার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ৫টি ডিভিজানের সৈন্যগণকেই ফারসালায় গণনা করা হইয়াছিল; তৎপর অশ্বারোহী সেনা দলকে সম্মুখ ভাগে অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য প্রেরণ করা হয়। সমগ্র সেনা

দল অপরাহ্ণ ৭টার সময় দক্ষিণাভিমুখে রওয়ানা হইল। সৈন্য-গণ ক্রমাগত ৫ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত গমন পূর্ব্বক, ডোমো-কোসের ৫ মাইল দূরে রাত্রি যাপন করিয়াছিল। মিঃ বিগহাম বলেন, প্রথমতঃ রাত্রিকালেই শত্রু সেনা দলকে আক্রমণ করা স্থির হইয়াছিল; কিন্তু পরে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়।

তুর্কী সৈন্য দলের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই আমি প্রাতরাশ সমাপন পূর্ব্বক, ৬টার সময় পুনরায় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলাম। আক্রমণকারী সৈন্যগণকে নিম্ন-লিখিত রূপ প্রণালীতে স্থাপন করা হইয়াছিল। মমদুহ্ পাশা ডোমোকোসের ৬ মাইল দূরে পূর্ব্ব দিকে—অর্থাৎ বিশাল তুর্কী সেনা দলের সর্ব্ব-শেষ বাম ভাগে ছিলেন। তাঁহার কিছু দূরে হাম্দি পাশার ডিভিজান ছিল; তাঁহার প্রতি গ্রীক্ সেনা দলের দক্ষিণ বাহু বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবার জন্য, এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল যে, তিনি যেন ডোমোকোসের ৩।৪ মাইল পশ্চিম দিয়া গমন পূর্ব্বক, গ্রীক্‌গণের লামিয়ার দিকে পলায়ন করিবার পথ রোধ করেন। ইহার পর নেশাত পাশার ডিভিজান ডোমোকোসের ঠিক সম্মুখ ভাগে অবস্থান করিতেছিল। নেশাত পাশার অধীনে, ইস্‌লাম পাশার পরিচালনাধীনে, এক ব্রিগেড্ নেজাম সৈন্য ছিল; এই নেজাম সৈন্য দল আড্রিয়নোপল হইতে আগ-মন করে। এই সেনা দল নবাবিষ্কৃত মাসর রাইফল বন্দুক দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। নেশাত পাশা ও হাম্দি পাশার ডিভি-জানের দুই মাইল পশ্চাতে জেনেরল হায়দর পাশা স্বীয়, অধীনস্থ এক ডিভিজান সৈন্য লইয়া রিজার্ভ (রক্ষিত) সেনা দল রূপে অবস্থান করিতেছিলেন। সর্ব্ব শেষ দক্ষিণ প্রান্তে—অর্থাৎ

পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে, জেনেরল থাএরী পাশার ডিভিজান স্থাপিত হইয়াছিল।

ডোমোকোসের দুর্গ—

মিঃ বিগ্‌হাম ডোমোকোসের দুর্গের অবস্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—এক সুবিস্তৃত ও সুবিশাল উপত্যকা—যাহা এগার মাইল দীর্ঘ ও ছয় মাইল প্রশস্ত—উহার স্থানে স্থানে শস্য ক্ষেত্র বিরাজমান ছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ঘাস জন্মিয়াছিল। একটি উচ্চ পাহাড় ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড় শ্রেণীর সম্মুখ ভাগ স্বাভাবিক রূপে পর্য্যায়ক্রমে উন্নত হইয়া গিয়াছে। প্রধান রাজবর্ত্ম ঐ ক্রমোচ্চ পাহাড় শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ক্রমশঃ পাহাড়ের শিখর দেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সেই শিখর দেশে ডোমোকোস নগর ও উহার দুর্ভেদ্য কেল্লাটি অবস্থিত; আর সমগ্র ময়দানটি ঐ দুর্গের পাল্লার অন্তর্গত। এই নগর ও দুর্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য যে অতি মনোহর, সে বিষয়ে কোন কথাই নাই। কিন্তু সে সময়ে উহার স্বাভাবিক দৃঢ়তা, অপরাপর সকল বিষয়ের উপর সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। এরূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থান সম্ভবতঃ আত্ম-রক্ষার জন্য এ পর্য্যন্ত অনেক কম সংখ্যক সেনাপতির অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকিবে। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতলে, মুরুচার আড়ালে পদাতিক সৈন্য দল ৩ কিম্বা ৪ পংক্তিতে সন্নিবিষ্ট ছিল। মুরুচা গুলি সোজা থাকাতে, তথায় সৈন্যদিগের অবস্থান অনুভব করা যাইতেছিল। উহার পশ্চাতেই রিজার্ভ—অর্থাৎ রক্ষিত সৈন্য দল বহুসংখ্যক পরিমাণে দণ্ডায়মান ছিল। প্রত্যেক রঞ্জেলের পশ্চাতে তোপ সকল স্থাপিত ছিল—যাহার নাল গুলি

মুরুচার গবাক্ষ দ্বারা দৃষ্ট হইত। এইরূপ সৈন্য-সমাবেশ পাহাড়ের প্রত্যেক তল হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ পাহাড়ের উন্নত চূড়া পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সর্ব্বশেষে, সেই অজেয় ডোমোকোস দুর্গের বহিঃ-প্রাচীরে, ৪টা পর্ব্বত-বিদারী প্রকাণ্ড ও ভীষণ তোপ বসান হইয়াছিল। ডোমোকোস আক্রমণ কালে, তুর্কিদিগের পুনঃ পুনঃ গুরুতর রূপ ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু আমার নিকট এ বিষয়ের এরূপ উপযুক্ত প্রমাণ বিদ্যমান নাই, যদ্দ্বারা আমি এ কথা প্রমাণিত করিতে পারি যে (যদ্দ্বারা অতি অল্প মাত্র ফল লাভ এবং গুরুতর ক্ষতি সাধন হইয়াছিল), অমুক ব্যক্তি তজ্জন্য দায়ী। মার্শাল আদ্‌হাম পাশার কৌশল-পূর্ণ কার্য্য যথা নিয়মে এ ক্ষেত্রেও অতি উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তিনি এরূপ বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিলেন যে, হাম্‌দি পাশা ও মমদুহ্‌ পাশার অধীনস্থ সেনা দল, শত্রু পক্ষের পার্শ্বদেশ হইতে পশ্চাদ্দিকে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের পলায়ন-পথ রোধ করিবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিভাগীয় সেনাপতিদিগের কার্য্য-কলাপ সুফল লাভের অনুপযোগী দৃষ্ট হইয়াছিল। আবার ইঁহাদের মধ্যে এক জন নিতান্ত কঠিন ও ভয়ঙ্কর—পক্ষান্তরে এমন অস্বাভাবিক ভুল এই করিয়াছিলেন যে, ডোমোকোসের আকাশ-ভেদী উন্নত পর্ব্বত শিখর, এক ব্রিগেড্‌ মাত্র সৈন্যের সাহায্যে সম্মুখ দিক্‌ হইতে আক্রমণ করিয়া, অধিকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই আক্রমণ সম্বন্ধে অন্যূন ৩টি বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচ্য। ১। ইস্‌লাম পাশার ডিভিজানকে একাকী কেন এরূপ স্থান আক্রমণ করিতে অনুমতি দেওয়া হইল; ২। কেন এই ব্রিগেড্‌কে উপযুক্ত সংখ্যক পদাতি সৈন্য

ও তোপখানার দ্বারা সাহায্য করা হইল না; এবং উহাকে উহার অবস্থার উপর নির্ভর করিবার জন্য পরিত্যাগ করা হইল? ৩। থাএরী পাশা, নেশাত পাশার দক্ষিণ দিকে কেন চুপ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং শেষোক্ত সেনাপতিকে সাহায্য দান করিতে, কিম্বা গ্রীক্ সৈন্য দিগের লক্ষ্য বা মনোযোগ আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতে প্রসাস পাইলেন না? সঙ্গে সঙ্গে ৪র্থ প্রশ্ন ইহাও উপস্থিত হইতে পারে যে, হাম্‌দি পাশা কেন গ্রীক্ সেনা দলের দক্ষিণ বাহু আক্রমণ করিতে এরূপ অযথা বিলম্ব করিলেন। বরং এই পঞ্চম প্রশ্নও উথাপিত হইতে পারে যে, মমতুহ্ পাশা কেন লামিয়ার রাস্তা অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি ১৫ই তারিখে রওয়ানা হইয়াছিলেন; সুতরাং দোমির পথে সম্ভবতঃ ১৮ই তারিখে গ্রীক্‌দিগের পশ্চাদ্গমনের পথ হস্তগত ও অবরুদ্ধ করিতে পারিতেন। হাম্‌দি পাশার আক্রমণে বিলম্ব করা সম্বন্ধে মিঃ বিগহাম এই আপত্তি উথাপন করেন যে, তাঁহাকে অতি দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; তিনি এতৎ সম্বন্ধে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কোনও ত্রুটি করেন নাই। অবশেষে উক্ত পাশা মহোদয় সম্বন্ধে মিঃ বিগহাম নিম্ন-লিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন:—ইহা মাত্র হাম্‌দি পাশার ধীর ও মন্থর ভাবের অগ্র গমন ছিল—যদ্দ্বারা একই দিনে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়; এবং উভয় প্রতিপক্ষ দল ভীষণ লোক-সংহারক মহা আহব হইতে রক্ষা পায়। তিনি দ্রুত ভাবে ধাওয়া করিলে, উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইত।

এই যুদ্ধে জেনেরল হাম্‌দি পাশাই সর্ব্ব প্রথমে শত্রু সেনা

দলকে আক্রমণ করেন। তিনি প্রথমে তুর্কী সেনা দলের বাম ভাগের নিকটস্থ গ্রীক্ সৈন্যগণের দিকে, পুনরায় পাহাড়ের মধ্য-স্থল দিয়া দক্ষিণ দিকে কয়াংচালি অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার ডিভিজান একটু পরেই পার্ব্বত্য দরিপথ ও ঘাটির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া, অপরাহ্ন ৬টার সময় পুনরায় দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে অগ্নি বর্ষণের শব্দে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করা যাইতেছিল। খাএরী পাশা দক্ষিণ দিকে সোজা ভাবে অগ্রসর হইয়া, ডোমোকোসের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ নিম্নতম প্রদেশে—এক পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগে, একটি সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় স্থানে বেকার ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নেজাম সৈন্য দলের আড়ম্বর পূর্ণ বিস্ময়কর আক্রমণ—

হায়দর পাশা স্বীয় অধীনস্থ ৪র্থ ডিভিজানও রেজা পাশা গোলন্দাজ সৈন্য দল সহ ডোমোকোসের ৪ মাইল উত্তরে—নেশাত পাশার পশ্চাতে—রিজার্ভ অর্থাৎ রক্ষিত রূপে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। স্থূল কথা, যুদ্ধের সমগ্র বোঝা কেবলমাত্র নেশাত পাশার অধীনস্থ দ্বিতীয় ডিভিজান—বরং তাঁহারও একটি মাত্র ব্রিগেডের উপর পড়িল। এ ক্ষেত্রে সকলেই এক বাক্যে বলেন যে, ইহা নিতান্তই নির্দ্দয়তা-মূলক একটি ভুল ছিল; এরূপ বৃথা অনুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন ছিল না। এই কার্য্য দ্বারা অনর্থক শত শত বীর পুরুষের অমূল্য জীবন নষ্ট করা হইয়াছিল। ঘটনা এই যে, ক্ষুদ্র একটি যুদ্ধের পর ইস্‌লাম পাশার ব্রিগেড্, গ্রীক্ সেনা দলের অভিমুখে অগ্রসর হইল। এই ব্রিগেড্ ৬ পল্টন সৈন্য—অর্থাৎ আন্দাজ ৫০০০ মাত্র যোদ্ধৃ পুরুষ দ্বারা গঠিত ছিল। এই ব্রিগেডের তরুণ বয়স্ক

নেজাম সৈন্যগণ মাসর রাইফল দ্বারা সজ্জিত ছিল। প্রথমে গ্রীক্ মুরুচা হইতে প্রায় ২০০০ গজ দূরে এই সেনা দলকে দণ্ডায়মান করা হয়। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারা চক্রকার অবস্থা ছাড়িয়া, সুদীর্ঘ পংক্তির আকারে দণ্ডায়মান হইবামাত্র, গ্রীক্ তোপখানা সমূহ তাহাদের প্রতি ভীষণ শরাপনল গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই গোলা বর্ষণে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি সাধন হইল। এতদ্দৃষ্টে নেশাত পাশা দুইটি ব্যাটারি দ্বারা তাহাদের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। থাএরী পাশাও ঐ সময় এক ব্যাটারি দ্বারা কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব জাঁক জমক বিশিষ্ট পদাতি সেনা দলের জন্য (যাহারা নিঃশংসয়িত রূপে মৃত্যুর মুখে প্রেরিত হইয়াছিল), ময়দানে কোনও আশ্রয় স্থান বা আড়াল বিদ্যমান ছিল না। তত্রত্য ভূ-পৃষ্ঠও সমতল ছিল; উহার উপর কোনও কোনও স্থানে শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র মাত্র দৃষ্ট হইতেছিল। এই তরুণ বয়স্ক ওস্মানীয় সেনা দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, অসম সাহসে নির্ভর করত, সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। গ্রীক্ পক্ষ হইতে তোপের গোলা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে, রাইফলের গুলি বৃষ্টিও আরম্ভ হইল; এই উভয় প্রকারের অনল বর্ষণে তাহারা দলে দলে ভূ-পৃষ্ঠ আশ্রয় করিলেও, মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চলতা প্রকাশ করিল না—কিম্বা তাহাদের অগ্রগতি রোধ হইল না। মিঃ বিগহাম বলেন, একও বারও এই সেনা দলের শ্রেণী ভঙ্গ হয় নাই; উপস্থিত ভীষণ বিপদকে তাহারা যেন কোনও আমোদজনক ব্যাপার মনে করিতেছিল। বরং তাহারা এজন্য বড়ই

আনন্দিত হইয়াছিল যে, উপস্থিত আমোদ-জনক ব্যাপারে উহা-দিগকে সর্ব্বাগ্রে গমন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ এ, ষ্টিফেন্স্ এই অপূর্ব্ব বীরত্ব-মূলক আক্রমণ সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—তুর্কী সৈন্যগণ অগ্রসর হইবামাত্র, গ্রীক্ সেনা দল হইতে ভীষণ ভাবে অগ্নি-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দক্ষিণ, বাম এবং সম্মুখ দিকস্থ মুরুচাবলী হইতে বিস্ময়কর তেজের সহিত মুহুর্ম্মুহু বন্দুক ফায়ার হইতে লাগিল। এমন ঘন ঘন গুলি বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল যে, তদ্দর্শনে মানুষের মনে স্বতঃই এই ধারণার উদ্রেক হইত :—তুর্কী সেনা দল যে আত্ম-বলিদান করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে; উহারা মাসর রাইফল দ্বারা সজ্জিত নহে; বরং গ্রীক্গণ উহাদের অপেক্ষা সুসজ্জিত। মুরুচা গুলি, তোপ ও রাইফলের অগ্নি বর্ষণোৎপন্ন অগ্নি-শিখায়, বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইতেছিল; আর ধূমরাশি মেঘের ন্যায় উর্দ্ধে উঠিয়া, পাহাড়ের সম্মুখে পুঞ্জীকৃত হইতেছিল। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর বাধা স্বত্বেও, সেই তরুণ বয়স্ক অসম সাহসিক তুর্কী সৈন্যগণের অগ্র গমনে বিরাম ছিল না। গ্রীক্গণের ভয়ঙ্কর ও উৎসন্নকারী অগ্নি বর্ষণের সম্মুখে, তাহাদের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অনল-ক্রীড়া কিছুমাত্র কার্য্যকরী ছিল না; কিন্তু তথাপি তাহারা ভীম তেজে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে, গ্রীক্দিগের দক্ষিণ দিকস্থ প্রথম মুরুচার সেনা দল পশ্চাদ্দিকে পলায়ন করিতেছে। আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ইহারা ইটালিয়ান ধর্ম্ম-যোদ্ধা; এই বৈদেশিক যোদ্ধৃ পুরুষগণ আপনাদের নিহত সহযোগী দিগকেও তথায় ফেলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গ্রীক্ সেনা দলের

মধ্য ও বাম দিক্ হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল ভাবে অগ্নি-বৃষ্টি হইতেছিল। এ অবস্থায়ও এই অদ্ভুত বিক্রমশালী বীর পুরুষগণ, সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে বিরত হইল না। গ্রীক্ মুরুচা যখন ৫০০ গজ দূরে ছিল, তখন তুর্কী সৈন্যগণ হঠাৎ থামিয়া গেল। ইহারা পাহাড়ের নিম্ন-প্রদেশে ও গ্রীক্‌গণ উর্দ্ধ ভাগে ছিল; গ্রীক্‌দিগের ভীষণ অনল বৃষ্টিতে সম্ভবতঃ কোনও ব্যক্তিকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেয় নাই। কিন্তু এ অবস্থায়ও এই আদর্শ বীর পুরুষগণ এক পদ পশ্চাতে হটিল না; বরং বরাবর আপনাদের হস্তস্থিত মাসর রাইফল ফায়ার করিতে লাগিল। এই অনল-ক্রীড়া অপরাহ্ণ ৪টার সময় মন্দীভূত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে সময় উভয় পক্ষের টোটা ফুরাইয়া যাওয়াতেই, অনল বৃষ্টি থামিয়া যায়। ইস্‌লাম পাশার ব্রিগেড্ যদিও গ্রীক্ সেনা দলের ৫০০ গজ দূরে গিয়া পহুছিল; কিন্তু এই অগ্র গমনে তাঁহার ১২০০ শত অপেক্ষা অধিক— অর্থাৎ অন্যূন শতকরা ২০ জন সৈন্য শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছিল। টাইম্‌সের সংবাদদাতা বলেন, এই সেনা দলের সঙ্গী—অর্থাৎ খাএরী পাশার অধীনস্থ ১ম ডিভিজান, পশ্চাদ্দিকস্থ এক পাহাড়ের আড়ালে সুরক্ষিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। অথচ এই বাহাদুর সেনা দলের দক্ষিণ ও বাম ভাগকে এরূপ শোচনীয় ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া চুপ থাকা, নিশ্চয়ই নির্দ্দয়তা-মূলক হৃদয়-বিদারক শোচনীয় দৃশ্য ছিল।

অবশেষে সাড়ে চারিটার সময় জেনেরল নেশাত পাশা, স্বীয় দ্বিতীয় ব্রিগেড্‌কে আড্রিয়নোপলীয় রেজিমেণ্টের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। এ সময় গ্রীক্‌দিগের শরাপনল গোলা

ফুরাইয়া গিয়াছিল, এজন্য এই সৈন্যদল প্রায় ৫টার সময় নির্ব্বিঘ্নে যুদ্ধ ক্ষেত্রস্থ সেনা দলের পংক্তি পর্য্যন্ত পঁহুছিতে সক্ষম হয়। তাহাদের আগমনে গ্রীক্ সৈন্যগণ আপনাদের মুরুচার প্রথম পংক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে গ্রীক্ সেনা দলকে, নেশাত পাশার অধীনস্থ এই ব্রিগেডের ভীষণ অনল বৃষ্টিতে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সাড়ে পাঁচটার সময় রেজা পাশাও তোপখানা সহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তুর্কী পদাতিক সেনা দলের অজস্র গুলি ধারার সঙ্গে সঙ্গে, রেজা পাশাও ভীষণ বম গোলা এবং শরাপনল গোলা, গ্রীক্ সেনা দলের উপর অতি ভয়ঙ্কর ভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই তোপগুলি উপযুক্ত সময়ের ৩ ঘণ্টা পরে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিলম্বের জন্য রেজা পাশাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না; কারণ তিনি এক জন কার্য্য-তৎপর এবং সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত অফিসার; তিনি যুদ্ধ কালে সকল সময়ই প্রথম পংক্তিতে থাকিতে ইচ্ছা করেন।

গ্রীক্গণ এই অনল বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, মুরুচা সমূহের ২য় পংক্তিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সকল মুরুচা ডোমোকোসের ক্রমোন্নত পাহাড়ের উপর, খুব উপযুক্ত রূপ সুবিধা জনক স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল মুরুচা এক প্রকার অজেয় বলিয়াই দৃষ্ট হইত। যদি খাএরী পাশাও স্বীয় ডিভিজান সহ যোগদান করিতেন, এবং তুর্কী তোপখানা সমূহ প্রথম হইতে উপযুক্ত রূপ কার্য্য-তৎপরতা দেখাইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সম্মুখ ভাগ হইতে আক্রমণ করিয়াও সফলকাম

হওয়া যাইত। কিন্তু উপস্থিত অবস্থায়ও আক্রমণকারী সেনা দলকে বিশেষরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। যদি গ্রীকৃগণ এই ক্ষেত্রে সাহস ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিত, তবে সম্ভবতঃ তুর্কী সৈন্যদিগকে একেবারেই বিফল মনোরথ হইতে হইত।

এই সঙ্কট কালে জেনেরল হাম্‌দি পাশা গ্রীক্‌দিগের দক্ষিণ ভাগে উপস্থিত হওয়াতে, গ্রীক্ সৈন্যগণ সম্মুখ দিকের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। জেনেরল হাম্‌দি পাশা গ্রীক্‌দিগের দক্ষিণ বাহু (যাহা কর্ণেল মাট্রাপাস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল), ক্রমশঃ পশ্চাতে হটাইতে হটাইতে, 'কিটিয়া' ও 'কয়াঃবালি' নামক গ্রাম দুই খানি অধিকার করিয়া লইলেন। হাম্‌দি পাশার সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সেনা দল পূর্ব্ব দিক হইতে অগ্রসর হইয়া, ৬৷০ টার সময় একেবারে ডোমোকোসের নিকট গিয়া পঁহুছিয়াছিল। ঐ সেনা দল তথায় পঁহুছিবামাত্র, সর্ব্ব শেষ প্রান্তস্থ গ্রীক্ মুরুচা ও তাহাদের তোপখানা হইতে পুনবায় ভীষণ তেজে অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ হইল, এবং তদ্দ্বারা তুর্কী সৈন্যদিগের দারুণ ক্ষতি সাধন হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে গ্রীক্ সেনানী কর্ণেল মাওরুমিকালিস্ ভয়ঙ্কর রূপে আহত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক্ সেনা দল অতি সত্বরতার সহিত ডোমোকোসস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতর প্রদেশ এবং তত্রত্য দুর্গাভিমুখে হটিয়া যাইতে লাগিল। ডোমোকোসের দুর্গটি সমতল ভূমি হইতে তিন শত ফিট উচ্চে অবস্থিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, হাম্‌দি পাশা ও নেশাত পাশার সৈন্য দল ঐ সময় এমনই শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা গ্রীক্‌দিগের পশ্চাতে হটিয়া যাওয়ার অবস্থায়, উপযুক্ত ফল লাভ

করিতে সমর্থ হইল না এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনও করিতে পারিল না। সাড়ে সাত টার সময় অগ্নি বর্ষণ বন্ধ হইল; এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত তুর্কী সৈন্য দল আপনাদের ঐ অধ্যুষিত স্থানেই রাত্রি যাপন করিল—যাহা তাহারা অতুলনীয় বিক্রম ও দুর্জ্জয় সাহসের সহিত অধিকার করিয়াছিল। গ্রীকগণের পক্ষে রজনীর অন্ধকারে গা-ঢাকিয়া শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার বেশ সুযোগ ঘটিল। তাহারা এই সুযোগে ফল লাভ করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিল না। রাত্রি হইবা মাত্র গ্রীক্-যুবরাজ ও তাঁহার ষ্টাফ্ আফসারগণ সৈন্যদিগকে পশ্চাতে হটিয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে গ্রীক্ সেনা দল দ্রুত ভাবে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিল।

বিলাতের ষ্টাণ্ডার্ড পত্রের যে সংবাদদাতা গ্রীক্ সেনা দলের সঙ্গে ছিলেন, তিনি ডোমোকোসের যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

সাড়ে এগারটার সময় তুর্কীদিগকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল, এবং একটু পরেই তাহারা ফারসালা-লামিয়া রাস্তার ডানি দিকে (যাহা ডোমোকোসের নিম্ন দিকস্থ পাহাড় অতিক্রম পূর্ব্বক বরাবর চলিয়া গিয়াছে), একটি ব্যাটারি স্থাপন করিল। গ্রীকগণ যে সকল তোপ বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন মুরুচায় স্থাপন করিয়াছিল, তাহার শক্তি অনুভব করিবার জন্য তুর্কী তোপ সমূহ, সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান লক্ষ্য করিয়া গোলা বর্ষণ করিয়াছিল। ঐ সময় তুর্কিগণ আরও তিনটি ব্যাটারি অগ্রবর্ত্তী করিল; এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথম ব্যাটারির সম্মুখে সেই সকল ব্যাটারির তোপ সমূহ স্থাপন করিল।

ঐ সময় তুর্কী পদাতিক সৈন্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্য ফারসালার রাস্তা দিয়া, আওথ্রস পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইয়া, একটি মাত্র পাহাড়ের দিকে (যাহা উষ্ট্র-দেহের আকারে, গ্রীকৃদিগের মুরুচার সম্মুখে, ৩ মাইল দূরে ময়দানে অবস্থিত ছিল) অগ্রসর হইতে লাগিল। সমগ্র ময়দানের মধ্যে কেবলমাত্র এই পাহাড়টিই উপযুক্ত আশ্রয় স্থান ছিল; তুর্কিগণ উহার পশ্চাদ্ভাগে আপনাদের সেনা দল সমবেত করিল। তথা হইতে তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সৈন্য দল অগ্রসর হইবার পূর্ব্ব হইতেই, তুর্কী তোপ সমূহ ক্রমাগত গোলা বর্ষণ করিতেছিল। উহার প্রত্যুত্তরে গ্রীকৃদিগের ১৫ সেণ্টি মিটারের ক্রুপ তোপ দ্বয় (যাহার একটি তত্রত্য প্রাচীন দুর্গোপরি, আর একটি উহার নিকটস্থ পাহাড়ের উন্নত শৃঙ্গে স্থাপিত হইয়াছিল) গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। তুর্কিগণ ঐ তোপ দ্বয়ের সম্পূর্ণ পাল্লার মধ্যে ছিল। গ্রীক্ তোপ দ্বয় এমনই কার্য্য কুশলতার পরিচয় দিয়াছিল যে, তুর্কিগণ কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল না। এক দল তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্য, তত্রত্য রাজ-বর্ত্ম অবলম্বনে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু উল্লিখিত তোপ দ্বয়ের বৃহৎ বৃহৎ গোলা বর্ষণে তাহাদিগকে বিফল মনোরথ হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। অগত্যা তাহারা তাড়াতাড়ি পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগে প্রস্থান করিল। এই ঘটনায় গ্রীকৃদিগের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। বিপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যগণ পশ্চাতে হটিয়া যাওয়াতে, তাহারা উচ্চৈস্বরে আনন্দ

সূচক জয়ধ্বনি করিল। কিন্তু তুর্কী পদাতিক সৈন্যগণ অবিশ্রান্ত ভাবে অনল বৃষ্টি করিতে করিতে, সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। একাদিক্রমে তুর্কী পল্টন সকল বীর-বিক্রমে ও দৃঢ় পদে, গ্রীক্‌দিগের অগ্রবর্ত্তী সেনা পংক্তির দিকে প্রধাবিত হইল। গ্রীক্‌দিগের যে ২১টি ময়দানী ও পার্ব্বত্য তোপ, ডোমোকোসের পাহাড় শ্রেণীর উপর স্থাপিত হইয়াছিল, উহা হইতে অনর্গল ভাবে গোলা বর্ষণ হইলেও, তুর্কী সৈন্যগণ দৃঢ় ভাবে অগ্রসর হইতে বিরত হইল না। গ্রীক্ সেনা দলের মধ্য ভাগ বিচ্ছিন্ন করা ও লামিয়ার রাস্তা অধিকার করাই তুর্কীদিগের উদ্দেশ্য, ইহা তাহাদের কার্য্য-কলাপে বেশ বুঝা যাইতেছিল। তাহারা এমনই দৃঢ়তা ও বিক্রমের সহিত গ্রীক্‌দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, অল্প কাল মধ্যে মুরুচা সমূহের পরিখা পর্য্যন্ত প্রায় অধিকার করিয়া লইল, এবং তাহারা হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া, সঙ্গীনের সাহায্যে গ্রীক্‌দিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার উপক্রম করিল। ঐ সময় হঠাৎ সুপরিয়ানী কর্ত্তৃক পরিচালিত ৩০০ শত ইটালিয়ান ধর্ম্ম-যোদ্ধা, সোসালসেটের পার্শ্বদেশ হইতে তুর্কী সৈন্যদিগের উপর ভীষণ ভাবে অনল বৃষ্টি আরম্ভ করিল। তাহারা পথি-পার্শ্বস্থ ছন্নুর বৃক্ষের আড়াল হইতে এই আক্রমণ করিয়াছিল। ঐ তিন শত ইটালিয়ান ধর্ম্ম-যোদ্ধা এমনই দৃঢ় ভাবে স্বস্থানে অবস্থিত থাকিল যে, তুর্কী সৈন্যদিগকে বাধ্য হইয়া অগ্রগতি বন্ধ করিতে হইল। অবশেষে টোটা ফুরাইয়া যাওয়াতে যখন এই ক্ষুদ্র সেনা দলকে বাধ্য হইয়া পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদের ১২ জন যোদ্ধা হত ও ১৮ জন আহত হইয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহারা যে যে মুরুচা ও গ্রীক্

সৈন্য দলের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিল, সেই-সেই স্থানের গ্রীক্ সৈন্যগণই উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া, তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিল। তাহাদের আহত সৈন্যগণ অপরের বিনা সাহায্যে নিকটবর্ত্তী হাস্পাতালে গিয়া পঁহুছিয়াছিল। হাস্পাতালে যাইয়াও মৃত্তিকায় বসিয়া না পড়িয়া, নিতান্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সিগারেট চাহিয়াছিল। আহত গ্রীক্ সৈন্যদিগের নৈরাশ্য ব্যঞ্জক ভীতি-বিহ্বলতার সম্মুখে, এই ইটালীয় বীর পুরুষদিগের সাহস ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা বাস্তবিক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা, এ সময় গ্রীক্ সৈন্যদিগের সাহস ও বীরত্ব লোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লামিয়ার রাস্তার সর্ব্ব প্রথমাংশে যে ময়দানী হাস্পাতাল ছিল, দুই শত আহত গ্রীক্ সৈন্য আপনাদের পংক্তি হইতে বাহির হইয়া তথায় চলিয়া গেল। ঐ সময় হাস্পাতালের ডাক্তার ও সার্জ্জনদিগের কার্য্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। ঐ সময়েই গ্রীক্ সেনা দলের বাম ভাগস্থ সেনাপতি কর্ণেল মাক্রসিকালিস ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের (যিনি পিতৃব্যের পার্শ্বচরও ছিলেন) মস্তকে গুলি লাগিয়াছিল। হাস্পাতালে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই শেষোক্ত ব্যক্তির প্রাণ-পাখী উড়িয়া গেল। প্রায় ৬টার সময় গ্রীক্ সেনা দলের মধ্য ভাগে তুর্কীদিগের আক্রমণ শেষ হইয়াছিল; ঐ সময় হইতে সৈন্যগণ আস্তে আস্তে হটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ই তুর্কী সৈন্যগণ গ্রীক্ সেনা দলের দক্ষিণ ভাগের উপর (যে স্থানের অবস্থা আমি কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে উৎকণ্ঠিত ভাবে দেখিতে ছিলাম)— ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। দক্ষিণ ভাগস্থ গ্রীক্ সেনানী

কর্ণেল মাকরিস এই ভীম বাত্যাবর্ত্তবৎ শত্রু সেনা দলকে একত্রিত হইতে দেখিতে ছিলেন ; এবং পুনঃ পুনঃ সাহায্য প্রেরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠাইতেছিলেন। এই সাহায্য বহু বাক্-বিতণ্ডার পর, অনেক বিলম্বে প্রেরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে লামিয়ার রাস্তায় অবস্থিত রিজার্ভ (রক্ষিত) সেনা দল হইতে ৩০০০ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠান হইল। কিন্তু বিপুল তুর্কী সৈন্য দল এ দিকে যেরূপ ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে এতদপেক্ষা ৩ গুণ সৈন্য সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেও, কোন রূপ কৃতকার্য্যতা লাভের আশা ছিল না। বিপুল তুর্কী সৈন্য দল লামিয়ার রাস্তা বন্ধ করিবার জন্য ভীষণ জল-প্লাবনের ন্যায় প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে ছিল। ইহার উপর এক্ষণে এই গোপনীয় কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, তুর্কিগণ কেবলমাত্র গ্রীক্‌দিগের মনোযোগ ঐ দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই, তাহাদের মধ্য ভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক্ সেনা দলের দক্ষিণ ভাগ ভীষণ বেগে আক্রমণ করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তুর্কীদিগের উপরোক্ত রূপ উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া অবশিষ্ট ৩০০০ রিজার্ভ পদাতি ও ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৭ টার সময় ফুরকা গিরিসঙ্কটের দিকে, লামিয়ার রাস্তা রক্ষা করিবার জন্য পাঠান হইল। এ দিকে সম্মুখস্থ সেনা দলকে স্বস্থানে অবস্থিত রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলার সহিত পশ্চাদ্দিকে হটাইয়া লওয়া হইতে লাগিল। কেবলমাত্র বৃহৎ বৃহৎ তোপ সমূহ কেল্লার ভিতর এবং পাহাড়ের শীর্ষ দেশে ফেলিয়া যাওয়া হইল। সম্মুখস্থ সেনা দলকে উপদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা যেন

অর্দ্ধ রাত্রিতে চুপে চুপে নিঃশব্দে পশ্চাতে হটিয়া আইসে। সর্ব্ব প্রথমে যুবরাজ স্বীয় ষ্টাফ্ ও এক দল অশ্বারোহী সেনা সহ, পরে হাস্পাতাল সমূহ পশ্চাদ্গমন করিল। ইহার কিছু কাল পরে সমগ্র সেনা দল পশ্চাদ্দিকে হটিয়া আসিল।

ফুরকা গিরি-সঙ্কট পরিত্যাগ—

অতি প্রত্যুষে ওস্মানীয় সৈন্যগণ ডোমোকোস পাহাড়ের দুর্ভেদ্য ও দুরতিক্রম্য ঢালু স্থান গুলি এবং উহার শিখর দেশ সম্পূর্ণ জন শূন্য অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। মজবুত মুর্চা গুলিও জন শূন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল। অবশ্য গোলা বারুদের সিন্দুক সকলও বিপুল পরিমাণ রণ-সম্ভার তথায় দৃষ্ট হইল; পলায়নপর গ্রীক্ সেনা দল সে গুলি ফেলিয়া গিয়াছিল। ৫টি বৃহদাকারের তোপও কেল্লার উপরিভাগে বিরাজ করিতেছিল; কিন্তু গ্রীক্দিগের নাম নেশান কোথাও দৃষ্ট হইতেছিল না। মমহুহ্ পাশার প্রতি (যিনি হাম্দি পাশার বাম ভাগে ছিলেন) আদেশ ছিল যে, তিনি যেন ফুরকা গিরি-সঙ্কটের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান অধিকার করত, গ্রীক্দিগের পলায়নের পথ রোধ করেন; কিন্তু অতি দুর্গম ঘাটি ও দুরতিক্রম্য পাহাড় সমূহ পদে পদে তাঁহার গমনে বাধা দেওয়াতে, তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোনও ক্রমেই তথায় পঁহুছিতে সক্ষম হইলেন না। পথে কেবলমাত্র "সাকার মসরুন" নামক পলায়মান গ্রীক্ সেনা দলের সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রধান সেনানীর প্রধান ষ্টাফ্ অফিসার মহাবীর সয়ফুল্লা পাশা (যিনি প্রায় যুদ্ধেই সকলের অগ্র ভাগে থাকিতেন) ও এই সেনা দলের সঙ্গে ছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী ডিভিজান হইতে যে পরিমাণ

সৈন্য তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা লইয়া অতি সত্বরতার সহিত শত্রু দলের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এ সময়ে আদহাম পাশা অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সয়ফুল্লা পাশা, হাম্দি পাশার ডিভিজান হইতে ৩ রেসালা অশ্বারোহী সেনা মাত্র সঙ্গে লইতে পারিয়াছিলেন। তিনি মাত্র এই ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্য দল ও এক ব্যাটারি তোপ লইয়া রাজবর্ত্ম অবলম্বনে, ফুরকা গিরি সঙ্কট (যাহা ডোমোকোস হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত) পর্য্যন্ত শত্রু পক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি শত্রু পক্ষের বিপুল সেনা দল কর্ত্তৃক উক্ত গিরি-সঙ্কট অধিকৃত দেখিতে পাইলেন। অগত্যা তাঁহাকে স্বীয় ৪ পল্টন পদাতি সৈন্যের জন্য (যাহারা বহু পশ্চাতে রহিয়াছিল) অপেক্ষা করিতে হইল। এই ৪ পল্টন সৈন্য ১৮ই মে অপরাহ্ণ ৩ টার সময় তথায় পঁহুছিয়াছিল। ঐ পদাতি সৈন্য দল পহুছিবামাত্র মহাবীর সয়ফুল্লা পাশা, স্বীয় সমগ্র সেনা দল সহ শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই সৈন্য দল অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত ভাবে অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। তুর্কী সৈন্যগণ আক্রমণে প্রধাবিত হইবামাত্র, গ্রীক্ সেনা দল এখান হইতেও লাঙ্গুল গুটাইয়া পলায়ন করিল; আর সেই অজেয় গিরি-সঙ্কট এবং উহার শৃঙ্গ দেশ প্রতিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। লামিয়ার উক্ত গিরি-সঙ্কট অতীব সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ছিল, যাহা অধিকার করা তুর্কীদিগের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস—অর্থাৎ ১৯শে মে তারিখে হাম্দি পাশার সমগ্র ডিভিজান তথায় আসিয়া

পঁহুছিল। ঐ সৈন্য দল তৎক্ষণাৎ ফুরকা গিরি-সঙ্কট অতিক্রম পূর্ব্বক, তথা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ময়দানে গিয়া উপস্থিত হইল। যখন জেনেরল হাম্‌দি পাশার ডিভিজান ফুরকা গিরি-সঙ্কট হইতে নীচে অবতীর্ণ হইল, তখন তাহারা গ্রীক্ সেনা দলের অবশিষ্টাংশকে লামিয়ার উত্তর দিকে শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইল। ডোমোকোস হইতে পশ্চাদ্গমন কালে গ্রীক্ সেনা দলের বহুসংখ্যক লোক দল ভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে গ্রীক্ যুবরাজের সঙ্গে ডোমোকোসের সেনা দলের অর্দ্ধেক সংখ্যক সৈন্যও ছিল না। প্রায় ১৫০০০ গ্রীক্ সৈন্যের এক দল লামি-য়ার ৩ মাইল উত্তরে, পাহাড়ের এক অনুচ্চ টিলার উপর শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল।

এই যুদ্ধের সময় লামিয়ার শাসনকর্ত্তা, তুর্কী সেনানীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি আপনাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। আপনারা শান্তির সহিত আমার শাসনা-ধীন এই নগর অধিকার করিয়া লউন। প্রত্যুত্তরে সয়ফুল্লা পাশা বলিয়া পাঠাইলেন যে, যে পর্য্যন্ত নগর ও তুর্কী সৈন্য দলের মধ্যস্থলে গ্রীক্ সেনা দল অবস্থিতি করিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা কি প্রকারে নগরে প্রবেশ করিতে পারি? অবশ্য নগরবাসিগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে, গ্রীক্ সেনা দল যুদ্ধে পরাজিত হইলে, তাহারা যদি আমাদিগকে কোনও রূপ বাধা প্রদান না করে, তবে তাহাদিগের উপর কোনও রূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন হইবে না।

যুদ্ধ স্থগিত রাখা সম্বন্ধে অস্থায়ী সন্ধি-পত্র—

বেলা দুই প্রহরের একটু পরে যুদ্ধ খুব প্রবল আকার ধারণ করিল; এবং ক্রমে উহা বহু দূর ব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হইল। কিন্তু ২ টার সময় গ্রীক্‌গণ অনল বৃষ্টি একেবারে বন্ধ করিল; এবং গ্রীক্ সেনা দলের মধ্যস্থলে এক শ্বেত পতাকা উত্তোলিত হইল। এতদ্দর্শনে উভয় পক্ষের বংশীবাদকগণ "অনল বৃষ্টি বন্ধ কর" এই আদেশ ঘোষণা করিল। তৎক্ষণাৎ দুই জন গ্রীক্ অফিসার, পতাকা হস্তে তুর্কী সেনা দলের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ওস্‌মানীয় পক্ষ হইতে মহাবীর সয়ফুল্লা পাশা অগ্রসর হইয়া, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে ২৪ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর গ্রীক্ সেনা দল লামিয়ার নিকট হইয়া (লামিয়ায় তাহারা এক মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব না করিয়া), থার্ম্মপলির দিকে হটিয়া গেল। প্রধান সেনানী মার্শাল আদহাম পাশা এ সময় ডোমোকোসে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিয়ৎ কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার সংবাদ তিনি সেই স্থানে থাকিয়াই পাইলেন। মহারাজধানী কনষ্টান্টিনোপল হইতেও তাঁহার নিকট যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য আদেশ পঁহুছিয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ২০শে মে প্রত্যূষে, যুবরাজের একজন পার্শ্বচর, তুর্কী হেড্ কোয়ার্টারে গিয়া পঁহুছিলেন এবং ঐ সময়ে ১৫ দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখা-পক্ষে নিয়মিত রূপ কথা-বার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। ইপাইরসে—আর্টা নগরের সম্মুখেও এইরূপে যুদ্ধ স্থগিত রাখা স্থিরতর হইল। ১৩ই জুন তারিখে, পূর্ব্ববর্ত্তী অস্থায়ী সন্ধির সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায়, স্থায়ী সন্ধির কথা-বার্ত্তা স্থির

হওয়া পর্য্যন্ত, আবার ঐরূপ অস্থায়ী ভাবে একটি সন্ধি-পত্র লেখা পড়া হইল; এবং প্রত্যেক প্রতিপক্ষকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইল যে, যদি ইচ্ছা করেন, তবে ২৪ ঘণ্টা সময়ের জন্য নোটিস দিয়া, এই অস্থায়ী সন্ধি-পত্র ভঙ্গ করিতে পারিবেন। সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, উভয় পক্ষের ষ্টাফ্ অফিসারগণ ১০০০ গজ প্রশস্ত ভূ-খণ্ড উভয় দলের সম্মুখ ভাগে শূন্যাবস্থায় (উভয় পক্ষের অনধিকৃত) থাকিবে, এরূপ স্থির করিলেন। তুর্কিগণ ২১শে তারিখে লামিয়া নগর অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু যখন সীমা নির্দ্দিষ্টকারী কমিশন উক্ত নগর গ্রীক্‌দিগের অংশে রাখিলেন, তখন তুর্কী সৈন্যগণ লামিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ১৭ই এপ্রিল তারিখে মেলুনাপাশে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, ঠিক এক মাস পরে—অর্থাৎ ১৭ই মে তারিখে, ডোমোকোসের যুদ্ধে সেই সমরের পরিসমাপ্তি হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের অনুগ্রহে তুরস্কের যে বস্তৃত এলাকা গ্রীক্‌দিগের শাসনাধীন হইয়াছিল, বিজয়ী তুর্কিগণ এক মাসের মধ্যে উহা পুনরাধিকার করিয়া লইলেন। পক্ষান্তরে যুদ্ধের পূর্ব্বে ইপাইরসে উভয় পক্ষের অধিকার যত দূর বিস্তৃত ছিল, এক্ষণেও তাহাই থাকিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইপাইরসের যুদ্ধ।

আমরা এত দিন সুধু মাসিডোনীয় তুর্কী সেনা দলের সহিত, গ্রীক্‌দিগের যুদ্ধ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু থেসালির পশ্চিম সীমায়, ওস্‌মানীয় অধিকার ভুক্ত সুবে ইপাইরসস্থ তুর্কী সেনা দলের সহিত, গ্রীক্‌দিগের যে যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছুই লেখা হয় নাই। এক্ষণে ইপাইরসীয় যুদ্ধের বিবরণ এস্থলে ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে থেসালির পূর্ব্ব ভাগের ন্যায় পশ্চিমাংশে—অর্থাৎ আর্টা নগরের আশে পাশে প্রবল ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল। সুবে ইপাইরস তুরস্ক সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে, গ্রীক্‌দিগের অধিকার ভুক্ত থেসালির সীমার সহিত সংযুক্ত। এই সুবার প্রাচীন নাম ইপাইরস, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ওস্‌মানীয় দপ্তরে "সুবে জানিনা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র সুবাটি বাস্তবিক পক্ষে আল্‌বেনীয়া প্রদেশের দক্ষিণাংশ মাত্র। এই সুবার উত্তর সীমা রুমেলিয়া, পূর্ব্ব সীমা মাসিডোনিয়া ও থেসালি, দক্ষিণ সীমা আর্টা উপসাগর এবং পশ্চিম সীমা ভূমধ্য সাগর ও আড্রিয়াটিক সাগর। এই প্রদেশটির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দেড় শত মাইল, এবং বিস্তার পূর্ব্ব-পশ্চিমে (সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত স্থানে) ৭৫ মাইল মাত্র। এই সুবার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী "আর্টা"। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে এই

নদীই তুরস্ক ও গ্রীসের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই নদীর দক্ষিণ তটে আর্টা নগর অবস্থিত; উহা গ্রীক্‌দিগের এলাকা ভুক্ত। অপর দুইটি বড় নদীর নাম "ডিউসা" ও "চরুষ্টা"; এই নদী দ্বয় পূর্ব্ব দিক্‌ হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, আড্রিয়াটিক সাগরে পতিত হইয়াছে। এই সুবার ঠিক মধ্যস্থলে, পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন পাহাড় শ্রেণী বিরাজমান। উক্ত পাহাড় শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন, উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে, এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে সেনা পরিচালন বিষম অসুবিধা জনক ব্যাপার। এই পাহাড় শ্রেণীর পূর্ব্বাংশের দক্ষিণে—কয়েক মাইল দূরে একটি সুবিশাল হ্রদ বিদ্যমান আছে; ঐ হ্রদের নাম "জানিনা"; উক্ত হ্রদটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ।

এই হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম তটে স্বনামখ্যাত "জানিনা" নামক বৃহৎ নগরটি অবস্থিত। ইহাই এই সুবার প্রধান নগর; উক্ত সুবার তুর্কী গবর্ণর এই নগরে অবস্থিতি করেন। গ্রীক্‌দিগের অধিকৃত আর্টা নগর হইতে (যাহা এই যুদ্ধের সময় গ্রীক্‌ সৈন্য দিগের হেড্‌ কোয়ার্টার বা প্রধান আড্ডা ছিল), জানিনা সোজা ভাবে ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই সুবার পশ্চিম উপকূলের অদূরে "করফু" নামক একটি বৃহৎ দ্বীপ আছে; সুবে থেসালির সহিত এই দ্বীপটিও তুরস্ক-গবর্ণমেণ্ট, গ্রীক্‌ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সুবার সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে—আর্টা উপসাগরের মুখে, "প্রোভেসা" * নাম্নী

* ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই নগর তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

একটি দুর্গবদ্ধ সুরক্ষিত ওস্মানীয় নগর অবস্থিত। এখান হইতে আর্টা উপসাগরের তটবর্ত্তী গ্রীক্ সামরিক বন্দরের উপর খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে। আর্টা ও জানিনার মধ্যস্থলে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে ফিলিপাডিস্ ও পন্টিপিগাডিয়ার উল্লেখ ইপাইরসের যুদ্ধ বর্ণনা কালে প্রায়ই করিতে হইবে। ফিলিপাডিস্ আর্টা হইতে ৪ মাইল, এবং পন্টিপিগাডিয়া ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী।

জনৈক খ্যাতনামা জর্ম্মণ লেখকের মতে এই সুবার প্রাকৃতিক অবস্থা অনুসারে, তুর্কীদিগকে বাধ্য হইয়া আত্ম-রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। যদি তাহারা শত্রু দলের প্রতি আক্রমণকারী রূপে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তবে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনও সুফল লাভের অধিকারী হইতে পারিতেন না। অগত্যা ফল এই পর্য্যন্ত হইত যে, ওস্মানীয় সৈন্য দল বিজয়ী বেশে করিন্থ উপসাগর পর্য্যন্ত অগ্রগমন করিতে পারিত; কিন্তু তদ্দ্বারা ঘটনার সাধারণ গতির কোনও রূপ পরিবর্ত্তন হইত না। দক্ষিণ ইপাইরসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থান "প্রোভেসা" ছিল। ষ্ট্রিওনিয়া ও পন্টিপিগাডিয়াও উপযুক্ত সুরক্ষিত স্থান, সন্দেহ নাই। যে অপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা ভূমধ্য সাগরের সহিত আর্টা উপসাগর সংযুক্ত হইয়াছে, প্রোভেসা নগর ও উহার দুর্গাবলী উক্ত প্রণালীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। আর্টা উপসাগর ভিতর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। উহা আকার নিনা প্রদেশকে ইপাইরস হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পৃথক্ করিতেছে। প্রোভেসার ঠিক সম্মুখ ভাগে, সমুদ্র তটে "আককি-আম" নামক আংশিক রূপে

দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত স্থান। কিন্তু প্রোভেসা নিতান্ত উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দুর্গবদ্ধ নগর। এই নগর এমন একটী উপদ্বীপের প্রান্তভাগে অবস্থিত, যাহা এক কর্দ্দমাক্ত সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড দ্বারা মহাদেশের সহিত সংযুক্ত। কেবলমাত্র যানিনা-গামী রাজবর্ত্ম দ্বারাই এই কর্দ্দমাক্ত ভূখণ্ডকে অতিক্রম করা যাইতে পারে। এই উপদ্বীপ—যাহার অধিকাংশ অরণ্যানী পূর্ণ ময়দান, উহাতে এক পাহাড় শ্রেণী বিদ্যমান আছে। সমুদয় উপদ্বীপটী ঐ পাহাড়ের পাল্লার মধ্যে অবস্থিত। ঐ পাহাড় শ্রেণীর উপর তুর্কিগণ ভীষণ তোপ সকল স্থাপন করিয়াছিল। প্রোভেসা ও উহার প্রধান প্রধান দুর্গ হামিদিয়া, পাণ্টুকোয়াটু, সেণ্টজর্জ্জ ও পালুইসা, আর্টার সঙ্কীর্ণ খাড়ির অতি নিকটে এবং সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত বলিয়া, শত্রুপক্ষ আর্টা প্রণালীর কোনও উপযুক্ত স্থানে তিষ্ঠিতে পারিত না। কারণ ঐ সকল স্থান, পাহাড়ের উন্নত শৃঙ্গে স্থাপিত তুর্কী তোপ সমূহের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। নগর এবং দুর্গ সমূহ, চতুর্দ্দিক হইতে প্রাচীন জয়তুন. বৃক্ষের ঘন সন্নিবিষ্ট জঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইপাইরসের প্রধান প্রধান নগরাবলীর যে গুলিতে প্রধানতঃ গ্রীক্ অধিবাসিগণ বাস করিত, তন্মধ্যে যানিনা, বরাত ও কোর্টিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। সুবে আরকানিনার মধ্যে আর্টার দুর্গ সর্ব্বপ্রধান। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে সুদৃঢ় মুরুচা নির্ম্মিত আছে। ঐরূপ মুরুচাবন্দী দ্বারা উহা অতি উৎকৃষ্ট সুরক্ষিত স্থানে পরিণত হইয়াছে। আর্টা একটী অকর্ম্মণ্য ও অপরিচ্ছন্ন প্রাচীন নগর হইলেও, একটী অতি সুদৃঢ় ও

সুবৃহৎ তুর্কী কেল্লা তথায় বিরাজ করিতেছে। ঐ দুর্গ আরাক-টুম বা আর্টা নদীর তটে, একটি প্রশস্ত ময়দানের মধ্যে অব-অবস্থিত। এই নদী নগরটীকে অর্দ্ধচক্রাকারে বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণ দিকে গিয়া আর্টা উপসাগরে পতিত হইয়াছে। আর্টা নগরের দক্ষিণে প্রায় ৫০০ ফুট উচ্চ এক পাহাড় শ্রেণী বিদ্যমান; উহা নদীর সঙ্গে সঙ্গে কোবরনিয়ার নিকট পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ পাহাড়ের উন্নত শৃঙ্গোপরি সুপ্রশস্ত পুরাতন বারিক সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার সম্মুখে গ্রীক্‌দিগের ৩½ ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট কয়েক ব্যাটারি তোপ অতি দক্ষতার সহিত সংন্যস্ত হইয়াছিল। এক ব্যাটারির মুখ আর্টার সেতুর দিকে, দুই ব্যাটারির মুখ এঁমারতের দিকে, আর এক ব্যাটারির মুখ গ্রিমিনতবার দিকে ছিল। পূর্ব্বোক্ত পাহাড় শ্রেণীর ঠিক বিপ-রীত দিকে, তুর্কীদিগের অধিকৃত ভূভাগ হইতে যে পাহাড় শ্রেণী ক্রমশঃ উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে এমারত, গ্রিমিন তবা ও ওলাকিরণা বিদ্যমান। এই সকল স্থানে তুর্কী সৈন্যদল ও তোপখানা সকল স্থাপন করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, আর্টা নগর ও গ্রীক্ ব্যাটারি সমূহ, তুর্কী তোপখানা গুলির সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তুর্কীদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করি-বার উদ্দেশ্যে, গ্রীক্‌গণ ডিপাওমার নামক উপযুক্ত স্থানে অতি-রিক্ত ২ ব্যাটারি তোপ সংস্থাপন করিয়াছিল।

ইপাইরসীয় তুর্কী সেনাদলের প্রধান সেনাপতি আহ্মদ হফ্জি পাশা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি, ২৮ হাজার সৈন্য দ্বারা গঠিত এক প্রবল সেনাদল সহ উক্ত প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সেনাদলের প্রথম ডিভিজান ষ্টাফ্ সহ যানিনায়, আর

দ্বিতীয় ডিভিজান দক্ষিণ দিকে লুরস ও পণ্টিপিগাডিয়ায় অবস্থিতি করিত। তুর্কী সেনাপতির অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২ পল্টন পদাতি (যাহার মধ্যে ৯ পল্টন নেজাম সৈন্য) সেনা, ৮ ব্যাটারি পার্ব্বত্য তোপ এবং ৫ রেসালা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে ৭ হাজার তুর্কী সৈন্য ও ১২টী তোপ আর্টার সম্মুখে, ৪ হাজার সৈন্য বলাকাঃ ও তিরায়, ১২ হাজার সৈন্য পণ্টিপিগাডিয়ায় ও ৫ হাজার সৈন্য যানিনায় স্থাপন করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে গ্রীক্ সেনানী কর্ণেল ম্যানুসের অধীনে ৪ রেজিমেণ্ট পদাতি সৈন্য (৬ষ্ঠ, ৯ম, ১০ম ও ১২শ), রাইফলধারী দিগের ২ পল্টন (১ম ও ৩য়), এবং অশ্বারোহী সেনাদলের দুই রেজিমেণ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত ২টি ময়দানী ও ৩টি পার্ব্বত্য ব্যাটারি আর্টা নগরে বিরাজ করিত। পরে তাঁহার সাহায্যার্থ ৩ হাজার রক্ষিত সৈন্য ও ২ হাজার ধর্ম্মযোদ্ধা আর্টায় আগমন করিয়াছিল। সুতরাং কর্ণেল ম্যানুসের অধীনে প্রায় ১৬০০০ হাজার গ্রীক্ সৈন্য ছিল।

মতান্তরে ইপাইরসীয় যুদ্ধে তুর্কী সৈন্যের সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

তুর্কী ইন্‌ফ্যাণ্ট্রী অর্থাৎ পদাতিক সৈন্য ২৭ ব্যাটালিয়ন, এবং ৪ ব্যাটারি ময়দানী তোপ ও ১ ব্যাটারি পার্ব্বত্য তোপ, (অশ্বারোহী সৈন্যগণ পদাতি সৈন্য সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত) [বলা বাহুল্য, ৪ ব্যাটালিয়নে ১ রেজিমেণ্ট হয়। তুর্কী সৈন্যের প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে যুদ্ধের সময় ৯২২ জন সৈন্য ও ৫১ টী অশ্ব থাকে। সুতরাং প্রত্যেক রেজিমেণ্ট ৩৬৮৮ জন সৈন্য ও ২০৪টী অশ্ব দ্বারা গঠিত। দুই রেজিমেণ্টে ১ ব্রিগেড্ হয়।

২ ব্রিগেড্ ও ১ ব্যাটালিয়ন রাইফলধারী সৈন্যে এক ডিভিজান হইয়া থাকে। দুই ডিভিজান মিলিয়া এক উর্দ্দু হয়। এক খানি ফরাসী সংবাদপত্র, গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধ কালে তুর্কী সৈন্যের যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা এই :—নেজাম (অত্যুৎকৃষ্ট নিয়মিত) সৈন্য ৫৩০০০০ হাজার; রদিফ (অনিয়মিত) সৈন্য ৬০০০০০ লক্ষ; রিজার্ভ (রক্ষিত) সৈন্য ৩৬০০০০; মোট সংখ্যা ১৪৯০০০০ চৌদ্দ লক্ষ নব্বই হাজার। এক্ষণে সৈন্য সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই]।

ইপাইরসীয় তুর্কী সেনাদল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে এক অংশের হেড্ কোয়ার্টার (সদর মোকাম) লোরুসে ছিল। ইপাইরসীয় তুর্কী সেনা দলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি উক্ত সুবার গবর্ণর জেনেরল আহ্মদ হফ্জি পাশা ছিলেন। আর প্রথম ডিভিজানের সেনাপতি পদে ছাআদ উদ্দীন পাশা ও দ্বিতীয় ডিভিজানের সেনাপতি পদে ওস্মান পাশা (জগদ্বিখ্যাত মহাবীর প্লেভনার সিংহ গাজী ওস্মান পাশা নহেন) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জানিনার সামরিক পুলিশের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন আসদ পাশা।

ইপাইরসের গবর্ণর জেনেরল ও প্রধান সেনাপতি জেনেরল আহ্মদ হফ্জি পাশার বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর। ইনি এক জন উচ্চ শ্রেণীর সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত প্রাচীন রাজ কর্ম্মচারী। কার্য্য-পটুতা, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, বীর্য্যবত্তা ও দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণে ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সত্যবাদিতা ও ন্যায় নিষ্ঠায় ইনি এক জন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান

মাসিডোনিয়ার অন্তর্গত "মনষ্টার" নগর; সুতরাং ইঁনি আল্‌-বেনীয় বংশীয় লোক বলিয়া গণ্য হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তুরস্কের অধীনস্থ খ্রীষ্টিয়ানগণ ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করে, তখন ইঁনি সার্ব্বিয়া, বুল্গেরিয়া ও মণ্টেনিগ্রিয়ায় ওসমানীয় সেনাপতি ছিলেন। ঐ সকল স্থানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইঁনি অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও সেনাপতির উপযুক্ত উচ্চ গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোবিডার্কের যুদ্ধে ইঁনি রুসীয় সেনা দলকে শোচনীয় রূপে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের শত্রুপক্ষ বলেন, আহ্‌মদ হফ্‌জি পাশার বীরত্বে সুলতানের ঈর্ষা থাকা বশতঃ তাঁহাকে ডিভিজানী জেনেরলী (মশিরে উর্দ্দু) অপেক্ষা কোন উচ্চ পদ প্রদান করা হয় নাই। (বলা বাহুল্য, একথা নিতান্তই অলীক ও ভিত্তি হীন।)

প্রথম ডিভিজান—অর্থাৎ ইপাইরসে স্থাপিত প্রথম ডিভিজানের প্রধান সেনাপতি ছাআদ উদ্দীন পাশার বয়ঃক্রম ৪৭ বৎসর। ইঁনি প্রাচীন ধরণের এক জন অতি উপযুক্ত তুর্কী কর্ম্মচারী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কনষ্টান্টিনোপলস্থ মাদ্রাসা হার্ব্বিয়া সুলতানিয়ায় (সামরিক কলেজে) শিক্ষা লাভ করত, ইতিপূর্ব্বে ফৌজি ষ্ট্যাফে প্রশংসার সহিত কাজ করিয়াছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁনি সিলিষ্ট্রীয়ায় কম্যাণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। সার্ব্বিয়ার যুদ্ধেও পাশা মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইঁনি "লেওয়া" নামক সম্মানিত পদ লাভ করেন, আর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে "ফওক" নামক উচ্চ ও সম্মানিত পদ লাভে অধিকারী হন। জানিনা

পঁহুছিবার পুর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে এই ভিত্তিহীন জনরব প্রচারিত হয় যে, তিনি আহ্‌মদ হফ্‌জি পাশার স্থলে জানিনার গবর্ণর এবং তত্রত্য প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ডিভিজানের প্রধান সেনাপতির নাম ওস্‌মান পাশা। ইঁনি 'সিওয়াস' প্রদেশে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইঁনি রুসিয়ার রাজধানী সেন্ট-পিটার্সবর্গে প্রেরিত হন। তথায় এক রুসীয় পল্টনে থাকিয়া ২ বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আলি পাশার অধীনে মন্টোনিগ্রো (জবল আস্বদ) তে এক দল পদাতি সৈন্যের নেতৃত্ব পদে কর্ণেল স্বরূপ কার্য্য করেন। ঐ বৎসরের জুলাই মাসে স্বীয় সৈন্যদল সহ মহাবীর সোলেমান পাশার অধীনে সিপকা গিরিসঙ্কটে রুস-সৈন্যদলের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে তিনি মহা পরাক্রমের সহিত রুস সেনা-পতির আক্রমণ রোধ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল।

যখন মোহাম্মদ আলী পাশা বল্কান পর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ সমগ্র ওস্‌মানীয় সেনা দলের প্রধান সেনাপতি পদে বরিত হই-লেন, তখন ওস্‌মান পাশা তাঁহার ষ্টাফ্‌ অফিসারের পদ প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনেরলের সম্মানিত পদ লাভেও কৃতার্থ হন। অতঃপর যখন রুস-তুরস্কের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, তখন ইঁনি উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা স্থিরীকরণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধ ও সন্ধি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, পাশা মহোদয় প্রথম শ্রেণীর ষ্টাফের চিফ্‌ অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মচারী পদে বরিত হন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওস্‌মান পাশা সুবে ইপাইরসস্থ ওস্‌মানীয় সেনা দলের প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ট্রিপলিস্থ ওস্‌মানীয় সেনা দলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিত্ব লাভ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রাপ্ত হন। ইঁনি রুস এবং ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বার্ত্তা বলিতে পারেন। যুদ্ধের সময় রেজিমেণ্টাল ষ্টাফ্ অফিসারের কার্য্য ইঁনি অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে ওস্‌মান পাশা বড়ই সুদক্ষ এবং বহু-দর্শী। ইঁনি এক জন তেজস্বী ও সত্যবাদী তুর্কী অফিসার। ইঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতা ও স্বজাতি-বৎসলতা সর্ব্বসাধারণের মুখে সর্ব্বদা ঘোষিত হইয়া থাকে।

মতান্তরে আর্টা প্রদেশে গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যা—

যুদ্ধের প্রারম্ভে সুবে আর্টায় গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যা এইরূপ ছিল; যথা:—পদাতি সৈন্য ১২০০, তিন ব্যাটালিয়ন ৩০০০, ইঞ্জিনিয়ার ১৭০০, অশ্বারোহী রেসালা ৬০০, ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি ৫০০০, সাহায্যকারী সৈন্য ৪০০০, গোলন্দাজ সৈন্য (তোপখানা বিভাগে) ২৫০০, ভলেণ্টিয়ার ৪০০০, মোট ২২০০০ হাজার। পরে আরও ৮০০০ সৈন্য ঐ সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য আদিষ্ট হয়। উদ্দেশ্য—সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০০ সৈন্য যেন তথায় মজুদ থাকিতে পারে।

গ্রীক্‌দিগের প্রধান আড্ডা আর্টা ও পাটয়া নগরে ছিল। এই দুই স্থান আর্টা উপত্যকা দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। যুদ্ধ সরঞ্জাম ও রসদাদি কাপারনিয়া বন্দরের পথে এখানে আনীত হইত। আর্টা নগরেই অধিকাংশ গ্রীক্ সৈন্য অবস্থিত ছিল।

আর্টায় ৫০০০ সৈন্য ও তথা হইতে ২॥০ মাইল দূরবর্ত্তী পাটয়্যা নামক স্থানের উচ্চ ভূখণ্ডে ৩০০০ গ্রীক্ সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে কোমিউটী হইতে আর্টা উপসাগরের তট পর্য্যন্ত ৭॥০ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে ৬ হাজার হইতে ৮ হাজার পর্য্যন্ত গ্রীক্ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। নদী ও নদী তট বর্ত্তী ঘাট সমূহ রক্ষা, এবং যুদ্ধকালে সৈন্য পরিচালন-ব্যাপার শত্রুপক্ষ হইতে গোপন রাখিবার নিমিত্ত নদীর বাম তটে ৩।৪ হাজার সৈন্য উপযুক্ত স্থান সমূহে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আর্ট হইতে পাটয়্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে যে সকল দুর্গ ছিল, তদু পরি ৩০টী তোপ স্থাপন করা হয়। ইহার অধিকাংশই পার্ব্বত্য তোপ ছিল। গ্রীক্‌দিগের মোট তোপ সংখ্যা ছিল ৬৮। গ্রীক্‌দিগের মনোনীত স্থানগুলি আত্মরক্ষা ও শত্রু পক্ষের বল ক্ষয় করার পক্ষে খুবই উপযুক্ত ও সুরক্ষিত ছিল। কয়েকটি তুর্কী সামরিক আড্ডা গ্রীক্ সেনা দলের আয়ত্তের মধ্যে ছিল গ্রীক্‌গণ আপনাদের সামরিক আড্ডাগুলি মুরুচা ও তোপ সমূহ দ্বারা সুদৃঢ় ও অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। গ্রীক্‌গণের অনুমানানুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে তুর্কী সৈন্যের সংখ্যা ২২ হাজারের উপর ছিল; কিন্তু তাহাদের তোপ সংখ্যা ৪৮ টীর অধিক ছিল না। তন্মধ্যে ৩০০০ হাজার সৈন্য ও ২৪টী তোপ প্রোভেসা নগরের দুর্গ সমূহে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল দুর্গ আর্টা উপসাগরের প্রবেশ-পথে, প্রোভেসা প্রণালীর তটে অবস্থিত। আর্টা নদীর উত্তর তটবর্ত্তী কির্য়ানা ও ফিলিপডিয় তুর্কী সেনা দলের হেড কোয়ার্টার ছিল। এতদ্ব্যতীত এক দল তুর্কী সৈন্য আর্টা ও পাটয়্যার সম্মুখ ভাগে অবস্থান করিতে-

ছিল। আর্টা নগরের ঠিক সম্মুখ ভাগে আর্টা নদীর উপরিস্থ পুলের মুখের উপর এক হাজার আল্‌বেনীয় সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। আর এক পল্টন সৈন্য পুল হইতে ৪ মাইল দূরে ছিল। "এমারত" নামক স্থানে যে তুর্কী সেনাদল অবস্থিতি করিতেছিল, উপরোক্ত সেনাদল তাহাদেরই একাংশ মাত্র। এই সেনাদল গ্রিমিনতযা পর্য্যন্ত, গ্রীক্ সীমান্ত প্রদেশ হইতে দুই হাজার গজ দূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। তুর্কী তৃতীয় সেনাদল (যাহারা শত্রু পক্ষের গতিরোধ জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল) পণ্টিপিগাডিয়ায় অবস্থান করিতেছিল। তুরস্কের বিদ্রোহী গ্রীক্ প্রজা ও তত্রত্য বিপ্লবকারীদিগের নিকট হইতেও গ্রীক্ সেনাদল যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই সেনা দলের অধিকাংশ এথিনিকি হিটারিয়া সভা, আপনাদের নিজ ব্যয়ে গঠন করিয়াছিল। বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই নবগঠিত সেনা দলের পরিচালক ছিলেন। এই বিপ্লবকারী সেনা দলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন স্কালেড্ সুডিমুস্। এই ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে আগ্রিনিয়ান জেলার পক্ষ হইতে গ্রীক্ পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর ছিলেন। এই বিপ্লবকারী বা বিদ্রোহীদিগের সামরিক পরিচ্ছদ অর্থাৎ উর্দ্দী স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। কিন্তু এই সৈন্যদল গ্রীক্‌দিগের "বাকায়দা" (নিয়মিত) সৈন্য বলিয়া কখনও পরিগণিত হয় নাই।

তুর্কিগণ থেসালির ন্যায় ইপাইরসেও প্রথম আক্রমণ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তাঁহারা আর্টা নগরের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া যুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত করেন। তুর্কিগণ আর্টা নগরের উত্তর পশ্চিম দিকস্থ উচ্চ পর্ব্বতের উপর সাড়ে

তিন ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট ১৬টী তোপ বসাইয়া, তিন দিবা রাত্রি কাল ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত ভাবে গোলা বর্ষণ করা হয়। তুর্কী গোলন্দাজদিগের ভয়ঙ্কর গোলা বর্ষণ দর্শনে গ্রীক্‌গণ রাষ্ট্র করিয়াছিল যে, তুর্কী তোপখানার পরিচালন কার্য্যে জর্ম্মণ অফিসারগণ নিযুক্ত আছেন। এরূপ গোলা বর্ষণের ইহাও একটী উদ্দেশ্য ছিল যে, আর্টা নদীর উপরিস্থ সেতু ও আর্টা নগর-আক্রমণ করিবার পথ যেন নির্ম্মুক্ত হইতে পারে।

২০শে এপ্রিল ভোর ৪ টার সময়, আর্টা নগরের সম্মুখ ভাগে স্থাপিত তুর্কী ব্যাটারি গুলি গ্রীক্ মুরুচা সমূহের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। রাইফল ফায়ার করিবার জন্য নদী তটের সমান করিয়া যে পরিখা খনন করা হইয়াছিল, সেখান হইতেও মুষলধারে রাইফলের গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। ঐ সময় এক দল তুর্কী সৈন্য গ্রীক্‌দিগের মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য, এক স্থান দিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিল। অন্য দিক দিয়া এক প্রবল তুর্কী বাহিনী নদীর উপ-রিস্থ বৃহৎ সেতুটী প্রবল ভাবে আক্রমণ করিল। কিন্তু উভয় স্থলেই গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যা প্রচুর থাকাতে, তুর্কিগণ বিফল, মনোরথ হইল। আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যগণ সাহস ও বীর্য্যবত্তা প্রদর্শনে কিছুমাত্র ত্রুটী না করিলেও, তাহা-দিগকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিয়া পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইল। এই আক্রমণে কতিপয় তুর্কী সামরিক অফিসার হত এবং আহত হইয়াছিলেন।

২০শে এপ্রেল মধ্য রাত্রিতে তুর্কিগণ তৃতীয় বার পূর্ব্বোক্ত

সেতুটি আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে গ্রীক্‌গণ অসতর্ক অবস্থায় থাকিবে, সুতরাং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করা যাইবে। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ঠিক হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা এই নৈশ আক্রমণেও বিফল মনোরথ হন।

এই আক্রমণে বিভিন্ন তুর্কী তোপখানা সমূহ তাহাদের যথোচিত সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের উদ্যম বিফল হয়। সুতরাং তুর্কী সৈন্যগণ ঐ রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পর দিন বেলা প্রায় ১০ টার সময় এক জন আল্‌বেনীয়, গ্রীক্‌দিগকে পতাকার সাহায্যে জ্ঞাপন করে যে, তুর্কী সৈন্যগণ রাত্রিকালে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছে এবং সমুদয় সামরিক আড্ডা, অধ্যুষিত গ্রাম সমূহ ও দুর্গ সকল জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। এ সংবাদ অমূলক ছিল না। বাস্তবিক আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যগণ আপনাদের অধ্যুষিত স্থান সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ফিলিপ পডয়্যা নামক গিরি-সঙ্কটে পশ্চাদ্গমন করিয়াছিল। এই অঞ্চলের গ্রীক্‌ অধিবাসিগণ তুর্কী সেনাদলের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ প্রাপ্তে দলে দলে আর্টা নগরে উপস্থিত হইয়া, উন্মাদের ন্যায় অস্বাভাবিক ভাবে আনন্দ প্রকাশ ও বিকট তাণ্ডব করিতে লাগিল। স্থানীয় গ্রীক্‌ অধিবাসিগণ তুর্কী চুঙ্গিখানা অধিকার করিয়া লইল এবং তুর্কী মুরুচা সমূহ ও চুঙ্গিখানার উপর গ্রীক্‌ পতাকা উড্ডীন করিল। তুর্কী সৈন্যগণ গোলা বর্ষণের জন্য যে সকল মুরুচা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যখন ৪০০০ গ্রীক্‌ সৈন্য উহা অধিকার করিয়া লইল, তখন গ্রীক্‌

জন সাধারণ ও গ্রীক্ সৈন্যদিগের আনন্দ কোলাহলের কোনও সীমা পরিসীমা রহিল না। সকলে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, ইপাইরসে ওস্‌মানীয় আধিপত্যের শেষ হইয়াছে। "শীঘ্র যানিনার দিকে অগ্রসর হও" এই ধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হওয়া যাইতে লাগিল। সরল বিশ্বাসী গ্রীক্ কৃষকগণ মনে করিয়াছিল, গ্রীক্ সৈন্যদিগের এই বিজয় লাভ ইপারসের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব লক্ষণ। তুর্কী দিগের ৩ দিবস ব্যাপী গোলা বর্ষণে আর্টা নগরের তেমন উল্লেখ যোগ্য কোনও ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল না। অনেক কম সংখ্যক গোলাই নগর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল; আবার যে গুলি সে পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, তাহাও বিদীর্ণ হইয়াছিল না।

গ্রীক্ সেনানী কর্ণেল ম্যানুস তৎক্ষণাৎ গ্রীক্ সৈন্যদিগকে তুর্কীদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি স্বয়ং স্বীয় সেনা দলের একাংশ লইয়া "বানি" নামক স্থানে আর্টা নদী পার হইলেন এবং দ্রুতগতি ফিলিপ পডয়্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। অন্য দিকে এক ব্রিগেড্ গ্রীক্ সৈন্য ও ১৫০০ ধর্ম্মযোদ্ধা স্ট্রীওনিয়া (পন্টিপিগাডিয়া হইতে এই স্থান ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) অধিকার করিয়া লইল। আর্টা নগরের সম্মুখে এ পর্য্যন্ত যে তুর্কী ব্রিগেড্ অবস্থান করিতেছিল, গ্রীক্‌দিগের এই আক্রমণ নিবন্ধন তাহা লুরস এর দিকে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। ঐ ব্রিগেড্ ফিলিপ পডয়্যার দিকে শত্রু দলের গতিরোধ করণার্থ, ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। অতঃপর উভয় পক্ষে যে সামান্য সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে কয়েক শত তুর্কী

সৈন্য হতাহত ও তাহাদের কতিপয় তোপ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে, তাহারা পণ্টিপিগাডিয়ার দুর্ভেদ্য গিরি-সঙ্কটে হটিয়া যায়। ২৩শে এপ্রিল তারিখে গ্রীক্ সেনানী কর্ণেল ম্যানুস ফিলিপ-পডিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ঐ সময়ই তিনি এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, আর্টার ঠিক সম্মুখে "এমারত" নামক স্থানে যে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য তুর্কী কেল্লা আছে, তুর্কিগণ উহা আর অধিক কাল রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। পণ্টি-পিগাডিয়ার দিকে তুর্কী সেনাদলের পশ্চাতে হটিয়া আইসা, এবং ঐ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ পরিত্যাগ করাব সংবাদ কনষ্টাণ্টি-নোপলে পঁহুছিলে, তত্রত্য জন-সাধারণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং বিষম অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিল। তৎক্ষণাৎ জানিনা নগরে এই টেলিগ্রাম পঁহুছিল যে, পণ্টিপিগাডিয়ার দুর্ভেদ্য গিরি-সঙ্কটে—(যাহা জানিনা নগরের চাবি স্বরূপ) অনতিবিলম্বে যেন সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করা হয়। আর ইপাইরসে যুদ্ধ করিবার জন্য ২টী নূতন ব্রিগেড্ যেন সংগঠন করা হয়। ঐ সময় এই জনরব প্রচারিত হয় যে, ইপাইরসের প্রধান সেনানী আহ্‌মদ পাশাকে মহারাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে।

আল্‌বেনীয় সেনাদল হঠাৎ বিদ্রোহী হওয়াতে, জানিনা নগরে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। যে সকল সামরিক অফিসার এ সময় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, তাহাদের মনোযোগও ঐদিকে আকৃষ্ট হইল। এই বিদ্রোহ নিবন্ধন আক্রমণকারী গ্রীক্ সৈন্যগণও বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল তারিখে পূর্ব্বোক্ত

গিরিসঙ্কটস্থ বিভিন্ন তুর্কী সেনাদলের সহিত, কর্ণেল ম্যান্নুস কর্ত্তৃক পরিচালিত গ্রীক্ সেনা দলের যুদ্ধ হইল। কিন্তু এতদ্দারা যুদ্ধের মূল অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। এই সময়কার যুদ্ধের মোটামুটী ফল এই হইল যে, ইপাইরসস্থ ওস্মানীয় বিদ্রোহী প্রজাগণের নিকট হইতে উপযুক্ত রূপ সাহায্য লাভ করিবে মনে করিয়া, গ্রীক্ সেনাদল উপরোক্ত গিরিসঙ্কটের ঠিক সম্মুখ ভাগে (মুখের উপর) মুরুচা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং তুর্কী সেনাদলকে ব্যতিব্যস্ত ও তাহাদের মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই সময়ে আক্রমণ করিতে থাকিলেন।

২৭শে এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পন্টিপিগাডিয়ার নিকটে উভয় দলে যে সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাস জনক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। এ যাবৎ এতৎসম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পরস্পর বিরোধী। "ডেইলি নিউস" নামক বিলাতী সংবাদপত্রের যে সংবাদদাতা গ্রীক্ সেনা দলের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার লিখিত বিবরণ এই :—

"যে পাহাড় শ্রেণী দ্বারা আর্টা উপসাগর পরিবেষ্টিত, তাহা হইতে দুইটি রাজপথ জানিনা নগরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি রাজপথ প্রোভেসা নগর হইতে ওয়াদি লুরস্ হইয়া ফিলিপ পডিয়ায় গিয়াছে। এই রাজ পথটি যাতায়াতের পক্ষে বেশ সুবিধা জনক। যুদ্ধ কালে এই পথটি বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে। দ্বিতীয় রাজপথটি আর্টা নগর হইতে থাগু পুলুস, কুমযাবিস, করুয়া সারাস হইয়া পন্টিপিগাডিয়ায় (যাহা পন্টিপিগাডিয়া নামক গিরি-সঙ্কটে অবস্থিত)

পঁহুছিয়াছে। থাম্নুপুলুসের পরবর্ত্তী রাস্তা বড়ই দুর্গম; কিন্তু উহার দুই দিকেই খুব সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত আশ্রয় স্থান সকল বিদ্যমান। এ উভয় রাস্তা পন্টিপিগাড়িয়ার দুর্গে (যাহা গিরিবর্ত্মের ঠিক মুখে অবস্থিত) গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। দুর্গ হইতে দেড় বা দুই মাইল দক্ষিণে এই দুর্গটি সামরিক রাস্তার সঙ্গে (যাহা জানিনা নগরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে) একটি গভীর ঘাটি এক পার্শ্বদেশ হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। এই ঘাটির উভয় পার্শ্বে আকাশভেদী গিরি-চূড়া সমূহ বিদ্যমান। ৫ দিন যাবৎ বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করার পর গ্রীক্‌গণ পন্টিপিগাড়িয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, উহা অধিকার করে। তাহাদের সৈন্যগণ সুদীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য দরি পথে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে সফলতা লাভ করে। তাহাদের এই ইচ্ছা ছিল যে, প্রোভেসা নগর অধিকৃত হইবা মাত্রই জানিনার দিকে অগ্রসর হইয়া, তথায় গ্রীক্-পতাকা উড্ডীন করিবে।"

গ্রীক্ সেনা দল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে তাহাদের এক দল কুন্দোযা গ্রাম পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহাতে তুর্কী সৈন্যগণ সুযোগ পাইয়া, ২৪শে এপ্রিল তারিখে হঠাৎ ঐ গ্রীক্ সেনা দলকে আক্রমণ করে। তুর্কী সৈন্যদিগের ভীষণ আক্রমণে এই গ্রীক্ সেনা দল একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে ৩০০ শত হত ও ২০০ শত আহত, এবং ৬০ জন বন্দী হয়। থাম্নু পুলুষের নিকটস্থ গিরিবর্ত্ম হইয়া যে সামরিক রাস্তা পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে, ২৭শে তারিখে গ্রীক্‌গণ তথায় এমন একটি সৈনিক আড্ডা স্থাপন করে, যাহা স্বাভাবিক রূপে নিতান্ত মজবুত ছিল। কিন্তু উহাতে এই এক ত্রুটী ছিল যে,

উহা একটি অরণ্য পূর্ণ পার্ব্বত্য ভূভাগ (যাহা ওয়াদির মুখের উপর অবস্থিত ছিল) এর আয়ত্তের মধ্যে ছিল। ঐ পার্ব্বত্য ভূভাগে তুর্কী সেনা দল অবস্থান করিতেছিল। ক্ষুদ্র একটি পাহাড় তত্রত্য গ্রীক্ সেনা দলের অবস্থান-স্থানের চাবি স্বরূপ। ঐ পাহাড়টি এরূপ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত ছিল যে, উহা তুর্কীদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক মুরুচার ন্যায় কার্য্যকরী হইতে পারিত। বিশেষতঃ গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ উহারা এরূপ ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিত। কর্ণেল বুযারিস্ নামক গ্রীক্ সেনানী ৬০০০ সৈন্য লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আবার ৩০০০ সৈন্য ও ৬টি তোপ লইয়া এখান হইতে ১½ মাইল দক্ষিণে "কুমুযারিস" নামক স্থানে দৃঢ় ভাবে অবস্থিত ছিল। এই স্থান হইতে আরও দক্ষিণে ৮টি তোপ সহ ১০০০ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। ৬০০ রিজার্ভ সৈন্য ৪টি তোপ লইয়া কয়ওয়া সারাস নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। ২৭শে এপ্রিল তারিখে উভয় পক্ষীয় সেনা দল আংশিক ভাবে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-হাঙ্গামায় ব্যাপৃত হইয়াছিল। কিন্তু ২৮শে ও ২৯শে এপ্রেল তারিখে তুর্কী সেনা দল সম্মুখ ভাগে প্রবল বেগে অগ্রগমন আরম্ভ করাতে, উভয় দলের ভীষণ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

২৮শে এপ্রেল প্রাতঃকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথমে এক ব্রিগেড্ তুর্কী সৈন্য কর্ণেল বুযারিসের অধীনস্থ সেনা দলকে (যাহারা থানুপলুসের নিকট অবস্থান করিতেছিল) আক্রমণ করে। কিন্তু এই আক্রমণে তাহারা কোনরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। এই গ্রীক্ সেনা দলে পাহাড়ের শৃঙ্গো-

পরি ৬০০ শত আওয়েজুনি, ৪০০০ গ্রীক্ সেনা ও দুইটি তোপ, পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ৬০০ শত আওয়েজুনি ও দুইটি তোপ ছিল। তুর্কী ব্রিগেডে ৪০০০ সৈন্য ও কয়েকটি তোপ বিদ্যমান ছিল। এই তুর্কী ব্রিগেড্ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া, পাহাড়ের শৃঙ্গ দেশ অধিকার করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল। গ্রীক্গণ প্রথম দিন ত আপনাদের অবস্থান স্থানে দৃঢ় ভাবে অবস্থিত রহিল, কিন্তু তুর্কী সৈন্যদিগের দৃঢ় সঙ্কল্প ও পুনঃ পুনঃ আক্রমণ-ব্যাপার দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, গ্রীক্দিগের পক্ষে সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী গ্রীক্ সেনা দলও থামুপুলুসের মধ্যে সাড়ে ছয় হাজার গ্রীক্ সৈন্য ও ৩০টা তোপ মজুত ছিল। সুতরাং কর্ণেল বুযারিসকে সহজেই সাহায্য পঁহুছান যাইত। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা-দের সাহায্যের জন্য কোনও সেনা দল প্রেরিত হইল না। ২৯শে এপ্রেল তারিখে তুর্কিগণ পুনরায় রাইফল দ্বারা ভীম তেজে অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ করিল। ঐ অগ্নি বর্ষণ বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াছিল। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় উক্ত অনল বর্ষণের তেজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, তুর্কিগণ পূর্ণ বিক্রমে আক্রমণ করি-বার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পক্ষান্তরে গ্রীক্গণ এমনই বিস্ময়কর কার্য্য-তৎপরতা (?) দেখাইয়াছিল যে, তাহা নিতান্তই কাপুরু-ষোচিত কার্য্য। তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল না সত্য, কিন্তু জানি না, কি কারণে গ্রীক্দিগের সেই গিরি শৃঙ্গোপরি স্থাপিত তোপখানা হঠাৎ নীরব হইয়া গেল। আর অপরাহ্ন ৩া০ টার সময় যখন তুর্কী সৈন্যগণ ভীম পরাক্রমের সহিত অগ্নি-বৃষ্টি

করিতে করিতে বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করিবার জন্য দক্ষিণ ভাগের সম্মুখে আপনাদের সেনা দল শ্রেণীবদ্ধ করিল, তখন গ্রীক্‌দিগের পর্ব্বত-মধ্যস্থলে স্থাপিত তোপ সমূহও নীরব হইয়া গেল, এবং ২০ মিনিট সময়ের মধ্যে তাহারা থাম্নুপুলুসের দিকে হটিয়া গেল। অবশ্য পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি অবস্থিত আওইযুনি সৈন্য-গণ আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যদিগের গতিরোধে প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং আপনাদের অপেক্ষা দশ গুণ অধিক সংখ্যক শত্রু সেনা দলের সম্মুখে ৫টা পর্য্যন্ত দৃঢ় ভাবে অবস্থিত রহিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে বিক্রান্ত তুর্কী সৈন্যগণ তাহাদিগকে পাহাড়ের নিম্ন দেশে বিতাড়িত করিল। কিন্তু পশ্চাতে হটিতে হটিতেও তাহারা আক্রমণকারী সেনা দলের প্রতি গুলি বর্ষণ করিতে বিরত হয় নাই। পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি ১০০ এক শত বীর্য্যবন্ত আওইযুনি (ইউযিনি) সৈন্য নিহত হইয়াছিল। তুর্কিগণ পর্ব্বত শৃঙ্গ অধিকার করিয়া, পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত গ্রীক্ সেনা দলের উপর এরূপ ভীষণ ভাবে অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল যে, গ্রীক্‌গণ তাহাদের সম্মুখে আর অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহা-দের বল-বিক্রম এই স্থলেই শেষ হইয়াছিল। এক্ষণে সাধারণ ভাবে পশ্চাদ্গমন করিবার জন্য বংশী বাদন করা হইল। ৫।॰ টার সময় গ্রীক্‌দিগের সমগ্র সেনা দল পশ্চাতে হটিয়া গেল। বিজয়ী তুর্কী সৈন্যগণ পলায়মান আওইযুনি সেনা দলের পশ্চা-দ্ধাবন করিল। গ্রীক্ সামরিক অফিস্যারগণ আপনাদের পলায়নপর সৈন্যগণের পলায়ন কার্য্যে নিষ্ফল বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদের নিষেধ বাক্য কেহ মানিল না—

তাহাদের বাধা প্রদানে কেহ ভ্রূক্ষেপ করিল না। সমগ্র সৈন্য দল দ্রুত বেগে ধাবিত হইয়া, আর্টার সেতু পর্য্যন্ত গমন করিল। কিন্তু তথায় যাইয়া তাহারা দেখিতে পাইল, সমগ্র রাস্তা বিষম ভিড় এবং সহস্র সহস্র গ্রাম্য লোকে উহা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র প্রদেশে কিরূপ গোলমাল এবং বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, এই ঘটনার দ্বারা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পল্লী গ্রামের সাধারণ অধিবাসী অর্থাৎ কৃষকগণ আপনাদের জিনিস পত্র লইয়া পলায়ন করিয়া, পলায়মান গ্রীক্ সৈন্যগণের পূর্ব্বেই নদী তটে উপস্থিত হইয়াছিল। অসংখ্য গো-শকট, শস্য পূর্ণ বস্তা এবং মনুষ্য সকল একত্র মিলিয়া মিশিয়া যাওয়াতে, প্রথম হইতেই বিশৃঙ্খলার সীমা পরিসীমা ছিল না, এক্ষণে পলায়মান সৈন্যদলের সহিত পলায়নপর গ্রাম্য কৃষকদিগের শকটাদি একত্র মিশিয়া এক মহা বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত করিয়া দিল। লোকদিগের ভয় ও ব্যস্ততার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। আর্টার যে সেতু হইতে গ্রীক্ সৈন্যগণ আপনাদের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, আজ নিতান্ত শোচনীয় দুর্দ্দশার সহিত ঐ সেতুর দিকে পলায়ন করিতেছিল। আর্টার সেতুটি প্রস্তর নির্ম্মিত; উহার চওড়াই ৩ গজের অধিক নহে। তিনটি মেহরাব—যাহা স্তম্ভের উপর স্থাপিত; তদুপরি এই বৃহৎ পুলটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেতুর দুই দিকের প্রাচীর এত উচ্চ যে, উহার উপর দিয়া গমন কালে বোধ হয়, যেন কোনও অত্যুচ্চ পাহাড়ের ঘাটি অতিক্রম করা হইতেছে। এই স্থানে নদী তেমন গভীর নহে, এবং উহার স্রোতও তেমন প্রবল নয়।

২৮শে ও ২৯শে এপ্রিলের যুদ্ধের ফল এই হইল যে, ৩০শে এপ্রিল তারিখে তুরস্কের এলাকার একজন মাত্রও গ্রীক্ সৈন্য অবশিষ্ট রহিল না, এবং কর্ণেল ম্যানুসের অধীনস্থ সেনা দল—যাহা অনেক সময় তৃতীয় ডিভিজান বলিয়া অভিহিত হইত—এই অগ্র গমন কার্য্যে বিফল মনোরথ হওয়াতে নিতান্ত ভগ্ন-মনাঃ ও বিপুল সৈন্য হতাহত হওয়াতে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। প্রোভেসা নগরেও নিকোপলিসের শীর্ষ দেশ হইতে দুর্গোপরি গ্রীক্ গোলন্দাজদিগের দ্বারা গোলা বর্ষণে কোনও রূপ সুফল ফলে নাই; কিন্তু এই সকল ঘটনায়ও গ্রীক্ সেনাপতির উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিল না। তিনি একটি নূতন কৌশল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ৩রা মে তারিখে আড়াই হাজার ইপাইরসীয় ধর্ম্ম যোদ্ধা—যাহাদিগকে বুতযারি-সের বংশধরগণ গঠন করিয়াছিল—এথেন্স্ হইতে ইপাইরসে উপস্থিত হয়; এবং তথা হইতে জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক, ইপাইরসে রওয়ানা হইয়াছিল। একটি গ্রীক্ রমণী পতাকা-ধারিণী রূপে ঐ সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। এই তেজস্বিনী মহিলা জোয়ান অফ্ আর্কের ন্যায় রণ রঙ্গে মাতিয়াছিলেন। এই রমণী যোদ্ধৃ জনোচিত সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, ধর্ম্ম যোদ্ধাদিগের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। ইঁহার মস্তকে কৃষ্ণ বর্ণ টুপি, এবং কার্ত্তুসের পেটি সকল স্কন্ধোপরি বিরাজ করিতেছিল। এই রমণীর নাম হেলেন কানষ্টন ডিনি এবং বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর মাত্র ছিল। এই যুবতী একজন অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদকারিণী বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কচিৎ ইঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইত। জোয়ান অফ্ আর্কের ন্যায় দৈব বাণী

হইত বলিয়া তিনিও দাওয়া করিতেন। ইঁনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রীক্‌দিগের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক, তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁনি গ্রীক্‌দিগের পক্ষে "রণদেবী" স্বরূপিণী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

থেসালিতেও গ্রীক্ সৈন্যগণ উপর্য্যুপরি পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। তুর্কিগণ এ সময় ভোলো বন্দর অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন; এবং গ্রীক্‌গণ ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে ডোমোকোসের দিকে পলায়ন করিতেছিল। এই সকল ঘটনা পরম্পরায় নিরুপায় হইয়া গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট অবশেষে ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের নিয়োজিত দূতগণের সাহায্যে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার পক্ষে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু এই যুদ্ধ স্থগিত রাখা সম্বন্ধীয় সামরিক সন্ধি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, অন্ততঃ ইপাইরসে কিয়ৎ পরিমাণে জয়শ্রীর অধিকারী হয়, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বিশেষতঃ প্রোভেসা ও নিকোপলিস—(যাহার উপর ইতিপূর্ব্বে গ্রীক্‌গণ গোলা বৃষ্টি করিয়াছিল) অধিকার করিয়া লইতে দৃঢ় ভাবে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্যে, গ্রীক্ প্রধান মন্ত্রী মিঃ রালি, ইপাইরসস্থ গ্রীক্ সেনানী কর্ণেল ম্যান্নুসকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে, ইপাইরসে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিলে, জয় লাভের সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা জানাইবে। বিশেষতঃ তুর্কিগণ থেসালি প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে, এ অবস্থায় ইপাইরসে যুদ্ধারম্ভ করা যাইতে পারে কি না? কর্ণেল ম্যান্নুস এ উভয় প্রশ্নেরই উত্তর, যুদ্ধ করা উচিত বলিয়া দিয়াছিলেন।

ইপাইরসস্থ গ্রীক্ সেনানী কর্ণেল ম্যান্নুসের অনুকূল মত

প্রাপ্ত হইয়া গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট তথায় নূতন সেনা দল প্রেরণ করিলেন এবং অস্থায়ী সন্ধি স্থাপনের কথাবার্ত্তা যখন চলিতেছিল, তৎকালে সাধ্যানুসারে স্বীয় সৈন্য সংস্থান-স্থান সুদৃঢ় করিতেও একটি অথবা দুইটি স্থান শত্রু পক্ষ হইতে কাড়িয়া লইবার আশায় উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্যকারী সেনা দল ও যুদ্ধ সামগ্রী ইপাইরসে প্রেরণ করিলেন। কর্ণেল ম্যান্নুসও উপরোক্ত উদ্দেশ্যের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া, যুদ্ধের নূতন চিত্র অঙ্কিত করিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, জানিনা হইতে প্রোভেসা ও নিকোপলিসে যেন তুর্কিগণ সাহায্য প্রেরণ করিতে না পারে। আর যত শীঘ্র সম্ভবপর হয়, কোনও উপযুক্ত স্থান শত্রু পক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া, জানিনা হইতে প্রোভেসা ও নিকোপলিসের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ অধিকার করা হয়। এই দুইটি ক্ষুদ্র নগর সুবে ইপাইরসের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে আর্টা উপসাগরের মুখের উপর অবস্থিত।

গ্রীক্‌দিগের এই নূতন ভাবের বীরত্ব সূচক কার্য্য কলাপে যে ঘটনা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল, বিভিন্ন সংবাদদাতার বর্ণিত ঘটনাবলী পরস্পর মিলাইয়া উহার বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। এই সকল যুদ্ধ ১২ই, ১৩ই, ও ১৪ই মে তারিখে লুরুস ও আর্টা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। জানিনা ও আর্টার রাজপথ এই প্রদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই ভূভাগে কয়েকটি পর্ব্বত শ্রেণী বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতের শীর্ষ দেশ প্রশস্ত এবং জঙ্গল দ্বারা আচ্ছাদিত। এই পাহাড় শ্রেণীর সম্মুখ ভাগ বন্ধুর (উচা-নীচা) ও ঘাটি সকল বিরাজিত। এই কারণ বশতঃ উক্ত প্রদেশের

স্থানে স্থানে যুদ্ধের উপযুক্ত নিতান্ত উৎকৃষ্ট স্থান সকল বিদ্যমান আছে।

১২ই মে তারিখের তৃতীয় প্রহরে কর্ণেল বিরকেতারিস্ এক দল সৈন্য সহ (যাহাতে ১ ব্রিগেড্ পদাতি সৈন্য, তিন রেসালা ও দুই ব্যাটারি তোপ ছিল) এগারত নামক স্থানের পাহাড় শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইল; এবং ঐ স্থানে শত্রু দলের সহিত তাহার খণ্ড যুদ্ধ হইল এবং ঠিক ঐ সময়েই দ্বিতীয় এক দল সৈন্য (যাহাতে ৮টি পল্টন ও ২ ব্যাটারি তোপ ছিল) কর্ণেল গোলফি নোপুলুস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, কালপুস লুরের সেতুর দিকে অগ্রসর হইল। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তুর্কিগণ অগ্রেই যেন ঐ সেতুটি অধিকার করিতে না পারে। তৃতীয় দল গ্রীক্ সৈন্য কর্ণেল ডোকসাসের নেতৃত্বাধীনে পাশাকাঃ নামক স্থানের উপর দিকে আর্টা নদী পার হইয়া, ঐ স্থানে অবস্থিত তুর্কী সৈন্যদিগকে বাধা প্রদান করিবার জন্য আক্রমণ করিলেন এবং মারকুবুট জারিস্ এর ধর্ম্ম যোদ্ধাদিগের প্রতি এই আদেশ প্রদত্ত হইল যে, জানিনার রাস্তার উপর কোনও সুরক্ষিত স্থানে তাহারা দৃঢ়তার সহিত অবস্থান করে। আর তুর্কিগণ প্রোভেসা নগর হইতে বাহির হইয়া যদি 'ধাওয়া' করে, তবে তাহাদিগকে যেন পশ্চাতে হটাইয়া দেয়। বিরকেতারিস এর প্রতি তাকিদি হুকুম হইল যে, যে সকল মুরুচা বন্দ সৈন্য সমাবেশ-স্থান তাহার অংশে আছে, তিনি তথায় যেন আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। কারণ, যদি প্রয়োজন হয়, তবে গোলফি নোপুলস্ এর ব্রিগেড্‌কে (যাহাদিগকে ইপাইরসস্থ ধর্ম্ম যোদ্ধাদিগের সাহায্য জন্য লুরস হইতে নদী পার

হইয়া, অগ্রসর হওয়া দরকার ছিল) যথাসময়ে সাহায্য করিতে পারে।

কিন্তু বিরকেতারিস্ ১৩ই মে তারিখে সতর ইউসা থাসু পুলুস এবং গ্রিমিন তথায় তুর্কী সেনা দলের উপর আক্রমণ করিয়া, শত্রু পক্ষের সহিত কঠোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থলে তুর্কিগণ খুব মজবুত মুরুচা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তদুপরি তোপ সমূহ স্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানে তুর্কী সৈন্যগণ সংখ্যায়ও প্রচুর পরিমাণে ছিল। অল্প কাল পূর্ব্বেই সাআদ উদ্দীন পাশার অধীনে ৮ হাজার সৈন্য এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। ভয়ঙ্কর রূপ গোলা বর্ষণের পর (যাহাতে আর্টার নিকটবর্ত্তী গ্রীক্ দুর্গ সমূহের তোপখানা ও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল) আওয়েযোনি সৈন্যগণ প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শত্রু পক্ষের পংক্তি মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, এবং উহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য পশ্চাতে হঠাইয়া দিল। কিন্তু তুর্কিগণ নবাগত সাহায্যকারী সৈন্য দলের আগমনে দৃঢ়তার সহিত স্বস্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। যদিও গ্রীক্দিগের নিকট ৪ ইঞ্চি রন্ধ্র বিশিষ্ট তোপ-গুলিও এ সময় ময়দানে উপস্থিত হইয়া, তুর্কীদিগের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। একটু পরেই দিবা অবসান হইল, নৈশ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধও থামিয়া গেল। এই যুদ্ধে গ্রীকগণ প্রশংসনীয় রূপ বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইয়া, বিপুল-সংখ্যক শত্রু সেনার সম্মুখে স্বীয় অধ্যুষিত স্থান অসম সাহসিকতা ও অসাধারণ বীর্য্যবত্তার সহিত রক্ষা করিয়াছিল। রাত্রি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পার্ব্বত্য প্রদেশে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। কিন্তু

তোপ পরিচালন কার্য্য ইহাতেও রোধ করিতে পারিল না। এক পাহাড়ের উপর তুর্কী তোপ খানা ও উহার ঠিক সম্মুখ ভাগে অপর পাহাড়ের উপর গ্রীক্ তোপ খানা স্থাপিত ছিল। কিন্তু অবশেষে পার্ব্বত্য প্রবল বারি বর্ষণে ইহাকেও বন্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টি, শীত ও ক্ষুধায় উভয় পক্ষীয় সৈন্য দলকে এই রাত্রিতে বিষম কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

১৪ই মে শুক্রবার ভোর ৯ টার সময় গ্রীক্ সেনানী বিরকেতারিস, গোলফিনোপুলুস এব ব্রিগেড্ হইতে এক পল্টন সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনে সাহসী হইয়া, পুনরায় বীরত্বাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় সেনা দলকে তিন বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে এক দল সৈন্য কেয়াফাঃ নামক দরি পথ হইতে, আর এক দল উক্ত দরি পথের বাম ও পূর্ব্ব দিক হইতে খানপুলুস এবং উহার সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক দিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই আক্রমণ খুব তেজের সহিত আরম্ভ করা হইয়াছিল। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় গ্রীক্দিগের সফলতার প্রচুর লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু গ্রীক্দিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সকল গিরি-শৃঙ্গ (যাহার উপর তুর্কিগণ অবস্থান করিতেছিল) গাঢ় কুয়াসা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু তুর্কিগণ তথা হইতে গ্রীক্দিগের গতিবিধি (যাহারা নিম্নস্থ ময়দানে অবস্থিত ছিল) বেশ সুন্দর রূপে দেখিতে পাইত। যাহা হউক, যখন বিরকেতারিস এর সেনা দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইল, ঐ সময় তুর্কীদিগের ২টি ব্যাটারি (যাহার মধ্যে একটিতে চারি ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট বৃহদাকার তোপ সকল ছিল) গ্রীক্ সৈন্য পংক্তিকে দুই দিকের লক্ষ্য স্থল করিয়া দিল।

অধিকন্তু তুর্কী সেনা দলের সঙ্গে তিনটি বৃহদাকার পার্ব্বত্য তোপও ছিল। ঐ তোপত্রয় গ্রীক্ তোপ খানার উপর মুষল-ধারে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া, উহাদিগকে একেবারে নীরব করিয়া দিল। এইরূপ অবস্থায় গ্রীক্ পদাতি সৈন্যগণের নির্ভীক ভাবে অগ্রসর হওয়া ও বীরত্ব ব্যঞ্জক আক্রমণ যে সর্ব্বতোভাবে বিফল হইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। আল্‌বেনীয় রেজি-মেণ্ট, ধুস্ বন্দীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত ও পাহাড়ের শিখরস্থিত ব্যাটারি আক্রমণকারী আইওযিন ও পদাতি পল্টনের উপর অবিশ্রান্ত ভাবে গোলা ও গুলি বর্ষণ করিতেছিল। এক জন ইংরেজ সংবাদদাতা—যিনি এই যুদ্ধ-ব্যাপার বিশেষ ভাবে পর্য্য-বেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি গ্রীক্‌দিগের বীরত্ব ও ধৈর্য্যের বিশেষ ভাবে প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অপরাহ্ন ৪ টার সময় বিরকেতারিসের পূর্ব্বোক্ত তিন দল সৈন্য শেষ বার তুর্কী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। শ্রবণ বধিরি বন্দুকের ভীষণ আওয়াজ ও পর্ব্বত এবং টিলা সমূহ হইতে উত্থিত উহার গম্ভীর প্রতিধ্বনি, যেন এই যুদ্ধের শেষ দৃশ্য পট ছিল। পুনরায় অবিশ্রান্ত ভাবে এমনই মুষল ধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল যে, বোধ হইল যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই বৃষ্টিপাতে সেই পার্ব্বত্য ভূভাগ এমনই পিচ্ছিল হইয়া পড়িল যে, মানুষের চলাচল অসাধ্য হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি বৃষ্টিও নিস্তেজ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ পরে উহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। অপরাহ্ন ৫ টার সময় ৩ দিবস ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইল। যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও পূর্ব্ববৎ বৃষ্টি-পাত হইতে লাগিল। গ্রীক্‌গণ আপনাদের অধ্যুষিত স্থানে

দৃঢ় ভাবে অবস্থিত রহিল। পরবর্ত্তী রাত্রি উভয় পক্ষীয় সেনা দলের পক্ষে বিষম ভয়াবহ ছিল। উহার চিত্র ডেইলি নিউসের সংবাদদাতা উত্তম রূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন।

১৫ই মে শনিবার রাত্রি অবসান এবং প্রভাতের আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইলে, ঘরহ্ ও থাম্নুপুলুসস্থ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা, পুনরায় সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠিল। সংবাদ-দাতার বর্ণনা এইরূপ যে, আকাশ পরিষ্কার হইলে আমি দেখিতে পাইলাম, তুর্কী রাইফলধারিগণ খুব স্ফুর্ত্তির সহিত গর্ত্ত খনন ও ধুসবন্দি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্য দিকে তাহাদের কয়েক দল অশ্বারোহী সৈন্য স্থানে স্থানে ময়দানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তিন দিনের যুদ্ধ ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পাতে উভয় দলের শক্তি ও সাহস দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছিল। কোনও পক্ষ পুনরায় সাধারণ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সাহসী ছিল না। যুদ্ধ ক্ষেত্র—যে স্থানে প্রবল ভাবে বারিপাত হইতেছিল, এবং আকাশ মণ্ডল গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন রহিয়াছিল, তথায় কেবল মাত্র কথন কথন দুই একটি বন্দুকের শব্দ শুনা যাইত। এই শব্দ গোলফি নোপুলুসস্থ ব্রিগেডের দিক হইতে আসিতেছিল—যাহাদের চেষ্টা কেবলমাত্র লুরুসের সেতুর নিকটে, প্রতিপক্ষের সহিত সামান্য যুদ্ধ করা পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধে গ্রীক্ সেনা দলকে আপনাদের অবস্থান-স্থান হইতে বড় বেশী পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল না। বরং সাধারণ নিয়মানুসারে তাহারা বরাবর সেই স্থানে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিল—যথায় পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত ছিল। এতদ্ স্বত্ত্বেও কর্ণেল ম্যান্নস আদেশ প্রচার করিলেন যে, সমগ্র সৈন্য দল রাত্রিকালে আর্টার সেতুর দিকে যেন হটিয়া

আইসে। তদনুসারে গ্রীক্ সেনা দল নিয়মিত রূপে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে লাগিল। কোনও তোপ বা যুদ্ধ সামগ্রী পশ্চাতে ফেলিয়া আইসা হইল না। প্রায় সমুদয় সৈন্য ভোর ৫টা পর্য্যন্ত আর্টার নিকট স্বীয় পূর্ব্ব অবস্থান-স্থানে (যেখান হইতে তাহারা ৩ দিন পূর্ব্বে শত্রু দলকে আক্রমণ করিবার জন্য রুদ্র তেজে অগ্রসর হইয়াছিল) প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য দল এখন পর্য্যন্ত নদীর দক্ষিণ তট অধিকার করিয়া রহিল। চোকসার গ্রীক্ ব্রিগেড্‌কেও (যাহাকে পালাকাস্থ তুর্কী সেনদলের বিরুদ্ধে এই উদ্দেশ্যে পাঠান হইয়াছিল যে, যেন অপর কোনও তুর্কী সেনা দল তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে না পারে) বিফল মনোরথ হইতে হইল। এই যুদ্ধে ৭০০ গ্রীক্ সৈন্য হত এবং আহত হইয়াছিল। ২৫ জন নিহত ও ১ জন আহত অফিসারও এই সংখ্যার অন্তর্নিবিষ্ট। এ কথার উল্লেখ করা এখনও বাকি আছে যে, বুট যারিস্ এর ধর্ম্ম যোদ্ধৃ দলের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রোভেসার তুর্কী সৈন্যগণ যাহাতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ফিলিপ পডিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে না পারে, তৎকার্য্যে এই সেনা দলকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সেনা দল (যাহা অন্যূন ৩০০০ হাজার যোদ্ধৃ পুরুষ দ্বারা গঠিত হইয়াছিল) স্বকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন মানসে ১২ই মে তারিখে লুরুস নদীর মোহানার নিকট জাহাজ হইতে স্থল ভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা অবতরণ করিয়াই তুর্কী সৈন্যের পথাবরোধ করিয়া দাঁড়ায়। এতদ্দ্বারা উত্তর দিকে যাইবার পথ তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু বিক্রান্ত তুর্কী সৈন্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ

করিয়া, প্রত্যেক স্থানেই শোচনীর রূপে পরাস্ত করে। এই ধর্ম্ম যোদ্ধ্‌ দিগের সংখ্যার অল্পতা বশতঃ পূর্ব্ব হইতেই জানা গিয়াছিল যে, ইহাদের পরিণাম শুভ জনক নহে। ইহাদের অদৃষ্টের শেষ ফলও, গবকচুর যুদ্ধের ন্যায় ১৫ই মে তারিখে হইয়াছিল। ৪ দিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর এই পথাবরোধ-কারী সেনা দলের মধ্যে সামবিক শক্তি কিছু মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের টোটাও ফুরাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নিরুপায় হইয়া ১৫ই মে সন্ধ্যার সময় তাহারা পশ্চাতে হটিয়া যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। এই যুদ্ধেও উভয় প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে কেহ সুফল লাভ করিতে পারে নাই। কর্ণেল গোলফি মুপুলস এই ধর্ম্ম যোদ্ধ্‌ দলকে যথাসময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয়ান মজাহেদিন দিগের যুদ্ধের শেষ ফল, তাহাদের শোচনীয় রূপ ধ্বংস সাধন দ্বারা সমাধা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, উহাদের এরূপ অবস্থা ঘটিবার কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

রাত্রি কালে নিতান্ত দুর্দ্দশার সহিত, এই গ্রীক্ ধর্ম্ম যোদ্ধাগণ জাহাজে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সমুদ্র তটাভিমুখে গমন করিতেছিল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাহারা এতই কাতর হইয়াছিল যে, সম্মুখের দিকে আর তাহাদের পা চলিতেছিল না। এই অবস্থায় হঠাৎ জনরব উঠিল যে, তুর্কী সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র তট হইতে এই সংবাদ পঁহুছিল যে, তথায় জাহাজারোহণের জন্য কোনও নৌকা উপস্থিত নাই। এক্ষণে গ্রীক্ ও তুর্কী সীমার মধ্যবর্ত্তী সেই অপ্রশস্ত সমুদ্র-শাখা হাটিয়া পার হওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। ঐ সময়

এত সৈন্য দলের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের পংক্তি সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সকলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং অবিশ্রান্ত বারি পাতে ভিজিয়া "শোর-বোর" হইয়াছিল। অনেকেই শত্রু হস্তে বন্দী হইবার ভয়ে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল। তাহাদের এই গোলমাল, আর্ত্তনাদ ও চীৎকার ধ্বনি নিকটবর্ত্তী তুর্কী সেনা দলের কর্ণগোচর হওয়াতে, এবং তাহারা গ্রীক্ সৈন্যদিগের দুর্দ্দশার বিষয় জানিতে পারিয়া, ঐ পলায়মান শত্রু দলের উপর মূষলধারে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। ইদের রাত্রি বলিয়া মুসলমানগণ আহ্লাদে "লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ্" শব্দে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিয়াছিল। এক জন ইংরেজ সংবাদদাতার বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, কতিপয় গ্রীক্—যাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শীতে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল, তাহারাও মুসলমানদিগের আনন্দ ধ্বনি শ্রবণে "লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ্" শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। তুর্কীদিগের ভীষণ গোলা বর্ষণে বহুতর গ্রীক্ ধর্ম্ম যোদ্ধা সমুদ্র জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। হতাবশিষ্ট সেনা দল অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণাদি ফেলিয়া নিতান্ত দুর্দ্দশার সহিত অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় গিয়া জাহাজে আরোহণ করিল। জাহাজ সমূহ তাহাদিগকে পাইরস বন্দরে নিয়া পঁহুছাইয়া দিল। এই সেনা দলের ৩০০ শত যোদ্ধা হত এবং আহত, আর এক শত ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। অর্থাৎ ইপাইরসীয় যুদ্ধের শেষ তিন দিনে পাঁচ শত গ্রীক্ সৈন্য হত, এক হাজার সৈন্য আহত ও নিরুদ্দেশ হয়। ইহার পর আর কোনও গ্রীক্ সৈন্য তুরস্কের অধিকারে পদ-ক্ষেপ করে নাই। ১৯শে মে উভয় দলের মধ্যে কেবল মাত্র সাধারণ রূপে যুদ্ধ-হাঙ্গামা থাকিয়া গেল। আর

২০শে তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে ১৪ দিন যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য অস্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হইল।

ইপাইরসের যুদ্ধে প্রথম হইতেই গ্রীক্‌দিগের অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইয়াছিল। অসম সাহসিকতা, অতুলনীয় দৃঢ়তা ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও গ্রীক্‌গণ যুদ্ধে কোনও রূপ সুফল লাভ করিতে পারে নাই। মাত্র এই টুকু করিতে পারিয়াছিল যে, শত্রু পক্ষকে স্বীয় অধিকারে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। সম্ভবতঃ এ যাবৎ কোনও যুদ্ধে—যাহা ইপারসের যুদ্ধের ন্যায় ফল শূন্য ছিল—এত অধিক সৈন্য বিনষ্ট হয় নাই। ইপাইরসে গ্রীক্ সেনাপতির প্রধানতঃ এই চেষ্টা ছিল যে, যতদূর সম্ভব, শত্রু পক্ষের বিস্তৃত ভূভাগ অধিকারে রাখিয়া, যুদ্ধের অতি প্রয়োজনীয় স্থান গুলি যেন স্বীয় আয়ত্তাধীনে রাখা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি স্বীয় সেনা দলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া, পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেনাপতির পক্ষে ইহা একটি গুরুতর ভ্রম ছিল। তুর্কীদিগের সৈন্য সংখ্যা প্রথম হইতেই গ্রীক্‌দিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। পরে দুইটি পূর্ণ ডিভিজান সাহায্যকারী রূপে আগমন করিয়া তাহাদের দল পুষ্টি করে। কর্ণেল ম্যানু-সের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ গ্রীক্ প্রজাদিগের সাহায্যে, তুর্কী সৈন্যদিগের হস্ত হইতে প্রোভেসা, নিকোপোলস্, পন্টিপিগাডিয়া ও জানিনা নগর হস্তগত করিতে পারিবে। গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় উক্ত সেনাপতিরও এই মত ছিল যে, থেসালির পরিবর্ত্তে ইপাইরস্ অবশ্যই অধিকার করা চাই। এতদ্দ্বারা উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপন কালে উভয় পক্ষের অধিকৃত প্রদেশ গুলির পরস্পর পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। স্থল

কথা, তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট বিজয়ী হইয়াও যেন তদ্দ্বারা কোনও রূপ সুফল লাভের অধিকারী হইতে না পারেন।

গ্রীক্ সেনাপতির এ আশা ও এ সঙ্কল্প কেবল তাহাদের নিদারুণ ভুল-ভ্রান্তি দ্বারাই যে বিফল হইয়াছিল তাহা নহে; বরং ওস্‌মানীয় অধিকারস্থ গ্রীক্ প্রজাগণ কোনওরূপ বিপদে পতিত হইতে ইচ্ছুক ছিল না; এজন্য তাহারা স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত যোগদান করিয়া, তুরস্কের বিরুদ্ধে কোনওরূপ বিদ্রোহাচরণ করে নাই। তাহারা আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থায়ই সন্তুষ্ট ছিল। যুদ্ধ স্থগিত থাকার অস্থায়ী সন্ধি বন্ধনের পর, কর্ণেল ম্যানুসকে সেনাপতির পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া এথেন্সে 'তলব' করা হইল; এবং কোর্ট মার্শালে তাহার কার্য্যের বিচার হইবে বলিয়া স্থির করা গেল। তাঁহার পদে ভলেষ্টিনোর যুদ্ধ-বিজয়ী জেনেরল স্মোলোনস্কির ভ্রাতা কর্ণেল স্মোলোনস্কি, ইপাইরসীয় গ্রীক্ সেনা দলের সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। গ্রীক্ সেনাপতির সহিত তাঁহার গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ওস্‌মানীয় গবর্ণমেণ্ট স্বীয় ইপাইরসীয় সেনাপতি আহ্‌মদ হফ্‌জি পাশার প্রতি ঠিক তাহার বিপরীত ব্যবহার করিয়াছিলেন। উক্ত বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সেনাপতিকে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন ওস্‌মানীয় উচ্চ শ্রেণীর "তমগা" (পদক) প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং পাশা মহোদয় ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য-দিগকে সুলতানল্ আজম তাঁহাদের বীরত্ব ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার জন্য "সালাম" বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বলুন পাঠক, এ হেন শাহান্‌শাহের জন্য কার্ না প্রাণ উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা জন্মে?

থেসালি ও ইপাইরস উভয় যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা শেষ

করিবার পর ওস্‌মানীয় সেনা দলের ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ করা বোধ হয় অসাময়িক হইবে না। ওস্‌মানীয় সামরিক মন্ত্রী যে সরকারী তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, থেসালি ক্ষেত্রে ৯০০ শত তুর্কী সৈন্য শহিদ ও ২৪০০ শত আহত এবং ইপাইরসের যুদ্ধে ৯১ জন শহিদ ও ২৬৩ জন আহত হইয়াছিল। মোট ৯৯১ জন শহিদ ও ২৬৬৪ জন আহত হয়। শহিদদিগের মধ্যে ২ জন পাশা, ২৭ জন ষ্ট্যাফ্ অফিসার ও ৪৫ জন উচ্চ শ্রেণীর সামরিক অফিসার, মোট ৭৪ জন সেনানী ও অফিসার—অর্থাৎ নিহত বীর পুরুষদিগের মধ্যে শতকরা ৮ জন অফিসার ছিলেন। ইহা অপেক্ষা তুর্কী সামরিক অফিসারদিগের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? স্থূল কথা, ভীষণ যুদ্ধে থেসালি প্রদেশ অধিকার করিতে তুর্কীদিগকে ১০০০ সৈন্যও হারাইতে হয় নাই। পক্ষান্তরে গ্রীক্‌দিগের বহু সৈন্যের নিপাত সাধন হইয়াছিল।

স্যার এশ্‌মিলড্ বার্টলেট্ স্বীয় গ্রন্থে, ইপাইরসের যুদ্ধ-বিবরণ নিম্ন-লিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"থেসালি যুদ্ধ সম্বন্ধে ঐ সকল সজ্ঘর্ষণের বিবরণ—যাহা ইপাইরসে ঘটিয়াছিল, তাহা অতি অল্প পরিমাণেই জানা যায়। সেখানে তুর্কী সেনা দলের সঙ্গে এক জন মাত্র ইংরেজ সংবাদদাতা ছিলেন, পক্ষান্তরে গ্রীক্ সেনা দলেও অধিক সংখ্যক সংবাদদাতা ছিলেন না। কিন্তু থেসালির অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত; থেসালি-ক্ষেত্রে তুর্কীদিগের হেড্ কোয়ার্টারের সঙ্গে ৬৭ জন সংবাদদাতা, আর গ্রীক্

সেনা দলে প্রায় ২০ জন রিপোর্টার ছিলেন। যুদ্ধ কালে থেসালিতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, কোনও না কোনও সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে অবশ্য উহার উল্লেখ আছে। ইপাইরাসে যুদ্ধের প্রারম্ভে তুর্কীদিগের দুই ডিভিজান সৈন্য ছিল। প্রথম ডিভিজান আহ্মদ হফ্জি পাশার অধীনে জানিনা নগরে, দ্বিতীয় ডিভিজান মস্তফা পাশার অধীনে লুরসে। পক্ষান্তরে গ্রীক্‌দিগের এক ডিভিজান সৈন্য কর্ণেল ম্যান্নুসের নেতৃত্বাধীনে আর্টা নগরে অবস্থান করিতেছিল। ঐ সৈন্য দল ক্রমশঃ সাহায্যকারী নবাগত সেনা দল দ্বারা এরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছিল যে, কর্ণেল ম্যান্নুস ইপাইরস আক্রমণের জন্য ১৫০০০ সৈন্য একত্র করিতে সমর্থ হন।

প্রথম আক্রমণে গ্রীক্‌গণ বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিল। কর্ণেল ম্যান্নুস তুর্কী এলাকায় ১৮ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় উক্ত সুবার প্রধান নগর জানিনায় খুব ভীতি-বিহ্বলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। মিঃ ডলন এ পর্য্যন্তও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে, যে তুর্কী ডিভিজানকে ফিলিপপড়িয়া হইতে পশ্চাৎপদ করা হয়, তাহারা নিতান্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে জানিনা নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। যদি কর্ণেল ম্যান্নুস্ কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেন, তাহা হইলে অতি সহজে জানিনা নগর ও সমগ্র প্রদেশটি তিনি হস্তগত করিতে পারিতেন। কিন্তু আমার মতে আসল অবস্থা এই যে, গ্রীক্‌গণ প্রথম আক্রমণে বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছিল; এবং তাহারা ফিলিপপড়িয়া অধিকার

করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যখন পশ্চাৎ হইতে তুর্কিগণ প্রবল সাহায্যকারী সৈন্য দলের দ্বারা পরিপুষ্ট হইল, তখন তাহারা প্রথমে পন্টিপিগাডিয়ায় গ্রীক্‌দিগের অগ্রগতি রোধ করিল; পরে তাহারা আক্রমণকারী বেশে শত্রু দলের উপর নিপতিত হইয়া, তাহাদিগের দারুণ ক্ষতি সাধন পূর্ব্বক পশ্চাতে হটাইয়া দিল।

উক্ত সুবার যুদ্ধের অবস্থা ও গতি প্রথম হইতে এইরূপ ছিল; যথা:—১৯শে এপ্রিল তারিখে গ্রীক্‌গণ বিপুল জন বলের সহিত আরাকতুস নদী পার হইয়া, ইপাইরস আক্রমণ করিল। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধে প্রচুর শোণিত পাত হইয়াছিল। ঐ দিন গ্রীক্ পার্লিয়ামেণ্টের জনৈক ভূতপূর্ব্ব মেম্বর স্কালেট্ মোডিমুস্ ২৫ মাইল উত্তরে উভয় রাজ্যের সীমা-রেখা অতিক্রম পূর্ব্বক, "মিরাকো" নামক স্থান (যাহা জানিনার ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত) আক্রমণান্তে হস্তগত করিয়া লইল। ২১শে তারিখেও যুদ্ধ হইতেছিল। এই যুদ্ধে তুর্কীদিগের অধিকৃত ৩ খানি গ্রাম অধিকার এবং তুর্কীদিগকে মোলাহ্ তারণা নামক স্থানে আক্রমণ করিয়া, পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছে বলিয়া গ্রীক্‌গণ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় দিন কর্ণেল ম্যানুস্ ফিলিপপডিয়া (যাহা আর্টা নগর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত) পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, এবং তুর্কিগণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতে হটিয়া যায়। ইহার পর গ্রীক্‌গণ তার যোগে সংবাদ পাঠায় যে, ২৩শে তারিখে তাহাদের সৈন্য দল 'সালাগোরা' নামক স্থানও অধিকার করিয়া লইয়াছে, এবং কর্ণেল ম্যানুস্ পন্টিপিগাডিয়ার দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতেছেন। ২৫শে তারিখে গ্রীক্‌গণ তার যোগে

জানান যে, তাহাদের সেনা দল ২৩শে তারিখে পন্টিপিগাডিয়ায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রকাশ করিয়াছিল যে, তুর্কিগণ ঐ দিন সন্ধ্যার সময় ঐ স্থান পুনঃ অধিকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ঐ দিনই তুর্কিগণ টেলিগ্রাম করেন যে, আমাদের সৈন্যগণ পন্টিপিগাডিয়া গ্রীক্‌দিগের হস্ত হইতে পুনরায় কাড়িয়া লইয়াছে।

২৩শে এপ্রিল শুক্রবার দিন গ্রীক্‌দিগকে পন্টিপিগাডিয়ায় যেরূপ শোচনীয় রূপে পরাস্ত হইতে হয়—ঠিক ঐ তারিখেই ম্যাটীতেও তাহাদের অদৃষ্টে ঐরূপ দুরবস্থা ঘটে; এবং তদ্দ্বারা তাহারা থেসালির উত্তর ভাগ তুর্কীদিগের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ এই তারিখে ইপাইরসেও গ্রীক্‌দিগের অগ্রগমন চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। গ্রীক্ সংবাদ-পত্র সমূহ খুব রং চড়াইয়া মিথ্যা সংবাদ সমূহে আপনাদের স্তম্ভ সকল পূর্ণ করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের গৌরবান্বিত সেনানী কর্ণেল ম্যাম্নস্ আর জানিনার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল তারিখে পন্টিপিগাডিয়ার নিকটে উভয় প্রতিপক্ষ দলে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে কর্ণেল মহোদয় নিজে যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি আপনাকে অরক্ষিত বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি স্বীয় সেনা দলের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার জন্য সাহায্যকারী সৈন্য চাহিয়া পাঠান। তাঁহার বিপদ্বার্ত্তা জানিতে পারিয়া, এথেন্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ণেল বিরকেতারিসের কর্ত্তৃত্বাধীনে ২০০০ হাজার সৈন্য ইপাইরসে প্রেরণ করেন। ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় গ্রীক্ সেনানী আর্টা নগর হইতে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন :—

"পন্টিপিগাডিয়া, স্কুরুন, জানিনা এবং মতবুন এর দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া ইপাইরস আক্রমণের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কয়েকটী ঘটনা পরম্পরায় বাধ্য হইয়া আপাততঃ ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকিলাম।"

এই তারিখের পর গ্রীক্‌গণ ইপাইরসে আর যে কোনও যুদ্ধে বিজয়শ্রী লাভের অধিকারী হইয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ২৮শে তারিখে কর্ণেল ম্যানুসের ষ্টাফ্ আপনাদের তোপ খানা সহ ভগ্ন হৃদয়ে আর্টায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ওস্‌মানীয় অধিকারের খৃষ্টান কৃষকগণও ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে আর্টা নগরে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। এই সময় মিঃ ক্লেমেন্ট হিরসের * পন্টি পিগাডিয়া হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইবার

* এই যুবক ক্রীটস্থ ব্রিটিশ রণপোত সমূহের এডমিরাল হিরসের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি ভলেণ্টিয়ার হইয়া গ্রীক্‌দিগের সাহায্যার্থে আগমন করিয়া গ্রীক্ সেনাদলে প্রবেশ করেন। ইপাইরসের যুদ্ধে এই ব্রিটন নন্দন আহত হইয়া তুর্কীদিগের হস্তে বন্দী হন। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন খোজ-খবরই পাওয়া যায় না। অবশেষে ইহার ভ্রাতা ইহার অনুসন্ধানে স্বয়ং ইপাইরসে গমন করেন। ইনি টাইম্‌স্ পত্রে ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে, তুর্কী সৈন্যদিগের সদ্ব্যবহার ও সহৃদয়তা সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—"আমি ৩০ হাজার তুর্কী সৈন্যের মধ্যে ৩।৪ সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কোনওরূপ অশিষ্টাচরণ দেখিতে পাই নাই। অথবা আমাকে তাহাদের অন্যায়াচরণ সম্বন্ধে একটি কথাও শুনিতে হয় নাই।" ওদিকে উক্ত টাইম্‌স্ পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা এথেন্সে থাকিয়া, গ্রীক্‌দিগের মন্ত্রৌষধি গুণে কর্ত্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্ব জ্ঞান হীন হইয়া ইপাইরসস্থ তুর্কী সৈন্যদিগের অযথা দুর্ণাম কাহিনী লিপিবদ্ধ করত, স্বীয় নীচতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ-

সংবাদ প্রচারিত হয়। গ্রীক্‌গণ এই ক্ষেত্রে আপনাদের এক পল্টন সৈন্যের বীরত্ব ও বাহাদুরীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে; এই সেনা দল আপনাদের একজন আহত মেজর এবং একজন কাপ্তেনের মৃত দেহ শত্রু দলের হস্ত হইতে মহা বীরত্বের সহিত উদ্ধার করিয়াছিল। যখন গ্রীক্‌ সেনাদল তুর্কীদিগের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছিল, তখন—বিশেষতঃ পলাকার সেতু পার হইবার সময় তাহারা শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

৫ই মে তারিখে জেনেরল হফ্‌জি পাশা তারযোগে সংবাদ পাঠান যে, তুর্কী সেনা দল আর্টার সম্মুখবর্ত্তী কিল বরুনীর উন্নত শৃঙ্গটি অধিকার করিয়া লইয়াছে। গ্রীক্‌ সেনাদলের পশ্চাতে হটিয়া আইসা সম্বন্ধে এথেন্স হইতে যে সরকারী টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়, উহাতে কর্ণেল ম্যানুসকে এজন্য অসমর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উক্ত সেনাপতি ক্রমাগত কয়েক দিন যাবৎ সাহায্য প্রেরণ জন্য এথেন্সের কর্তৃপক্ষগণের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে ছিলেন, কিন্তু সে সময়ে এথেন্সে এমনই ব্যস্ততা ও ভীতি-বিহ্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তত্রত্য রাজনৈতিক আকাশ এরূপ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইপাইরসস্থ বিপন্ন সেনাপতির টেলিগ্রাম সমূহের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আদৌ আকৃষ্ট হইতে

দাতা লিখিয়াছিলেন যে, ইপাইরসস্থ তুর্কী সৈন্যগণ কেবল মাত্র খৃষ্টীয়ান প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; মুসলমান প্রজাগণও তাহাদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। ক্লেমেণ্ট হিরসের ভ্রাতার দ্বারা সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়াতে, এই ন্যায়নিষ্ঠ সত্যবাদী সংবাদদাতার মুখে চুণ কালি পড়িয়াছিল কিনা, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

পারে নাই। কাজেই সেনাপতি কর্ণেল ম্যান্নসকে বাধ্য হইয়া পশ্চাতে হটিয়া আসিতে হয়।

২রা মে তারিখে গ্রীক্ সংবাদ পত্র সমূহ প্রচার করে যে, ১৭ শত ধর্ম্ম যোদ্ধা দ্বারা গঠিত একদল রণোন্মাদ সৈন্য একটী অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী রমণীর সৈন্যাপত্যে ইপাইরসাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন। কিন্তু এই সেনা দল সম্বন্ধে পরে আর কোনও সংবাদই পাওয়া যায় নাই। ৪ঠা মে তারিখে এথেন্সস্থ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণেল ম্যান্নসকে ইপাইরস হইতে ডাকিয়া পাঠান। তাঁহার স্থানে কর্ণেল ভেসাস (যিনি ক্রীটে গিয়া, তথায় বিপ্লবাগ্নি জ্বালাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন) ইপাইরসের গ্রীক্ সেনাদলের সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছেন।

গ্রীক্‌গণ ১১ই মে তারিখে ২০ সহস্র সৈন্য দ্বারা পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া (এই সৈন্য শ্রেণীকে তিন দলে বিভক্ত করা হইয়াছিল), দ্বিতীয়বার ইপাইরস্ প্রদেশ আক্রমণের চেষ্টা পাইল। দুই ব্রিগেড্ গ্রীক্ সৈন্য কর্ণেল বীর কেতারিসের নেতৃত্বাধীনে ফিলিপ পডয়া ও লুরসের দিকে অগ্রসর হইল। তৃতীয় ব্রিগেড্ কার্ণেল বুট্‌জারিসের পরিচালনাধীনে স্থল পথে নিকোপলুস নামক স্থান (যাহা প্রোভেসা নগরের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত) আক্রমণ করিল। পক্ষান্তরে সমুদ্রের দিক্ হইতে গ্রীক্ রণতরী সমূহ প্রোভেসার উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। পূর্ব্বোক্ত দুই ব্রিগেড্ গ্রীক্ সৈন্য, প্রসিদ্ধ তুর্কী সেনানী ওস্‌মান পাশার দ্বারা পরিচালিত তুর্কী সেনা দলকে আক্রমণ করিয়াছিল। এই প্রচণ্ড তুর্কী সেনা দল গোব্‌রুদ্রু হইতে ষ্টরয়ুনীয়া পর্য্যন্ত একটী সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত ছিল। ১৪ই

ও ১৫ই মে তারিখে আর্টা নগরের ৫ মাইল দূরবর্ত্তী গোব্রুত নামক স্থানে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ সমারব্ধ হয়। এক ব্রিগেড্ গ্রীক্ সৈন্য উত্তর দিক্ দিয়া গিয়া ফিলিপ পড়্যার রাস্তা, এবং দ্বিতীয় ব্রিগেড্ পশ্চিম দিকে গমন পূর্ব্বক লুরুস্ নদীর সেতুটি অধিকার করিতে প্রয়াস পাইল। এইরূপ যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করিবার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তুর্কীদিগের প্রোভেসা নগরে রসদ ও রণসম্ভার প্রেরণের পথ যেন রোধ করা যাইতে পারে। লণ্ডন ডেইলিনিউসের সংবাদদাতা (যিনি গ্রীক্ সেনা দলের সঙ্গে ছিলেন) ১৪ই মে তারিখে গ্রীক্‌দিগের অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"এখানকার সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বিতীয়বার শত্রুপক্ষকে আক্রমণ এবং শত্রু রাজ্যে প্রবেশ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, ১১ই মে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আওয়েজিনু (ইউজিনি) দিগের এক পল্টন, এক ব্যাটারি তোপ সহ আর্টার সেতু হইতে উহার পর পারে প্রেরণ করিলেন; এবং বুধবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় কর্ণেল বির কেতাঁরিস্ ৮০০০ আট সহস্র যোদ্ধ, পুরুষ দ্বারা গঠিত এক ব্রিগেড্, ৯ম ও ১০ম রেজিমেণ্ট, এক দল জান্দারমাঃ সেনা, তিন রেসালা ও দুই ব্যাটারি তোপ সহ 'এমারত' নামক স্থানের পাহাড়টি অধিকার করিয়া লইলেন; তৎপর তুর্কী চৌকির সম্মুখবর্ত্তী যুদ্ধের ময়দানে ধুস্‌বন্দী প্রস্তুত করিলেন। ঐ সময়ই আর এক ব্রিগেড্ গ্রীক্ সৈন্য (যাহাতে ইউজিনি নবম রেজিমেণ্টের তৃতীয় পল্টন ও দুই ব্যাটারি তোপ ছিল) কর্ণেল গোলফি নোপুলসের নেতৃত্বাধীনে, পূর্ব্বোক্ত ময়দানের সমসূত্রে, লুরুস নদীর ঐ সেতুর দিকে অগ্রসর হইল—

যাহার উপর দিয়া ফিলিপ পড্যার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই স্থান জানিনা ও প্রোভেসার সদর রাস্তার উপর অবস্থিত। এই স্থানেই তুর্কীদিগের বিশাল সেনা দল অবস্থিতি করিতেছিল। আর একটি ব্রিগেড্ (যাহা দ্বিতীয় ব্রিগেড্ নামে অভিহিত), কর্ণেল ডোক্সাসের অধীনে পলাকার দিকে পাঠান হইল। উদ্দেশ্য, ইহারা প্রামাতা ও আগনানতা নামক স্থানে আর্টা নদী পার হইয়া, পলাকাঃ স্থিত তুর্কী সেনা দলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অপর দিকে বুট জারিসের দুই সহস্র সৈন্যকে প্রোভেসা নগরের সহিত ইপাইরসের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য, এবং তত্রত্য তুর্কী সৈন্যদিগকে তথা হইতে বহির্গমনে বাধা জন্মাইবার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। তুর্কিগণ পূর্ব্বোক্ত বিশাল ময়দানস্থ ফিলিপ পড়য়া, ষ্ট্রীওনিয়া, থাম্নপুলুস এবং পন্টিপিগাডিয়া নামক গিরি-বর্ত্মের মুখের উপর, আর এই সকল স্থানের সম্মুখবর্ত্তী ময়দানের উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূভাগে' ময়দানের অপর পার্শ্বস্থিত দুইটি পাহাড়ে, (যাহা সমতল ভূমি হইতে ১২০০ ফুট উচ্চ), ও উহার সংলগ্ন আর একটি পাহাড়ে (যাহা ৩০০ ফুট উচ্চ) সুদৃঢ় মুরুচা বন্দী অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের নিকট বহু সংখ্যক তোপও ছিল। তাঁহারা দুই ব্যাটারি পার্ব্বত্য তোপ বহু দূরবর্ত্তী পাহাড় হইতে লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিকস্থ পাহাড় সমূহ পর্যান্ত উপযুক্ত স্থান সমূহে স্থাপন করিয়াছিল। আর দশ সেণ্টি-মিটার মুখ বিশিষ্ট এক ব্যাটারি তোপ ষ্ট্রীওনিয়া নামক স্থানে সন্নিবিষ্ট ছিল। আমি ইহা স্থির করিতে পারি নাই যে, ঐ স্থানে কি পরিমাণ তুর্কী পদাতি সৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত ছিল। কিন্তু

তাহাদের অনল বৃষ্টির প্রখরতা ও ভীষণতা দর্শনে অনুমান হইত, তাহাদের সংখ্যা প্রচুর ছিল।”

“ষ্ট্যাণ্ডার্ড” নামক সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা ১৭ই মে তারিখে গ্রীক্‌দিগের অকৃতকার্য্যতার নিম্ন-লিখিত রূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

“ইপাইরসের বর্ত্তমান যুদ্ধ ঘটনার নিম্ন-লিখিত রূপ বিবরণ আমি সরকারী রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিয়াছি। ইহা দ্বারা পাঠকগণ কেবল মাত্র ইহাই জানিতে পারিবেন না যে, গ্রীক্‌গণ কিরূপে যুদ্ধ চালনা করিয়া থাকে; বরং তাহাদের সেই ব্যস্ততা ও ভীতি-বিহ্বলতা এবং বিশৃঙ্খলতার বিষয়ও সুন্দর রূপে জানিতে পারিবেন—যাহা গ্রীক্ সৈন্যদিগের মধ্যে ঘটিয়াছিল। ১৩ই মে তারিখে কর্ণেল গোলফি নুপুলুসকে ৪০০০ সৈন্য সহ লুরুস্ নদীর সেতুটি অধিকার এবং প্রোভেসার সহিত মূল তুর্কী সৈন্যের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য পাঠান হইল। কর্ণেল বিরকেতারিস্ (যাঁহার সঙ্গে গ্রীক্ জন্দারমাঃ সৈন্য ও পুলিসের বাছা বাছা আড়াই হাজার সৈন্য ছিল) প্রথমোক্ত সেনা দলের সাহায্যার্থ ও বাম ভাগ রক্ষার জন্য আদিষ্ট হইলেন। কর্ণেল বুট সারিস (যিনি দুই সহস্র ইপাইরসীর ধর্ম্ম-যোদ্ধার সেনাপতি ছিলেন) যুদ্ধ জাহাজস্থ তোপ সমূহের দ্বারা রক্ষিত হইয়া, নিকোপুলসে অবতীর্ণ হওত, তত্রত্য তুর্কী সেনা দলের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্ণেল বুট সারিস আদিষ্ট কার্য্য সামাধা করিয়া নিকোপুলসের সংলগ্ন পাহাড়গুলি আয়ত্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু কর্ণেল বিরকেতারিস্ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ উপেক্ষা করিয়া

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন যে, আমি গব্রুদ্ নামক স্থান অধিকার করিতে পারিব। তদনুসারে তিনি ঐ স্থান আক্রমণ করিলেন। গবরুদ্ নিতান্ত সুরক্ষিত স্থান, উহা একটি পাহাড়ের শীর্ষ দেশে অবস্থিত। কেবল মাত্র একটি দুরতিক্রম্য সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ম্ম দ্বারা সেই স্থানে গমন করা যাইতে পারে। ঐ স্থানে দুই সহস্র তুর্কী সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ধুস্‌বন্দি করিয়া স্থানটিকে একেবারে দুর্ভেদ্য করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রবল প্রতিবন্ধকতা থাকা স্বত্বেও কর্ণেল বিরকেতারিস্ তুর্কী ধুস্‌বন্দীর ১ম পংক্তি হাতাহাতি যুদ্ধে অধিকার করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন। এই সময় রাত্রি সমাগত হইল। যুদ্ধের অবশিষ্টাংশ ২য় দিবসের জন্য "মুলতবি" থাকিল। ২য় দিবস অতি প্রত্যুষে গ্রীক্‌গণ পুনরায় শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিল। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। তুর্কীদিগকে গিরিবর্ত্মের মুখ হইতে হটাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু গ্রীক্‌দিগকে এই যুদ্ধে বিষম ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কারণ, সমস্ত দিন বৃষ্টিপাত হওয়াতে পথ এমনই পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছিল যে, উপরের দিকে উঠা একেবারে অসম্ভব ছিল। এই দিন কর্ণেল বিরকেতারিস্‌কে আক্রমণ কার্য্যে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইয়াছিল। কেননা গোলফিনোপুলুস, লুরুস্ নদীর সেতুর উপর শত্রু দলের সহিত ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; এই জন্য তিনি বিরকেতারিসের সাহায্যার্থ আসিতে পারিলেন না। যদিও বিরকেতারিসকে সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল না; বরং বিরকেতারিসকেই তাঁহার সাহায্য করিতে আদেশ

প্রদান করা হইয়াছিল; তথাপি তিনি যদি স্বয়ং শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত না থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই স্বীয় সহযোগীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন। এরূপ অবস্থা স্বত্বেও তিনি সেতুটি অধিকার করিবার পর, বিপন্ন সেনাপতির সাহায্যার্থ কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে কি হইতে পারিত? এইরূপ যুদ্ধ-প্রণালী অবলম্বনের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রোভেসা নগরের সঙ্গে যেন ইপাইরসের অপর কোনও স্থানের সম্বন্ধ থাকিতে না পারে। একথাও গ্রীক্ কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, তুর্কীগণ খৃষ্টান জন সাধারণের উপর বড় ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাও নিবারণ করা এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই তারিখের যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আক্রমণকারী গ্রীক্‌দিগের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই। যখন ৫ই মে তারিখে বিরকেত্তারিস গবরুতুর উপর পুনরায় উপর্য্যুপরি আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে আদেশ-লিপি পঁহুছিল, সেই হুকুম নামার মর্ম্মানুসারে তাঁহাকে ও গোলফি নুপুলুসকে পুনরায় ঐ ঐ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল—১৩ই মের পূর্ব্বে যে যে স্থান তাহাদের আয়ত্তাধীন ছিল। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের ধমকে বাধ্য হইয়া গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টকে ইপাইরসীয় যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছিল। শক্তিপুঞ্জ বলিয়াছিলেন, এক দিকে ত তোমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য করা হইল; আর এক দিকে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে, ইহা কেমন কথা?

এই সময় বুট সারিস ও নিকোপুলসের পাহাড়গুলি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন; এবং সৈন্যদিগকে জাহাজে আরোহণ করাইয়া "সালাগোরা" নামক স্থানে অবতরণ করাইলেন।

এই উভয় অভিযানে:—বিশেষত গোবরুদ্রুর উপর গ্রীকগণ যে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে বিক্রান্ত তুর্কী সৈন্যগণ প্রতিপক্ষের দারুণ ক্ষতি সাধন করিয়া, তাহাদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দেয়। গ্রীকদিগের একটি পূর্ণ পল্টন প্রায় একেবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তুর্কিগণ এবার খুব সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে মুরুচাবন্দি করিয়া বীর-বিক্রমে অবস্থান করিতেছিল। পক্ষান্তরে গ্রীকগণ আশ্রয় শূন্য উন্মুক্ত ময়দান হইতে আক্রমণার্থে ধাবিত হইয়াছিল। এমন কি, এ ক্ষেত্রে উভয় প্রতিপক্ষ দলের অবস্থা সাধারণ ভাবেরও বিপরীত ছিল। গ্রীকদিগের বর্ণনানুসারে এই যুদ্ধে তাহাদের এক শতের কিছু উপর সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। তুর্কী সেনানী ওস্মান পাশা ১৬ই মে তারিখে তারযোগে সংবাদ পাঠাইলেন যে, গ্রীকগণ ভীষণ রূপে পরাস্ত হইয়া আর্টার দিকে পশ্চাদ্গমন করিয়াছে। ওসমান পাশা তুর্কী সৈন্যের মোট হতাহত সংখ্যা ৯০ ও গ্রীকদিগের ২০০০ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে পরাস্ত হইবার পর গ্রীক্ সৈন্যগণ আর্টার দিকে হটিয়া গেল (১)। ইহার পর গ্রীক্-

(১) পশ্চাতে হটিবার সময় গ্রীকগণ আপনাদের ময়দানী তোপ সমূহ, ৩০০০ রাইফল এবং তোপের সরঞ্জাম পূর্ণ ৩০০টী সিন্দুক পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিল।

গণ আর কোনও রূপ সামরিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় নাই। কর্ণেল বুট জারিসের ব্রিগেড্‌কে প্রোভেসার উত্তর দিকস্থ সমুদ্র-শাখা পার হইয়া পশ্চাতে হটিতে হইয়াছিল। এই সৈন্য দলকে বিষম অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহাদের ক্ষতির পরিমাণও সামান্য ছিল না। ১৮ই মে তারিখে ডেইলি নিউসের সংবাদদাতা পতবাস হইতে যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন, বুট জারিসের সেনাদলের দুরবস্থার বিষয় তদ্দারা অনেকটা জানা যায়। উক্ত টেলিগ্রামের স্থূল মর্ম্ম এই :—

"বুট জারিসের সেনা দলের এক বিশাল দলের সহিত "করওয়া সারাআস" নামক স্থানে আমার সাক্ষাৎ হয়। সুতরাং সংবাদ সংগ্রহ জন্য আমাকে আর অগ্রসর হইতে হইল না। আমি জানিতে পারিলাম যে, আমাদের দলের ন্যায় (বিরকেতারিসের ব্রিগেডের ন্যায়) এই সেনা দলকেও ৩ দিন কাল ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। পশ্চাতে হটিয়া আইসাই এই যুদ্ধের শেষ পরিণাম। এই পশ্চাদ্গমন অবশেষে পলায়ন কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হয়; এবং এই ঘটনায় অসংখ্য গ্রীক্ সৈন্যের প্রাণান্ত ঘটে। পাঠক বর্গের অবশ্য স্মরণ আছে যে, তিন সহস্র যোদ্ধৃ পুরুষ (১) দ্বারা গঠিত এক দল সৈন্যকে ১২ই মে বুধবার দিন লুরুস নদীর মোহানার নিকট স্থলভাগে অবতরণ করান হয়। প্রথম হইতেই এই যুদ্ধ যাত্রায় অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খল ভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। জাহাজ হইতে

---

(১) একজন ইংরেজ সংবাদদাতার প্রেরিত পত্রে জানা যায় যে, এই দলে ১২০০০ মজাহেদিন বা ধর্ম্ম-যোদ্ধা ছিল। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুন তারিখের সিবিল-মিলিটারী গেজেট দেখুন।

তীরে অবতীর্ণ হইবার জন্য যে সামান্য সংখ্যক নৌকা ছিল, তাহা না থাকার মধ্যেই গণ্য। সুতরাং এই সেনা.দলের অধিকাংশ লোক সাঁতার দিয়া কিম্বা হাঁটিয়া সমুদ্র তটে উপস্থিত হয়। এইরূপ অসুবিধা স্বত্বেও সেই রাত্রিকালে এবং বুধবার অতি প্রত্যুষে সমগ্র সেনাদল নির্ব্বিঘ্নে বিনা বাধায় স্থল ভাগে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। তৎপর ইহারা প্রোভেসা হইতে ফিলি` পডন্যা ম.ওয়ার রাস্তা গুলি সুবিধানুসারে আয়ত্ত করিয়া লয়। যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল, সেই অনুসারে এই ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার তৃতীয় প্রহরে, এবং শুক্রবার ও শনিবার সমস্ত দিন এই সেনা দলকে শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। দুই সহস্র তুর্কী সৈন্য প্রোভেসা নগর হইতে বাহির হইয়া ভীষণ তোপ সমূহ ও রাইফলের অগ্নিবৃষ্টি করিতে করিতে শেষে সঙ্গীণ দ্বারা গ্রীক্ দিগকে আক্রমণ করিতে থাকে; কিন্তু প্রত্যেক বারেই বিপুল ক্ষতির সহিত তাহাদিগকে পশ্চাদ্গমন করিতে হয়। গ্রীক্‌গণ স্বীয় অধ্যুষিত স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতে থাকে। কিন্তু গ্রীক্‌গণ ধুস্‌বন্দি করিবার অবসর পাইয়াছিল না বলিয়া, শত্রু পক্ষের আক্রমণে ইহাদিগেরও চূড়ান্ত ক্ষতি হয়। অবশ্য তুর্কীদিগের ক্ষতির তুলনায় ইহাদের ক্ষতির পরিমাণ কম ছিল। শনিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয়.সেনা দল যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ গ্রীক্ সেনা দলকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তুর্কী সৈন্যগণও তাহাদের ন্যায় ঐরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পাইয়াছিল। গ্রীক্‌গণ বর্ণনা করিয়াছে যে, আলবেনীয় (তুর্কী) সেনা দল এরূপ অসীম সাহস ও অতু-

নীয় বীর্য্য-বত্তার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল যে, তাহা দেখিয়া বুদ্ধি শুদ্ধি যেন লোপ পাইত। তাহারা প্রাণের মায়া একেবারেই করিত না। যাহা হউক, বর্ণিত সময় পর্য্যন্ত উভয় সেনা দলের অবস্থার কোনও রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল না। গ্রীকগণ এ সময় পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকৃত স্থান সমূহে দৃঢ়তার সহিত অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু গভীর রাত্রিতে এমারতের সেনা দলের ন্যায় এখানকার সেনা দলকেও পশ্চাতে হটিয়া যাইবার জন্য আদেশ পঁহুছিল। এই সময় এক জন সেনাপতি (যাঁহার নাম আমি জানিতে পারি নাই) একটী বিষম ভ্রম করিয়া বসিলেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, বৃষ্টি জলে আর্দ্র, শ্রান্ত ক্লান্ত এবং অবসাদ গ্রস্ত সৈন্যদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, যদি তোমরা তাড়াতাড়ি পশ্চাতে হটিয়া না যাও, তবে তুর্কী সৈন্যগণ তোমাদের গমন-পথ রোধ করিয়া ফেলিবে। এরূপ সংবাদে সৈন্যগণের ভীতি-বিহ্বল ও বাস্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তবুও ইহারা যথোচিত শৃঙ্খলার সহিত সমুদ্র তটে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কেবল মাত্র অনুমান ২০০ দুই শত সৈন্য পশ্চাতে থাকিয়া যায়। ঐ সৈন্য দলকে ঐ সময়ে তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পঁহুছাইতে পারা গিয়াছিল না; সম্ভবতঃ উহারা তুর্কী-সৈন্যদিগের হস্তে বিনষ্ট কিম্বা বন্দী হইয়াছে। যাহা হউক, সমুদ্র তটে উপস্থিত হইলে এই সেনা দলের মধ্যে বিষম আতঙ্ক ও চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হইল। তাহাদের ভীতি-বিহ্বলতা চরমে উঠিয়াছিল। তাহাদের এরূপ অবস্থা হইবার কারণ তুর্কী সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন নহে। তাহারা ত চুপ করিয়াই বসিয়াছিল। এই যুদ্ধ ক্লান্ত ক্ষুধা ক্লিষ্ট সেনা দলের ভীতি-বিহ্বলতা ও জীবনে

নিরাশ হইবার কারণ এই ছিল যে, তট হইতে জাহাজে যাইবার জন্য একখানিও নৌকা সেখানে উপস্থিত ছিল না। এই অবস্থা দর্শনে গ্রীক্‌গণ জীবনে একেবারে নিরাশ হইল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ স্থান ও গ্রীক্ এলাকার মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ সমুদ্র-শাখা ছিল, উহাতে লাফাইয়া পড়িল। এই সমুদ্র পার হইতে তাহাদিগের আড়াই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। সমুদ্রে বুক সমান জল ছিল। তুর্কী সৈন্যগণ গ্রীক্‌দিগের এই দুর্দশা দর্শনে তাহাদিগের পশ্চাৎ হইতে উপর্য্যুপরি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দ্বারা তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়-তর হইয়া পড়িল। এই ঘটনায় অনেকে হত হইল, অনেকে আহত হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইল, আর অনেকে গভীর জলে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইল। হতাবশিষ্ট দুর্দ্দশা গ্রস্ত সৈন্যগুলি যখন এই সমুদ্র-শাখা পার হইয়া পর পারে উত্তীর্ণ হইল, তখন তাহাদের অবস্থা বাস্তবিক হৃদয় বিদারক ছিল। উহারা বাধ্য হইয়া আপনাদের সঙ্গীয় আহত সেনা গুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিল। অধিকাংশের যুদ্ধাস্ত্র সকল পরিত্যক্ত হইয়াছিল; আর সকলেরই শক্তি, সামর্থ্য, ও সাহস যেন বিলুপ্ত হইয়াছিল। নৈরাশ্যের গভীর কালিমায় তাহাদের বদন মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল। কর্ণেল বুট জারি-সের সঙ্গীয় লোকদিগের মুখে শুনা গিয়াছে যে, তিন দিনের যুদ্ধে এবং পলায়ন কালে তাহাদের ১২০ জন সৈন্য হত ও ২০০ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক আহত হয়—যাহাদের মধ্যে অনেককে বাধ্য হইয়া পশ্চাতে ফেলিয়া আইসা হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত দুই শত সৈন্য নিরুদ্দেশ হয়। অর্থাৎ এমারত নামক

স্থানের যুদ্ধ সহ শেষ তিন দিনের যুদ্ধে ইপাইরসীয় গ্রীকদিগের অন্যূন ৫০০ শত সৈন্য হত এবং ১০০০ আহত ও নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; যাহাদিগের অধিকাংশকেও মৃত বলিয়া ধরা উচিত। এ ক্ষতি সামান্য নহে; কিন্তু ইহার দ্বারা কি কোনও উপকার হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছে। এই ঘটনায় গ্রীক্ সৈন্য-গণ ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে যে, দেখ, গ্রীক্ সৈন্যগণ মৃত্যুকে কিরূপ ভাবে আলিঙ্গন করে।

এই নির্ব্বুদ্ধিতা-মূলক আক্রমণে গ্রীকদিগের আরও অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। তুর্কীগণ কেবল মাত্র তাহাদের এরূপ অন্যায় আচরণে উত্তেজিত হইয়া ডোমোকোস্ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ১৫ই মে রাত্রি পর্য্যন্ত তুর্কিগণ গ্রীকদিগকে—যাহারা প্রথম অবস্থায় কিছু কিছু সফলতা লাভ করিয়াছিল—সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়াছিল। অতঃপর গ্রীকদিগের মধ্যে, তুর্কীদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য কিছু মাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। ইপাইরসের যুদ্ধে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রীক্-দিগের ৩।৪ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহার মধ্যে হত সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ ও আহত সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ। তুর্কী-দিগের ক্ষতি ইহার অর্দ্ধেক হইবে। তাহাদের হত ও আহত সংখ্যা ১৫০০ শতের ঊর্দ্ধ নহে। ইপাইরসের তুর্কী সৈন্যদিগের পরিচালন কার্য্য এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাবেই চলিয়াছিল। ১৪ই মে তারিখে এই সেনা দলও থেসালী-বিজয়ী ফিল্ড্ মার্শাল মহাবীর আদহাম পাশার অধীন করিয়া দেওয়া হয়।

ইপাইরসীয় যুদ্ধ বিবরণ যে সকল সংবাদ দাতার সংবাদে নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই

গ্রীক্ সেনা দলে ছিলেন, এবং প্রায় সকলেই গ্রীক্‌দিগের পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণিত বিবরণে গ্রীক্‌দিগের অযথা প্রশংসাবাদ যে কিছু না আছে, তাহা কিছুতেই-মনে করা যাইতে পারে না। সংবাদদাতাগণ গ্রীক্‌দিগের সাহস ও বীরত্ব বর্ণনে ন্যায়ের সীমা যে কিছু কিছু অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রীক্‌গণ প্রথম প্রথম যে বেশ সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। তুর্কী সৈন্যগণ সমর নীতির কোনও সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় প্রথম প্রথম পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যাধিক্য দেখিয়াও তাঁহারা এরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু যখন তাহারা নবাগত সাহায্যকারী সেনা দল দ্বারা পরিপুষ্ট হইল, তখন অটল লৌহ-প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভীক চিত্তে শত্রু দলকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সে ভীষণ আক্রমণের গতি রোধ করা গ্রীক্‌দিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যাহা হউক, আমরাও এস্থলে তুর্কী ও গ্রীক্‌দিগের স্থল যুদ্ধের বিবরণ শেষ করিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জল যুদ্ধ।

জর্ম্মণ সংবাদ-দাতৃদিগের বর্ণনানুসারে গ্রীক্‌দিগের যুদ্ধ জাহাজের বহর, স্থল যুদ্ধে তাঁহাদের কোনওরূপ সাহায্য করে নাই। যে সাহায্য টুকু করিয়াছে, তাহা এত সামান্য যে, উহা আদৌ উল্লেখ যোগ্য নহে। নৌ-সমরের সাহস ও চেষ্টা স্বতন্ত্র

স্বতন্ত্র ভাবে এবং যুদ্ধের আংশিক কার্য্য পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল সামান্য যুদ্ধও আবার এরূপ জঘন্য ভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছিল যে, জাহাজ পরিচালন কার্য্য ও নৌ-সমরে গ্রীক্‌দিগের যে খ্যাতি প্রতিপত্তি টুকু ছিল, তাহাতে দুরপণেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন ভিন্ন আর কোনও ফল লাভই হয় নাই। যুদ্ধের প্রারম্ভ কালে এই যুদ্ধ জাহাজ বহরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তাহাদের জন্য সমগ্র ময়দান (সমুদ্র) ই উন্মুক্ত ছিল। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গ্রীকগণ জল যুদ্ধে আপনাদের পূর্ণ বাহাদুরী প্রদর্শন করিয়া সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত করিবে। কিন্তু স্থল যুদ্ধের ন্যায় এই জল যুদ্ধেও গ্রীকদিগের দ্বারা পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটি ঘটিয়াছিল।

গ্রীক্‌দিগের যুদ্ধ জাহাজের বহর "পূর্ব্ব" ও "পশ্চিম" এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। পশ্চিমস্থ গ্রীক যুদ্ধ জাহাজের বহর—যাহাতে প্রথমে কেবল মাত্র বাষ্পীয় পোত সমূহ ছিল—থেসালি-ক্ষেত্রে উভয় প্রতিপক্ষ দলে যুদ্ধারম্ভ হইবার কিছু দিন পরেই, প্রোভেসা বন্দরের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া, জল যুদ্ধের সূত্রপাত করে। প্রথমে ক্রুজার সিয়ালিস্ ও বাষ্পীয় পোত বাসলি এস্ জারিস্, পরে লৌহ মণ্ডিত যুদ্ধ জাহাজ সট্‌সাই পূর্ব্বদিকস্থ বহর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া, পশ্চিম দিকস্থ যুদ্ধ জাহাজের বহরের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল যুদ্ধ জাহাজ বহিঃ সমুদ্র হইতে, এবং আগবোট (বাষ্পীয় পোত) সমূহ আর্টা উপসাগর হইতে প্রোভেসা নগরের উপর গোলা বর্ষণ করিতে থাকে। এই গোলাবর্ষণে উক্ত নগরের ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গ সমূহের সামান্য রূপ ক্ষতি

সাধন হইয়াছিল। ১৮ই এপ্রেল তারিখে ৭০০ যোদ্ধৃ পুরুষ দ্বারা গঠিত একদল সৈন্যকে, স্থলভাগ দিয়া উহা অবরোধ পূর্ব্বক অধিকার করণার্থ, আর্টা উপসাগরের উত্তর তটস্থ "ওয়ানতোচা" নামক স্থানে অবতীর্ণ করা হয়। সমগ্র যুদ্ধ কালের মধ্যে স্থল পথে ও জল পথে একত্রে শত্রু সৈন্যদিগকে আক্রমণের এই একটি মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কতিপয় যুদ্ধ জাহাজ ইপাইরসের উপকূলের নিকট দিয়া উত্তর দিকে প্রেরণ করা হয়। ঐ সকল জাহাজ ২১শে, ২২শে ও ২৩শে এপ্রিল তারিখে হাজী সরন্দা, মরতো ও তর্গা নামক প্রাচীর বিহীন নগর গুলির উপর গোলাবর্ষণ করে। হাজী সরন্দা, করফু দ্বীপের উত্তরোপকূলের ঠিক সম্মুখভাগে অবস্থিত। এখানে কতিপয় গ্রীক সৈন্য জাহাজ হইতে স্থল ভাগেও অবতরণ করিয়াছিল। ইহারা নগরস্থ কতিপয় গৃহে অগ্নি প্রদান করে। কিন্তু তুর্কীদিগের আক্রমণে অতি সত্বরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

পূর্ব্বদিকস্থ গ্রীক্-যুদ্ধ জাহাজের বহর (যাহার সহিত যুদ্ধ সাজে সজ্জিত কতিপয় বাণিজ্য জাহাজও ছিল)—যাহাতে স্থল সৈন্যদিগকে আরোহণ করান হইয়াছিল—২১শে এপ্রিল তারিখে, অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভ হইবার ৬ দিন পরে, ভোলো বন্দর হইতে রওয়ানা হয়। পরে পলাটা মুনা, লফটু কারিয়া ও কাটরনিয়া নামক অরক্ষিত নগর সমূহের উপর (যে সকল নগরে তুর্কীদিগের অস্ত্রাগার ও রসদের গুদাম সমূহ ছিল) গোলাবর্ষণ করে। কেবল মাত্র লফটু কারিয়ায় গ্রীক্‌গণ কিছু সৈন্য অবতরণ করাইয়া ছিল। কিন্তু তাহারা তুর্কী সৈন্যদিগের দ্বারা দুই দিক্

হইতে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া, পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে—২০শে এপ্রিল তারিখে একদল গ্রীক্ সৈন্য লফ্তার উপসাগরের তটে অবতীর্ণ হইয়া, ওয়াদি আগায্ ও সালোনিকা রেলওয়ে লাইন ভগ্ন করিয়া ফেলিবার পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু একথা জানিতে পারা যায় নাই যে, তাহাদের এই বিফল প্রয়াসে গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজগুলিও কোনও রূপ সাহায্য করিয়াছিল কি না?

তুর্কীদিগের নিতান্তই আশঙ্কা ছিল যে, গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজ সমূহ অবশ্যই সালোনিকা নগর আক্রমণ করিবে। তাহাদের এজন্য এই আক্রমণের অধিকতর ভয় ছিল যে, শত্রু দলকে বাধা দিবার জন্য তুর্কীদিগের নিকট এক ব্যাটারি তোপ (যাহা ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সমুদ্র তটে স্থাপন করা হইয়াছিল) ব্যতীত আর কোনও যুদ্ধ সরঞ্জাম তথায় উপস্থিত ছিল না। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা একেবারে ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। গ্রীক্গণ ২৪শে এপ্রিল তারিখে সালোনিকা উপসাগরের মুখের উপর অবস্থিত "করা বরুণ" নামক দুর্গের উপর তাড়াতাড়ি কয়েকটি গোলাবর্ষণ করিয়া পশ্চাতে হটিয়া যায়। ইহার পর কেবল মাত্র একবার একখানি গ্রীক টর্পেডো তরী সালোনিকা বন্দরের সম্মুখ পর্য্যন্ত (যে স্থান সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল) যাইতে সাহসী হয়। কিন্তু গ্রীক্দিগের যুদ্ধ জাহাজগুলি কখনও সাহস করিয়া ঐ নগর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয় নাই। কেবল মাত্র ২৪শে এপ্রিল তারিখে কমনদরার সম্মুখস্থ সমুদ্র দিয়া এই যুদ্ধ জাহাজ গুলিকে একবার যাইতে দেখা গিয়াছিল। গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজ গুলি এই একটী মাত্র কার্য্য করিয়াছিল যে, ১৮ই মে

তারিখে কর্ণেল স্মোলনস্কির সৈন্যদলকে 'নয়া মঙ্গেলা' হইতে 'ষ্টাইলিস্' নামক স্থানে পঁহুছাইয়া দেয়। আর ইপাইরসে যে সকল সৈন্য ও ধর্ম্মযোদ্ধা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে নিরাপদ স্থানে পঁহুছাইয়া দিল। এই সৈন্য দলের ভীষণ দুর্গতির বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট মৃতকল্প দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রীক সৈন্যদিগকে এই সকল জাহাজ দ্বারা পার করিয়া না দিলে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।

এই সময়ের পরে পূর্ব্বদিকস্থ গ্রীক্-যুদ্ধ জাহাজ-বহরের কোনও কার্য্য কলাপের বিষয় আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যদিও টর্পিডো তরীর বহর—যাহা সিল মোহর যুক্ত আদেশ লইয়া প্রিন্স্ জর্জ্জের পরিচালনাধীনে সকিয়াথুস্ হইতে রওয়ানা হইয়াছিল—এই পূর্ব্ববিভাগীয় যুদ্ধ জাহাজ বহরের অন্তর্গত ছিল, যদি এই যুদ্ধ জাহাজের বহর শেষোক্ত যুদ্ধ জাহাজের বহর অপেক্ষা প্রবল ও শক্তি সম্পন্ন ছিল, তবুও ইহা শেষোক্ত যুদ্ধ জাহাজ বহরের ন্যায়ও কাজ করিতে সক্ষম হয় নাই। স্থূলকথা এই যে, গ্রীক্গণ আপনাদের নৌ-সামরিক শক্তির দ্বারা উপস্থিত যুদ্ধে কিছু মাত্র ফল লাভ করে নাই। বাস্তবিক গ্রীক্দিগের আত্মম্ভরিতা ও মৌখিক আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা যেরূপ প্রবল ছিল, যদি তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক কার্য্যকরী শক্তি ও বীরত্ব সেই পরিমাণে থাকিত, তবে উপস্থিত যুদ্ধে তাহারা নিশ্চয়ই কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্য লাভের অধিকারী হইত। যুদ্ধ জাহাজের বহরকে অনর্থক দুই ভাগে বিভক্ত করিবার পরেও পূর্ব্ব বিভাগীয় যুদ্ধ জাহাজ বহর 'বদি আগায়্' ও

'জানমিলি' নামক স্থান দ্বয়ে সৈন্য অবতরণ করাইবার পক্ষে বেশ শক্তি সম্পন্ন ছিল। শেষোক্ত স্থানটী বুরা উপসাগরের তটে অবস্থিত। ঐ স্থানের তদানীন্তন অবস্থা ও সুবিধা জনক অবস্থান, এ উভয়ই গ্রীক্‌দিগকে যেন তথায় সৈন্য অবতরণ করাইবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। প্রথমোক্ত স্থান সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত এবং রেলওয়ে লাইনের অতি সন্নিকটবর্ত্তী। যদি গ্রীক্ সৈন্যগণ ঐস্থানে অবতরণ করিয়া রেলওয়ে লাইন তুলিয়া ফেলিত, তবে মহা রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সালোনিকা যাতায়াতের সুযোগ (যাহা বর্ত্তমান সময়ে অতি মাত্রায় প্রয়োজনীয় ছিল) একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত। ঐ স্থানে বহুতর সামরিক ষ্টোর ও গুদাম বিদ্যমান ছিল। এই সকল নষ্ট করা গ্রীক্‌দিগের পক্ষে সাধ্যাতীত কার্য্য ছিল না। "জালমলি" নামক স্থানে অবতরণ করিলেও সমুদ্র তটবর্ত্তী রেলওয়ে লাইনটির বিশেষ ক্ষতি সাধন করা যাইত। "দিদি আগায্" এর পরে এই স্থানটিই গ্রীক্‌দিগের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। এই উভয় স্থানের কোন এক স্থানেও, স্থল ভাগে বা সমুদ্র পথে তুর্কিগণ গ্রীক্‌দিগের কোনও রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম হইত না।

পশ্চিম বিভাগীয় গ্রীক্ রণতরী বহরকেও দুইটী উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। প্রথমতঃ যে সেনাদল স্থলভাগে অবতরণ করান হইয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে অতি প্রয়োজনীয় প্রোভেসা নগরটী অধিকার করা। ২য়তঃ "বাগিয়াদা" নামক যে স্থান ঠিক "করফু" দ্বীপের বিপরীত দিকে অবস্থিত, যেখানে গ্রীক্‌গণ কিছু সৈন্যও স্থল ভাগে অবতীর্ণ করিয়াছিল, যদি সেই

স্থানে প্রচুর পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করা হইত, তবে তদ্দারা এক দিকে ইপাইরসের প্রধান নগর "জানিনা" অবরুদ্ধ হইয়া পড়িত, এবং এই সুযোগে কর্ণেল ম্যানুস্ নির্ব্বিঘ্নে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেন। পক্ষান্তরে তুরষ্কাধিকারের যে সকল খৃষ্টীয়ান (গ্রীক্) প্রজা বিদ্রোহোন্মুখ ছিল, তাহারা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া গ্রীক্‌দিগের সহায়তা করত তুর্কীদিগকে বিপন্ন করিতে পারিত।

৫ই জুন তারিখে সমুদ্র পথে উভয় পক্ষের বাধা প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে, যুদ্ধ স্থগিত রাখা বিষয়ক অস্থায়ী সন্ধিপত্রে নিম্ন-লিখিত সর্ত্তগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। (১) গ্রীক্‌দিগের জাহাজ সকল ওস্মানীয় অধিকার ভুক্ত সমুদ্র গুলি হইতে চলিয়া যাইবে। (২) যে সকল জাহাজে তুর্কী পতাকা উড্ডীন থাকিবে, কিম্বা যে সকল জাহাজ ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের পতাকা ধারণ করিবে, এবং তুরষ্কাধিকৃত সমুদ্র সকল হইতে এদিক ওদিক যাতায়াত করিবে, এবং সন্ধিপত্রে নির্দ্ধারিত সীমার অভ্যন্তরে থাকিবে, সেই সকল জাহাজের খানা তল্লাসী করা যাইবে না। (৩) এই সকল সমুদ্রের পক্ষে তুর্কী সৈন্য-দিগের জন্য সাহায্যকারী সেনাদল বা রণ-সম্ভার প্রেরণ করা যাইবে না। (৪) ওস্মানীয় যুদ্ধ জাহাজের বহর ডার্ডনেলিস্ হইতে বহিঃ সমুদ্রে আসিতে পারিবে না; (৫) ওস্মানীয় অধিকৃত দ্বীপ পুঞ্জের কোনও দ্বীপে তুরষ্ক গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকারী সেনাদল প্রেরণ করিতে পারিবেন না।

এই তারিখে কিম্বা ইহার কিছু পূর্ব্বে (এ সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছুই বলা যায় না) গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জকে

সংবাদ প্রদান করেন যে, ওস্মানীয় গবর্ণমেণ্ট, নৌ-সামরিক অবরোধ উঠাইয়া লইবার জন্য গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। অষ্ট্রীয়ার রাজদূত ব্যতীত অপর সকল রাজ-দূতই গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টকে ওসমানীয় গবর্ণমেণ্টের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয় রাজদূত তৎ-কাল পর্য্যন্ত স্বীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এতৎ সম্বন্ধে কোনও আদেশ-লিপি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন না। কিন্তু একথা নিঃসং-শয়িত রূপে বলা যাইতে পারে যে, অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট, অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে কখনও মত প্রকাশ করিবেন না। ইহার পর এথেন্স্ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, যে সকল গ্রীক্ প্রতিনিধি সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা চালাইতেছেন, তাঁহারা ও নৌ-সামরিক অবরোধ তুলিয়া লওয়ার সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়াছেন। আর্টা উপসাগরে সাধারণ ভাবে জাহাজ যাতায়াতের আদেশও ঐ সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্যার এশ্মিড বার্টলেট্, গ্রীক্‌দিগের নৌ-সামরিক কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন:—গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজের বহর যুদ্ধকালে কোনও উল্লেখ যোগ্য কার্য্যই সম্পন্ন করে নাই। গ্রীক্ নৌ-সামরিক শক্তি বহিঃ সমুদ্রে তুর্কী নৌ-সামরিক শক্তি অপেক্ষা উন্নত অবস্থাপন্ন ছিল, সুতরাং গ্রীক্ রণতরী বহর যুদ্ধকালে অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিবে বলিয়া সকলেই আশা করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের মনে এই ধারণা ছিল যে, বহিঃ সমুদ্রের বক্ষে যে সকল ওস্-মানীয় দ্বীপাবলী আছে, এবং যে গুলি নিতান্তই অরক্ষিত, গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজ গুলি সে সকল দ্বীপ নিশ্চয়ই অধিকার

করিবে (১)। আর সুপ্রসিদ্ধ সালোনিকা নগরের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া, তুর্কীদিগের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমনাগমনের পথ একেবারে

(১) এই সকল দ্বীপ অধিকার করা গ্রীক্‌দিগের পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না। কারণ, প্রত্যেক দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে তুর্কী সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, তুর্কী নৌ-সামরিক শক্তি এমত দুর্ব্বল ও শক্তিহীন ছিল না যে, স্বীয় অধিকৃত জনপদও রক্ষা করিতে অসমর্থ। এই দ্বীপ সমূহের রক্ষা কার্য্য ও থেসালি প্রদেশের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ওস্‌মানীয় গবর্ণমেণ্ট এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তৎপাঠে জানা যায় যে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট এই সকল দ্বীপের রক্ষা কার্য্যে উদাসীন ছিলেন না। উক্ত ঘোষণা পত্রের স্থূলমর্ম্ম এই :—

হিজ ইম্পিরিয়েল ম্যাজেষ্ট্রী সুলতানল্‌ আজম এই কথা জানিতে পারিয়াছেন যে, গ্রীক্‌ যুদ্ধ জাহাজ গুলি, ওস্‌মানীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত দ্বীপ সমূহে দস্যুতা করণার্থে এবং বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আসিতেছে। এজন্য মহামান্য সুলতানল্‌ আজম আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ডার্ডনেলিসের মোহানা পার হইয়া কতিপয় সুলতানী যুদ্ধ জাহাজ, গ্রীক্‌ যুদ্ধ জাহাজ গুলিকে বন্দী করিবার জন্য যেন গমন করে। ১লা মে ১টার সময় ডার্ডনেলিসস্থ সুলতানী কমাণ্ডার তার যোগে মহামান্য আমিরুল মুমেনিনকে জানাইলেন যে, লৌহ বিমণ্ডিত যুদ্ধ জাহাজ হেফ্‌জ রহমান এবং টর্পিডো বিধ্বস্তকারী জাহাজ পেং দরিয়া ও আর ৩ খানি টর্পিডো তরী, গ্রীক্‌ সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐ সকল জাহাজ দ্বারা গ্রীক্‌দিগের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১১ খানি ডিঙ্গি (নৌকা) ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল ডিঙ্গি সহ বহুসংখ্যক গ্রীক্‌ জল দস্যুও ধরা পড়িয়াছে। ধৃত তরীগুলি ডার্ডনেলিসে আনয়ন করা হইতেছে। বিজিত সুবা লারিসার আভ্যন্তরীণ সুবন্দোবস্ত করণার্থে ওস্‌মানীয় মন্ত্রী সমাজ যে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, এই স্থানের সামরিক পুলিশ বিভাগের

বন্ধ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রেভেসা, পেলাটামুনা ও কাট্রিনিয়ার উপর গোলা বর্ষণ এবং আমাকে বন্দী করণ ব্যতীত গ্রীক্ নৌ-শক্তি আর কোন কার্য্যই করে নাই। ১৯শে এপ্রিল তারিখে এক গ্রীক্ স্কোয়াড্রন প্রেভেসা নগরের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া, দ্বিতীয় দিবস পর্য্যন্ত উহা জারি রাখিয়াছিল। গ্রীক্‌গণের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, তাহারা দুইটী কেল্লা ব্যতীত আর সকলগুলি কেল্লাই প্রবল গোলাবর্ষণ দ্বারা নীরব করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত নগরটিরও বিপুল ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে তুর্কীদিগের বর্ণনা ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা বলে, গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজ গুলির গোলাবর্ষণ সম্পূর্ণরূপে

জন্য আলাসোনা, কিরি ফরিয়া, সালোনিকা ও উহার নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহ হইতে সুদক্ষ ও বহুদর্শী সামরিক পুলিশ পাঠান যাইবে। প্রয়োজনানুসারে লারিসার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতেও একপ উপযুক্ত লোক এই সামরিক পুলিশ বিভাগে ভর্ত্তি করা হইবে—যাহারা ইতিপূর্ব্বে রিজার্ভ সেনা বিভাগে কাজ করিয়াছে। যদি এই শ্রেণীর লোকের অভাব হয়, তবে নূতন সামরিক যোদ্ধা পুরুষ সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের দ্বারা এই সামরিক পুলিশের দল পুষ্ট করা হইবে। ভোলোস্থ পূর্ব্বতন তুর্কী কমান জেনেরল তত্রত্য সহকারী গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন। এইরূপ লারিসা ও ত্রিকালার ওস্মানীয় রাজদূতগণও তত্তৎ স্থানের সহকারী গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিবেন : ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যের সৌকার্য্যার্থে চুঙ্গিখানার সুবন্দোবস্ত করা হইবে, এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ঐ বিভাগের কার্য্য ভার দেওয়া যাইবে। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন এই বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত উভয় লেখকের বর্ণনাই ঠিক নহে যে, সালোনিকার রক্ষা জন্য উপযুক্তরূপ তোপখানা ছিল না; এবং টর্পিডো তরী বাস্তবিক সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল না। অনেকেই দৃঢ়তার সহিত এই লেখকদ্বয়ের অযথা কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ব্যর্থ হইয়াছিল। আমাদের প্রবল গোলা বর্ষণে অবশেষে তাহাদের যুদ্ধ জাহাজ গুলি পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ঐ সকল জাহাজের মধ্যে এক খানি আমাদিগের ভীষণ গোলা-ঘাতে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, উহা মগ্নপ্রায় অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। উভয় পক্ষের প্রচারিত সংবাদের মধ্যে যাহাদের সংবাদই সত্য হউক না কেন, এ কথা নিশ্চিত যে, গ্রীক্‌দিগের এই আক্রমণে কোনও সুফল ফলে নাই। ২২শে এপ্রিল তারিখে গ্রীক্‌দিগের পশ্চিম বিভাগীয় যুদ্ধ জাহাজের বহর 'আগইয়া সরস্তা' (হাজী সরন্দা) নামক প্রাচীর-বিহীন ক্ষুদ্র নগরটি (যাহা ইপাইরসের প্রান্তভাগে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত) আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করে, এবং তুর্কীদিগের কয়েকটি গুদাম নষ্ট করিয়া ফেলে।

ঠিক এই সময়ে গ্রীক্‌দিগের পূর্ব্ব বিভাগস্থ যুদ্ধ জাহাজের বহর, পেলাটা মুনার উপর (যাহা পিনিয়াস্ নদীর উত্তর দিকে প্রথম দুর্গবদ্ধ স্থান) গোলা বর্ষণ করিয়াছিল। গ্রীক্‌দিগের দাওয়া এই যে, তাহারা তুর্কীদিগের একটী ম্যাগেজিন (বারুদখানা) উড়াইয়া দিয়াছিল। আর রসদের গুদাম গুলিকেও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বাস্তবিক এই ঘটনা ২১শে এপ্রিল তারিখে ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস এই যুদ্ধ জাহাজের বহর পেলাটা মুনা হইতে দশ মাইল উত্তর দিকস্থ "কাটরনিয়া" নামক স্থানের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া, তত্রত্য কতিপয় গৃহ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ উভয় স্থানের অতি সামান্য ক্ষতিই সাধন হইয়াছিল।

সালোনিকা নগর (যে নগর ইউরোপীয় তুরস্কের মধ্যে ২য়

স্থানীয় এবং যাহা অতি প্রয়োজনীয় ও প্রসিদ্ধ বন্দর) যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল মাত্র গ্রীক্‌দিগের অনুগ্রহেই রক্ষা পাইয়াছিল। মাত্র ২টী ক্ষুদ্র তুর্কী ব্যাটারি এই বৃহৎ নগর রক্ষার জন্য তথায় স্থাপিত ছিল। বাস্তবিক ইহা নিতান্তই অমূলক গল্প যে, সালোনিকা উপসাগরের মোহানায় অসংখ্য টর্পিডো-তরী জলের নীচে নিমজ্জিত ছিল। বৈদেশিক কন্সল্‌গণ ও বৈদেশিক অধিবাসিগণ সালোনিকার রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে এরূপ নিরাশ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিয়া পাঠান যে, তাঁহা-দের রক্ষার জন্য যেন অচিরে যুদ্ধ জাহাজ সকল প্রেরিত হয়। গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজগুলি ঐরূপ অরক্ষিত ওস্মানীয় বৃহৎ নগর-টীকে কেন যে আক্রমণ করিয়াছিল না, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। আজিও এ রহস্য ভেদ হয় নাই। (১)

---

(১) ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজ সমূহের উপর যুদ্ধ সরঞ্জাম মাত্রই ছিল না। আর গ্রীসস্থ নৌ সামরিক বিভাগীয় গুদাম সমূহ একেবারে শূন্য পড়িয়াছিল; যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট একথা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট।

সন্ধি।

অতঃপর গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে সন্ধি সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, শক্তিপুঞ্জের অনুরোধে, মহামান্য সুলতানল্ আজম, একটী অস্থায়ী সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে নিরস্ত হন। এতৎ সম্বন্ধে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে খুবই বাদানুবাদ চলিয়াছিল। জর্ম্মনি এক্ষেত্রে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে, "সন্ধিপত্রে এরূপ প্রস্তাবও থাকুক, যাহাতে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট গ্রীসের নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সহজে আদায় করিতে পারেন। স্থূল কথা, এতৎ সম্বন্ধে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত রূপ 'জামানত' দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন উত্তমর্ণ (ঋণদাতা মহাজন) দিগের স্বার্থও যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহারও একটা বিধি-ব্যবস্থা করা উচিত। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের স্বার্থের যাহাতে কোনওরূপ হানি না হয়, তাহারও সুব্যবস্থা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ের দিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য ছিল যে, যাহাতে থেসালি প্রদেশের উপর ওস্মানীয় গবর্ণমেণ্টের কোনও রূপ সামরিক ক্ষমতা বদ্ধমূল না হইতে পারে। অবশেষে ক্রমাগত দীর্ঘকাল বাদানুবাদের পর উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপিত হইল—যাহা ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জও মানিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি-পত্রের দফাগুলিও

নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। জর্ম্মনি নিজের উদ্দেশ্য যথাযথ রূপ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী নূতন প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন; ঐ প্রস্তাবটী এই যে, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত ওস্মানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিপূরণ আদায় না করেন, তত্তাবৎ কাল গ্রীসের আমদানী বিভাগের তত্ত্বাবধান-ভার একটী ইউরোপীয় কমিশনের উপর ন্যস্ত হউক। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের 'জিম্মাদার' থাকুন। জর্ম্মনির এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে গৃহীত হইল।

এই বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট খুবই চটিয়া গেলেন। গ্রীক্ সংবাদ পত্র সমূহ এ প্রস্তাবের কঠোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, রাজ্যের আভ্যন্তরীন বিষয়ে শক্তিপুঞ্জ কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে থেসালি প্রদেশ গ্রীক্‌দিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে শুনিয়া বিজয়ী তুর্কিগণও বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। যাহাতে তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের সহিত গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি বন্ধন না হয়, তৎপক্ষে কতিপয় গুপ্ত সমিতি নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। বলিতে কি, ইহারা শান্তি-প্রিয় ইউরোপীয় খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়। ইহাদের মুখে শান্তির কথা থাকিলেও, অন্তরে ভীষণ গরল রাশি বিরাজ করিতেছিল। যাহা হউক, অবশেষে একটী প্রকাশ্য সভায় শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ সন্ধি বিষয়ক সর্ত্তগুলি নির্দ্ধারিত করিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বাগ্রে আসল সন্ধি পত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাথমিক অস্থায়ী সন্ধি পত্রের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন বিনা আপত্তিতে এই সকল সর্ত্ত মঞ্জুর করিয়া, সকল গোলমালের

মূলোচ্ছেদ করিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে, মহারাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে এই আসল সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধি পত্রের শেষ মীমাংসায় চারি মাস সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। এই সময় মধ্যে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ও মহামান্য সুলতানল্ আজমের প্রতিনিধিগণের মধ্যে সন্ধি-পত্রের প্রত্যেক ধারা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ ও আন্দোলন-আলোচনা হইয়াছিল। এই সকল বাদানুবাদ দ্বারা শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্র-পাত হইতেছিল, এক্ষণে তাহারও অবসান হইল।

প্রাথমিক সন্ধি-পত্রের সর্ত্তগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ একবার দেখুন :—

১। উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যে ম্যাপ্ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা মীমাংসা করণোপযোগী 'এবারত' অনুসারে ঠিক (দুরস্ত) করা যাইবে। সময় মত সামরিক সুযোগ দৃষ্টে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উক্ত সীমা-রেখার সামান্য পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে। এক সাধারণ কমিশন—যাহাতে উভয় রাজ্যের প্রতিনিধি এবং শক্তিপুঞ্জের দৌত্য বিভাগের সাধারণ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিবেন—এই সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন। এই কমিশন এই সন্ধিতে 'দস্তখত' হওয়ার পর পনর দিনের মধ্যে গঠিত হইবে; এবং বিবাদীয় বিষয়গুলির অধিকাংশের মতানুসারে নিষ্পত্তি হইবে।

২। গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট, ওসমানীয় গবর্ণমেণ্টকে ৪০ চল্লিশ লক্ষ তুর্কী পাউণ্ড যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করিবেন। ঐ টাকা আদায়ের 'জামানত' স্বরূপ, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের

আমদানী বিভাগের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য, ভবিষ্যতে উপযুক্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা যাইবে।

৩। যুদ্ধের পূর্ব্বে তুরস্ক সাম্রাজ্যে গ্রীক্ প্রজাদিগের যে সকল স্বত্ব ও 'রেয়ায়েত' ইত্যাদি ছিল, তাহা পূর্ব্ববৎ বজায় থাকিবে।

৪। এই বর্ত্তমান অস্থায়ী সন্ধি পত্র 'তসদিক' হইবার ১৫ দিন মধ্যে বা তদপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদিগকে (যাঁহাদিগকে সন্ধি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে) স্থায়ী সন্ধিপত্রের সর্ত্ত সকল স্থির করণার্থ, ওস্‌মানীয় প্রতিনিধিবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য, তুরস্ক রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হইতে হইবে। ঐ সন্ধিপত্রে বর্ত্তমান সন্ধি পত্রের উল্লিখিত বিষয় সমূহ ব্যতীত, নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও সর্ত্ত নির্দ্ধারিত এবং আলোচনাদি হইবে; যথা:—বন্দীদিগের পরস্পর বিনিময়, উভয় পক্ষের অপরাধী প্রজাবর্গের অপরাধ ক্ষমা, উভয় রাজ্যের প্রজাগণের স্বাধীন ভাবে বাসস্থান পরিবর্ত্তন, চুরি ও দস্যুতা নিবারণ এবং এই যুদ্ধ-হাঙ্গামায় ওস্‌মানীয় প্রজা সাধারণের যে ক্ষতি সাধন হইয়াছে, সেই ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্দেশ।

৫। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়ে ৩ মাসের মধ্যে মীমাংসা করণোদ্দেশ্যে, উভয় পক্ষে প্রস্তাবাদি উত্থাপন করিতে হইবে।

(ক) ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে যে সন্ধি বন্ধন হইয়াছিল, সেই ভিত্তির উপর নগর সমূহে বাসও প্রজা

স্বীকৃত হইবার পক্ষে স্বতন্ত্র সন্ধিপত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) তৃতীয় সর্ত্ত অনুযায়ী গ্রীক্ কন্সল্ খানাও তুর্কী আদালত সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন ও উহার সংস্কার সাধন জন্য প্রাথমিক সন্ধি পত্র তৈয়ার করিতে হইবে।

(গ) উভয় রাজ্যের প্রজাগণ মধ্যে কেহ কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়া অন্য রাজ্যে পলায়ন করিলে, তাহার প্রতিকার জন্য 'বনিয়াদি' সন্ধি পত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।

৬। সন্ধি পত্রের এই দফায়, থেসালি হইতে তুর্কী সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন, এবং যে সকল স্থান তুর্কিগণ খালি করিয়া দিয়াছে, উহা গ্রীক্ সিভিল অফিসারদিগের হস্তে অর্পণ করা সম্বন্ধে সর্ত্ত সমূহ দাখিল করিয়া লেখা হইল যে, এ যাবৎ তাহার কোনও স্থির মীমাংসা হইল না।

৭। এই সন্ধি পত্রে উভয় পক্ষের প্রতিনিধি বর্গের স্বাক্ষর এবং "তসদিক" হইয়া যাওয়া মাত্র, গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে পূর্ব্বতন সম্বন্ধ 'কায়েম' হইয়া যাইবে; এবং উভয় রাজ্যের প্রজাগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত বিনা বাধায় একে অপর রাজ্যে ভ্রমণ করিতে ও বসবাস করিতে পারিবে। জাহাজ চালান সম্বন্ধেও উভয় পক্ষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যাইবে।

৮। যে পর্য্যন্ত পুনরায় উভয় রাজ্যে নিয়মিতরূপে কন্সল্ নিয়োজিত না হন, সে পর্য্যন্ত কন্সলখানা সমূহে অস্থায়ী এজেন্ট নিযুক্ত করা যাইবে। ঐ সকল এজেন্ট ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের সাহায্য ও তত্ত্বাবধানাধীনে (যে শক্তিপুঞ্জ যুদ্ধ কালে গ্রীক্ প্রজাদিগের স্বার্থ রক্ষার তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ

করিয়াছিলেন) আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন। যে পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত সন্ধি পত্রের উপরোক্ত খাস কমিশন (যাহা ৫ম দফায় উদ্দেশ্যানুযায়ী স্থাপন করা যাইবে) নিযুক্ত না হয়, আর উক্ত সন্ধি পত্র আইনতঃ শুদ্ধ ও দৃঢ় না হয়; তাবৎকাল ওস্‌মানীয় ও গ্রীক্ প্রজাদিগের আদালত সম্পর্কীয় বিবাদ-বিসম্বাদ (যাহা যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্ব হইতে দায়ের আছে) সম্বন্ধে যাহা করিতে হয়, তাহা ঐ আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে করা হইবে—যাহা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব হইতে বিধিবদ্ধ ছিল; এবং যুদ্ধান্তে যে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়াছে বা হইবে, তাহার নিস্পত্তি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ৬ই মে তারিখে তুরস্ক ও সার্ভিয়ার মধ্যে যে সান্ধ স্থাপিত হয়, তদনুযায়ী হইবে।

৯। সন্ধি বিষয়ক আন্দোলন-আলোচনা ও প্রস্তাবাদি উত্থাপনে যদি কোন মতভেদ হয়, তবে তাহা যে পক্ষের কথাই হউক না কেন, শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণের নিকট পেশ করা যাইবে এবং এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে নিস্পত্তি করেন, তাহাই চূড়ান্ত ও শেষ মীমাংসা হইবে। তাঁহারা সালিস রূপে পরস্পরে মিলিয়া কেবল তাঁহারাই, অথবা রাজন্যবর্গের খাস উকিলের সহযোগে এ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

১০। বাব আলী, শক্তিপুঞ্জের নিকট ১৮৮১ খৃঃ অব্দের ২৪শে মে তারিখের সন্ধি সর্ত্ত মতে যে সকল আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন বিষয়ে বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ রূপে চিন্তা করিবার জন্য দরখাস্ত করার স্বত্ব বা দাবী রাখেন। বর্ত্তমান সন্ধি-সূত্রে যতটা সংশোধিত হইল, তদ্ভিন্ন উক্ত আদেশগুলি বরাবর বলবৎ থাকিবে।

১১। এই সন্ধি পত্র 'মঞ্জুর' করণ জন্য মহামান্য সুলতানের নিকট 'পেশ' করা যাইবে। এই মঞ্জুরী এক সপ্তাহ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই 'মিয়াদ' সাব্যস্ত হওয়ার পর, শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ, সর্ত্ত সমূহ স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইবেন এবং সেই সময় হইতে সর্ত্ত সকল 'জারি' ও বলবৎ হইবে।

এই অস্থায়ী সন্ধির সহিত কতিপয় অতিরিক্ত সর্ত্তও ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়; তন্মধ্যে একটী এই যে, তুরস্ক ও গ্রীসের প্রতিনিধিগণের পরস্পর কথাবার্ত্তা ঠিক হওয়ার পর, থেসালির পলাতক অধিবাসিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে। ২য় এই যে, শক্তিপুঞ্জ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন উভয় রাজ্যের জাহাজাদি চলাচল ও তৎসম্বন্ধে স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপন বিষয়ে কোন মতানৈক্য উপস্থিত হইলে, ঐ শক্তিপুঞ্জ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন। ৩য় এই যে, যে সকল তুর্কী অধিবাসী গ্রীক্ সৈন্যে কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও প্রকাশ করা হইয়াছিল যে এ অঙ্গীকারের পরে কিছু সংশোধন হইতে পারে।

ইহার দুই তিন দিবস পরে গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী এম, র‍্যালিস স্বীয় মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে এম, জবাবিন নূতন প্রধান মন্ত্রী হন। এই মন্ত্রীর সতর্কতা, দূরদর্শিতা ও নানাগুণে সন্ধি বন্ধন সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় বিলম্ব সঙ্ঘটন হইল না। সাধারণ মতের আনুকূল্য থাকায় এখন গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট বিনা বাক্য-ব্যয়ে রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধান ভার ইউরোপীয় কমিশনের হস্তে ন্যাস্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং

উক্ত কমিশন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করণ-জন্য গ্রীসের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে চূড়ান্ত সন্ধি সম্পাদন জন্য গ্রীসের নব নিয়োজিত দূতগণ এথেন্স্ হইতে কনষ্টান্টিনোপলে উপস্থিত হন। ওদিকে সামরিক কমিশন থেসালীর পূর্ব্ব সীমা নির্দ্ধারণের কার্য্যারম্ভ করণ-জন্য প্লাটিনমোনায় সমবেত হইলেন এবং প্রধান মন্ত্রী এম. জবালিনের সুদৃঢ়—অথচ সদীচ্ছাপূর্ণ ভাব গতিকে ; যাহা তিনি কেবল সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে প্রকাশ করেন নাই—বরং স্বীয় রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী এবং তাহার প্রতিনিধিগণ ও পার্লিয়া-মেণ্টের মেম্বরগন প্রকিও প্রদর্শন করিয়াছিলেন) চূড়ান্ত সন্ধি পত্র প্রস্তুত হইয়া গেল।

চূড়ান্ত সন্ধি পত্রের বিবরণ—যাহাতে তুরস্ক ও গ্রীক্ গবর্ণ-মেণ্টের প্রতিনিধিগন ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে দস্তখত করেন, নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

(১) তুরস্ক ও গ্রীসের সীমা-'সরহদ্দ' নির্দ্ধারণ, সন্ধি পত্রানুযায়ী তৈয়ারি ম্যাপ দৃষ্ট করা যাইবে ; কিন্তু যখন সেই সীমার স্থানে উপস্থিত হইয়া সীমা নির্দ্দেশ করা হইবে, তখন ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ ও তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইলে, ওস্মানীয় সাম্রাজ্যের লাভের জন্য সামান্য সামান্য পরি-বর্ত্তন করা যাইতে পারিবে। এই সীমা-সরহদ্দ নির্দ্ধারণের তফসিলী মীমাংসা এক কমিশনে করিবে—যাহাতে উভয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও সন্ধি স্থাপয়িতা ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের দূতগণের পক্ষ হইতে সামরিক প্রধান কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইবেন। এই সন্ধিপত্রের তারিখ হইতে ১৫ পনর

দিবস মধ্যে কমিশন গঠিত হইবে এবং অধিকাংশের মতানুসারে মীমাংসা হইবে।

(২) গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের ব্যয় বাবত প্রাথমিক সন্ধির ২য় দফানুযায়ী চল্লিশ লক্ষ তুর্কী পাউণ্ড তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে দিবেন।

(৩) তুরস্ক সৈন্যের থেসালি পরিত্যাগ করা প্রাথমিক সন্ধি পত্রের ৬ষ্ঠ দফানুযায়ী হইবে। যে দিবস ইউরোপীয় শক্তি নিচয় প্রাথমিক সন্ধি পত্রের ২ নং আর্টিকেলের শেষ দুই দফায় লিখিত সর্ত্ত সম্পাদন করা স্বীকার করিবেন, এবং যখন সর্ব্ব জাতীয় কমিশন উক্ত আর্টিকেলের আর্থিক বন্দোবস্ত অনুসারে ক্ষতিপূরণ জন্য ঋণের সংবাদ দিবেন, তাহার পর একমাস মধ্যে থেসালি প্রদেশ খালি করিয়া দেওয়া হইবে। কিরূপে খালি করা হইবে এবং ঐ শূন্য স্থান সমূহ কিরূপে গ্রীক্ শাসনকর্ত্তা দগের হস্তে অর্পণ করা যাইবে, তাহা উভয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধি বর্গের সাহায্য বলে নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) সন্ধি পত্রে দস্তখত হইলে পর উভয় পক্ষের বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

(৫) উভয় গবর্ণমেণ্টের যে সকল লোক যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্ব এবং পরে বিপক্ষে যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমা করিবেন।

(৬) উভয় রাজ্যের প্রজাগণ—যাহাদের অবস্থা আইনানুযায়ী পরিষ্কার (আইনের অপরাধী নহে) তাহারা পূর্ব্ববৎ উভয় রাজ্যেই স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করিবে। উভয়

গবর্ণমেণ্টেরই এ অধিকার থাকিবে যে, যে সকল লোকের কোন অপরাধের জন্য শাস্তি হইয়াছে, অথবা তাহাদের কুব্যবহার জন্য দেশ হইতে বহিষ্কৃত করণের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ লোকদিগকে স্বীয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে না দেন। ইহার সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই দূতদিগকে জানান হইবে।

(৭) যে সকল মুসলমান থেসালির অধিবাসী, এবং যাহারা ১৮৮১ সালের ২৪শে মে তারিখের লিখিত সন্ধি পত্রের ১৩ দফানুযায়ী গ্রীক্ জাতিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অথবা গৃহ ত্যাগ করত তুরস্কে যাইয়া বসবাস করিতেছে, কিম্বা তুরস্কের অধিবাসীই হইয়া গিয়াছে, অথবা যে যে মুসলমান গ্রীসের প্রজা হইয়া গিয়াছে, তাহারা তুর্কী জাতিত্ব গ্রহণ করে, এ অধিকার তাহাদের সম্পূর্ণ আছে। তবে ইহার একটী সর্ত্ত এই যে, বর্ত্তমান সন্ধি বন্ধনের তিন বৎসর সময় মধ্যে এ সব বিষয়ে নিযুক্ত রাজপুরুষদিগকে জানাইতে হইবে। এইরূপ যে সকল গ্রীসের প্রজা সীমা-সরহদ্দের পরিবর্ত্তন হেতু তুরস্কের প্রজা হইয়া গিয়াছে, এবং যাহারা ঐ সকল স্থানে স্বস্ব বাসস্থান করিয়াছে, তুরস্কও তাহাদিগকে ঐ স্বত্ব সমূহ প্রদান করিবেন—যাহা গ্রীস মুসলমান প্রজাদিগকে দিবেন। গ্রীসের যে সকল স্থান তুরস্ক প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পুরাতন অথবা নূতন অধিবাসী অথবা ঐ সকল স্থানের কোন্ এক দলের প্রতিনিধির যদি কোন ভূসম্পত্তি থেসালীতে থাকিয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইল যে, তাহারা সীমা-রেখা পার হইয়া গিয়া, পূর্ব্ববৎ বিনা প্রতিবন্ধকতায় ঐ সকল জমি আবাদ করে এবং তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে যে সকল

স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে থেসালির কোন অধিবাসীর জমি পড়িলে, ঐ অধিবাসীর স্বত্ব সেই জমিতে বর্ত্তিবে।

(৮) প্রাথমিক সন্ধি পত্রের ৪ দফানুযায়ী গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ তুর্কী পাউণ্ড, গ্রীক্ সৈন্য যে সকল ক্ষতি করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে প্রদান করিবে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ যখন আদায় করা যাইবে, তখন ইহা দেওয়া হইবে।

(৯) গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে এই অভিপ্রায়ে একটা বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে যে, উভয় পক্ষের কন্সলকে যে সকল স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপব্যবহার না করা হয় এবং সচরাচর যে সকল বিচার-ব্যবস্থা হয়, তাহাতে হস্তক্ষেপণ করা না হয় এবং প্রচারিত আদেশাদি ঠিক ঠিক 'তামিল' হইতে পারে। যদি গ্রীস ও তুরস্কের প্রজা এবং অন্য কোন শক্তির প্রজাদিগের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয় (যাহাতে দেওয়ানী মোকদ্দমা ভুক্ত থাকিবে), তাহা হইলে ওসমানীয় প্রজা ও অন্যান্য শক্তির লোকদিগের উভয়ের বিচার করা যাইবে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে অন্যান্য শক্তির প্রজাদিগের ন্যায় গ্রীসের প্রজাদিগের যে সকল স্বত্ব ছিল, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা গ্রীক্ ও ওসমানীয় প্রজাদিগের মধ্যে 'দায়ের' আছে, তাহা যদি যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে আদালতে 'দাখিল' হইয়া থাকে, তবে তাহার নিষ্পত্তি যুদ্ধের পূর্ব্বে যে আইন প্রচলিত ছিল, তদনুযায়ী হইবে এবং যে সকল মোকদ্দমা যুদ্ধ ঘোষণার পরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিষ্পত্তি—যে সকল ইউরোপীয় আইন ১৮৯৬ অব্দের ৯ই মার্চ্চ তারিখে তুরস্ক ও সার্ভিয়ার মধ্যে সন্ধিপত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে—তদনুযায়ী হইবে।

(১০) গ্রীক্ ও তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে থেসালি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ১৮৮১ সনের ২৪শে মে তারিখে যে সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহা বহাল থাকিবে ; তবে তাহার সর্ত্ত সমূহের মধ্যে যে কয়টী বর্ত্তমান সন্ধিতে বদলাইয়া দেওয়া গেল, কেবল তাহাই ঠিক রহিল না। উক্ত সন্ধি পত্রের সর্ত্ত সমূহ সম্বন্ধে তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের এ অধিকার রহিল যে, উক্ত সন্ধি-সূত্রে যে কোন বিষয়ের স্বকীয় বিধি-ব্যবস্থা ঐ সকল রাজ শক্তির নিকট উপস্থাপিত করিবেন—যাহারা উহাতে দস্তখত করিয়াছিলেন এবং গ্রীস তাহা স্বীকার করিতে বা মানিয়া লইতে বাধ্য।

(১১) গ্রীস ও তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট, এই সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইলে পর, তিন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত সকল সম্পাদিত করিতে স্বীকৃত আছেন।

(ক) গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ও অনৈক্য সম্বন্ধে যে বিধি-ব্যবস্থা সাব্যস্ত হয়, তাহার ভিত্তির উপর এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত করা হইবে।

(খ) কন্সল্দিগের কি কি অধিকার থাকিবে, এ বিষয়ে এমন একটী সর্ত্ত পত্র লেখা হইবে—যাহাতে ৯ নং দফার প্রথম কথায় যে সর্ত্তের উল্লেখ আছে—এবং যাহা প্রাথমিক সন্ধি পত্রের ৩ নং আর্টিকেলের বলে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার অধীন থাকিয়া চলিতে হইবে।

(গ) অপরাধীদিগের সম্বন্ধে একটী প্রতিজ্ঞাপত্র এই অভিপ্রায়ে সম্পাদন করিতে হইবে যে, তাহাদের পরস্পরে বিনিময় হইতে পারে।

(ঘ) যে সকল সীমান্তবর্ত্তী স্থানে উভয় রাজ্যের অধিকার

আছে, সেই সকল স্থানে চুরি, দস্যুতা নিবারণের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে একটী অঙ্গীকার পত্র সম্পাদন করিতে হইবে। উভয় পক্ষের এরূপ অধিকার থাকিবে যে, তাহারা জাহাজ চালান ও ব্যবসায় বাণিজ্য অবাধে প্রচলন করিতে পারিবেন এবং যে পর্য্যন্ত এই শেষোক্ত অঙ্গীকার-পত্র সম্পাদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্যবসায় বাণিজ্য ও জাহাজ চালান উভয় রাজ্য মধ্যে স্বাধীন ভাবে হইতে পারিবে।

(১২) ডাক বিভাগের কার্য্য-প্রণালী যাহা গ্রীক্ ও ওসমানীয় সাম্রাজ্য মধ্যে কয়েক বৎসর যাবৎ অতি কদর্য্য হইয়া যাইতেছে, তাহা ঐ আইনানুসারে স্থাপিত হইবে—যাহা অতঃপর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ হইবে। তখন উভয় রাজ্যের ডাক বিভাগ সম্বন্ধীয় বিশেষ সর্ত্ত সকল প্রস্তুত করিয়া দিবেন এবং এই সময় মধ্যে উভয় রাজ্যই বিশেষ মনোনীত স্থান সমূহে পরস্পর ডাক ও পার্শেল আদান প্রদান করিতে থাকিবে এবং জল ও স্থল উভয় পথেই ঐ ডাকের জিনিস সকল প্রেরিতব্য স্থানে পাঠান যাইবে।

(১৩) উভয় রাজ্যের টেলিগ্রাফ বিভাগই এ বিষয়ের বিশেষ বন্দোবস্ত করিবেন—যাহাতে অতি শীঘ্র ও সহজে টেলিগ্রাম যথাস্থানে পঁহুছিতে পারে।

(১৪) শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী রাজ্য সমূহে শান্তি বিরাজিত থাকিবার জন্য গ্রীক্ ও ওসমানীয় গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তাহাদের স্ব স্ব রাজ্যে এমন কোন কার্য্য না করেন, যাহাতে প্রতিবেশী রাজ্যে কোন প্রকার শান্তির ব্যাঘাত হয়।

(১৫) যদি সর্ত্ত সমূহ সম্পাদিত হইতে গ্রীস ও তুরস্কের

মধ্যে কোন প্রকার মতানৈক্য হয়, তাহা হইলে কোন এক পক্ষ শক্তিপুঞ্জের কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ দূতগণের পঞ্চায়তের জন্য সে বিষয় পেস করিতে পারিবে এবং এই পঞ্চায়তি মীমাংসায় উভয় পক্ষ বাধ্য থাকিবে। পঞ্চায়তি হয় ত সকল দূত একত্রে মিলিয়া করিবেন, অথবা উভয় পক্ষ যাঁহাদিগকে মান্য করিবেন, তাঁহারাই করিবেন। দূতগণের নিকট একছার সোজাসুজি ভাবে হউক, অথবা খাস প্রতিনিধি দ্বারাই হউক, ঐ বিষয় মীমাংসার জন্য পেশ করিতে পারিবেন। যদি দূতগণের মত উভয় পক্ষেই সমান হয়, তাহা হইলে এই পঞ্চায়ত আর এক পঞ্চায়ত নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন।

(১৬) এই সন্ধি পত্রে গ্রীক্-রাজ ও তুরস্ক-সুলতানের 'তশদিক' অদ্য হইতে ১৫ দিবস মধ্যে—অথবা তাহারও পূর্ব্বে করিতে হইবে। এই বিশ্বাসে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ অত্র সন্ধিপত্রে দস্তখত করিলেন এবং স্ব স্ব রাজ্যের মোহর অঙ্কিত করিলেন।

ইহার দুই প্রস্থ কাগজ ১৮৯৭ সনের ২২শে নবেম্বর তারিখে কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রস্তুত হইয়া গেল। ১৮৯৭ সাল, ৪ঠা ডিসেম্বর।

স্বাক্ষর—	স্বাক্ষর—	স্বাক্ষর—
ষ্টেফাণস।	তওফিক।	হাসান ফহমী।

এই রূপে তুরস্কের সহিত গ্রীসের সন্ধি-বন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের অবিচারে ও অন্যায় পক্ষ সমর্থনে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপে জয় লাভ করিয়াও গ্রীসের নিকট হইতে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিলেন

না। আজ যদি (খোদা না করুন) যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ঘটিত, তবে তুরস্কের অধিকৃত ইপাইরস বা মাসিডোনিয়ার কোন অংশ শক্তিপুঞ্জ গ্রীসকে দেওয়াইতে ইতস্ততঃ করিতেন না। বিজেতা তুর্কিগণ থেসালি প্রদেশ অধিকার করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ "হক্‌দার" ছিলেন। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ (?) খ্রীষ্টিয়ান শক্তিপুঞ্জের নিকট এ ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা আদৌ রক্ষা হইল না।

যাহা হউক, গ্রীস যেমন আস্পর্দ্ধা করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, এই অল্প দিনের মধ্যে তেমনই তাহার দর্প চূর্ণ হইল। ইউরোপীয় যে সকল মুসলমান-বিদ্বেষী বা তুর্কী-দ্বেষী খ্রীষ্টিয়ান পুঙ্গব গ্রীসের জয় অনিবার্য্য বলিয়া নৃত্য করিতেছিল, তাহাদের বড় আশায় ছাই পড়িল। সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তুর্কী-দ্বেষী মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তুরস্কের পতন দেখিবার তাঁহার বড়ই সাধ ছিল। এই সজ্ঘর্ষণে যে তুরস্কের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হইবে, বৃদ্ধ মন্ত্রী তাহা বেশ মনে করিয়াছিলেন। বিপুল বৈদেশিক ভলেণ্টিয়ার দলে পরিপুষ্ট গ্রীকগণ আপনাদের জাতীয় পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, তুর্কী সেনা দলকে বিদলিত ও বিমথিত করিবে, তাহাদিগকে শোচনীয় রূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিবে, এ কথা মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন দৃঢ় ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ দেখিয়া বৃদ্ধের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। এ দারুণ মনোকষ্টে তাঁহার ভগ্ন দেহতরী আর বেশী দিন টিকিল না। ক্ষোভে, মর্ম্ম বেদনায়, তুরস্কের জয় জনিত অসীম মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া

আসিল ; তিনি হৃদয়ের দারুণ বেদনা লইয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তুরস্কের এই গৌরবান্বিত বিজয় লাভে গ্রীসের কঠোর মর্ম্মান্তিক যাতনার অবধি রহিল না ; তাহার বড় আশা ঘোর নৈরাশ্যে পরিণত হইল। যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের কিয়ৎ পরিমাণ ভূখণ্ডও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। অর্থক্ষয়, লোকক্ষয়, মনোকষ্ট, শক্তি নাশ, দুর্ব্বলতা প্রকাশ ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষতি তাহাকে সহ্য করিতে হইল। গ্রীসের যে সামরিক পসার-প্রতিপত্তি টুকু ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুলগেরিয়া, সার্ব্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রিয়ার অধিপতিগণ—অর্থাৎ বল্কানী শক্তি নিচয় তুরস্ককে দুর্ব্বল মনে করিয়া যে আপনাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে—অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোনও না কোনও অংশ গ্রাস করিবার যে ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, তাহাদিগকে সে অভিলাষে চির দিনের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হইল। তাহারা দেখিতে পাইল, তুরস্ক মৃতপ্রায় নেকড়ে বাঘ নহে, এখনও প্রচণ্ড জীবন্ত সিংহ বিশেষ। তুরস্কের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিলে কিছুতেই অব্যাহতি নাই। যে প্রচণ্ড ওস্‌মানীয় বাহিনী ৪ সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন দেশীয় ভলেণ্টিয়ারগণের সাহায্যে পরিপুষ্ট গ্রীক্ জাতিকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, আমাদিগকেও ঐ পরিমাণ সময়ের মধ্যে, বা তদপেক্ষা দুই এক সপ্তাহ বেশী সময়ের মধ্যে একেবারে নিষ্পেষিত ও চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলিবে। পক্ষান্তরে রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি প্রবল শক্তি নিচয়ও তুরস্কের বল বিক্রম দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে, এক্ষণে আর সে

মৃতকল্প তুরস্ক নাই। এক্ষণে আর তাঁহাকে রুগ্ন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

যাহা হউক, ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইউরোপের বিভিন্ন রাজন্য বর্গের নিকট হইতে মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের নিকট ধন্যবাদ-সূচক টেলিগ্রাম সকল আসিতে লাগিল। বেলজিয়মের রাজা তুর্কী সৈন্যদিগের উপস্থিত বিজয় লাভে সুলতানকে "মবারক বাদ" এর তার পাঠাইলেন। স্পেনের মহারাণী তত্রত্য তুর্কী সফিরের মারফত মহামান্য সুলতানল আজমকে ধন্যবাদ দিয়া পাঠাইলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে কুস্তুন্তুনিয়াব এস্‌লামী ওলামা মণ্ডলী একটি অনিয়মিত সভা আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব পাস করিলেন যে, পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান নৃপতিদিগের নিকট গ্রীসের সহিত সন্ধি এবং গ্রীসের উপর তুরস্কের বিজয় লাভের সুসংবাদ প্রেরণ করা হউক।

সন্ধি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মন্ত্রী সভাও ভঙ্গ হইল। নূতন মন্ত্রী সমাজ গঠন করিয়া, নূতন ভাবে রাজকার্য্য চালাইবার বন্দোবস্ত করা হইল।

বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধে তুরস্ক পক্ষেও বহু মুসলমান ভলেণ্টিয়ার যোগ দান করিয়াছিল। আল্‌বেনিয়ার বহুসংখ্যক যুবক—এমন কি—বালক পর্য্যন্ত যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। একজন সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, তাঁহার সঙ্গে ১১ বৎসর বয়স্ক একটি আল্‌বেনীয় বালক-ভলেণ্টিয়ারের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই বালকের পিতা এবং ভ্রাতা ইতিপূর্ব্বেই ভলেণ্টিয়ার রূপে ওস্‌মানীয় সেনা দলে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কোথায় আছে,

বালক তাহা জানিত না। এই বালক একটী হেন্‌রী মার্টিনী বন্দুক হস্তে ধারণ পূর্ব্বক টোটাধার—অর্থাৎ কার্টিজের থলে গলায় বাঁধিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। এক খানি শুষ্ক রুটী কমরে বাঁধিয়া সে যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হয়। মাসিডোনি-য়ার "আসাকব" নগরে এই বালক প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার বিষম ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া সে ফারসালার ওস্‌মা-নীয় সেনা দলে যোগদান করে। ফারসালার যুদ্ধে এই একাদশ বর্ষীয় বালক বীর সর্ব্বাগ্রে শত্রু দলকে রুদ্র তেজে আক্রমণ করিয়াছিল। যে জাতির মধ্যে এইরূপ ধর্ম্ম ও জাতীয় প্রবল আকর্ষণ এবং প্রবল সহানুভূতি বিদ্যমান, সে জাতির সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়া কোনও শত্রুর পক্ষেই সহজ ব্যাপার নহে।

অতঃপর আমরা তুরস্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয় লিপি-বদ্ধ করিয়া গ্রন্থ শেষ করিব।

সুলতানতে ওস্‌মানীয়া সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়—

সুল্‌তানতে ওস্‌মানীয়ার চারিটী অবস্থা বা চারিটী দৌড় বর্ণিত হইয়া থাকে। সুলতান ওস্‌মান খান গাজী (১ম) হইতে সুলতান সোলেমান আজম পর্য্যন্ত ওস্‌মানীয় সাম্রা-জ্যের উন্নতির অবস্থা, ইহার পরিমাণ ২৭০ বৎসর। ২য় দৌড় অর্দ্ধাবনতি—সুলতান ২য় সলিম হইতে মোস্তফা খান চাহারম (৪র্থ) পর্য্যন্ত ২২৯ বৎসর কাল এই অবস্থার স্থায়িত্ব। ৩য় দৌড় অবনতি বা যওয়াল, সুলতান ২য় মহ্‌মুদ খান হইতে বর্ত্তমান সুলতান গাজী ২য় আবদুল হামিদ খানের সিংহাসনা-

রোহণের পর রুস-তুরস্ক যুদ্ধ এবং সিনষ্টিফাম্নর সন্ধি পর্য্যন্ত ৭০ বৎসর এই পূর্ণ অবনতির কাল।

উহার পর বার্লিনের সন্ধির তারিখ হইতে সুল্তানতে ওস্মানীয়ার চতুর্থ দৌড় আরম্ভ হইয়াছে। এই দৌড়ের ফল গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধের সময় হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। ইউরোপে তুরস্কের যে "রুগ্ন" নাম ছিল, তাহা এক্ষণে মিটিয়া গিয়াছে। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে (১৮৭৮ হইতে ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) ওস্মানীয়া সাম্রাজ্য নূতন জীবন লাভ করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি পথে ধাবিত হইতেছে। এক্ষণে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তুরস্ককে গলা টিপিয়া মারা আর সহজ ব্যাপার নহে। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন সুলতান আবদুল হামিদ খান খল্লদল্লাহ মোল্কহু পৃথিবীর মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় ধী-শক্তি সম্পন্ন মহা তেজস্বী সম্রাট্ (শাহান্শাহ্)। তিনি যেমন ধাম্মিক, তেমন দয়ালু, যেমন উদার হৃদয়, তেমন সাহসী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ; যেমন স্বজাতি-বৎসল, তেমন জ্ঞানী। রাজনীতিক জ্ঞানে ইনি অসীম জ্ঞানবান্। সুলতান সদ্বিচারক, প্রজা-হিতৈষী, উন্নতমনা ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ। ইঁহারই অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি বলে তুরস্কে নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে।

এক্ষণেও পৃথিবীর ৩ প্রধান খণ্ডে তুরস্কের বিশাল সাম্রাজ্য বিদ্যমান। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিস্তৃত ভূভাগ এখনও অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত ওস্মানীয় পতাকার শাসনাধীন। করদ রাজ্য সমূহ সহ এক্ষণেও তুরস্ক সাম্রাজ্যের পরিমাণ ফল ১১১১৭৪১ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ২ কোটী ৫০ লক্ষ

ধরা হইলেও আরব, সিরিয়া, এরাক ও আফ্রিকার ভ্রমণশীল যাযাবর জাতিদিগের সংখ্যা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। এই কয় স্থানের সঠিক লোকসংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের লোক সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া পড়িবে। মিসর, দেশও তুরস্কের করদ, তদ্ব্যতীত টুনিস, বসনিয়া, হার্জ্জেগোবিনিয়া, নবী বাজার ইত্যাদি প্রদেশও তুরস্কের এক প্রকার অধীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সাইপ্রস্ এবং ক্রীট্ দ্বীপ হইতেও ওস্মানীয় প্রাধান্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। প্রায় সমগ্র শাহারা মরুভূমি সুলতানের প্রাধান্য স্বীকার করে। ভূমধ্য সাগর ও ঈজিয়ন সাগরে এক্ষণেও বহুসংখ্যক দ্বীপ তুরস্ক সাম্রাজ্যের শাসনাধীন। আরবের নজদ্, আলহাসা, কোয়েত প্রভৃতি স্থানের অধিপতিগণ মহামান্য সুলতানল্ আজমের আশ্রিত। আর্ম্মেনিয়ার যে অংশ বার্লিনের সন্ধিপত্র অনুসারে রুসিয়ার শাসনাধীন হইয়াছে, তাহাও কালে ফিরিয়া পাইবার সর্ত্ত রহিয়াছে। এই সকল ধরিয়া হিসাব করিলে, তুরস্ক সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে ৮ কোটী লোক হওয়া অসম্ভব নহে। সাধারণতঃ তুরস্কের ইউরোপীয় প্রদেশ সমূহের পরিমাণ ফল ৬৫৩৫০ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ৬১ লক্ষ ৩০ হাজার। এসিয়া মাইনর ও সিরিয়ার পরিমাণ ফল ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৫ শত ৪০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার। আর্ম্মেনিয়ার পরিমাণ ফল ৭৫ হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৪ লক্ষ। আলজজিরা বা মেসোপটেমিয়ার পরিমাণ ফল ১ লক্ষ ৪৩ হাজার, ২ শত ৫০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২৮ লক্ষ ৯০ হাজার। আরব ও আফ্রিকার সমস্তই অনির্দ্দিষ্ট।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; এই বিশাল সাম্রাজ্যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না। ওস্মানীয় সাম্রাজ্যের পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও, সূর্য্য প্রত্যহ ১৫।০ সওয়া পনর ঘণ্টা কাল এই সাম্রাজ্যের উপর স্বীয় আলো বিস্তার করে।

রাজ্যের আয়—

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যে তালিকা বাহির হইয়াছিল, তদৃষ্টে জানা যায় যে, সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার আয় মোট ২৫ কোটী ৭২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। সুলতান আবদুল মজিদ খানের আধিপত্য কালে ওস্মানীয় সাম্রাজ্যের আয় ৩৩ কোটি টাকা ছিল, রুস-তুরস্কের যুদ্ধের পর বহু রাজ্য ও জনপদ হস্ত-চ্যুত হওয়াতে, উনিশ কোটী টাকা মাত্র আয় থাকিয়া যায়। কিন্তু ১৯০৬ ও ৭ সালে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আয় যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ওস্মানীয় সাম্রাজ্যের আয় যে ৩৩ কোটী টাকা অতিক্রম করিয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ হইতে আমদানী মালের শুল্ক শতকরা ৮৲ টাকা হইতে ১১৲ টাকায় পরিণত হওয়াতে, এই বৎসরে এক কোটী টাকার উপর আয় ঐ বিভাগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হেজাজ ও বোগদাদ রেল-ওয়ে লাইন খোলা হইলে আয়ের পরিমাণ হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে।

বর্ত্তমান স্থল-সামরিক শক্তি—

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রত্যেক মুসলমান প্রজা সামরিক পরিচর্য্যায় বাধ্য। কেবল মাত্র ভ্রমণশীল যাযাবর আরব ও কোর্দ্দিদিগের উপর এ সম্বন্ধে বেশী আঁটাআঁটি করা হয় নাই। খাস তুর্কী জাতি ও আল্‌বেনীয়ান মুসলমানগণ এই নিয়ম হইতে কোনও ক্রমেই অব্যাহতি পাইতে পারে না। এই উভয় সম্প্রদায় স্বাভাবিক যোদ্ধা, সুতরাং সামরিক "খেদমত" করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। কোর্দ্দ, সারকেশিয়ান, শামী আরব, ট্রিপলির আরব ও বর্ব্বর প্রভৃতিও অতুলনীয় বীর জাতি, ইহারাও ওসমানীয় সামরিক বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বহু সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টিয়ান প্রজা ওসমানীয় সাম্রাজ্যে বাস করে, তাহারা সামরিক পরিচর্য্যায় বাধ্য নহে; তৎপরিবর্ত্তে জজিয়া নামক কর খুব সামান্য পরিমাণে দিয়া থাকে।

তুর্কী সেনা দল সাধারণতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত; ১। ফৌজ নেজাম; ২। ফৌজ রদিফ; ৩। ফৌজ মস্তফজ (রক্ষিত); ৪। ফৌজ বেত্তরতিব (অনিয়মিত সৈন্য)। ২০ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সৈনিক-পরিচর্য্যার সময় আরম্ভ হয় এবং ৪০ বৎসরে উহা শেষ হইয়া থাকে। সৈনিক পরিচর্য্যার ২০ বৎসর এইরূপে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা—নেজাম সৈন্য বিভাগে ৯ বৎসর, রক্ষিত সৈন্য বিভাগে ৩ বৎসর, রদিফ সৈন্য বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে ৪ বৎসর, ঐ ২য় শ্রেণীতে ৪ বৎসর।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আড়াই লক্ষ সৈন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ঐ বৃদ্ধি প্রাপ্ত সেনা দলের মধ্যে অশ্বারোহী ৫৫ হাজার ৩ শত।

তোপখানা বিভাগে ময়দানী ১৭৪ পল্টন ও পার্ব্বত্য ২২ পল্টন আছে। এই বিভাগে সৈন্য সংখ্যা মোট ৫৪ হাজার ৭ শত ২৪ চব্বিশ। যুদ্ধে ব্যবহার্য্য তোপের সংখ্যা ১ হাজার ৩ শত ছাপ্পান্নটী। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৭ হাজার ৪ শত। পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ২ শত। সম্প্রতি কোর্দ্দদিগের দ্বারা যে এক দল বিরাট সেনা গঠিত হইয়াছে, উহাতে ২ শত ৬৬ রেজিমেণ্ট আছে।

স্থূল কথা, সমগ্র স্থল সৈন্যের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৬ শত। ইহার মধ্যে ৪৭ হাজার ৪ শত বিভিন্ন শ্রেণীর অফিসার আছেন। অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৯ শত (প্রায় ২ লক্ষ)।

নৌ-সামরিক বিভাগ।—এই বিভাগে সৈন্য সংখ্যা ৩১ হাজার। ইহাদের উপরে দুই জন প্রধান আমির-উল্-বহর (এড্‌মিরাল), ৯ জন সহকারী আমিরুল বহর (ভাইস্ এডমিরাল), ১৬ জন মধ্য শ্রেণীর আমিরুল বহর, ৩০ জন কাপ্তেন, ৯০ জন কম্যাণ্ডার, ৩০০ শত লেপ্টেনাণ্ট কম্যাণ্ডার, ২৫০ জন লেপ্টেনাণ্ট এবং ২০০ দুই শত সব লেপ্টেনাণ্ট আছেন। ওসমানীয় বর্ত্তমান প্রধান প্রধান যুদ্ধ জাহাজের বিবরণ এই :—

১। মসউদিয়া—প্রথম শ্রেণীর ইস্পাত মণ্ডিত বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ। ওজন ৯১৪০ টন (প্রায় ২৫৫৯২৩/ মণ)। গতি প্রত্যেক নাট (প্রায় ১ ঘণ্টা) ১৭॥০ মাইল। ইঞ্জিনের শক্তি ১১০০০ হাজার অশ্ববলের সমান। দীর্ঘ ৩৯১ পাদ, প্রস্থ ৩৯ পাদ। ৪১টী ছোট বড় কামান দ্বারা সজ্জিত। নৌ-সৈন্য ও নাবিক সংখ্যা ৬৪০। এই বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজের কম্যাণ্ডার

সাড্দীন বোক এবং সহকারী কম্যাণ্ডার মেজর আদহাম বোক।

২। আসার তওফিক—প্রথম শ্রেণীর ইস্পাত মণ্ডিত বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ। জর্ম্মণির অন্তর্গত "কিল" নগরের কারখানায় এই জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে।

৩। আবথানিয়া—লৌহনির্ম্মিত ইস্পাত বিমণ্ডিত ২য় শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ। ইহাতে ক্রুপের কারখানার তৈয়ারী ২৭টী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তোপ সজ্জিত আছে। এই যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে এক খানি উচ্চ শ্রেণীর টর্পিডো তরী আছে, উহাতে টর্পিডো চালাইবার ২টী নাল রহিয়াছে।

৪। ওস্মানীয়া—২য় শ্রেণীর লৌহ নির্ম্মিত যুদ্ধ জাহাজ। ১০ ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দ্বারা বিমণ্ডিত। ওজন ৬৪০০ টন। ক্রুপের কারখানায় নির্ম্মিত ৫৪টী তোপ এই ভীষণ যুদ্ধ জাহাজে সজ্জিত আছে। এক খানি টর্পিডো তরী ও টর্পিডো চালাইবার ২টী নাল এই তরীতে সংযোজিত আছে।

৫। আজিজিয়া—২য় শ্রেণীর লৌহ নির্ম্মিত যুদ্ধ জাহাজ। ১০ ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দ্বারা বিমণ্ডিত। ওজন ৬৪০০ টন। ইহাতেও ক্রুপ কারখানায় নির্ম্মিত ৫৪টী তোপ সজ্জিত আছে। ইহার সঙ্গেও ১ খানি টর্পিডো তরী ও ২টী টর্পিডো দাগিবার যন্ত্র আছে।

৬। মহ্মুদীয়া—দ্বিতীয় শ্রেণীর লৌহ নির্ম্মিত যুদ্ধ জাহাজ। ১০ ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দ্বারা বিমণ্ডিত। ২৭টি ভীষণ তোপ দ্বারা সজ্জিত। ইহাতেও ১টী টর্পিডো তরী এবং ২টী টর্পিডো দাগিবার নাল বা যন্ত্র আছে।

৭। আজালিয়া—৩য় শ্রেণীর লৌহ নির্ম্মিত যুদ্ধ জাহাজ। টর্পিডোর সাজ-সরঞ্জামে এই জাহাজ খানি সজ্জীকৃত।

৮। আসারে শওকত—৩য় শ্রেণীর লৌহ নির্ম্মিত যুদ্ধ জাহাজ। ওজন ২৮০০ টন। প্রতি নাটে গতি ১৩ মাইল। টর্পিডোর সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জীকৃত।

৯। আওন আলাহ—৩য় শ্রেণীর ইস্পাত বিমণ্ডিত যুদ্ধ জাহাজ। ওজন ২৮০০ টন। প্রতি নাটে গতি ১২ মাইল। ইহাও টর্পিডো সম্বন্ধীয় সামগ্রী-সম্ভারে সজ্জীকৃত।

১০। ফতেহ বলন্দ—তৃতীয় শ্রেণীর ইস্পাত বিমণ্ডিত যুদ্ধ জাহাজ। ওজন ২৮০০ টন। গতি প্রত্যেক নাটে ১২ মাইল। টর্পিডো সম্বন্ধীয় বিবিধ সরঞ্জামে পরিপূর্ণ ও সুসজ্জিত।

১১। মঈন জফর—তৃতীয় শ্রেণীর লৌহ-বিনির্ম্মিত যুদ্ধ জাহাজ। ওজন ১৮০০ টন। গতি প্রত্যেক নাটে ১৩ মাইল। টর্পিডো সম্বন্ধীয় সরঞ্জামে সুসজ্জিত।

১২। মকদম খয়ের—তৃতীয় শ্রেণীর লৌহ-নির্ম্মিত রণতরী। ওজন ২৫০০ টন। গতি প্রত্যেক নাটে ১৩ মাইল। পূর্ব্বোক্ত ভাবে সজ্জিত।

১৩। নজমে শওকত—তৃতীয় শ্রেণীর লৌহ নির্ম্মিত রণতরী। ওজন ২০৫৮ টন। প্রত্যেক নাটে গতি ১৩ মাইল; পূর্ব্বোক্ত রূপে সজ্জিত।

১৪। হামিদিয়া—প্রথম শ্রেণীর যরাহ পোশ; ৯ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত। ওজন ৬৭০০ টন।

ক্রুপের ২০টী বৃহৎ তোপ এই বিরাট যুদ্ধ জাহাজ খানিতে সংযোজিত আছে।

১৫। আবদুল কাদের—লৌহ নির্ম্মিত বিরাট ক্রুজার। ওজন ৭৮৭৩ টন। শক্তি ১১৫০০ অশ্ব বলের সমান; বৃহৎ বৃহৎ তোপ দ্বারা সুসজ্জিত।

১৬। আবদুল হামিদ—তৃতীয় শ্রেণীর যরাহ্‌পোশ। ওজন ৩২৫০ টন। গতি প্রত্যেক নাটে ২১ মাইল; ইঞ্জিন-শক্তি ১২০০ অশ্ব বলের সমান। ২৪টী বৃহৎ তোপ এই বিশাল রণতরীতে সংযোজিত আছে। ইহাতে ৩০২ জন নাবিক আছে। কম্যাণ্ডারের নাম এজ্জতলু হকি বেক। ইহার দীর্ঘ ৩৩২ পাদ ও প্রস্থ ৩৩ পাদ। এই যুদ্ধ জাহাজে ৩টী ডবল চিমনি, টর্পিডো চালাইবার ৮টী নাল, মসজেদ, হাস্পাতাল, হাম্মাম, ভ্রমণ কক্ষ, শয়ন কক্ষ, নক্সা তৈয়ার করিবার কক্ষ, ঔষধালয় প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ই আছে। এই যুদ্ধ জাহাজ খানি নীল বর্ণ।

১৭। আবদুল মজিদ—ইস্পাত বিমণ্ডিত তৃতীয় শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ। ওজন ৩২৫০ টন। গতি প্রত্যেক নাটে ২১ মাইল; ইঞ্জিনের শক্তি ১২০০০ অশ্ব বলের সমান। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে আমেরিকার এক বিখ্যাত কারখানায় এই নূতন ধরণের উৎকৃষ্ট যুদ্ধ জাহাজ খানি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যুদ্ধ জাহাজে ২৭টী ভীষণ তোপ সংযোজিত আছে। নাবিকের সংখ্যা ৩০২, কম্যাণ্ডারের নাম কর্ণেল রেজা বেক আফেন্দি।

১৮। হেফজ্‌ রহমান—তৃতীয় শ্রেণীর ইস্পাত বিমণ্ডিত

যুদ্ধ জাহাজ। ডবল বোরজের সুদৃঢ় রণতরী; ওজন ২৫০০ টন, গতি প্রত্যেক নাটে ১২ মাইল।

১৯। খোদাওন্দগার—তৃতীয় শ্রেণীর ইস্পাত বিমণ্ডিত যুদ্ধ জাহাজ। ইহার অন্যান্য অবস্থা অপরিজ্ঞাত।

২০। সোলতানীয়া—তৃতীয় শ্রেণীর ইস্পাত বিমণ্ডিত যুদ্ধ জাহাজ। ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ পাশা এই যুদ্ধ জাহাজের এড্‌মিরাল পদে নিযুক্ত আছেন।

২১। আজগীব—সামরিক ষ্টিমার। ইহাতে ৪টা ভীষণ তোপ ও ৮০ জন নাবিক আছে। ১৩২৪ হিজরীর মহরম হইতে এই সামরিক ষ্টিমার খানি এয়মনের হদেদা বন্দরে, ঐ প্রদেশের উপকূল ভাগের তত্ত্বাবধান জন্য, এবং ইউরোপ হইতে আনীত অস্ত্র শস্ত্রাদি—যাহা গোপনে এয়মনের বিদ্রোহী আরবদিগের নিকট বিক্রয় করা হয়, সেই অস্ত্র পূর্ণ নৌকা গুলি ধরিবার জন্য ইহা লোহিত সাগরে এয়মন প্রদেশের উপকূল ভাগে প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকে।

২২। মনস্থরাঃ—ইহাও এক খানি সামরিক ষ্টিমার। ইহা ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা তারাব্লিস্-অল্-গর্‌বের (আফ্রিকার ট্রিপলির) উপকূল ভাগের 'হেফাজত' কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

২৩। আন্তগ্রল—সামরিক ষ্টিমার। বিলাতের বিখ্যাত জাহাজ নির্ম্মাতা আর্ম্মষ্ট্রং কোম্পানীর কারখানায় নির্ম্মিত। টার্পেডো চালাইবার নিমিত্ত ইহাতে একটা নাল আছে।

২৪। হামিদিয়া—সামরিক ষ্টিমার। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বস্রা হইতে বোগদাদ পর্য্যন্ত টাই-

গ্রিস (দজলা) নদীর তটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত।

২৫। ফতেহ্ এস্লাম—গনবোট; ইহার ওজন ৩৩০ টন।

২৬। বরক্-আফ্সান—টর্পিডো বিধ্বস্তকারী ভীষণ তরী। গতি প্রত্যেক নাটে ২৫ মাইল। ইহা জর্ম্মণির কিল নগরের কারখানায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

২৭। প্লং দরিয়া—টর্পিডো বিধ্বস্তকারী গণ বোট। মহা রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের সোলতানী কারখানায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

২৮। মজিদিয়া—টর্পিডো বিধ্বস্তকারী তরী। ইটালির অন্তর্গত জেনোয়া নগরস্থ এন্সাল্ডো নামক কারখানায় নির্ম্মিত হইয়াছে। গতি প্রত্যেক নাটে ২৬ মাইল।

২৯। মহ্মুদীয়া—গন বোট; ওজন ৩৩০ টন।

৩০। হেজাবুর—ইস্পাত বিমণ্ডিত গন বোট, ওজন ৪০০ টন। ইহাতে বিভিন্ন আকারের ৬টী ভীষণ তোপ সংযোজিত আছে।

৩১। শাহীন-দরিয়া—টর্পিডো গন বোট; জর্ম্মণির কিল বন্দরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

৩২। তায়্যার—টর্পিডো বিধ্বস্তকারী তরী; গতি প্রত্যেক নাটে ২৫ মাইল। ইহাও কিল বন্দরের কারখানায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

৩৩। আবদুল হামিদ—টর্পিডো বিধ্বস্তকারী যুদ্ধ তরী। ইটালীর ইন্সাল্ডো কারখানায় নির্ম্মিত; গতি প্রতি নাটে ২৬ মাইল।

৩৪। নেয়ামত—টর্পিডো গনবোট; কিল বন্দরের কারখানায় নির্ম্মিত।

৩৫। বুয্‌গা—গনবোট। ৪টী তোপ ও টর্পিডো সম্বন্ধীয় সরঞ্জামে সুসজ্জিত; ইহাতে ২৪ জন নাবিক আছে; কাপ্তেনের নাম আহ্‌মদ বোক। ১৩২৪ হিজরীর ১লা মহরম হইতে ইহা এয়মনের বন্দর হদৈদায় প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। লোহিত সাগরের উপকূল ভাগের তত্ত্বাবধান এবং এয়মনী বিদ্রোহীদিগকে যাহাতে গোপনে অস্ত্র শস্ত্রাদি কেহ যোগাইতে না পারে, প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে ইহা তথায় অবস্থান করিতেছে।

৩৬। কস্তমুনী—গনবোট। ৫টী তোপ ও টর্পিডো সংক্রান্ত আসবাবে সুসজ্জিত। ইহাতে ৪১ জন নাবিক আছে; কাপ্তেনের নাম বকির বোক। ইহাও পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে এয়মনের উপকূলে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

৩৭। বৈরুত—গনবোট। ইহার সম্বন্ধে অন্য কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায় নাই।

৩৮। সুলতান হেছার—টর্পিডো বিধ্বস্তকারী যুদ্ধতরী।

৩৯। আক্ হেছার—টর্পিডো তরী। গতি প্রতি নাটে ২৪।।০ মাইল। জেনোয়ার এন্‌সাল্‌ডো কারখানায় নির্ম্মিত। ইহার কম্যাণ্ডার রেজা বোক, এবং সহকারী কম্যাণ্ডার নযমি আফেন্দি; এই যুদ্ধ জাহাজ খানি গভীর নীল বর্ণ।

৪০। বাশুত—টার্পিডো তরী। গতি প্রত্যেক নাটে ২৪।।০ মাইল। ইটালির এনসালডো কারখানায় নির্ম্মিত। কম্যাণ্ডার

নযমি আফেন্দি (২য়) ও সহকারী কম্যাণ্ডার ফখরি আফেন্দি। ইহার রং ও গভীর নীল বর্ণ।

৪১। ফয়েজ রব্বানী—ইহা পুরাতন যুদ্ধ জাহাজ হইলেও নূতন প্রণালীতে মেরামত ও সুসজ্জিত করা হইতেছে।

৪২।৪৩।৪৪।৪৫। হয়বত নমা, শাবিয়া, আজিজদ্দিন, আতারদ, এই ৪ খানি যুদ্ধ জাহাজের বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা যায় নাই।

৪৬ ৪৭।৪৮। কাসেম পাশা, সতানকো, কবলানী—এই তিন খানি প্রাচীন ধরণের যুদ্ধ জাহাজ।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ধরণের ৮ খানি ক্রুজার এবং ২৮ খানি গনবোট আছে। আরও ৭ খানি টর্পিডো তরী বিধ্বস্তকারী রণতরী আছে, তাহাদের নাম জানিতে পারা যায় নাই। জল-তলচারী অর্থাৎ জলের নীচ দিয়া গমনকারী যুদ্ধ জাহাজ ২ খানি আছে। টর্পিডো তরী প্রথম শ্রেণীর ১৫ খানি, ২য় শ্রেণীর ৭ খানি ও ৩য় শ্রেণীর ২ খানি আছে। ৮ খানি বৃহদাকারের ইস্পাত বিমণ্ডিত জাহাজ,* ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় কারখানা সমূহে নির্ম্মিত হইতেছে; তন্মধ্যে কোন কোন খানির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া আসিল (১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত এ কয় খানির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়)। ইহাদের মধ্যে ফয়েজ বহরি, সালামিয়া ও শাদি এই ৩ খানির নাম জানিতে পারা গিয়াছে।

* অপর তালিকা অনুসারে জানা যায়, ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকারের ৯৫ খানি যুদ্ধ জাহাজ ছিল এবং ২২ খানি নূতন যুদ্ধ জাহাজ বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হইতেছিল।

উল্লিখিত যুদ্ধ জাহাজ সমূহ ব্যতীত অনেকগুলি বারবরদারীর জাহাজ আছে। উহাদের দ্বারা রসদ ও সামরিক পণ্যাদি যুদ্ধ স্থানে পাঠান হইয়া থাকে। ইহার সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই।

এই পর্য্যন্ত লিখার পরেও কতিপয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণের ফরমায়েস ইংলণ্ড, ফ্রান্স্, জর্ম্মণি, ইটালি ও মার্কিণ—ইউনাইটেডষ্টেটের কারখানা সমূহে দেওয়া হইয়াছে। মহা রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলস্থ সুলতানী কারখানায় দিবা রাত্রি যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের কার্য্য চলিতেছে। এই বিরাট কারখানাটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়ান হইয়াছে। ওস্মানীয় নৌ-সামরিক মন্ত্রী সম্প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, তুর্কী গবর্ণমেণ্ট স্বীয় নৌ-সামরিক শক্তি যথাসম্ভব বাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এ বৎসর উক্ত কার্য্যের জন্য বহু টাকা খরচও বজেটে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

তুরস্ক যদি স্বীয় নৌ-সামরিক শক্তি আশানুরূপ বাড়াইতে পারেন এবং এ বিষয়ে আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব পুনরানয়ন করিতে পারেন, তবে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্যায় ভীতিপ্রদর্শনে আর বিচলিত হইবেন না এবং ভূমধ্য সাগর ও কৃষ্ণ সাগরে তুরস্কের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে। ক্রীটের ন্যায় ওস্মানীয় দ্বীপগুলি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্যায় আচরণে হস্তচ্যুত হইবে না।

ওস্মানীয় স্থল সামরিক শক্তি এক্ষণে ইউরোপের কোনও শক্তি হইতেই দুর্ব্বল নহে। আজ তুরস্কের চিরশত্রু রুসিয়া যদি

মহামান্য সুলতানল্ আজমের সঙ্গে রণরঙ্গে মত্ত হয়, তবে আশা করা যায়, পরাক্রান্ত ওস্মানীয় সেনাদল তুরস্কের রুসাপহৃত প্রদেশ ও জনপদ সমূহের নিশ্চয় উদ্ধার সাধন করিতে পারে। মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের আদেশে নিয়মিত ও অনিয়মিত সৈন্য ও ধর্ম্মযোদ্ধায় ৫০ লক্ষ বীর পুরুষ ওস্মানীয় গৌরবান্বিত পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে। সম্ভবতঃ স্থলভাগে সূচাগ্র পরিমাণ ভূভাগও আর কেহ এক্ষণে ওস্মানীয় সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

ওস্মানীয় সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে আশ্চর্য্য রূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের অসাধারণ উন্নতি। নিত্য নূতন নূতন কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা সকল খোলা হইতেছে। সামরিক বিদ্যালয়, আইন বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয়, বাণিজ্য বিদ্যালয়—ইত্যাদি সাম্রাজ্যের দূরবর্ত্তী প্রধান প্রধান নগর সমূহে স্থাপিত হইতেছে। নূতন নূতন কল কারখানা খোলা হইতেছে। কৃষি বিভাগের অসাধারণ উন্নতি। মথছুছিয়া ও খায়েরিয়া কোম্পানি নামক ২টী ওস্মানীয় ষ্টিমার কোম্পানীতে শতাধিক ষ্টিমার ভিন্ন ভিন্ন লাইনে চলিতেছে। দেশীয় সওদাগরগণও অনেক লাইনে ষ্টিমার চালাইতেছেন। রেলওয়ে লাইন ত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইতেছে; টেলিগ্রাফ্ লাইন সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশে খোলা হইয়াছে, বিনা তারের টেলিগ্রাফ্ লাইনও কয়েকটী খোলা গিয়াছে; ডাক বিভাগের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে; রেন বিভাগের আয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে; খাল বিভাগে ত এক নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে; পতিত জমি সমূহ উৎকৃষ্ট কৃষি

ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; অনেক ঝিল ও জলাভূমির পানী শুকাইয়া তাহাকে কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করা হইতেছে; স্থানে স্থানে খাল খনন করিয়া কৃষি কার্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করা হইতেছে। অশ্ব ও গবাদি পশুর উন্নতি বিধান জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রজা সাধারণকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। রেশম কীটের পালন ও উহার রোগ নিবারণ, রেশম-শিল্পের উন্নতি বিধান ইত্যাদি কার্য্যে আশাতিরিক্ত সুফল লাভ হইতেছে। যে উৎকৃষ্ট জাতীয় ছাগলের পশম দ্বারা জগদ্বিখ্যাত "ইস্তাম্বুলী কালিন বা গালিচা" প্রস্তুত হয়, সেই ছাগ জাতির উন্নতি বিধানেও কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। ইউরোপ হইতে কৃষি সম্বন্ধীয় নবাবিস্কৃত যন্ত্রাদি আনাইয়া, কৃষকদিগকে উহার ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। নির্জ্জন বন্য প্রদেশে সুন্দর সুন্দর নূতন পল্লী ও নগর সকল স্থাপিত হইতেছে। গোলাপ ফুলের প্রভূত চাষ আরম্ভ হওয়াতে "অটো-ডি-রোজ" প্রচুর পরিমাণে ওস্মানীয় সাম্রাজ্যে প্রস্তুত হইতেছে। হেজাজ রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর বস্তি, সুন্দর সুন্দর কৃষিক্ষেত্র ও ফলের উদ্যান সকল দর্শকের নয়ন মন আকৃষ্ট করিতেছে। ওস্মানীয় সামুদ্রিক বন্দর সমূহ অতি দ্রুত গতি উন্নতি-পথে ধাবিত হইতেছে।

রেলওয়ে লাইন—

১৯০৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে পরিমাণ রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই :—

ইউরোপীয় তুরস্কে—

আড্রিয়নোপল অর্থাৎ কুস্তন্তনিঞা-আড্রিয়নোপল ও মস্তফা পাশা (শাখা লাইন সহ)	৮১৫	মাইল।
সালোনিকা-মনষ্টার	১৩৭	"
সালোনিকা-ওয়াদিগাচ্	৩১৭	"
	১২৬৯ মাইল।	

এসিয়িক তুরস্কে—

বোগদাদ রেলওয়ের প্রথমাংশ—কোনিয়া হইতে আরগলি পর্য্যন্ত—	১২৫	মাইল।
আনাটুলিন রেলওয়ে	৬৪০	"
মওদানিয়া ও ব্রুসা	২৫	"
স্মর্ণা-আইদিন	৩২০	"
স্মর্ণা-কস্‌বা	৩২১	"
মরসিনা-আদানা	৪২	"
এয়াফা (জাফা)—বিরুসালেম	৫৪	"
হেজাজ রেলওয়ের তৈয়ারি অংশ (মা-আন পর্য্যন্ত)	১০৫	"
বেরুত-দেমেস্ক	৯৬	"
দেমেস্ক-মযিরেব (হেজাজ রেলওয়ের শাখা)	৬৪	"
হায়েফা-দরআ (হেজাজ রেলওয়ের শাখা)	২৮	"
মোট	৩০৮৯	মাইল।

ইহার পর ১৯০৮ খৃঃ অব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত হেজাজ রেলওয়ে ও বোগদাদ রেলওয়ের যে অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে সকল ক্ষুদ্র লাইন খোলা হইয়াছে,

তাহাতে ৪০০০ মাইল পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইনে গাড়ী চলাচল করিতেছে, ইহা নিশ্চয়। আর ৫।৬ বৎসরের মধ্যে লাইনের পরিমাণ ৬।৭ হাজার মাইলে পরিণত হইবে, একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ১০০০০ মাইল রেলওয়ে লাইন যে ওস্মানীয় সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হইবে, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বন্দর সমূহ ক্রমশঃ রেলওয়ে লাইনের সহিত সংযুক্ত হইয়া, ওস্মানীয় বাণিজ্য-জগতে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে।

তুরস্ক এবং তুরস্কের মহামান্য সুলতান।

(আসল বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত)

মহামান্য রুমের সুলতান, সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানবর্গের অধিনেতা, এজন্য তিনি "আমিরুল মুমেনিন" ও "খলিফাতুল মুসলেমিন"—এই গৌরবান্বিত নামে অভিহিত। পৃথিবীর যে স্থানে যত মুসলমান আছেন, সকলেই মহামান্য রুমের সুলতানকে আপনাদের সম্মানিত নেতা বলিয়া মনে করেন। সাইবিরিয়ার চির নীহারাচ্ছন্ন প্রদেশে, হিমালয়ে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, শাহারা ও গোবী নামক জগদ্বিখ্যাত মরুভূমিতে, আফ্রিকার ভীষণ আরণ্য প্রদেশে, সুবিশাল ভারতবর্ষে, বিপুল জনপূর্ণ চীন দেশের অভ্যন্তরে, অকূল সমুদ্রের বক্ষস্থিত দ্বীপ সমূহে—যেখানে যত মুসলমান আছে, সকলেই রুমের মহামান্য সুলতানকে "খলিফা" বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। কি এসিয়া, কি

ইউরোপ, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, কি এশিয়া—সর্ব্ব মহাদেশবাসী মুসলমানই অবনত মস্তকে রুমের সুলতানের প্রাধান্য স্বীকার করেন। পৃথিবীতে এহেন গৌরবান্বিত পদ আর কাহারও নাই। এরূপ সার্ব্বজনীন সম্পদ আর কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। হিন্দুদিগের জগদ্‌গুরু, খ্রীষ্টিয়ানদিগের পোপ, বৌদ্ধদিগের দালাই লামা—ইঁহারাও কদাচ এরূপ সার্ব্বভৌমিক প্রাধান্যের অধিকারী হন নাই। মুসলমান বাদশাহগণ, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী আমীর ওমরাহগণ, মধ্য শ্রেণীর জন সাধারণ, কৃষিজীবি, পণ্যজীবি ও ভিক্ষুকগণ—সকলেই মহামান্য রুমের সুলতানকে একই রূপ ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রুমের মহামান্য বাদশাহ, আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) এবং তাঁহার খোল্‌ফায়ে রাশেদিন গণের উপযুক্ত প্রতিনিধি। ডামস্কস্, বোগদাদ ও মিসরের মহামান্য খলিফাদিগের অপেক্ষা, ইঁহারা কোনও অংশে কম সম্মানের পাত্র নহেন। ইঁহার মঙ্গলামঙ্গলের সহিত পৃথিবীর সমুদয় মুসলমানের মঙ্গলামঙ্গল দৃঢ়ভাবে জড়িত ও সম্বন্ধবদ্ধ। মুসলমানগণ জীবিত লোকদিগের মধ্যে রুমের সুলতানের ন্যায় আর কাহাকেও ভক্তি করিতে সমর্থ নহেন। ইঁহার হিতাহিতে মুসলমানগণ নিজের হিতাহিত মনে করিয়া থাকেন। এক জন সামান্য মুটে বা কৃষকের নিকট "রুমের বাদশাহের" বা "রুমের সুলতানের" বিষয় উল্লেখ কর, দেখিবে সেই সরলচেতা-নিরক্ষর ব্যক্তি সুলতানের তথ্য গ্রহণে কিরূপ নিবিষ্ট চিত্ত এবং তাঁহার প্রতি কিরূপ ভক্তি প্রকাশে তৎপর। পুরুষ দূরে থাকুক, অবলা স্ত্রীলোকেরাও

মহামান্য সুলতানের নাম শ্রবণে ভক্তি স্রোতে ভাসিয়া যান—তাঁহার মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতা-লার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন। বলুন পাঠক! এহেন অদ্বিতীয় সৌভাগ্যশালী পুরুষ পৃথিবীতে আর কে আছে? দুঃখের বিষয়, আমাদের এহেন প্রাণোপম সুলতানের অবস্থা, বল বিক্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, তেজো-বীর্য্য প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ে আমরা একেবারে অনভিজ্ঞ। যাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে লক্ষ লক্ষ মুসলমান অম্লান বদনে হৃদয়ের শোণিত দান করিতে প্রস্তুত, তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। মহামান্য সুলতানের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, লোক সংখ্যা, রাজস্ব, শিক্ষা, শিল্প কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির বিবরণ, তাঁহার সামরিক শক্তি, তাঁহার স্বভাব ও গুণাবলীর বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জানা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ এ বিষয়ে অধিকতর অনভিজ্ঞ। আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা ও প্রিয়তমা ভগিনীগণের অবগতির জন্য আমরা মহামান্য রুমের সুলতান গণের আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত "বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকায়" ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন।

মহামান্য রুমের সুলতান কেবল মাত্র রুমের অধিপতি নহেন। হেজাজ, এয়মন, আলহাসা, ইরাকে আরব, নজদ, আল আসির, প্যালেষ্টাইন, ভাণ, কোদ্দস্থান, মেসোপটেমিয়া, আরমেনিয়া, আনাটোলিয়া, কেরামানিয়া, আদানা, সিভাস, ট্রেবিজণ্ড (তারাবিজান), ম্যাসিডোনিয়া, (মেকদুনিয়া),

ইপাইরস, আল্‌বেনিয়া, নবিবাজার, পূর্ব্ব রুমেলিয়া, পশ্চিম রুমেলিয়া, বুলগেরিয়া, ত্রিপলি, মেসের, নিউবিয়া, বার্কা, সিনাই প্রভৃতি প্রদেশ এবং প্রভিন্সেন্—আর রোড্‌স্, লেস্‌বস, সেমস্ প্রভৃতি অসংখ্য দ্বীপাবলী মহামান্য সুলতানের শাসনাধীন; পূর্ব্বে এতদপেক্ষা প্রায় তিন গুণ রাজ্য ইঁহাদের করায়ত্ত ছিল। যথা—গ্রীস, ক্রিমিয়া, বেসসারবিয়া, সাবকেশিয়া, আরকেশিয়া, ককেশিয়া, জর্জ্জিয়া, হঙ্গেরীয়া, বসনিয়া, হার্জ্জগোবিনিয়া, মণ্টোনিগ্রিয়া, সার্ভিয়া, ওয়ালেচিয়া, মল্‌ডেভিয়া, টিউনিস, আল্‌জিরিয়া, থেসালি প্রভৃতি প্রদেশ বা রাজ্য এবং সাইপ্রস, ক্রীট, আইওনিয়ান প্রভৃতি দ্বীপ ও দ্বীপ পুঞ্জে মহামান্য সুলতানের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টের পরম ভক্ত-অনুরক্ত ও পরম ধর্ম্মপরায়ণ (?) ইউরোপীয় নৃপতিগণ ক্রমশঃ নানা উপায়ে ও নানা ছলে এই সকল প্রদেশ এবং রাজ্য কতক আত্মসাৎ করিয়াছেন, আর কতক বা স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। তুরস্ক বা রুমের সমুদয় অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিলে আজ পৃথিবীতে ইহা একটী অদ্বিতীয় সাম্রাজ্য বলিয়া গণ্য হইত। যাহা হউক, এই সাম্রাজ্যের যে অংশ এক্ষণে অক্ষুণ্ণ আছে, তাহাও পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান গৌরবান্বিত অংশ। মানবের আদি স্থান, সমুদয় পয়গম্বর (তত্ত্ববাহক) দিগের লীলাভূমি ও তাঁহাদের সমাধি স্থান এই পবিত্র অংশে বর্ত্তমান। পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান সাম্রাজ্য সমূহের গৌরবান্বিত রাজধানী সকল এই সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খোদাতাআলার প্রেরিত প্রধান গ্রন্থ চতুষ্টয় যাঁহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ মহাত্মা হজরত মুসা (আলাঃ)—(যাঁহার প্রতি তওরাত গ্রন্থ নাজেল হই-

য়াছে), মহাত্মা হজরত দাউদ (আলাঃ)—(যাঁহার প্রতি জব্বুর গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে), মহাত্মা হজরত ইসা (আলা)—(যাঁহার প্রতি ইঞ্জিল গ্রন্থ নাজেল হইয়াছে), মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দরুদ)—(যাঁহার প্রতি সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান মহাগ্রন্থ কোরাণ শরিফ নাজেল হইয়াছে)—ইহারা সকলেই এই ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াই ইহার বিভিন্ন অংশে আপনাদের মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক, পরিশেষে এই ভূখণ্ডেরই ভিন্ন ভিন্ন অংশে সমাহিত হইয়াছেন। মহাত্মা হজরত ইসা পয়গম্বর এই প্রদেশেরই স্থান বিশেষ হইতে আকাশে উত্থিত হইয়াছেন। মানবের আদি জননী হাওয়ার (ইভের) পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্র এই ভূখণ্ডে বর্ত্তমান; দ্বিতীয় আদম স্বরূপ হজরত নূহ (আলা) এই ভূখণ্ডেরই একাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ইহাতেই মহা জল প্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত "আরারাট" পর্ব্বতে স্বীয় জলযান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই মহা জল-প্লাবনের মৃত্যাবশিষ্ট মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীগণ বংশ বৃদ্ধি করিয়া, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই স্থানেই দ্বিতীয় নূহের ন্যায় মহা প্রতাপশালী ও ভবিষ্যদ্বক্তা মহাত্মা হজরত এব্রাহিম খলিলোল্লা (আলা) জন্ম গ্রহণ করিয়া, একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম ঘোষণা করেন; এবং ইঁহারই দুই পুত্র মহাত্মা হজরত ইস্মাইল (আলা) হইতে বনি ইস্রাইল এবং মহাত্মা হজরত এসহাক (আলা) হইতে বনি ইস্রাইল নামক বিখ্যাত জাতি দ্বয়ের উৎপত্তি হয়। এই ভূখণ্ডেই বনি ইস্রাইলগণ তদানীন্তন মিসরাধিপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন এবং মহাত্মা হজরত ইউসফ

(আলা) মিসরে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন। আবার সর্ব্ব শেষ মিসরপতি দুর্ব্বৃত্ত ফেরাউন (ফেরোয়া) কর্ত্তৃক বনি ইস্‌রাইলগণ পদে পদে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতে থাকেন। পরিশেষে অনল-প্রতাপ সদৃশ তেজস্বী তত্ত্ববাহক মহাত্মা হজরত মুসা (আলা) কর্ত্তৃক ইহারা তথা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া সিরিয়া দেশে পুনরাগমন করেন। ১ লক্ষ ২৪ হাজার তত্ত্ববাহকের প্রায় সকলেই এই পবিত্র ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই ভূ-খণ্ডেই মহাত্মা হজরত সোলেমান (আলা) প্রবল প্রতাপের সহিত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। মাসিডোনিয়াধিপতি দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেক্‌জ্যাণ্ডার (সেকেন্দর শাহ) এই ভূখণ্ডেরই শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া, ক্রমশঃ পৃথিবীর অধিকাংশ সাম্রাজ্য ও জনপদ জয় করেন। মাসিডোনিয়ার অন্তর্গত কোনও স্থানে তাঁহার খ্যাতাপন্ন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মিশর দেশস্থ মহা নগরী আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়া (এক্কেন্দ্রিয়া) আজিও তদীয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। আবার এই খণ্ডেরই বাবিলন (বাবুল) নগরে সেকেন্দর শাহের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। অরিষ্টাটল (আরাস্তু), উক্লিড্‌ (ইউক্লিদস্‌), বোক্রাত প্রভৃতি অদ্বিতীয় জ্ঞানিগণ এই ভূভাগেই জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত নরপতি নমরুদের রাজধানী "বাবিলন" এই খণ্ডেরই অন্তর্নিবিষ্ট। সাদ্দাদ নামক অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট্‌ও এই ভূভাগের অন্তর্গত এয়মন রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। সিসষ্ট্রীস নামক জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী মিসরীয় সম্রাটের রাজধানীও এই ভূভাগে বিদ্যমান ছিল। মহাপরাক্রান্ত টলেমী বংশীয় মিসর

রাজগণও এই মহাসাম্রাজ্যের এক বিপুল অংশের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। মহারাজ নেবুকড্‌নেশর, টলেমী সোটর, মহাবীর সিলিউকস, অদ্বিতীয় সদ্বিচারক সম্রাট্ নৌসেরওঁা প্রভৃতি সকলেই এই ভূখণ্ডের কোন না কোন অংশের অধিপতি ছিলেন; তাঁহাদের রাজধানী সকলের ধ্বংসাবশেষ এক্ষণেও বর্ত্তমান। যে দিগ্বিজয়িনী মহারাজ্ঞী সেমিরামিস পারস্যাদি দেশ জয় করত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী "পালময়রা" নগরীর ভগ্ন স্তূপ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী সিরীয় মরুভূমিতে আজিও দর্শকের নয়ন-মন আকর্ষণ করে। প্রাচীন কালে বাণিজ্য বলে অদ্বিতীয় ও পৃথিবীর তদানীন্তন গ্রেট্-ব্রিটন স্বরূপ ফিনিসিয়া দেশ ও উহার জগদ্বিখ্যাত রাজধানী টায়র নগরীর ভগ্নাবশেষ, তুরস্ক সাম্রাজ্যে বিদ্যমান। সুপ্রসিদ্ধ এসিয়িক রাজ্য ট্রয়ের অবস্থানও এই সাম্রাজ্যের মধ্যেই ছিল। গ্রীক্ অন্ধ মহাকবি জগদ্বিখ্যাত হোমার এই সাম্রাজ্যেই জন্ম গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত ইলিয়ড্ মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন; অদ্যাপি তাঁহার সমাধি স্মার্ণা মহানগরীতে বিরাজিত। মানব জাতি কর্ত্তৃক একেশ্বরোপাসনার সর্ব্ব প্রথম উপাসনালয় যে পবিত্র নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল—যাহা আদি পুরুষ মহাত্মা হজরত আদম আলায় হেচ্ছালামের উপাসনা-স্থল; যথায় মহাত্মা হজরত এব্রাহিম খলিলোল্লা (আলা) একেশ্বরোপাসনার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করেন, যথায় শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর কলুষ রাশি নাশ এবং সত্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় পবিত্র মক্কা নগরীও রুম সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট।

যে বয়তুল মোকদ্দস্ (জেরুজেলম) নগরী সহস্র সহস্র পয়গম্বরের লীলা ভূমি এবং পবিত্রতার অন্যতম আধার, যে নগরী য়িহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানগণের একমাত্র তীর্থ ক্ষেত্র, তাহাও এই মহা সাম্রাজ্যে অবস্থিত। যে পবিত্র তায়েমা—তেমা বা মদিনা মনুওরায় শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং যথায় তাঁহার পবিত্র দেহযষ্টি সমাহিত হইয়াছে, যথায় প্রেরিত মহাপুরুষের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ—প্রথম খোলফায়ে রাশেদিন), হজরত ওমর বিন্ খাত্তাব (রাজিঃ—দ্বিতীয় খোল্‌ফায়ে রাশেদিন হজরত ওস্‌মান বিন্ আফ্‌ফাণ (রাজিঃ—তৃতীয় খোল্‌ফায়ে রাশেদিন) দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপে—অথচ পবিত্র ভাবে শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়া শেষ পবিত্র কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় পবিত্র নগরীও মহামান্য তুরস্কের সুলতানের শাসনাধীন। যে জগদ্বিখ্যাত হাতেমতাই পরোপকার ও দানশক্তিতে জগতে অতুলনীয়, তিনিও এই মহা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এয়মন প্রদেশের একজন আরব সামন্ত ছিলেন। যে কুফা নগরে চতুর্থ খোল্‌ফায়ে রাশেদিন হজরত অলি-বিন্ আবুতালেব (রাজিঃ এবং কঃ ওঃ) স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, যে নগরী তদানীন্তন মুসলমান বিদ্বান্ মণ্ডলীর লীলা নিকেতন ছিল, তাহাও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। যে প্রাচীন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও সুবিখ্যাত দেমেস্ক নগরীতে, মহাত্মা হজরত মাবিয়া স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বনু ওম্মিয়া বংশীয় খলিফাগণ দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপে বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন, সেই

মহানগরীও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান নগরী বলিয়া পরিগণিত। যে "কারবালা" ক্ষেত্রে প্রেরিত মহাপুরুষের পরম ধার্ম্মিক দৌহিত্র-রত্ন মহাত্মা হজরত ইমাম হোসেন (রাজিঃ), দুর্ব্বৃত্ত নরাধমদিগের হস্তে শহিদ হন, এবং যাহা এক্ষণে এক পরম সুদৃশ্য নগরী ও শিয়া সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত, উহাও তুরস্ক সাম্রাজ্যের শাসনাধীন। যে "নজফ-আশরফ" নামক পবিত্র নগরে মহাত্মা হজরত আলির (কঃ ওঃ) পবিত্র সমাধি (মজার শরিফ) বর্ত্তমান, তাহাও তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের এলাকাধীন। যে "হাশেমিয়া" নগরে আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ প্রথমে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। আর যে বোগ্দাদ মহানগরী, আব্বাস বংশীয় খলিফা মহাত্মা মনসুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রায় চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, যে নগরী প্রাচ্য মহাদেশস্থ বিদ্যার কেন্দ্রস্থান ছিল; যথায় তাপস কুলের অগ্রগণ্য গওছে আজম মহাত্মা হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (কুদঃ), মহাত্ম জুনেদ বোগ্দাদী (কুদঃ), প্রভৃতি সহস্র সহস্র খ্যাতনামা দরবেশ, এবং মহাত্মা ইমাম আজম (ইমাম আবুহানিফা রহঃ) ও শত সহস্র বিদ্বান্ ও মহাদ্দেছের সমাধি পরম্পরা বিদ্যমান, সেই পবিত্র নগরীও মহামান্য রুমের সুলতানের শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের (হজরত ইসা আলায়হেচ্ছালামের) জন্মস্থান বেথলেহম (বয়তুলহাম) তুরস্কের অন্তর্নিবিষ্ট। ক্রুসেড্ বা জেরুজেলম উদ্ধার বিষয়ক মহাযুদ্ধে খ্যাতাপন্ন মিসরের সম্রাট্ সুলতান সালাহুদ্দিনের রাজধানী "কায়রো" মহানগরী, পবিত্র নগরী

"তান্তা" ও "সেউত" তুরস্কের করদ রাজ্যের অন্তর্গত। সলজুক তুর্কীদিগের রাজধানী "কোনিয়ে" নগরী ও বর্ত্তমান তুর্কী সুলতানদিগের প্রাচীন রাজধানী "ব্রুসা" অটোমান সাম্রাজ্যের বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর গাজী ওসমান খান যে নগরে সর্ব্ব প্রথমে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন, সেই "কারাহেসার" নগরও অদ্যাপি তদ্বংশীয় সুলতানদিগের অধিকারভুক্ত। সুবিখ্যাত রোমক সম্রাট্ হাড্রিয়ান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আড্রিয়া-নোপল নগরী আজিও তুরস্কের শাসনাধীন। যে আন্টিওক (আন্তাকিয়া) মহানগরী, কনষ্টান্টিনোপলস্থ গ্রীক্ সম্রাট্দিগের আসিয়িক সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহাও দেখুন, তুরস্কের অধিকারে অবস্থিত। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের (হজরত ইসা আলায়-হেস্ সালামের) শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম লীলাস্থান ফিলাডেল্ফিয়া নগরী তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের অধীন। প্রথম খোল্ফায়ে রাশেদিন হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) আধিপত্য কালে "আজ-নাদিন" নামক যে ক্ষেত্রে লক্ষাধিক রোমক সৈন্যের উপর, আর দ্বিতীয় খোল্ফায়ে রাশেদিন হজরত ওমরের (রাজিঃ) খেলা-ফত সময়ে "এরমুক" ক্ষেত্রে প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষ রোমক সৈন্যের উপর আরবগণ যে অতুলনীয় ও গৌরবান্বিত বিজয় লাভ করেন, সেই দুই পবিত্র ভূখণ্ডও তুরস্কের অধিকারে। এতদ্ব্যতীত এয়মনের রাজধানী সানা, সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী বস্রা, প্রাচী-নত্ব ও সমৃদ্ধিতে জগদ্বিখ্যাত আলিপো, আরমেনিয়ার রাজধানী আর্জ্জরুম, কুর্দ্দিস্থানের রাজধানী মৌসল, পারস্য সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান নগরী কাদেশিয়া, হেমস্, তারাবিজান (ট্রিবিজণ্ড), ভাণ, ত্রিপলি, গাজা, জাফা, বৈরুত, আস্কোলান প্রভৃতি অসংখ্য

বিখ্যাত ও প্রাচীন নগরী তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে পবিত্র নগরী জেরুজেলম অধিকার জন্য ইউরোপের সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান নরপতিগণ ক্রমাগত প্রায় দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং কিয়ৎকাল উহা শাসনাধীনে রাখিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন—ইস্লামের কি গৌরবের বিষয় যে, অদ্যাপি উক্ত মহানগরীতে, তুর্কীর অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান রহিয়াছে। তৎপর মহানগরী কনষ্টান্টিনোপলের বিষয় লিখাই বাহুল্য। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন—প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা, ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের জন্ম ও লীলাভূমি বলিয়া গৌরব, ধর্ম্মস্থানের মাহাত্ম্য, প্রাচীন সভ্যতা ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্য কিরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। দয়াময় আল্লাহতাআলার পবিত্র জ্যোতিঃ ও দয়ার পবিত্র নিদর্শন ইত্যাদি সমস্তই এই গৌরবময় ভূভাগে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই ভূভাগের প্রত্যেক জনপদ, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক ভূখণ্ড, প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড—এমন কি, প্রত্যেক বালুকা কণা ঐতিহাসিক প্রমাণের জ্বলন্ত নিদর্শন। পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলার একত্ব অর্থাৎ সত্য সনাতন একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম এই স্থান হইতেই পুনঃ পুনঃ স্বীয় আলো কণা পৃথিবীময় বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং তুরস্ক মহাসাম্রাজ্য আজিও পৃথিবীর মস্তক-মণি স্বরূপ। ইহার সহিত কোনও দেশ, সাম্রাজ্য বা জনপদেরই তুলনা হইতে পারে না।

পৃথিবীর বর্ত্তমান মুসলমান রাজশক্তির মধ্যে তুরস্কই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইউরোপের মধ্যে এখনও ইহা একটি প্রধান রাজশক্তি

বলিয়া পরিগণিত। যদিও ইউরোপের খৃষ্টিয়ান রাজশক্তি সমূহের মধ্যে ইহা এতকাল "রুগ্ন" বলিয়া অভিহিত হইত; কিন্তু গত রুষ-তুরস্ক মহাযুদ্ধে তাঁহাদের সে ভ্রম অনেকটা অপনীত হয়। আর ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে গ্রীকদিগের সহিত তুরস্কের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, যে যুদ্ধে গ্রীসের দর্পচূর্ণ ও তদীয় অধিকৃত "থেসালি" প্রদেশ তুরস্কের অধিকার ভুক্ত হয়; তাহাতে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ তুরস্কের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অমানুষিক সাহস ও বিক্রম, অতুলনীয় সংগ্রাম-কৌশল এবং রণ-পাণ্ডিত্য বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে আর তাঁহারা তুরস্ককে পীড়িত ও দুর্ব্বল আখ্যা প্রদান করিতে রাজি নহেন। মেসেরের অধিপতি "খেদব" তুরস্কের করদ রাজা। হেজাজের শাসনকর্ত্তা মক্কা নগরস্থ "শরিফ" মহামান্য সুলতানের প্রতিনিধি। বুলগেরিয়ার রাজা তুরস্কের করদ। ত্রিশ জন গবর্ণর কর্ত্তৃক এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসিত হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল (কুস্তুন্তনিয়া) বা ইস্তাম্বুল, বসফোরস ও মর্ম্মরা সাগরের তীরে। কনষ্টাণ্টিনোপল অতি প্রাচীন, প্রকাণ্ড, উৎকৃষ্ট এবং সুদৃশ্য শহর। এই মহানগরীর লোকসংখ্যা পার্শ্ববর্ত্তী উপনগরাদি সহ প্রায় ২২০০০০০ বাইশ লক্ষ। এই মহারাজধানীর সুদৃশ্য ও সুরক্ষিত বন্দরটি পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়, উহার নাম "গোল্ডন হর্ণ" বা "সুবর্ণশৃঙ্গ"। জাহাজ থাকিবার এরূপ নিরাপদ ও সুবিধাজনক স্থান পৃথিবীর আর কোথাও নাই। সমুদ্র হইতে এই মহানগরীর দৃশ্য অতি মনোহর। এই মহানগীতে ৫০০ পাঁচ শত জামে মস্‌জেদ ও অসংখ্য সাধারণ মস্‌জেদ আছে।

জামে আয়া সোফিয়া, জামে ফাতেহ, জামে সোলেমান, জামে বাএজিদ, জামে ওয়ালেদায়ে সুলতান, জামে সুলতান আহ্মদ, জামে হামিদিয়া প্রভৃতি কতিপয় মস্জেদ অতি বৃহৎ, সুদৃশ্য ও বিস্ময়কর। এখানে ১৬টী উচ্চ শ্রেণীর কলেজ বর্ত্তমান; তদ্ব্যতীত ৫০০ নূতন প্রণালীর ও ১৬৪টী প্রাচীন ধরণের মাদ্রাসা, ১৭৫টী স্নানাগার (হাম্মাম), ৩২৪টী পান্থশালা (সরাই), ৫৬টী পাব্লিক লাইব্রেরী (কোতবখানা), ৩০৫টী অতিথিশালা (মোসাফেরখানা), ৫০টীর উপর মুদ্রাযন্ত্র (ছাপাখানা), বহুসংখ্যক হোটেল, অসংখ্য কাফিখানা (কহ্ওয়াখানা) ও কতিপয় থিয়েটার বর্ত্তমান আছে। তুরকের মহামান্য সুলতানের "ইল্জিদ", "দল্মা বাক্চিয়া", "কসরে চেরাগান", "বেগ্লার বেগ" প্রভৃতি বিশাল রাজ-প্রাসাদ সমূহ বিশেষ দ্রষ্টব্য পদার্থ। মহামান্য সুলতান সমগ্র মুসলমান জগতের অধিনেতা অর্থাৎ "আমিরুল মুমেনিন"। তুরকের বর্ত্তমান সুলতান মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, খলিফাতুল মুসলেমিন, গাজী দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খান খোলদল্লাহ মোল্কহু। ইনি ওসমান বংশীয় পঞ্চত্রিংশৎ সম্রাট্। * আফগানিস্তানের পাঠানগণ, চীন এবং আমাদের ভারতীয় মুসলমানবর্গও ইঁহার নামে খোতবা পাঠ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ইনি পৃথিবীস্থ সমুদয় মুসলমানের অধিনেতা ও মহা ধর্ম্মযাজক রূপে সম্মানিত।

---

* মহামান্য সুলতান গাজী আবদুল হামিদ খান এক জন বিদ্বান্, সাহসী, বিদ্যোৎসাহী, তেজস্বী, বিচক্ষণ, ধার্ম্মিক এবং রাজ-নীতি-বিশারদ মহামহিমান্বিত মহারাজ চক্রবর্ত্তী।

ইহার শাসন কালে তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে আশ্চর্য্য রূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাক, পূর্ত্ত, চিকিৎসা, খনি, বন, সামরিক বিভাগ ইত্যাদি যে কোনও দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই অভাবনীয় রূপ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ইনি যখন সিংহাসনারোহণ করেন, তখন সমগ্র সাম্রাজ্যে মাত্র ৪০০ মাইল রেলওয়ে বিস্তৃত ছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রায় ৪০০০ মাইল রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত যে সকল রেলওয়ে লাইন মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা খোলা হইলে প্রায় ১০,০০০ মাইল রেলওয়ে বিস্তৃত হইবে। এই এক বিষয় দ্বারাই রাজ্যের উন্নতির পরিমাণ অনুভব করা যাইতে পারে। যুদ্ধ বিভাগের উন্নতির বিষয় একবার খেয়াল করুন। এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৪০০০০০ চৌদ্দ লক্ষ নিয়মিত সেনা (স্থল সেনা) সুলতানের সামরিক বিভাগে কার্য্য করিতেছে। ৭টী প্রধান ও কয়েকটী ক্ষুদ্র আর্ম্মিতে এই বিশাল সৈন্য দল বিভক্ত। প্রথম আর্ম্মি "ইম্পিরিয়েল গার্ড্‌স্‌" নামে অভিহিত; ইহার হেড্‌ কোয়ার্টার মহারাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে; ২য় আর্ম্মির আড্রিয়ানোপলে; ৩য় আর্ম্মির মনষ্টারিয়ায় (মাসিডোনিয়া); ৪র্থ আর্ম্মির আরজন ঘিলানে (আর্ম্মেনিয়া); ৫ম আর্ম্মির দেমেস্কে (সিরিয়া); ৬ষ্ঠ আর্ম্মির বোগদাদে (ইরাক-আরব); ৭ম আর্ম্মির সানার (এয়মন-আরব)। প্রত্যেক আর্ম্মিতে এক এক জন মার্শাল (মশীর) ও ছয় জন করিয়া জেনেরল্‌ কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত হেজাজ (আরব), আল্‌হাসা (আরব), ট্রিপলি (আফ্রিকার তারাব্রিস-অল গরব) এবং রোড্‌স্‌ দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৈন্য দল অবস্থিতি করে। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন প্রত্যেক মুসলমানকে সৈনিক পরিচর্য্যায় বাধ্য হইবার জন্য যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শীঘ্রই অন্যূন ৫০০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ মজাহেদিন (গাজী) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। ইহাদিগের মধ্যে খাস তুর্কী, আল্‌বেনীয়, সারকেশীয়, বুল্‌গেরীয়, আরব, কোর্দ্দি, তাতার, বার্ব্বার প্রভৃতি সকল জাতীয় পরাক্রান্ত মুসলমানই আছে। প্রায় সাড়ে চারি হাজার তোপ ও বিংশতি লক্ষ নূতন প্রকারের উৎকৃষ্ট বন্দুক ওসমানীয় সামরিক বিভাগের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। ক্রমশঃ আরও বহুল পরিমাণে সামরিক সরঞ্জাম ইউরোপ হইতে আসিতেছে। তদ্ব্যতীত সুলতানের কারিখানা সমূহে অনবরত তোপ, বন্দুক, টোটা, বারুদ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। "হামিদিয়া" অশ্বারোহী সৈন্য দল এবং নৌ-সৈন্যদল সহ এক্ষণে নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা প্রায় বিংশতি লক্ষে গিয়া দাঁড়াইবে। নৌ-সামরিক বিভাগেরও প্রচুর পরিমাণে উন্নতি করা হইতেছে। বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ (মনোয়ার) তৈয়ার হইতেছে এবং পূর্ব্বতন বৃহৎ বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত মণ্ডিত রণতরী গুলি নূতন ভাবে মেরামত করিয়া ক্রুপ ও আর্মষ্ট্রং এর ভীষণ কামান দ্বারা সুসজ্জিত করা যাইতেছে। তুরস্কের বর্ত্তমান যুদ্ধ-সজ্জা দর্শনে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ স্তম্ভিত। যুদ্ধ বিদ্যা ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিদ্যা (যথা—রেল ও সেতু নির্ম্মাণ, টেলিগ্রাফ বিস্তার, বেলুনারোহণে শত্রু পক্ষের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণাদি) শিক্ষার জন্য দলে দলে শিক্ষার্থিগণ ইউরোপে (বিশেষতঃ জর্ম্মণিতে) যাইতেছেন।"

সুলতানতে ওসমানীয়ার প্রধান প্রধান নগরের লোক সংখ্যা।

		১নং তালিকানুযায়ী।		২নং তালিকানুযায়ী।
১।	কুস্তন্তুনিয়া (কনষ্টাণ্টিনোপল)		—	১১২৫০০০
২।	সালোনিকা (সালানিক)	১৫০০০০	—	১০৫০০০
৩।	এড্রিয়ানোপল	৭০৮৮৬	—	৮১০০০
৪।	মনষ্টার	৪৫০০০	—	০ ০ ০
৫।	স্কুটারী (সকুতরা)	৩০০০০	—	০ ০ ০
৬।	জানিনা	২০০০০	—	০ ০ ০
৭।	স্মার্ণা (আজমীর)	২০০০০০	—	২০১০০০
৮।	দেমেস্ক (ডামস্কস)	২০০০০০	—	২২৫০০০
৯।	বোগদাদ (বাগদাদ)	১৮০০০	—	১৪৫০০০
১০।	হলব (আলিপো)	১২০০০০	—	১২৭১৫০
১১।	আৰ্জ্জরুম	৬০০০০	—	৩৮৯০০
১২।	কায়সারিয়া	৬০০০০	—	৭২০০০
১৩।	মওসল	৫৭০০০	—	৬১০০০
১৪।	ব্রুসা (বরুসা)	৭৫০০০	—	৭৬৩০৩
১৫।	আঙ্গোরা	৩০০০০	—	
১৬।	সিওয়াস	৪৮০০০	—	৪৩১০০
১৭।	মক্কা-মোয়াজ্জমা	৪৫০০০	—	৬০০০০০

	১ নং তালিকানুযায়ী।		২ নং তালিকানুযায়ী।
১৮। তারাবিজন (ট্রিবিজণ্ড)	৪৫০০০	—	৩৫০০০
১৯। আদানা	৪৫০০০	—	৪৫০০০
২০। দেয়ার বকর	৪০০০০	—	৩৪০০০০
২১। জেদ্দা	৩০০০০	—	০ ০
২২। যিরুসালেম (বয়তুল-মকদ্দস্)	৪১০০০	—	৫২০০০
২৩। কোনিয়া	৪৫০০০	—	৪৪০০০
২৪। চেযুস্	২৫০০০	—	০ ০
২৫। তরাবুল্স্ (ট্রিপলি)	৩০০০০	—	০ ০
২৬। মদিনা-মনুওরা	৩০০০০	—	৪৮০০০
২৭। বয়রুত (বেরুত)	০ ০ ০	—	১১৮৮০০
২৮। কারবালা	০ ০ ০	—	৬৫০০০
২৯। বস্তাগ্	০ ০	—	৫৮০০০

ইউরোপীয় গ্রন্থকার দিগের তালিকার উপর নির্ভর করিয়া প্রধান প্রধান নগরের লোক সংখ্যার তালিকা উপরে দেওয়া হইল। আমাদের মতে অনেক নগরের লোক সংখ্যাই ইহা অপেক্ষা বেশী হইবে। বস্রা, এয়মনের রাজধানী সানা (সানআ), জাফা, গাজা, হদেদা, নজফ্ আশরফ্ ইত্যাদি অনেক প্রধান নগর ও বন্দর বর লোকসংখ্যা আদৌ ধরা হয় নাই।

মহারাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের উপনগরাবলী সহ লোক সংখ্যা ২২০০০০০ বলিয়া জনৈক লেখক স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। খাস ইস্তাম্বুল, পেরা, গালাটা, স্কুটারী ও ইহার

নিকটবর্ত্তী বহু সংখ্যক উপনগর—মহারাজধানী কনষ্টাণ্টি-নোপলের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ লোক সংখ্যা ২২ লক্ষ হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না।

ওস্মানীয় সাম্রাজ্যে বে-সরকারী ওয়াক্‌ফের বার্ষিক আয় ১৮৭৭।৭৮ খৃঃ অব্দের যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩ কোটি ২ লক্ষ পিয়াষ্টার অর্থাৎ ২ লক্ষ ৫১ হাজার পাউণ্ড (৩৮৬৫০০০৲ টাকা) ছিল। কিন্তু উহা এক্ষণে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কারণ, রুস-তুরস্ক যুদ্ধের পর বহু রাজ্য এবং প্রদেশ ওস্মানীয় সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ সোওয়া লক্ষ পাউণ্ড। কেবল মাত্র শেখ-উল্ ইস্লাম বৎসরে ৫৯০০০ পাউণ্ড বেতন বা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তদধীনস্থ মুফ্‌তি ও প্রতিনিধি দিগের বৃত্তি ৬৮ হাজার পাউণ্ড।

১৮৮০ সালে সরকারী খাজানা হইতে ওয়াক্‌ফ্ বিভাগে ৫৭০০০ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মক্কা-মোয়াজ্জমার তহফা ইত্যাদি দরুণ বৎসরে ১০৯০০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়। ছাত্র দিগকে কোরাণ শরিফ পড়াইবার জন্য ১০৬০০০ পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে থাকে। তক্ইয়া ও খানকাহ্ সমূহের জন্য ব্যয় করা হয় ৬৫০০ পাউণ্ড।

সুলতানতে ওস্মানীয়ার অধীনস্থ করদ রাজ্য সমূহ।

নিম্ন-লিখিত ৭টী রাজ্য তুরস্কের করদ বলিয়া পরিগণিত; যথাঃ—১। বুলগেরিয়া; ২। ক্রীট্; ৩। সমস; ৪।

মিসর; ৫। বসোনিয়া ও হার্জ্জ গোবিনিয়া; ৬। কব্‌রস্‌ (সাইপ্রস্‌); ৭। টিউনিস্‌।

১। বুল্‌গেরিয়া।

১। বুল্‌গেরিয়া ও পূর্ব্ব রুমেলিয়া মিলাইয়া বুল্‌গেরিয়া রাজ্য গঠিত হইয়াছে। উভয়ের পরিমাণ ফল ৩৭৮৬০ বর্গ মাইল। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের গণনানুসারে এই সম্মিলিত রাজ্যের লোক সংখ্যা ৩৩০৯৮১৬ ছিল; তন্মধ্যে ৯৯২৩৮৬ জন পূর্ব্ব রুমেলিয়ার অধিবাসী। ১৯০০ সালের গণনানুসারে গ্রীক চার্চ্চের খৃষ্টান ৩০২০৮৪০, মুসলমান ৬৪৩২৫৭, য়িহুদী ৩৩৭০৭, ক্যাথলিক ২৭০০৪, আর্ম্মাণি চার্চ্চ ১৩৭৯০, প্রোটেষ্টাণ্ট ৪৫২৪ জন। মুসলমানগণ প্রধানতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব প্রদেশে বাস করে। মুসলমান দিগের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে; কারণ, বুল্গেরীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে প্রত্যেক বৎসর সহস্র সহস্র মুসলমান, ওস্‌মানীয়া সাম্রাজ্যের খাস এলাকায় "হেজরত" করিয়া চলিয়া যাইতেছে। রাজধানী সোফিয়া নগরীর লোক সংখ্যা পূর্ব্বে ৪৭০০০ ছিল, এক্ষণে ৬৮০০০ হইয়াছে। অন্যান্য প্রধান নগরের অধিবাসী সংখ্যা এই — ফিলিপ পোলি (পূর্ব্ব রুমেলিয়ার প্রধান নগর) ৩৬০৩৩, ওয়ার্ণা (ভার্ণা) ২৮১৭৪, শুমলা ২৩৫৬৭, রুশ্চক ২৮১২১, সলিউনিউ ২৩২১০, সতারাজা গোরা ১৬০৩৯, তাতার বাজার জিক ১৫৬৫৯, সিষ্টোভা ১২৪৮২, প্লেভনা (মহাবীর গাজী ওস্‌মান পাশার বীরত্ব প্রকাশের জন্য চির স্মরণীয়) ১৪৩০৭, সিলিষ্ট্রিয়া ১১৪১৪, টির্ণোভা (বুল্‌গেরিয়ার প্রাচীন রাজধানী) ১১৩১৪, উইডির্ন ১৪৭৭২; ১৯০৩ সালের গণনায় নিম্ন লিখিত নগরা-

বুলীর লোক সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে; যথাঃ—ফিলিপ পোলি ৪২৮৪৯, রুশ্চক ৩২৬৬১, ভার্ণা ৩৩৪৪৩, শুমলা ২২১২৮, সলিউনিউ ২৪৮৩৫, প্লেভনা ১৮৭০৯। যুদ্ধকালে বুল্ গেরিয়া ৩ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য সমবেত করিতে পারেন।

২। ক্রীট্ বা কাণ্ডিয়া।

ক্রীট্ দ্বীপের দৈর্ঘ ১৬০ মাইল ও প্রস্থ ৬ মাইল হইতে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত। পরিমাণ ফল ৩৩২৬ বর্গমাইল ও লোক সংখ্যা ১৯০০ সালের গণনানুসারে (যাহা ৫ জেলা, ২৩ তহশিল ও ৭০ পরগণায় বিভক্ত) ৩০৩৫৪৩; ইহার মধ্যে গ্রীক্ খ্রীষ্টান ২৬৯৩১৯, মুসলমান ৩৩৪৯৬ ও য়িহুদী ৭২৮ জন। ইহার পর গ্রীক্ অধিবাসী ৬২২৫৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে; আর মুসলমান ৩৯৯১৫ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রধান নগর খানিয়ার (কানিয়া) লোক সংখ্যা ২৪৫৩৭; কাণ্ডিয়ার ২২৭৭৩ ও রেটিমোর ৯১১১। এই দ্বীপে ৩০৫০ ইউনানী গির্জ্জা, ৬টী ক্যাথলিক গির্জ্জা, ২৩০টী গ্রীক্ রাহেবখানা বা সন্ন্যাসীদের আশ্রম ও ১৫০টী জামে মস্‌জেদ আছে।

৩। সমুস্ (সেমস্) দ্বীপ।

এই দ্বীপ এশিয়া মাইনরের অতি নিকটে—স্মার্ণা মহানগরীর সান্নিধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ফল ১৮০, বর্গমাইল ও লোক সংখ্যা (১৮৯৪ সালের গণনানুসারে) ৫৮৬৬৮। এতদ্ব্যতীত এই দ্বীপের ১৩৫০০ অধিবাসী এশিয়া মাইনরের উপকূল ভাগে বাস করে। ৩৬ জন ব্যতীত আর সমস্ত অধিবাসীই গ্রীক্ অর্থডক্স্ খৃষ্টিয়ান।

৪। মিসর।

এই রাজ্য আফ্রিকার মুকুট-মণি ও সভ্যতার প্রাচীন খনি। ঐস্‌লামিক দিগ্বিজয়ের ইহা গৌরবান্বিত নিদর্শন। ইহার বর্ত্তমান অধিপতির নাম আব্বাছ হলমি পাশা। পিতা তওফিক পাশার মৃত্যুর পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি তারিখে ইনি মিসরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। মিসরের বর্ত্তমান অধিপতির ঊর্দ্ধতন পূর্ব্ব পুরুষদিগের নামের একটী তালিকা দেখুন :—

শাসনকর্ত্তাগণের নাম।	জন্ম।	মৃত্যু।	রাজত্ব কাল।
১। মোহাম্মদ আলী পাশা (খেদব বংশের প্রতিষ্ঠাতা)	১৭৬৯	১৮৪৮	১৮১১ হইতে ১৮৪৮ সাল।
২। এব্রাহিম পাশা (মোহাম্মদ আলীর পুত্র)	১৭৮৯	১৮৪৮	১৮৪৮ সালের জুন হইতে নবেম্বর।
৩। আব্বাছ পাশা	১৮১৩	১৮৫৪	১৮৪৮ হইতে ১৮৫৪
৪। সইদ পাশা (মোহাম্মদ আলীর পুত্র)	১৮২২	১৮৬৩	১৮৫৪ হইতে ১৮৬৩
৫। এস্‌মাইল পাশা (এব্রাহিমের পুত্র)	১৮৩০	১৮৯৫	১৮৬৩ হইতে ১৮৭৯
৬। মোহাম্মদ তওফিক পাশা (এস্‌মাইল পাশার পুত্র)	১৮৫২	১৮৯২	১৮৭৯ ১৮৯২
৭। আব্বাছ হল্‌মি পাশা (তওফিক পাশার পুত্র)	১৮৭৪	বর্ত্তমান	১৮৯২ অব্দে আরম্ভ।

খাস মিসরের পরিমাণ ফল ৪ লক্ষ বর্গমাইল; অধিবাসী

সংখ্যা (১৮৯৭ সালের গণনানুসারে) ৯৭০৩৪০০ ; এক্ষণে অবশ্যই এক কোটীর উপর উঠিয়াছে। আয় ১৮৯৫।৯৬ সালের হিসাবানুসারে ১০২৬০০০০ পাউণ্ড। তৎপর ১৯০৩ সালের হিসাবানুসারে আয় ১২৪৬৩১০০ পাউণ্ড ও ব্যয় ১১৭২০১০০ পাউণ্ড। মিসরের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ১৫৯১৬; অশ্ব ও অশ্বতর ২১০০, উষ্ট্র ৫৭৭, তোপ ২৫০ (ইহার মধ্যে পুরাতন ধরণের তোপও আছে)।

মিসরের রাজধানী "কায়রো" (আল্-মিসর) মহানগরী অতি সুদৃশ্য, বিশাল ও প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ সমূহে পরিপূর্ণ। ইহার বিরাট মস্‌জেদ সমূহ, সুন্দর কেল্লা, মনোরম রাজ-প্রাসাদ, চিত্ত বিমুগ্ধকর উদ্যান রাজি, জামে-অল্-আজহার নামক জগদ্বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়, আমীর-ওমরাহদিগের সুদৃশ্য বাস ভবন, ইউরোপীয় বণিক্‌গণের সুসজ্জিত সৌধাবলী, রাজকীয় বিবিধ অট্টালিকা রাজি, সুন্দর কলেজ সমূহ ইত্যাদি দর্শকের মন প্রাণ আকুলিত করে। রাজপথে বৈদ্যুতিক আলো ও ট্রামওয়ে আছে। রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই মহানগরীর লোক সংখ্যা ৪ লক্ষের উপর। মিসরের দ্বিতীয় প্রধান নগরী আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া বা এস্কেন্দ্রিয়া। ইহাও প্রাচীন ঐতিহাসিক গৌরবে গৌরবান্বিত, সুন্দর ও বৃহৎ শহর এবং বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর। লোক সংখ্যা ২॥০ আড়াই লক্ষের উপর। অন্যান্য প্রধান নগরের মধ্যে দমিয়াত (ডামেটা)—লোক সংখ্যা ৩৫০০০, সুয়েজ ২০০০০, সুয়াকিম ১২০০০, বনহাল-আন ৮৩৫৪, আল্-মনসুরাঃ ২৭০০০, শবিন আলকুম ১২০০০, তান্তা (মিসরের ৩য় নগর—লোক সংখ্যা জানা যায়

নাই), দমনহুর ২০০০০, রশিদ (রসেটা) ১৯০০০, আল্‌ফায়ম্‌ ১২০০০, বনিসোয়েফ্‌ ১১০০০, আল্‌-ফয়ুম ২৬০০০, আল্‌মিন্না ১৬০০০, আসিয়ুত (সেউত) ৩২০০০, সোহাজ ৮০০০, কেনা ৭০০০, আসোয়ান ৭০০০ হাজার।

মিসরী স্থদান (স্থবে মিসরী ও ইংরেজী স্থদান) ইহার পরিমাণ ফল ৯ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা আন্দাজ ২০ লক্ষ। ইহা ১২টী স্থবায় বিভক্ত।

৫। বসোনিয়া ও হার্জ্জগোবিনিয়া।

এই স্থবাটী এক্ষণে অষ্ট্রীয়ার শাসনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ২৩২৬১০ বর্গমাইল। ১৮৯৫ সালে ইহার লোক সংখ্যা ১৫৬৮০৯২ ছিল। তন্মধ্যে গ্রীক্‌ খ্রীষ্টান ৬৭৩১৬১, মুসলমান ৫৪৮৮০৮, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ৩৩৩৯০৬, য়িহুদী ৮২০৮ ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ৩৮৯৯। অষ্ট্রীয়ার পক্ষ হইতে ২০১১০ জন সৈন্য এই প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছে। মুসলমানগণ অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদে পদে উৎপীড়িত হইয়া, ক্রমশঃ হেজরত করিয়া ওস্‌মানীয় খাস এলাকায় চলিয়া আসিতেছে।

৬। কব্‌রস বা সাইপ্রস্‌ দ্বীপ।

ইহা ভূমধ্য সাগরস্থ একটী প্রধান দ্বীপ; পরিমাণ ফল ৩৫৮০ বর্গমাইল। ১৮৯১ সালের গণনানুসারে লোক সংখ্যা ২০৯২৮৬; তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৪৭৯২৬। প্রধান নগর নিকোসিয়া—লোক সংখ্যা ১৪২৫২, প্রধান বন্দর লারনাকার লোক সংখ্যা ৭২৬৪, লমাসুল ৮২৯৮, ফামাগোষ্টা ৩৮১৫, পাফু

৩১৩৪, করসিনিয়া ১৩৩৬। ১৯০৩ সালে এই দ্বীপের আম-দানী ২১৫৩৬০ পাউণ্ড ও খরচ ১৪০২৮৪ পাউণ্ড হইয়াছিল। এই দ্বীপ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ইজারাধীন। খাজানা বাবদ ওসমানীয়া গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে ৯২৮০০ পাউণ্ড দিতে হয়।

৭। টুনিস্ বা টিউনিস্।

অধিপতির উপাধি "বে"। বর্ত্তমান অধিপতির নাম সৈয়দ মোহাম্মদ নাসের বোক-বিন-মোহাম্মদ পাশা। এই রাজ্যের উপর অধুনা ফরাশীদিগেরই সম্পূর্ণ আধিপত্য। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে সুলতান আবদুল আজিজ মরহুম টুনিসের বে কে কর প্রদান হইতে মুক্তি দান করেন। এই রাজ্যের পরিমাণ ফল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষ। রাজধানী টুনিস নগরীর লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার। তন্মধ্যে ১২১০০ ফরাশী, ২৭৫০০ ভিন্ন দেশবাসী ইউরোপীয়ান; অবশিষ্ট আরব, মুর, হাবশী ও য়িহুদী। এখানকার "জামে জয়তুনিয়া" একটী প্রবিখ্যাত মজহাবী বিশ্ব-বিদ্যালয়। মিসরের জামে-অল্ আজহারের পরেই ইহা সম্মান লাভ করিতে পারে।

তুরস্কের মহামান্য সুলতানগণ।

সুলতানগণের নাম।	সিংহাসনারোহণের সন।
১। গাজী ওস্মান খান	১২৯৯ ইং
২। আরখান	১৩২৬ „
৩। মোরাদ প্রথম	১৩৬০ „

সুলতানগণের নাম।	সিংহাসনারোহণের সন।
৪। ইলদরম বায়েযিদ	১৩৮৯ ইং
৫। সোলেমান ১ম	১৪০২ „
৬। চল্‌বি মোহাম্মদ ১ম জামে	১৪১৩ „
৭। মোরাদ ২য়	১৪২১ „
৮। মোহাম্মদ ২য় (কনষ্টান্টিনোপল-বিজয়ী)	১৪৫১ „
৯। বায়েজিদ ২য়	১৪৮১ „
১০। এয়াওয্ সলিম	১৫১৩ „
১১। সোলেমান ২য় সাহেবে কারাণ	১৫২০ „
১২। সলিম ২য়	১৫৬৬ „
১৩। মোরাদ ৩য়	১৫৭৪ „
১৪। মোহাম্মদ ৩য়	১৫৯৫ „
১৫। আহ্‌মদ ১ম	১৬০৩ „
১৬। মস্তফা ১ম	১৬১৭ „
১৭। ওস্‌মান ২য়	১৬০৮ „
১৮। মোরাদ ৪র্থ (বোগদাদ-বিজেতা)	১৬২৩ „
১৯। এব্রাহিম	১৬৪০ „
২০। মোহাম্মদ ৪র্থ	১৬৪৯ „
২১। সোলেমান ৩য়	১৬৬৭ „
২২। আহ্‌মদ ২য়	১৬৯১ „
২৩। মস্তফা ২য়	১৬৯৫ „
২৪। আহ্‌মদ ৩য়	১৭০৩ „
২৫। মহ্‌মুদ ১ম	১৭৩০ „
২৬। ওস্‌মান ৩য়	১৭৫৪ „

সুলতানগণের নাম।	সিংহাসনারোহণের সময়।
২৭। মস্তফা ৩য়	১৭৫৭ ইং
২৮। আবদুল হামিদ ১ম	১৭৭৪ „
২৯। সলিম ৩য়	১৭** „
৩০। মস্তফা ৪র্থ	১৮০৭ „
৩১। মহ্মুদ ২য়	১৮০৮ „
৩২। আবদুল মজিদ	১৮৩৯ „
৩৩। আবদুল আজিজ	১৮৬১ „
৩৪। মোরাদ ৫ম	১৮৭৬ „
৩৫। আমিরুল মুমেনিন আবদুল হামিদ খান (২য়) খলদল্লাহ মোলকহু ও সোলতানাহ্	১৮৭৬।৩১শে আগষ্ট।

১। সুলতান গাজী ওস্মান খান হইতে ৩৪। সুলতান ৫ম মোরাদ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সুলতানের রাজত্ব কালের পরিমাণ গড়ে প্রায় ১৭ বৎসর। আর বর্ত্তমান সুলতানল্ আজমকে ধরিয়া ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত গড় পড়তা করিলে, প্রত্যেক সুলতানের রাজত্ব কাল ১৭ বৎসর ১৪৬ দিন হয়। ভরসা করি, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মুস্লেমিন সুলতান আবদুল হামিদ খান, খোদাতা-লার ফজল ও করমে দীর্ঘজীবি হইয়া প্রত্যেক সুলতানের রাজত্ব কাল গড়ে ২০ বৎসরে পরিণত করিবেন।

মহামান্য সুলতানল্ গাজী আবদুল হামিদ খানের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ।

১। মোহাম্মদ মোরাদ আফেন্দি; ইঁনি ১৮৪০ খৃঃ অব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ৩০শে মে তারিখে স্বীয় পিতৃব্য সুলতান আবদুল আজিজ শহিদের সিংহাসনচ্যুতির পর ইঁনি ওস্মানীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার দেমাগে বাতুলতার লক্ষণ দেখিয়া ঐ বর্ষের ৩১শে আগষ্ট তারিখে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

২। জমিলা সুলতানা; জন্ম ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ১৮ই আগষ্ট। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৩রা জুন তারিখে আহ্মদ ফতি পাশার পুত্র জালালুদ্দীন পাশার সঙ্গে ইঁহার শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার স্বামী পরলোক গমন করিয়াছেন। সুতরাং ইঁনি এক্ষণে বিধবা।

৩। মোহাম্মদ রেশাদ আফেন্দি; জন্ম ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের ৩রা নবেম্বর। ইঁনিই ওস্মানীয় সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী।

৪। কামালুদ্দীন আফেন্দী; জন্ম ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর।

৫। সনিয়া সুলতানা; জন্ম ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ২১শে নবেম্বর। খলিল পাশার পুত্র মহ্মুদ পাশা মরহুমের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এক আল্বেনীয় কর্ত্তৃক ইঁনি হত হয়েন।

৬। মদ্‌হিয়া সুলতানা; জন্ম ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে। প্রথমতঃ নজিব পাশার সহিত ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৮৮৫ সালে ইঁনি বিধবা হন। পরে ১৮৮৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ফরিদ পাশা ইঁহার পাণি গ্রহণ করেন।

৭। সোলেমান আফেন্দি; জন্ম ১৮৬০ খৃঃ অব্দে।

৮। অহিদ উদ্দীন আফেন্দি; জন্ম ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি।

মহামান্য সুলতানল্ গাজী আবদুল হামিদ খানের সন্তান সন্ততিগণ।

১। মোহাম্মদ সলিম আফেন্দী; জন্ম ১৮৭০ সালের ১১ই জানুয়ারি।

২। জকিয়া সুলতানা; জন্ম ১৮৭১ সালের ১২ই জানুয়ারি। ১৮৮৯ সালের ২০শে এপ্রিল প্লেভনা সমরে জগদ্বিখ্যাত মহাবীর গাজী ওস্‌মান পাশার জ্যেষ্ঠ পুত্র নূরদ্দিন পাশার সহিত ইঁহার শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৩। নইমা সুলতানা; জন্ম ১৮৭৬ সালের ৫ই আগষ্ট। ১৮৯৮ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে গাজী ওস্‌মান পাশার ২য় পুত্র কামালুদ্দীন পাশা ইঁহার পাণি গ্রহণ করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর কামালুদ্দীন পাশা ইয়ং টার্কিস্ পার্টিতে যোগদান করিয়া, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের বিরুদ্ধবাদী হন এবং কনষ্টান্টিনোপল হইতে পলায়ন করেন। শরি-

মত অনুযায়ী ১৯০৪ সালের জুন মাসে শাহ্‌জাদীর বিবাহ-সম্বন্ধ ইঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার কিছু দিন পরে রাজস্ব-বিভাগের সহকারী মন্ত্রী কামাল বোকের সহিত ইঁহার ২য় বার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৪। আবদুল কাদের আফেন্দি; জন্ম ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি।

৫। আহ্‌মদ আফেন্দি; জন্ম ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

৬। নয়েলাঃ সুলতানা; জন্ম ১৮৮৩ সালের ৮ই জানুয়ারি। ইঁনিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন।

৭। বোরহানুদ্দিন আফেন্দী; জন্ম ১৮৮৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর।

৮। শাদিয়া সুলতানা; জন্ম ১৮৮৬ সালে।

৯। আয়েশা সুলতানা; ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

১০। রকিয়া সুলতানা।

১১। আবদুর রহিম আফেন্দি; ১৮৯২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৭ সালে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইঁহার স্মরণার্থ ঐ বৎসরই মহামান্য আমিরুল মুমেনিন "মজিদিয়া হাস্পাতাল" নামক এক বিরাট দাতব্য হাস্পাতাল মহারাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে স্থাপন করেন। উহাতে প্রধানতঃ শিশু ও মহিলাদিগের চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১২। মোহাম্মদ বদর আফেন্দি; ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

১৩। খোদেজা সুলতানা; ১৮৯৭ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭ মাস বয়সে ১৮৯৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

তুরস্কের রাজ-মন্ত্রীগণ।

১৮৯৬	১৯০৬
১। উজীরে আজম—	” ”
খলিল রফআত পাশা (১৮৯৫)	ফরিদ পাশা (১৯০৩)
২। শেখ-উল-ইস্‌লাম—	” ”
জামালুদ্দীন আফেন্দি (১৮৯১)	জামালুদ্দীন আফেন্দি।
৩। স্বরাষ্ট্র সচিব—	” ”
মহ্‌মুদ জালালুদ্দীন পাশা (১৮৯৫)	মহ্‌মুদ পাশা।
৪। বৈদেশিক মন্ত্রী—	” ”
তওফিক পাশা (১৮৯৫)	তওফিক পাশা।
৫। রাজস্ব-বিভাগীয় মন্ত্রী —	” ”
নাজেফ্ পাশা (১৮৯৬)	নাজেফ্ পাশা।
৬। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী—	” ”
আবদুর রহমান পাশা (১৮৯৫)	আবদুর রহমান পাশা।
৭। মন্ত্রণা সভার প্রেসিডেণ্ট—	” ”
সইদ পাশা	সইদ পাশা
৮। সামরিক মন্ত্রী	” ”
রেজা পাশা	রেজা পাশা *

* ১৯০৮ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে মাসিডোনিয়ায় যে মহা

৯। নৌ-সামরিক মন্ত্রী—	” ”
(জানা নাই)	জালাল পাশা।
১০। ওয়াকৃফ্ বিভাগীয় মন্ত্রী	” ”
(জানা নাই)	তরখান পাশা।
১১। শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী—	” ”
(জানা নাই)	হাশেম পাশা।
১২। বাণিজ্য ও পূর্ত্ত বিভাগীয় মন্ত্রী—	” ”
(জানা নাই)	সজনী পাশা।
১৩। খনি ও বন বিভাগীয় মন্ত্রী—	” ”
সলিম পাশা	সলিম পাশা।

ইঁহাদের অনেকেরই সহকারী আছেন, তাঁহারা সহকারী মন্ত্রী নামে অভিহিত হন।

মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের নিজস্ব খরচ।

সুলতান আবদুল আজিজ খান মরহুম স্বীয় ব্যয়-ভূষণের জন্য রাজকোষ হইতে বার্ষিক ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (৬ কোটি টাকা)

বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তদুপলক্ষে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন স্বরাজ্যে "নিয়মতন্ত্র" শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মহারাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী সভারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে সইদ পাশা প্রধান মন্ত্রী ও ওমর রশিদ পাশা সামরিক মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছেন

গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান সুলতানল্ আজম রাজ্যের কল্যাণার্থে উহার অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ কম পরিমাণ টাকা হইতে অন্যান্য রাজ কুমার দিগের বৃত্তি, হরম সরায়ের বিপুল ব্যয় প্রভৃতি নির্ব্বাহ করেন। প্রকৃতি পুঞ্জের কল্যাণার্থেই তিনি নিজের ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া, রাজকোষ হইতে অল্প সংখ্যক মুদ্রা গ্রহণ করেন। বিপুল পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও প্রত্যহ কোন না কোন সৎকার্য্যে, জাতীয় শুভানুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। কোথাও মসজেদ নির্ম্মাণ বা মসজেদ-সংস্কার জন্য, কোথাও বিদ্যালয় স্থাপন জন্য, কোথাও অতিথি শালা বা অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য, কোথাও পয়গম্বর বা অলি-আল্লাহ্ দিগের পবিত্র মজার সমূহের সংস্কার সাধন জন্য, কোথাও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বা ভূমিকম্পাদিতে উৎসন্ন প্রাপ্ত স্থানের অধিবাসী দিগের সাহায্য জন্য, কোথাও বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের ভোজ প্রদান বা প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম গ্রন্থাদি ক্রয় জন্য, কোথাও জলাশয় খনন, খাল খনন বা জল-প্রণালীর সংস্কার সাধন (যথা—মক্কা-মোয়াজ্জমাস্থ নহরে জোবেদা খাতুন প্রভৃতি) জন্য, কোথাও দরিদ্র হজ্জ-যাত্রীদিগের রাহা খরচাদির জন্য, কোথাও পবিত্র স্থানের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন জন্য—ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানেও জন-হিতকর কার্য্যে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন নিজের পকেট হইতে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। হেজাজ রেলওয়ের-ফণ্ডেও তিনি নিজে বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কোনও প্রকার অন্যায় কার্য্যে তিনি এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না। বিলাস-ব্যসনের কাছ দিয়াও

তিনি যান না। এত সৎকার্য্যে এত অর্থ ব্যয় করা স্বত্বেও, ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক সমূহে তাঁহার বহু কোটি টাকা জমা আছে।

মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের দৈনিক কার্য্য-তালিকা।

কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না যে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন কি ভাবে স্বীয় "জেন্দেগী" অতিবাহিত করেন। কিছু দিন অতীত হইল, এক ব্যক্তি মহামান্য সুলতানল্‌ আজমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য "ইল্‌দিজ" রাজ-প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তিনজন উচ্চ পদস্থ পাশার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সুলতানল্‌ আজম কি ভাবে সময় অতিবাহিত করেন। উত্তরে ৩ জন পাশাই সুলতানল্‌ আজমের দৈনিক কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তালিকা প্রদান করেন। ৩ জন পাশাই এরূপ পদে নিযুক্ত ছিলেন যে, তাঁহারা যে আমিরুল্‌ মুমেনিনের দৈনিক কার্য্যের বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত, তাহাতে কোনও রূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। মোটের উপর ইহাই জানা গেল যে, আলি হজরত ইল্‌দিজ কোশকে একাকী নিতান্ত সাধারণ ভাবে জীবনাতিবাহিত করেন।

লেডি ফ্রান্সিস্‌ ইলিয়ট্‌ স্বীয় "কনষ্টান্টিনোপল ভ্রমণ" নামক গ্রন্থে মহামান্য আমিরুল্‌ মুমেনিনের দৈনিক কার্য্য বিবরণী

যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদপেক্ষা বিশ্বাস্য ও প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব। লেডি মহোদয়ার লিখিত বিবরণের সারাংশ এইরূপ :—

আলি হজরত সুলতান আবদুল হামিদ একজন "নরম মেজাজের" (নম্র প্রকৃতির) লোক। স্বীয় পিতৃব্যের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর, তিনি ইল্‌দিজ কোশকের ক্ষুদ্র মহল হইতে স্থানান্তরিত হওয়া 'পসন্দ' করেন নাই। এই মহল খাস ইস্তাম্বুল মহানগরী হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে বস্ফোরসের ইউরোপীয় তটে—অত্যুচ্চ পাহাড় শ্রেণীর উপর অবস্থিত। ইল্‌দিজের রাস্তা পেরার বক্র ও উচু-নীচু গলি সমূহ অতিক্রম করিয়া এরূপ স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে—যাহাকে নগরাংশ না বলিয়া পল্লী গ্রামের অংশ বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তৎপর পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলে, একটী "মহল নমা কোশক" এর নক্সা (যাহা আকারে ক্ষুদ্র এবং বর্ত্তমান রুচি অনুযায়ী নির্ম্মিত) বৃক্ষ রাজির আড়াল হইতে মস্তকোত্তোলন করিতেছে বলিয়া দর্শকের নয়ন পথে পতিত হয়। ইহাই সেই ইল্‌দিজ কোশক—যে রাজ প্রাসাদে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন বাস করেন। ইহা বাস্তবিক আড়ম্বর পূর্ণ বিশাল রাজ প্রাসাদ নহে; প্রথমে ইহা গ্রীষ্ম কাল অতিবাহিত করিবার উপযুক্ত বাংলা মাত্র ছিল। ইহার নিকটস্থ ভূখণ্ড (যাহাতে অসংখ্য সুদৃশ্য বৃক্ষরাজি বিরাজ করিতেছে) বেশ বিস্তৃত। এখানকার সবুজ দূর্ব্বা ক্ষেত্র সমূহ অপূর্ব্ব চিত্ত বিনোদক। বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে আরও বহু সংখ্যক সুদৃশ্য বাংলা আছে। এই মনোরম বৃক্ষরাজি, পাহাড় শ্রেণী হইতে

বস্‌ফোরসের তটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান হইতে কি সমুদ্রের দিকে, কি স্থল ভাগের দিকে, ইউরোপ ও এশিয়ার দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। বস্ফোরসের নীলাভ জল রাশি আকাশের নীল বর্ণকেও যেন পরাস্ত করিতেছে। উহার উভয় তটে শ্বেত বর্ণ অট্টালিকা শ্রেণী বহু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—দেখিতে বড়ই আনন্দপ্রদ। পক্ষান্তরে ষ্টিমার, নৌকা ও পালের জাহাজগুলি প্রতি মুহূর্ত্তে ইলদিজ প্রাসাদের নিকট দিয়া গমনাগমন করিতেছে।

সুলতান ২য় মোহাম্মদের সিংহাসনোপরি এমন কোনও সুলতান অধিরূঢ় হন নাই, যাঁহার প্রাইভেট জীবন বর্ত্তমান সুলতানল্ আজম অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। পক্ষান্তরে ইঁহা অপেক্ষা জন সাধারণের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন কারী কোনও সুলতানই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইঁহার সময় হইতে নির্দ্দোষ অনাথ বালকগণের শোণিতপাত করিবার ভীষণ প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। * ইঁনি হরমসরায়ের আড়ম্বর পূর্ণ বহুমূল্য সাজ-সরঞ্জামাদির পরিমাণও খুব কম করিয়া দিয়াছেন। রোমের পোপের ন্যায় সুলতানল্

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানদিগের সময়, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বা অন্যান্য রাজকুমারদিগের অনেকেই নৃশংস রূপে নিহত হইয়াছেন। পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের হত্যা সাধন, ভ্রাতার দ্বারা ভ্রাতার হত্যা সাধন, পিতৃব্য কর্ত্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যা সাধন, ইত্যাদি নৃশংস ঘটনার বিবরণ ওসমানীয় ইতিহাসে বিরল নহে। কিন্তু মহামান্য গাজী সুলতান ২য় আবদুল হামিদ খান কোনও রাজকুমারকে হত্যা করিবেন দূরে থাকুক, কাহারও প্রতি কখনও একটু কঠোর আচরণ পর্য্যন্তও করেন নাই।

আজমও একাকী আহার করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ বস্ফোরসের নিকট নির্ম্মিত "দরিচা" সমূহের নিকট বসিয়া তিনি ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু সময় সময় বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে সাধারণ ভোজ-সভায়ও আহার কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ঐ সকল অবস্থায় শাহী অতিথিবর্গ, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজদূত ও তাঁহাদের লেডিগণের সঙ্গে, পাশ্চাত্য নিয়মে ভোজন কার্য্য সমাধা করেন। ঐরূপ ক্ষেত্রে খানার টেবিলে ইউরোপীয়দিগের রুচি অনুযায়ী সর্ব্ববিধ খানা ও পানীয় দ্রব্য উপস্থিত থাকে। কিন্তু মহামান্য আমিরুল মুমেনিন পানীয় দ্রব্যের মধ্যে কেবল মাত্র পানীই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ পানী অতি সতর্কতার সহিত পিপা পূর্ণ করিয়া শাহী মহলে আনয়ন করা হয়।

সুলতানল্ আজমের খানা অতি সাদা-সিদে রকমের হইয়া থাকে। প্রধানতঃ তিনি তরি তরকারী ও ফল মূলাদি অধিকতর "পসন্দ" করেন। তাঁহার জন্য রৌপ্য নির্ম্মিত দেক্‌চিতে খানা পাক হয়; উহার উপর মোহরাঙ্কিত থাকে। তাঁহার সম্মুখেই দেক্‌চি হইতে মেজের উপর খানা বাহির করা হয়। তাঁহা অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। সুলতান অতি অল্প সময় মাত্র নিদ্রা গিয়া থাকেন। কোনও দিন লেখনী ধারণ পূর্ব্বক, মহলের সাধারণ ভৃত্য হইতে সুবার গবর্ণর পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীর কর্ম্মচারীবর্গের নিয়োগ-পত্র ও অন্যান্য কাগজ-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন।

সুলতানল্ আজম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি কি কাজ করিয়া থাকেন ?

অধিকাংশ পূর্ব্ব দেশীয় লোকের ন্যায় মহামান্য আমিরুল মুমেনিন অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করেন। তিনি অতি পাকা "আবেদ" ও "জাহেদ" মুসলমান। অজু এবং নমাজের (যাহা তদীয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক নর নারীর প্রতি 'ফরজ' হইয়াছে) পর এক পেয়ালা কাফি (কহ্ওয়া) পান করেন। তৎপর সিগারেটের ধূম পান করিতে থাকেন। ফরাসী-সম্রাট্ লুই বোনাপার্টের ন্যায় ইঁনি সারা দিনই সিগারেটের ধূম পান করেন। বেলা ১০ টার সময় সুলতান মন্ত্রীদিগের রিপোর্ট শ্রবণ করেন এবং হয় একাকী, নয় নিজের সেক্রেটারীদের সহিত ১টা পর্য্যন্ত অনবরত কাজ করিয়া থাকেন; তৎপর আহার কার্য্য সমাধা করেন। আহারান্তে (অবশ্য জোহরের নমাজ পড়িয়া) হয় পদব্রজে, নয় শকটারোহণে ২ ঘণ্টা কাল মহলের সীমার মধ্যে (উদ্যান রাজির মধ্যে) বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। কখনও বা সুবর্ণ-কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুন্দর তরণীতে আরোহণ করিয়া, মহলাভ্যন্তরস্থিত ঝিল সমূহে নৌ-বিহার করেন। শুক্রবার জুম্মার সময় মসজিদে গমন ভিন্ন, তিনি আর কখনও মহলের বাহিরে পদার্পণ করেন না। ভ্রমণান্তে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করেন, এবং তৎপর কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। ঐ সময় কোন কোন দিন বিভিন্ন রাজ্যের রাজদূতদিগকে সাক্ষাৎ দানে কৃতার্থ করেন। নৈশ-আহার [illegible] সময়েই শেষ করেন। ঐ সময় তুর্কীদিগের বিখ্যাত খানা পোলাও, নৌরিয়াত, বরফ মিশ্রিত শরবত

প্রভৃতি সুলতানল্ আজমের টেবিলে বিরাজ করে। আহারান্তে সাক্ষাৎ-প্রকোষ্ঠে (মোলাকাতের কামরায়) গমন করেন। তথায় মহাবীর গাজী ওসমান পাশা ও অন্যান্য পাশা এবং জেনারেলগণকে সাক্ষাৎ দানে "সরফরাজ" করিয়া থাকেন। কোনও কোনও দিন আহার সমাপনান্তে হরম-সরায়ে (অন্দর মহলে) চলিয়া যান। তথায় কয়েক ঘণ্টা স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং জননীর সহিত সাক্ষাৎ ও পারিবারিক শুভ-সম্মিলনে পরম সুখানুভব করেন। সুমধুর বাদ্য শুনিতে তিনি বড় ভাল বাসেন; সময় সময় নিজেও পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন।

* * * তাঁহার বিশ্বাস, তদীয় সৈন্য দল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। * * * সুলতানল্ আজম ধীরে ধীরে নম্রতার সহিত কথা বলেন। কিন্তু কোনও সময় কোনও বিষয় প্রকাশ্য ভাবে বলিবার প্রয়োজন হইলে, গম্ভীর আওয়াজে তাহা তেজস্বিতার সহিত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সোলতানল্ আজম দরবেশ ও ওলামাদিগের প্রার্থনা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহাদের বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহারা অতি সহজে আমিরুল মুমেনিনের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তৎ-প্রদত্ত দান ও পারিতোষিকাদি লাভে কৃতার্থ হন। * * * সুলতান ইউরোপীয় লেডিদিগকে মূল্যবান্ 'তহফা' প্রদান করিয়া থাকেন। আলি হজরতের নিকট মণি মুক্তাদির অগাধ ভাণ্ডার আছে। প্রাচীন মহল সরায়ের আল্মারী সমূহ বহু মূল্যবান্ মণি-মাণিক্য ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ।

আমরা এই স্থলেই "গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ ২য় খণ্ড" শেষ করিলাম। লেখকের শেষ প্রার্থনা, দয়াময় আল্লাহ্ তা'লা মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, খলিফাতুল মুসলেমিন, সুলতান আবদুল হামিদ খান খোলদল্লাহে মোল্কহুকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবি করিয়া, ইস্লামের এবং তৎসহ ওস্মান বংশের গৌরব বর্দ্ধন করুন। আমিন!!

২৭শে জমাদিয়স্ সানি, (১৩১৬); সোমবার।

সমাপ্ত

উপসংহার।

পুস্তক লেখা শেষ হইবার পর, ওস্‌মানীয়া সাম্রাজ্যের গুরুতর রাজ-নীতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মহামান্য সুলতানল্ আজম নিয়ম-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর ঘোষণা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ন্যায় তুরস্কে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। মন্ত্রী সমাজের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন এতদিন যে উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, ১৯০৮ খৃঃ অব্দের ২৩শে জুলাই তারিখে তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। আর একটী শুভ সংবাদ এই যে, ১৫ই আগষ্টের টেলিগ্রামে প্রকাশ, ঐ তারিখে পবিত্র নগরী "মদীনা তৈয়্যবা" পর্য্যন্ত হেজাজ-হামিদিয়া রেলওয়ে লাইনে গাড়ি চলাচল হইয়াছে।